بسم الله الرحمن الرحيم

الطريق إلى القرآن الكريم

(এসো কোরআন শিখি)

الجزء الرابع

تأليف

أبو طاهر المصباح

أستاذ اللغة العربيـــة والأدب العربـــي

بمدرســـة المدينـــة

أشرف آباد، داكا

دار القلم

للطباعة والنشر والتوزيع

أشرف آباد، كملا فارا، كمرنغي صر، داكا — ١٢١١

الطريق إلى القرآن الكريم (الجزء الرابع)
(এসো কোরআন শিখি- 8)

من سلسلـــة الكتب الدراسيـــة للمنهج المدني

تأليف أبي طاهر المصباح

الناشر

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعـــة الأولى

ربيع الأول من عام ١٤٣٤ الهجري

الموافق فبراير من سنـــة ٢٠١٣ الميلاديـــة

الهديـــة الرمزيـــة

مئتـــان وخمسون تاكا

تنضيد الحروف

دار القلم كمبيوتر

بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

سورة القمر ٥٤

আর অতিঅবশ্যই সহজ করেছি আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য, তো আছে কি কোন উপদেশগ্রহণকারী?

فهرس الآيات المنتخبة في هذا الكتاب

الجزء الحادي والعشرون (من صـ ٢١٥ إلى ٢٥١)

(العنكبوت : ٢٩ : ٤٦ ـ ٥٠) صـ ٢١٥/(العنكبوت :: ٦٥ — ٦٩) صـ ٢١٩ / (الروم : ٣٠ : ٨ — ١٦) صـ ٢٢٢/ (الروم :: ٢٠ — ٢٥) صـ ٢٢٦/ (الروم :: ٤١ — ٤٦) صـ ٢٣٠/ (الروم :: ٥٥ — ٦٠) صـ ٢٣٣/(لقمن : ٣١ : ٦ — ١١) صـ ٢٣٦ / (لقمن :: ٢٠ — ٢٤) صـ ٢٤٠/ (لقمن :: ٢٩ — ٣٤) صـ ٢٤٤ / (السجدة : ٣٢ : ٢٣ — ٣٠) صـ ٢٤٩

الجزء الثاني والعشرون (من صـ ٢٥٣ إلى ٢٩١)

(الأحزاب : ٣٣ : ٥٣ — ٥٤) صـ ٢٥٣/(سبأ : ٣٤ : ٣ — ٦) صـ ٢٥٦ / (سبأ :: ١٠ — ١٤) صـ ٢٥٩/ (سبأ :: ١٥ — ١٩) صـ ٢٦٤/ (سبأ :: ٣١ — ٣٣) صـ ٢٦٨/(سبأ :: ٣٧ — ٤٥) صـ ٢٧١/(فاطر : ٣٥ : ١٢ — ١٤) صـ ٢٧٦ / (فاطر :: ٣١ — ٣٧) صـ ٢٧٩/ (فاطر :: ٣٨ — ٤٣) صـ ٢٨٣/ (يس : ٣٦ : ١ — ١٢) صـ ٢٨٨

الجزء الثالث والعشرون (من صـ ٢٩٣ إلى ٣٣٢)

(يس : ٣٦ : ٣٦ — ٤٤) صـ ٢٩٣ / (يس : ٣٦ : ٤٨ — ٦٤) صـ ٢٩٧ / (يس : ٣٦ : ٧٨ — ٨٣) صـ ٣٠٣/ (الصافات : ٣٧ : ٢٤ — ٤٧) صـ ٣٠٥/ ((الصافات : ٣٧ : ٩٥ — ١١٣)صـ ٣٠٩/ (الصافات : ٣٧ : ١٣٩ — ١٥٧) صـ ٣١٤ / (ص : ٣٨ : ١٢ — ٢٠) صـ ٣١٧ / (ص : ٣٨ : ٢١ — ٢٥) صـ ٣٢١/ (ص : ٣٨ : ٣٤ — ٤٣) صـ ٣٢٦ / (الزمر : ٣٩ : ٢٥ — ٣١) صـ ٣٢٩

الجزء الرابع والعشرون (من صـ ٣٣٣ إلى ٣٦٥)

(الزمر : ٣٩ : ٤٢ — ٤٦) صـ ٣٣٣ / (الزمر : ٣٩ : ٤٧ — ٥١) صـ ٣٣٦ / (غافر : ٤٠ : ١٠ — ١٩) صـ ٣٣٩/ (غافر : ٤٠ : ٣٠ — ٣٥) صـ ٣٤٤/ (غافر : ٤٠ : ٤٧ — ٥٠)صـ ٣٤٧/ (غافر : ٤٠ : ٦٩ — ٧٧) صـ ٣٥٠ / (غافر : ٤٠ : ٧٨ — ٨١) صـ ٣٥٤ / (فصلت : ٤١ : ١٣ — ١٨) صـ ٣٥٦/ (فصلت : ٤١ : ١٩ — ٢٤) صـ ٣٦٠ / (فصلت : ٤١ : ٣٢ — ٣٧) صـ ٣٦٣

الجزء الخامس والعشرون (من صـ ٣٦٧ إلى ٤٠٧)

(الشورى : ٤٢ : ٦ — ١١) صـ ٣٦٧ / (الشورى : ٤٢ : ٢١ — ٢٤) صـ ٣٧٢ / (الشورى : ٤٢ : ٤٤ — ٤٩)صـ ٣٧٦/ (الزخرف : ٤٣ : ١٩ — ٢٥) صـ ٣٨٠/ (الزخرف : ٤٣ : ٣٦ — ٤٥) صـ ٣٨٣/ (الزخرف : ٤٣ : ٤٦ — ٥٦) صـ ٣٨٧ / (الدخان : ٤٤ : ١ — ١٦) صـ ٣٩٠ / (الدخان : ٤٤ : ١٧ — ٣١) صـ ٣٩٤/ (الدخان : ٤٤ : ٤٠ — ٥٩) صـ ٣٩٩ / (الجاثيـة : ٤٥ : ١ — ١١) صـ ٤٠٣

الجزء السادس والعشرون (من صـ ٤٠٩ إلى ٤٥٣)

(الأحقاف : ٤٦ : ١٥ – ١٩) صـ ٤٠٩ / (الأحقاف :: ٢١ – ٢٨) صـ ٤١٥ / (محمد : ٤٧ : ١٣ – ١٧) صـ ٤٢٠/ (محمد :: ٢٤ – ٣٠) صـ ٣٨٠/ (الزخرف : ٤٣ : ٣٦ – ٤٥) صـ ٤٢٥/ (الفتح : ٤٨ : ١ – ٦) صـ ٤٢٩ / (الفتح :: ١٠ – ١٤) صـ ٤٣٤ / (الفتح :: ١٨ – ٢٣) صـ ٤٣٨/ (الحجرات : ٤٩ : ٤ – ٨) صـ ٤٤٢ / (ق : ٥٠ : ٦ – ١٤) صـ ٤٤٦

الجزء السابع والعشرون (من صـ ٤٥٥ إلى ٤٩٣)

(الذريت : ٥١ : ٤٧ – ٥٤) صـ ٤٥٥ / (النجم : ٥٣ : ١ – ١٨) صـ ٤٥٩ / (النجم :: ٣١ – ٣٢) صـ ٤٦٣/ (القمر : ٥٤ : ١٨ – ٣١) صـ ٤٦٧/ (الرحمن : ٥٥ : ٢٦ – ٤٢) صـ ٤٧١/ (الرحمن :: ٤٣ – ٥٥) صـ ٤٧٦ / (الواقعة : ٥٦ : ٢٧ – ٣٤) صـ ٤٨٠ / (الواقعة :: ٤١ – ٥٦) صـ ٤٨٢/ (الحديد : ٥٧ : ١١ – ١٥) صـ ٤٨٥ / (الحديد :: ٢٦ – ٢٩) صـ ٤٩٠

الجزء الثامن والعشرون (من صـ ٤٩٥ إلى ٥٢٩)

(المجادلة : ٥٨ : ٧ – ١٠) صـ ٤٩٥ / (الحشر :٥٩ : ١ – ٤) صـ ٥٠٠ / (الحشر :: ٥ – ٧) صـ ٥٠٤/ (الحشر :: ١٤ – ١٧) صـ ٥٠٧/ (الممتحنة : ٦٠ : ١ – ٣) صـ ٥١١/ (الممتحنة :: ٧ – ٩) صـ ٥١٥ / (المنافقون : ٦٣ : ٤ – ٥)صـ ٥١٨ / (التغابن : ٦٤ : ١٤ – ١٦) صـ ٥٢٠/ (الطلاق : ٦٥ : ٨ – ١١) صـ ٥٢٣ / (الطلاق : ٦٥ : ١٢) صـ ٥٢٧

الجزء التاسع والعشرون (من صـ ٥٣١ إلى ٥٧٣)

(الملك : ٦٧ : ١٥ – ٢٢) صـ ٥٣١ / (الحاقة : ٦٩ : ١ – ٨) صـ ٥٣٦ / (المعارج : ٧٠ : ١ – ١٨) صـ ٥٤٠/ (المعارج :: ٣٦ – ٤٤) صـ ٥٤٥/ (نوح : ٧١ : ٥ – ١٢) صـ ٥٤٩/ (الجن : ٧٢ : ١ – ٥) صـ ٥٥٣ / (الجن :: ١ – ٥) صـ ٥٥٥ / (المدثر : ٧٤ : ١١ – ٣٠)صـ ٥٥٨/ (القيامة : ٧٥ : ١ – ١٣) صـ ٥٦٥ / (المرسلات ١ – ١٩) صـ ٥٦٩

الجزء الثلاثون (من صـ ٥٧٥ إلى ٦٠٤)

(النزعت : ٧٩ : ٣٧ – ٤٦) صـ ٥٧٥ / (عبس : ٨٠ : ٣٤ – ٤٢) صـ ٥٧٩ / (التكوير : ٨١ : ١ – ١٤) صـ ٥٨٢/ (المطففين : ٨٣ : ٢٢ – ٢٨) صـ ٥٨٥/ (الغاشية : ٨٨ : ١ – ١٦) صـ ٥٨٨/ (الفجر : ٨٩ : ١ – ١٤) صـ ٥٩١ / (الليل : ٩٢ : ١ – ١١) صـ ٥٩٤ / (العلق : ٩٦ : ١ – ٨) صـ ٥٩٧/ زلزلت : ٩٩ : ١ – ٨ صـ ٥٩٩/ (القارعة : ١٠١ : ١ – ١١) صـ ٦٠٢

আমাদের কথা

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শোকর, মাদানী নেছাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব الطريق إلى القرآن الكريم (এসো কোরআন শিখি) এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডের পর এখন চতুর্থ খণ্ডটি প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করছে। আলহামদু লিল্লাহ্, ছুম্মা আলহামদু লিল্লাহ্।

দ্বীনী তা'লীমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোরআন ও সুন্নাহ্র সঙ্গে তালিবে ইলমের পরিচয়, অন্তরঙ্গতা ও একাত্মতার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তোলা। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পাক কালামের মাধ্যমে বান্দাকে যে হক ও সত্যের এবং নাজাত ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন তা আমাকে বুঝতে হবে; আমাদের পেয়ারা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ্র মাধ্যমে উম্মতকে যে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবি ও সফলতার পথে পরিচালিত করেছেন তা আমাকে বুঝতে হবে। আমরা যে এত কষ্ট করে, এত ত্যাগ ও কোরবানি স্বীকার করে আরবীভাষা শিক্ষা করি, এর উদ্দেশ্যই হলো কোরআন ও সুন্নাহ্র বরকতপূর্ণ অঙ্গনে প্রবেশ করা, কোরআন-সুন্নাহ্র আহকাম ও বিধান বোঝা এবং কোরআন-সুন্নাহ্র যাবতীয় আদেশ-উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে তার উপর পরিপূর্ণ আমল করা। নিজে আমল করা, তারপর আমার ভাষায় যারা কথা বলে তাদেরকে কোরআন ও সুন্নাহ্র উপর পরিপূর্ণ আমলের পথে দাওয়াত দেয়া। বস্তুত কোরআন ও সুন্নাহ্ই হলো আমাদের ইলমি ও আমলি যিন্দেগির কেন্দ্র-বিন্দু।

কোরআন কোন মানুষের কালাম নয় এবং সুন্নাহ নয় সাধারণ কোন মানুষের কালাম। কোরআন হলো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পাক কালাম, যা তিনি তাঁর প্রিয় রাসূলের উপর ফিরেশতা হযরত জিবরীল আ.-এর মাধ্যমে অহী আকারে আসমান থেকে নাযিল

করেছেন। কোরআন হলো كلام معجز (অক্ষমকারী কালাম), যার সমতুল্য ছোট্ট একটি সূরাও তৈরী করা সম্ভব নয়; জিন্ ও ইনসান মিলেও যদি চেষ্টা করে, তবু নয়। আর সুন্নাহ হলো, কোরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর প্রিয় রাসূল, তাঁর কালাম। সুন্নাহ হচ্ছে قريب من حد الإعجاز বা ই'জাযের নিকটবর্তী কালাম। কোরআন যেমন অহী, ছাহিবে কোরআনের কালামও অহী। কারণ স্বয়ং কোরআনের সাক্ষ্য হলো, তিনি নিজের থেকে কিছু বলেন না, যা কিছু বলেন অহী দ্বারা প্রাপ্ত হয়েই বলেন, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى

পার্থক্য শুধু এই যে, কোরআন হলো وحي متلو আর সুন্নাহ হলো وحي غير متولو

একজন তালিবে ইলমকে তাই আরবীভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করার পরো কোরআন ও সুন্নাহর তরজমা আলাদা দারস-তাদরীসের মাধ্যমে শিক্ষা করতে হয়, যাতে কোরআন-সুন্নাহর বাণী ও মর্ম যথাসম্ভব সঠিকভাবে নিজে বুঝতে পারি; মানুষকেও বোঝাতে পারি।

الطريق إلى القرآن الكريم এর চার খণ্ড *(এবং আল্লাহ চাহে তো ভিন্ন নামে পরবর্তী আরো তিনটি খণ্ড)* হচ্ছে তারজামাতুল কোরআনের নিছাবি কিতাবের এক মুবারক সিলসিলা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে তালিবানে ইলমকে ترجمة القرآن الكريم বিষয়ে ধীর পর্যায়ক্রমে علمي تخصص ও শাস্ত্রীয় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহায্য করা।

বস্তুত কালামুল্লাহর তরজমা, তা যে কোন ভাষায় হোক, কত কঠিন, জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়, আহলে ইলমমাত্রই তা অনুধাবন করতে পারেন। বরং বাস্তব সত্য এই যে, কালামুল্লাহর যথাযথ তরজমা করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয়। তাই সাধারণভাবে আমরা যদিও বলি, 'তরজমাতুল কোরআন', আরবের সুবিজ্ঞ আলিমগণ অতি গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তা থেকে অতিরিক্ত একটি শব্দ যোগ করে বলেন, ترجمة معاني القرآن الكريم অর্থাৎ কোরআনের তরজমা করা তো আমাদের পক্ষে সম্ভব

নয়, তবে হাঁ, আমরা চেষ্টা করতে পারি কোরআনের ভাব ও বক্তব্যকে তরজমা আকারে তুলে ধরার।

সাধারণ মানুষের জন্য তো এটাই যথেষ্ট, বরং এটাই কর্তব্য যে, তারা নির্ভরযোগ্য কোন আলিমের তরজমা ও অনুবাদ গ্রহণ করে আল্লাহর কালাম বোঝবেন এবং সে অনুযায়ী আমল করবেন। কিন্তু একজন তালিবে ইলমের জন্য তরজমাতুল কোরআনের এরকম সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান কিছুতেই যথেষ্ট নয়, বরং নিজে বিশুদ্ধ তরজমা করার যোগ্যতা অর্জন করা তার জন্য অপরিহার্য।

কোরআনের লফযী তাহরীফ ও শব্দগত পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন তো দুশমনানে ইসলামের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون আর আসমানের গায়বি হিফাযতেরই অন্যতম অভিপ্রকাশ এই যে, কোরআনকে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু কাগজের পাতায় নয়, বরং উম্মতের লক্ষ লক্ষ হাফিজের সিনায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। তবে দুশমনানে ইসলামের মকর-ফেরেব ও 'দাগা-দজল' কখনো থেমে ছিলো না। যুগ যুগ ধরে তরজমা ও তাফসীরের নামে তারা তাহরীফে কোরআনের অপপ্রয়াস চালিয়ে আসছে। তো একজন তালিবে ইলমকে তরজমাতুল কোরআন ও তাফসীরুল কোরআনের ক্ষেত্রে অবশ্যই হতে হবে আল্লাহর কালামের একজন বিশ্বস্ত ও সতর্ক পাহারাদার। যেন এ পথে কোন ভুল, বিচ্যুতি, ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে। আল্লাহর ওয়াদা মোতাবেক কোরআনের লফয ও মা'না উভয়েরই আসল হিফাযতকারী তো স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তবে الفاظ قرآن এর হিফাযতের জন্য আহলে হিফযকে এবং معانى قرآن এর হিফাযতের জন্য আহলে ইলমকে তিনি جند الله রূপে গ্রহণ করেছেন।

যিনি কালামুল্লাহর মুতারজিম হবেন তাকে কয়েকটি বিষয়ে অবশ্যই পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যথা- কোরআনি শব্দের আভিধানিক অর্থ কী, তরজমার ভাষায় তার সঠিক প্রতিশব্দ কী? আয়াতের বাক্যকাঠামো এবং শব্দবিন্যাস কী? উক্ত বিন্যাস

ও কাঠামো রক্ষা করে কী তরজমা হতে পারে? তরজমার ভাষায় ঐ বিন্যাস ও কাঠামোটি রক্ষা করা সম্ভব কি না। সহজায়ন বা সরলায়নের জন্য বিন্যাস ও কাঠামোতে পরিবর্তন করা কখন অনিবার্য হয়, কখন উত্তম হয়, কখন বৈধ হয়, আর কখন পরিবর্তন না করাটাই হয় উত্তম, বরং জরুরি। প্রতিশব্দের ভিন্নতা ও ব্যাকরণগত বিভিন্নতায় আয়াতের অর্থে, ভাবে ও বক্তব্যে কী প্রভাব পড়ে? তরজমায় কখন দ্ব্যর্থতা এসে পড়ে, কখন ভুল ও বিচ্যুতির আশঙ্কা দেখা দেয়, আর ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতার পথ খুলে যায়, এসব বিষয় এবং অন্য আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে একজন তালিবে ইলমকে হতে হবে ইলমী ও শাস্ত্রীয় যোগ্যতার অধিকারী; তদুপরি তরজমার ভাষার ক্ষেত্রেও হতে হবে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ভাষাজ্ঞানের অধিকারী। তাহলেই শুধু একজন তালিবে ইলম হতে পারে তরজমাতুল কোরআনের একজন আমানতদার খাদেম ও বিশ্বস্ত সেবক, যিনি অন্তত তরজমার ক্ষেত্রে আহলে বাতিলের সমস্ত تحریفی سازش এর সফল মোকাবেলা করতে পারেন।

উপরের আলোচনার মাধ্যমে এটা সুপ্রমাণিত হলো যে, আমাদের বাংলাভাষী তালিবানে ইলমের জন্য সাধারণ কোন একটি তরজমা পড়ে নেয়া যথেষ্ট হতে পারে না। তাদেরকে বরং উচ্চতর শাস্ত্রীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি ও বিধিবিধান অনুসরণ করে প্রণীত علمی و فنی ترجمة القرآن অধ্যয়ন করতে হবে, যাতে তরজমা-বিষয়ে তারা পূর্ণ বিশেষজ্ঞতা অর্জন এবং সনদের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হন। মোটকথা, তাদের জন্য তরজমাতুল কোরআনের শুধু فهم কাফি নয়, বরং تعمق فى الفهم জরুরি।

সংক্ষেপে এ ক'টি কথা এখন কলবে এসেছে, যা কলমের মাধ্যমে কাগজে পেশ করা হলো। আল্লাহ চাহে তো এ বিষয়ে আরো বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গীন আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। তো এ মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং আমাদের প্রিয় তালিবানে ইলমের উপরোক্ত ইলমি প্রয়োজন চিন্তা করে তরজমাতুল কোরআনের উপর الطريق الى القرآن নামে মোট

চারখণ্ডের এবং পরবর্তী পর্যায়ে ভিন্ন নামে তিনখণ্ডের দু'টি কিতাব প্রস্তুত করার সুকঠিন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় الطريق إلى القرآن এর চতুর্থ খণ্ডটি এখন প্রিয় তালিবানে ইলমের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। তাওফীক আল্লাহরই হাতে এবং আল্লাহর দেয়া তাওফীকেই আমাদের যাবতীয় নেক আমল সুসম্পন্ন হয়।

কোরআনের তরজমা সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত আদবী তরজমা, বা সাহিত্যিক অনুবাদ । তাতে আয়াতের মূল শব্দ, বিন্যাস ও কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখার বিষয়টিকে প্রধান বিবেচনায় রাখা হয় না; বরং আয়াতের ভাব, মর্ম ও বক্তব্যকে সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরাই হয়ে থাকে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ফলে উক্ত তরজমায় স্বাভাবিকভাবেই তরজমার ভাষা, বাগ্‌ধারা ও শৈলীর ছাপ বেশী পরিমাণে থাকে। এরূপ তরজমারও রয়েছে বিভিন্ন স্তর। তবে এক্ষেত্রে প্রধান শর্ত হলো; আয়াতের মূল আবেদন, অহীর ভাবগাম্ভীর্য এবং কালামুল্লাহর শানে জামাল ও শানে জালাল যেন যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন থাকে; যাতে পাঠকারী বা শ্রবণকারীর অন্তর এমন একটি ভাবে আবিষ্ট থাকে যেন সে আল্লাহর কালামের আবহে বিরাজ করছে। জনৈক বিদগ্ধ আরব সাহিত্যিকের ভাষায়, كأنه

يعيش في رحاب القرآن وفي ظلاله

কোরআনের অবতারণের মূল যে উদ্দেশ্য دعوة إلى الله এবং تأثير في القلب সেটার জন্য এরূপ তরজমা খুবই উপযোগী ও উপকারী। এর মোটামুটি গ্রহণযোগ্য নমুনা হচ্ছে মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরয়াবাদী (রহ) এর তরজমা এবং সম্প্রতি মাওলানা তক্বী উছমানী মুদ্দা যিল্লুহুল আলী-এর উচ্চাঙ্গ তরজমা। বলাবাহুল্য যে, উভয় তরজমার ভাষা হচ্ছে উর্দূ। আফসোস, বাংলাভাষায় এধরনের মৌলিক তরজমা এখনো সামনে আসেনি। (অবশ্য উভয় তরজমারই বাংলা তরজমা প্রকাশিত হয়েছে। যদিও বিষয়টি আমাদের বোধগম্য নয় যে, বিশেষ করে আল্লাহর কালামের ক্ষেত্রে 'তরজমার তরজমা' কতটা উপযোগী এবং এর গ্রহণযোগ্যতা কতখানি।)

বাংলাদেশে বাংলাভাষার সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলিম মুজাহিদে আ'যম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর তরজমাকে এক্ষেত্রে প্রথম প্রয়াসরূপে উল্লেখ করা যায়, যাকে পাথেয় হিসাবে গ্রহণ করে আরো সামনে পথ চলার সাহস করা যায়। কিন্তু আফসোস, এখন পর্যন্ত তাঁর অতি মূল্যবান তরজমা ও তাফসীরের কিছু অংশমাত্র মুদ্রিত হতে পেরেছে। আল্লাহ জানেন, বাকি অংশ কবে দেখবে আলোর মুখ। কত মযলূম এ শাখছিয়্যত! কত যালিম এ কাউম!!

দ্বিতীয়ত সহজ সরল, তবে মূলের শব্দ, বিন্যাস ও কাঠামোর যতটা সম্ভব নিকটবর্তী থেকে তরজমা করা, যাতে বক্তব্যের সরলতা ও সাবলীলতাও যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনি نظم قرآن এর ছাপ ও ছায়াও সমুজ্জ্বল থাকবে। এটাকে আমরা 'বা-মুহাবারা' তরজমা এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ বলতে পারি। এরূপ তরজমারও রয়েছে স্তর বিভিন্ন ও পর্যায়। মানুষের রুচিগত বৈচিত্রের কারণে এরূপ তরজমারও প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে নমুনা-রূপে হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. এর তরজমার কথা বলা যায়। বাংলাভাষায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানে প্রণীত তরজমাটিকেও উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে তা আরো সংস্কার ও পরিমার্জনের দাবী রাখে।

তৃতীয়ত শব্দানুগ, তারকীবানুগ ও তারতীবানুগ তরজমা। এরূপ তরজমা দ্বারা আয়াতের মর্ম ও বক্তব্য অনুধাবন করা সাধারণ মানুষের জন্য অনেক ক্ষেত্রে যথেষ্ট কঠিন হয়ে যায়, তবে আয়াত ও তার তরজমার অন্তর্নিহিত সম্পর্ক এবং তরজমার ইলমি বুনিয়াদ ও শাস্ত্রীয় ভিত্তি অনুধাবন করার জন্য এরূপ তরজমা অপরিহার্য। এটাকে আমরা বলতে পারি কোরআনের ইলমি তরজমা, বা শাস্ত্রীয় অনুবাদ। নমুনারূপে শায়খুলহিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান রহ. এর তরজমার কথা উল্লেখ করা যায়, যা তিনি মূলত শাহ আব্দুল কাদির রহ. এর প্রসিদ্ধ তরজমাটিকে বুনিয়াদ বানিয়ে করেছেন। আল্লাহর এ বান্দা, হিন্দুস্তানের কোটি কোটি মানুষ যাকে শায়খুলহিন্দ নামে বরণ করে নিয়েছে, তরজমার এ দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করেছেন

মাল্টার দুঃসহ বন্দীজীবনে, যেখানে যুলুম নির্যাতনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা তো ছিলো, কিন্তু ছিলো না কোন কিতাব, এমনকি পর্যাপ্ত 'কাগজ-কালি'। আহলে ইলম এখন মুগ্ধবিস্ময়ে তাঁর তরজমাটি দেখেন আর চিন্তা করেন, কী ভাবে সম্ভব হয়েছিলো তাঁর পক্ষে এমন পরিবেশে এমন কাজ?! গায়বের কারিশমা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা হতে পারে এর?!

তরজমাটির ভূমিকায় হযরত শায়খুলহিন্দ রহ. নিজে অবশ্য 'বা মুহাবারা' তরজমার কথা বলেছেন। তবে অনেকের মতে হয়ত তাঁর তেমন পরিকল্পনাই ছিলো, তবে শেষ পর্যন্ত তিনি তা পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে পারেননি। কারণ প্রথমত মাল্টার বন্দিখানায় সে সুযোগ ছিলো না, দ্বিতীয়ত মুক্তি লাভের পর তাঁর শরীর স্বাস্থ্য এমনই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলো যে, সংস্কার ও পরিমার্জনের কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিলো না, তাছাড়া 'মুক্তির পর মহামুক্তির ডাক'ও এসে গিয়েছিলো কয়েক মাসের মধ্যেই। আহলে ইলমের মতে বর্তমান অবস্থায় তাঁর তরজমাটি পূর্ণ বা-মুহাবারা যেমন নয়, তেমনি নয় পূর্ণ শব্দানুগ ও তারকীবানুগ, বরং তা উভয়ের মধ্যবর্তী।

তরজমার চতুর্থ একটি প্রকারও রয়েছে যাকে বলা হয় 'তাহতা লফযী' তরজমা, বা শব্দে শব্দে অনুবাদ। এটি মূলত অভিন্ন তারকীবে এবং অভিন্ন তারতীবে আয়াতের মূল শব্দের স্থলে তরজমার ভাষায় প্রতিশব্দ স্থাপন। এর উদ্দেশ্য হলো, পাঠকারী বা শ্রোতা যেন বুঝতে পারে কোন্ শব্দের কী তরজমা এবং আয়াতের কাঠামোতে ও বিন্যাসে কোন্ শব্দের কোথায় অবস্থান এবং কী অবস্থান। এরূপ তরজমায় এমনকি ইযাফাত ও ছিফাতের ক্ষেত্রেও আয়াতের তারতীব অনুসৃত হয়। যেমন على قلوبهم এর উর্দূ তরজমা হলো, اوپر دلوں انکے کے বাংলা তরজমা হলো, উপর অন্তরসমূহে তাদের।

কোরআনের যে দাওয়াতী ও হিদায়াতি মাকছাদ, এর ক্ষেত্রে এ ধরনের তরজমার কোন ভূমিকা নেই। এর উপকারিতা নিছক ই'রাব ও নহব, তথা ব্যাকরণের পরিধিতে সীমাবদ্ধ। তাহতা লাফযী তরজমার প্রথম ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো হযরত শাহ রফীউদ্দীন রহ. এর তরজমায়ে কোরআন।

الطريق إلى القرآن এর উদ্দেশ্য যেহেতু তরজমাতুল কোরআনের শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন সেহেতু তাতে তৃতীয় প্রকারের তরজমাটিই করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ শব্দের নিকটতম প্রতিশব্দ যেমন চয়ন করা হয়েছে, তেমনি আয়াতের তারকীবি কাঠামোও যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বোপরি, আয়াতের শব্দসমষ্টির তারতীব ও বিন্যাসও রক্ষা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে। ভিন্ন ভাষার আবেদন রক্ষা করা যেখানে অনিবার্য সেখানেই শুধু বিন্যাস থেকে প্রয়োজন পরিমাণ সরে আসা হয়েছে। যেমন ইযাফত ও ছিফাতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে। তবে তরজমা পর্যালোচনায় অতি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরল তরজমারও নমুনা দেয়া হয়েছে। আশা করা যায় এভাবে কোরআনুল কারীমের পূর্ণ তরজমা অধ্যয়ন করার পর একজন তালিবের মধ্যে সরল তরজমা করার যোগ্যতাও অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ।

কোরআনের তরজমা, হোক তা আদবী তরজমা, কিংবা বা-মুহাবারা তরজমা, অথবা ইলমী তরজমা, অত্যন্ত জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। একাজে অগ্রসর হওয়ার সাহস ও হিম্মত তিনিই শুধু করতে পারেন, যিনি প্রকৃত আহলে ইলম; কোরআন সম্পর্কে যিনি সুগভীর জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী; যার অন্তরে রয়েছে ইখলাছ ও লিল্লাহিয়াত, রয়েছে পরিপূর্ণ তাকওয়া ও আল্লাহ ভীতি। তাফসীরুল কোরআন ও উলূমুল কোরআন সম্পর্কে এবং আরবীভাষা সম্পর্কে সুপর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন না করে, শুধু উর্দূ, ইংরেজি বা অন্য কোন তরজমা সামনে রেখে এবং বাংলাভাষার সাধারণ জ্ঞানকে পুঁজি করে তরজমাতুল কোরআনের কাজে হাত দেয়া শুধু দ্বীনী খেয়ানতই নয়, বরং নিজের এবং অন্যের দ্বীন ও ঈমানকেও খাতরার মুখে নিক্ষেপ করার নামান্তর।

সত্যকথা এই যে, যিনি ইলম ও তাকওয়ার যত গভীরে প্রবেশ করেন তরজমাতুল কোরআনের বিষয়ে তিনি তত বেশী ভয় ও সংযমের পরিচয় দেন। এমনকি হিন্দুস্তানে হাদীছ ও ইলমে হাদীছের প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি তরজমাতুল কোরআনের ক্ষেত্রেও যিনি পুরোধা ইমাম, হযরত শাহ

ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী রহ., তিনি পর্যন্ত এ বিষয়ে ভয় ও সন্ত্রস্ততা প্রকাশ করেছেন। আর শায়খুলহিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান রহ. তো সমকালের আহলে ইলমের অব্যাহত আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও বহু দিন এ কাজে অগ্রসর হতেই রাজি হননি। অবশেষে শুধু শাহ আব্দুল কাদির দেহলবী রহ. এর তজমার উপর যুগের উপযোগী প্রয়োজনীয় সংস্কার করার কাজে রাজি হয়েছেন, তাও অনেক ভয় ও সতর্কতার সঙ্গে।

নিজের অজ্ঞতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে কিছু কৈফিয়ত বা অজুহাত পেশ করা, এক্ষেত্রে সম্ভবত সেটাও একপ্রকার سوء الأدب তবে এতটুকু অবশ্যই বলতে চাই যে, আমার সাহস ছিলো না, উস্তাযে মুহতারাম আদেশ করেছেন, দু'আ করেছেন, আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অন্তরে আশ্বাস জাগ্রত হয়েছে; তাই بسم الله توكلت على الله বলে শুরু করেছি। কারণ, নেছাবে তা'লীমের ক্ষেত্রে তরজমাতুল কোরআনের একটি বিরাট শূন্যতা বিদ্যমান ছিলো এবং অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিলো। কাজটি এখনো পরিপূর্ণ রূপ থেকে অনেক দূরে। তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'প্রস্তুতিমূলক প্রকাশনা', যদিও কিতাবের ক্ষেত্রে এরূপ শিরোনামের প্রচলন নেই। ইনশাআল্লাহ পরিপূর্ণতার পথে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকবে। যিনি কাজ শুরু করিয়েছেন তিনিই পূর্ণতা দান করবেন, وما ذلك على الله بعزيز

আমার পেয়ারা ভাইদের খিদমতে শুধু এই নিবেদন, যা কিছু অপূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি, বিচ্যুতি ও ভ্রান্তি নযরে আসবে, আল্লাহর কালামের খেদমত মনে করে এবং শুধু আল্লাহর কাছে আজর পাওয়ার আশা করে তারা যেন প্রয়োজনীয় পরামর্শসহ আধমকে অবহিত করেন। ইনশাআল্লাহ পূর্ণ শোকরগুজারির সঙ্গে তা থেকে 'ইস্তিফাদাহ' করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবার সমস্ত নেক আমল, নাকায়েছ থেকে পাকছাফ করে কবুল করুন এবং উত্তম থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন, আমীন।

এই কঠিন পথচলার শুরু থেকে এপর্যন্ত যার যার কাছ থেকে যত রকমের মদদ ও সহযোগিতা পেয়েছি, দু'আ ও শুভকামনা পেয়েছি সবার প্রতি আমি 'দিল সে' শোকরগুযার, অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে কৃতজ্ঞ فجزاهم الله عنا خيرا

هذا وصلى الله على سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العلمين

আবু তাহের মিছবাহ
মাদরাসাতুল মাদীনাহ
আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা
১২ই রবীউল আওয়াল, ১৪৩৪ হি.

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) وَيَسْـَٔلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا۟ عَلَيْكُم مِّنْهُ
ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَٰهُ مِن كُلِّ
شَىْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ
ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِى عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ
عِندَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن
تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُۥ
ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِۦ فَيُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَلَهُۥ جَزَآءً ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُۥ مِنْ
أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ
ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن
دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾
ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن
دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾

(الكهف : ١٨ : ٨٣ - ٩٣)

بيان اللغة

ذكرا : أي قرآنا و وحيا؛ ومنه، أي : من نبأ ذي القرنين و خبره .

ذي القرنين : القرن مادة صُلْبَة بارزة في رؤوس البقر والغنم ونحوها؛ وقرنُ الشمس جانبها الأعلى عند طلوعها .

و ذو القرنين ملك مسلم صالح من ملوك اليمن، سمي بـــذلك لأنه مَلَكَ مشارق الأرض ومغاربها .

سببا : السبب الحبل، وكل شيء يُتَوَصَّل بــه إلى غــيره، والجمــع أسباب؛ والمعنى : أعطيناه من كل شيء معرفةً و قدرة يُتوَصَّل بها إلى غرضه؛ وأتبع سببا أي طريقا يُوصِله إلى مغرب الشمس.

حمئة : كثيرةَ الحَمْأَةِ، وهي الطينة السوداء . و نُكرا : مُنكَراً وشديدا

بيان الإعراب

منه : متعلق بمحذوف حال، لأنه كان نعتا لـــ : ذكرا فتقدم عليه.

سببا : مفعول به ثان، ومن كل شيء حال متقدمة منـــه، أو هـــو متعلق بـــ : آتينا .

إما : حرف تفصيل، والمصدر المؤول مبتدأ والخبر محذوف ، أي : إما تعذيبُك واقع وإما اتخاذُك فيهم أمرا ذا حسن ثابت .

فله جزاء الحسنى : الفاء رابطة، والحسنى مبتدأ مؤخر، و (ثابتة) لـــه خبر مقدم، وجزاء تمييز؛ وأصل العبارة : فالحسنى ثابتة له جزاء

سنقول له : أي : سنأمره، و يسرا مفعول به، ومن أمرنـــا متعلـــق بمحذوفٍ حالٍ، لأنه كان نعتا ليسرا، فتقدم عليه .

من دونِها : متعلق بمحذوف حال من سترا .

كذلك : خبر لمبتدأ محذوف، أي : الأمر مثل ذلك، والمعنى : أمـــر أهل المشرق مثل أمر أهلِ المغرب . خبرا : (أي : علما) تمييز .

الترجمة

আর প্রশ্ন করে তারা আপনাকে 'যুল কারনাইন' সম্পর্কে। বলুন, এখনই বর্ণনা করব আমি তোমাদের সামনে তার কিছু আলোচনা। আমি তো কর্তৃত্ব দান করেছিলাম তাকে পৃথিবীতে, আর দান করেছিলাম তাকে প্রত্যেক বিষয় থেকে কিছু উপকরণ। অনন্তর অনুসরণ করলেন তিনি একটি পথ। এমন কি যখন পৌঁছলেন সূর্যের অস্তস্থলে *(তখন)* পেলেন তিনি সূর্যকে *(এমন অবস্থায় যে,)* অস্ত যাচ্ছে তা এক কর্দমাক্ত জলধিতে। আর পেলেন তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে। বললাম আমি, হে যুলকারনায়ন, হয় শাস্তি দেবে তুমি *(তাদেরকে)*, কিংবা গ্রহণ করবে তাদের বিষয়ে উত্তমতা।

বললেন তিনি, যে অবিচার করবে অবশ্যই সাজা দেব আমি তাকে, তারপর ফেরান হবে তাকে তার প্রতিপালকের নিকট, তখন আযাব দেবেন তিনি তাকে কঠিন আযাব। আর যে ঈমান আনবে এবং করবে নেক আমল, তো তার জন্য রয়েছে প্রতিদানরূপে কল্যাণ। আর অবশ্যই বলব আমি আমার ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার প্রতি নম্র কথা।

তারপর অনুসরণ করলেন তিনি *(অন্য)* এক পথ। এমন কি যখন পৌঁছলেন সূর্যের উদয়স্থলে তখন পেলেন সূর্যকে *(এমন অবস্থায় যে,)* উদিত হচ্ছে তা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর, রাখিনি আমি যাদের জন্য সূর্য থেকে কোন আড়াল।

(অর্থাৎ সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা কোন আড়াল [ঘর ও ছাদ] তৈরী করা জানত না)

(তাদের বিষয়টি) ঐ বিষয়ের মত *(ছিল)*। আর অবশ্যই অবগত রয়েছি আমি ঐ সকল বিষয় যা তার কাছে রয়েছে। তারপর অনুসরণ করলেন তিনি *(অন্য)* এক পথ। এমনকি যখন পৌঁছলেন পর্বতপ্রাচীরদ্বয়ের মাঝে তখন পেলেন ঐদু'টির এদিকে এমন সম্প্রদায়কে যারা বুঝতেই পারছিল না কোন কথা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) প্রশ্নকর্তা হলো একদল ইহুদি ধর্মনেতা, তাই কেউ কেউ লিখেছেন,

'ইহুদীরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে...'; এটা গ্রহণযোগ্য, তবে, 'তারা (ইহুদীরা) আপনাকে ....,' এভাবে বন্ধনী ব্যবহার করা উত্তম।

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নবীকে পরীক্ষা করা, তাই 'জিজ্ঞাসা' এর পরিবর্তে 'প্রশ্ন' ব্যবহার করা হয়েছে।

থানবী তরজমা, *'তারা আপনার কাছে যুলকারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞাসা করে'*। 'অবস্থা' হচ্ছে عن এর ভাবার্থ।

'তারা আপনার কাছে জানতে চায়' এ তরজমা ঠিক নয়।

(খ) سأتلو عليكم منه ذكرا (এখনই বর্ণনা করব আমি তোমাদের সামনে তার কিছু আলোচনা); শাইখুলহিন্দ (রহ) سَ এর অর্থ করেছেন اب (এখন)। থানবী তরজমা, ابهى (এখনই)

عليكم এর তরজমা তারা লিখেছেন, 'তোমাদের সামনে'। এতে ইহুদীদের ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের জবাব দেয়ার ভাব ফুটে উঠেছে। 'আমি তোমাদের কাছে/ নিকট তার বিষয় বর্ণনা করবো', এ তরজমায় সেই ভাবটি আসে না।

من অব্যয়টি আংশিকতাজ্ঞাপক, শায়খুলহিন্দ (রহ)-এর অনুসরণে আমাদের তরজমায় তা বিবেচনা করা হয়েছে।

(গ) ذكرا (আলোচনা) তার বিষয়/অবস্থা/কথা- এসব তরজমা চলতে পারে।

ذكرا এর একটি অর্থ হল কোরআন বা অহী। তাই কেউ কেউ তরজমা করেছেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদের সামনে তার বিষয়ে কিছু অহী/কোরআন পাঠ করব'।

এখানে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এ উত্তর আমার নিজের পক্ষ হতে নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত। অন্য শব্দের স্থলে ذكرا ব্যবহার করার এটা একটা কারণ।

(ঘ) ... حتى إذا بلغ (এমন কি যখন পৌছল) এটি حتى এর যথার্থ প্রতিশব্দ। একটি তরজমায় আছে, 'চলতে চলতে তিনি উপনীত হলেন'- এটি حتى এর স্থানানুগ তরজমা।

(ঙ) في عين حمئة (এক কর্দমাক্ত জলধিতে); থানবী (রহ) এর তরজমা, 'এক কালো রঙের পানিতে'। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্ভবত এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সমুদ্র। আর সমুদ্রের পানি অধিকাংশ স্থানে কালো হয়ে থাকে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'নরম কাদার নদী'।

অর্থাৎ সেটা ছিল মানব বসতির শেষ প্রান্ত। সামনে ছিল নরম কাদার সমুদ্র, মানুষ, কিশতি কিছুই চলতে পারে না। প্রকৃত বিষয়টি যেহেতু অজ্ঞাত তাই তরজমায় এত বিভিন্নতা এসেছে। সবদিক বিবেচনায় কিতাবের তরজমাটি অধিকতর উপযুক্ত।

عين এর তরজমা জলাশয় বা ঝরণা করা ঠিক নয়।

(চ) وجدها থানবী (রহ) প্রথমে লিখেছেন, 'তার চোখে দেখা দিল', কারণ সূর্য সাগরে অস্ত যায় না, শুধু চোখের দেখায় তা মনে হয়। দ্বিতীয়বার লিখেছেন, 'দেখলেন/ দেখতে পেলেন'। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য অত্যন্ত প্রজ্ঞাসম্মত।

(ছ) حسنا (উত্তমতা) এটি শব্দানুগ তরজমা। তারকীবানুগ তরজমা, '*তুমি গ্রহণ করবে* '*উত্তম আচরণ*'। কেননা মূলরূপ হল أمرا ذا حسن

একটি তরজমা– তুমি তাদেরকে শাস্তি দিতে পার, অথবা তাদের ব্যাপারটি সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পার– মূল থেকে তরজমার এই দূরত্ব অপ্রয়োজনীয়।

أسئلة :

١– اشرح كلمة السبب ثم بين معنى قوله : و آتينه من كل شيء سببا

٢– علام عطف قوله : وجد عندها قوما ؟

٣– اشرح إعراب قوله : إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا

٤– اشرح إعراب قوله : كذلك، ومعناه

٥– 'তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে' এ তরজমার সমস্যা আলোচনা কর

٦– في عين حمئة এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٢) وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَـٰبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا
شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَٱتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَا
رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتْ إِنِّيٓ أَعُوذُ
بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَآ أَنَا۠ رَسُولُ
رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَـٰمًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى
غُلَـٰمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَٰلِكِ
قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُۥٓ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً
مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ
بِهِۦ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ
ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَـٰلَيْتَنِى مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا
مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَىٰهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحْزَنِى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ
تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَـٰقِطْ
عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ فَكُلِى وَٱشْرَبِى وَقَرِّى عَيْنًا ۖ فَإِمَّا
تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِىٓ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْمًا
فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦﴾ (مريم : ١٩ : ١٦ - ٢٦)

بيان اللغة

نَبَذَ شيئا (ض، نَبْذاً) طرَحه و رماه؛ نَبَذَ الكتابَ والأمر: أهمَلَه و لم يَعمل به . انتبذ الرجل : اعتزل ناحيةً؛ انتبذ عن القوم : اعتزل وتَنَحّى عنهم .

الروح : ما تحصل به الحياةُ والتحرُّك، ولا يعلم حقيقتَه إلا الله، كما قال تعالى : ويسئلونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؛ وسمي به جبريل، وهو المراد هنا .

تمثل شيئا : اتخذ صورته .

سوي (على وزن فعيل) : مستقيم معتدل، خال من أي عيب .

زكي (ناقص واوي) : طاهر، (ج) أزكياء؛ والزكاة : الطهارة والصلاح في الخلق .

بغي (على وزن فعيل) : بغت المرأة (ض، بغيا) فَجَرَتْ، وهي بغي (بلا تاء)

قصي (ناقص الواو، على وزن فعيل) : بعيد، وأقصى : أبعد، يقال: أقصى المدينة، والمؤنث منه قُصْوَى .

المخاض : وَجَع الوِلادة و أَلَمها وهو الطَّلْق .

جذع (ج) جذوع : ساق النخلة ونحوها .

النسي : ما نُسِيَ أو يُنْسَى لقلة الاهتمام به .

السري : النهر الصغير والجَدْوَل .

ساقط شيئا : أسقطه؛ تساقط الشيء : سقط، تتابعَ سقوطه .

الرطب : خلاف اليابس، وخُصَّ الرطبُ بالرطبِ من التمر، والجمع أرطاب، والواحدة رُطَبَة .

جني (على وزن فعيل) : ما صَلُح للاجتناء أي القَطْفِ .

قرعينا، وقرت عينه (س، قُرَّة) চোখ জুড়োনো

بيان الإعراب

إذ انتبذت : ظرف بمحذوف، أي : اذكر خبر مريم أو نبأها حين انتباذها، أو هو بدل اشتمال من : مريم

بشرا : حال من فاعل تمثل.. والجامد الموصوف يجوز أن يقع حالا .

إن كنت تقيا : جواب الشرط محذوف بالقرينة، أي : إن كنت تقيا فاتركني، فإني أعوذ بالرحمن منك .

أنى يكون لي غلام : 'يكون' من الأفعال التامة أو الناقصة؛ و لي متعلق بـ : يكون، إن كانت تامة بمعنى يثبت؛ أو بخبرها إن كانت ناقصة؛ وغلام فاعل يكون أو اسمها؛ وأنى بمعنى كيف حال من الفاعل أو الاسم؛ أو هو بمعنى من أين، في محل نصب على الظرفية المكانية، متعلق بـ : يكون التامة، أو بخبر يكون

كذلك : أي : الأمر ثابت كذلك، والإشارة إلى الكلام المذكور .

لنجعله : متعلق بمحذوف، أي : نخلقه .

وكان أمرا... : اسم كان ضمير يعود على الخلق المفهوم من السابق

منسيا : نعت مؤكد، لأنه بمعنى المنعوت .

من تحتها : أي من مكان أسفل من مكانها .

بجذع النخلة : الباء زائدة على المفعول به .

فكلي : الفاء الفصيحة ، أي : إذا تم لك هذا كله فكلي .

عينا : تمييز محول عن الفاعل، إذ الأصل لتقر عينك .

إما ترين : إن شرطية ادغمت نونها بـ : ما الزائدة .

الترجمة

আর উল্লেখ করুন আপনি কিতাবে মারয়ামের ঘটনা, যখন নির্জনতা গ্রহণ করল সে তার পরিবার থেকে, পূর্বদিকস্থ একটি স্থানে। অনন্তর *(গোসল করার জন্য)* স্থাপন করল সে তাদের দিক থেকে একটি পর্দা। অনন্তর পাঠালাম আমি তার কাছে আমার ফিরেশতাকে, আর আকৃতি ধারণ করলেন তিনি তার সামনে

এক নিখুঁত মানবের। বলল সে, আমি তো আশ্রয় গ্রহণ করছি রহমানের, তোমার *(অনিষ্ট)* থেকে। যদি হয়ে থাক তুমি পরহেযগার *(তাহলে সরে যাও)*। বললেন তিনি, আমি তো তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত, যেন দান করি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র। বলল সে, কিভাবে হবে আমার পুত্র, অথচ স্পর্শ করেনি আমাকে কোন মানব, আর ছিলাম না আমি 'বদকার'। বললেন তিনি, *(বিষয়টি)* তেমনি *(যেমন বলা হয়েছে)*; বলে দিয়েছেন তোমার প্রতিপালক, *(যে,)* তা আমার জন্য সহজ। আর *(তা করব)* বানাবার জন্য তাকে নিদর্শন মানুষের উদ্দেশ্যে এবং রহমত আমার পক্ষ হতে। আর তা স্থিরকৃত বিষয়।

অনন্তর গর্ভে ধারণ করল সে তাকে; অনন্তর চলে গেল তাকে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে। অনন্তর এনে ফেলল তাকে প্রসব-বেদনা খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের কাছে, তখন বলল সে, হায় যদি আমি মরে যেতাম এর আগে এবং হয়ে যেতাম 'হতস্মৃত'!

তখন ডাকলেন *(ফিরেশতা)* তাকে তার নিম্নদিক হতে যে, তুমি দুশ্চিন্তা কর না। *(কারণ)* সৃষ্টি করে দিয়েছেন তোমার প্রতিপালক তোমার নিম্নস্থানে একটি ঝরণা। আর নাড়া দাও তুমি তোমার দিকে খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড ধরে, নিক্ষেপ করবে তা তোমার উপর পাড়ার উপযুক্ত পাকা খেজুর। সুতরাং আহার কর তুমি এবং পান কর, আর শীতলতা লাভ কর চোখে।

অনন্তর যদি দেখতে পাও মানুষ হতে যে কাউকে তখন বলে দিও *(ইশারায়)*, আমি তো নযর করেছি রহমানের উদ্দেশ্যে 'বাকনিবৃত্তির'; সুতরাং কিছুতেই কথা বলব না আজ কোন মানুষের সঙ্গে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) (নির্জনতা গ্রহণ করল সে তার পরিবার থেকে পূর্বদিকস্থ একটি স্থানে) 'যখন সে তার পরিবারবর্গ হতে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল'। এখানে শব্দস্ফীতি ঘটেছে। তাছাড়া مكانا شرقيا এর তারকীবানুগ তরজমা হয়নি। তরজমা-শায়খুলহিন্দ ایک شرقی مکان میں

'আশ্রয় নিল'তে বিপদের ছাপ আছে, অথচ ঘটনা তা নয়। কারণ তাঁর যাওয়া ছিল শুধু স্নানের উদ্দেশ্যে।

(খ) *'তারপর সে তাদের থেকে পর্দা করল'* এখানে প্রকৃত চিত্রটি সুস্পষ্ট নয়। কারণ পর্দা টানানো আর পর্দা করা এক নয়। *'নিজেকে আড়াল করার জন্য পর্দা করল।'* এতে অবশ্য বোঝা গেল যে, পর্দা করার অর্থ হচ্ছে পর্দা টানানো। কিন্তু *'নিজেকে আড়াল করার জন্য'* অংশটুকু হচ্ছে অতিরিক্ত।

থানবী (রহ) پردہ ڈال لیا ব্যবহার করেছেন।

(গ) تمثل لها بشرا سويا (আকৃতি ধারণ করলেন তিনি তার সামনে এক নিখুঁত মানবের) এটি তারকীবানুগ তরজমা। অন্যান্য তরজমায় আছে, 'পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল।' تمثل এর মূল অর্থ আকৃতি বা রূপ ধারণ করা, আত্মপ্রকাশ করা নয়, তবে এ তরজমা গ্রহণযোগ্য।

سويا দ্বারা মানবরূপের পূর্ণতা বা অপূর্ণতার কথা বলা হয়নি, বরং সুঠামতা ও সুদর্শনতার কথা বলা হয়েছে, সুতরাং বিশুদ্ধ তরজমা হবে সুদর্শন বা নিখুঁত।

كذلك (*[বিষয়টি]* তেমনি *[যেমন বলা হয়েছে]*) এখানে প্রথম বন্ধনীটি তারকীবের জন্য, আর দ্বিতীয় বন্ধনীটি ذلك এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'এমনিতেই হয়ে যাবে' ভিন্ন তারকীবে এ তরজমারও অবকাশ রয়েছে।

(ঘ) فحملته (অনন্তর গর্ভে ধারণ করল সে তাকে); যামীরের مرجع হচ্ছে غلام শায়খায়ন لڑکے উল্লেখ করে তা স্পষ্ট করেছেন। 'অতপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন', এ তরজমা ভুল। কারণ সন্তান শব্দটি এখানে অনির্দিষ্টতা-জ্ঞাপক, অথচ আয়াতে উদ্দেশ্য হচ্ছে সুনির্দিষ্ট সন্তান, যার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

(ঙ) كنت نسيا منسيا (হতস্মৃত হয়ে যেতাম) সমার্থক শব্দদুটির উদ্দেশ্য হল তাকীদ; এজন্য কিতাবের তরজমায় 'হতস্মৃত' শব্দযুগল তৈরী করা হয়েছে।

অন্য তরজমায়, 'যদি আমি মানুষের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যেতাম!'; শব্দস্ফীতি সত্ত্বেও উদ্দেশ্যের বিচারে এটি গ্রহণযোগ্য। থানবী (রহ) এরূপ তরজমা করেছেন। কিন্তু শায়খুলহিন্দ (রহ) দু'টিমাত্র শব্দে অত্যন্ত সুন্দর তরজমা করেছেন– *ہو جاتی میں بھولی بسری (হয়ে যেতাম আমি হতস্মৃত)*

(চ) لا تحزني (দুশ্চিন্তা করো না); 'চিন্তিত/পেরেশান হয়ো না'– এ তরজমাও হতে পারে। 'দুঃখ কর না'– এ তরজমা ঠিক নয়, কারণ বিষয়টি দুঃখের নয়, দুশ্চিন্তার।

(ছ) تساقط عليك رطبا جنيا (নিক্ষেপ করবে তা তোমার উপর পাড়ার উপযোগী খেজুর); শায়খুলহিন্দ (রহ) সহ সকলেই এর তরজমা لازم করেছেন, 'তোমার উপর তরতাজা/ সুপক্ব খেজুর ঝরে পড়বে'। একটি তরজমায় আছে, 'উহা তোমাকে সুপক্ব তাজা খেজুর দান করিবে'। কিতাবের তরজমাটি অধিকতর মূলানুগ।

نذرت للرحمن صوما একটি তরজমায় রয়েছে, দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করেছি। صوم এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে নিবৃত্ত/বিরত থাকা। সুতরাং তরজমায় তা অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। পক্ষান্তরে صوم এর পারিভাষিক প্রতিশব্দ হচ্ছে 'রোযা', কিন্তু এখানে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

أسئلة :

١- اشرح كلمة الروح .

٢- اشرح الكلمتين رطبا جنيا .

٣- كيف يقع بشرا حالا وهو جامد ؟

٤- أعرب قوله 'عينا' .

٥- بشر سوي এর কোন তরজমাটি সঠিক, বুঝিয়ে বল।

٦- نذرت للرحمن صوما এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٣) ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ
﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ ۚ إِذَا قَضَىٰٓ
أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى
وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَٱخْتَلَفَ
ٱلْأَحْزَابُ مِنۢ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ
عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ
ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ
ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ
ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾ (مريم : ١٩ : ٣٤ – ٤٠)

بيان اللغة :

امترى في شيء : شك فيه؛ تمارى القوم في شيء : تجادلوا؛ وتمارى بمعنى امترى . ومِرْيَة : شك، قال تعالى : ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم . ماراه : جادله وناظره (مماراة ومِراءً)

أسمع بهم : فعل التعجب مثل ما أسمعهم، وكذلك أبصر بهم .

مشهد : حضور، ما يُشاهَد، منظر، مكان الحضور .

بيان الإعراب :

قولَ الحق : من إضافة الموصوف إلى الصفة أي : القول الحق الصادق، مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو مؤكد لمضمون الجملة قبله؛ والموصول في محل نصب نعت لـ : قول .

من ولد : من زائدة، و ولد مجرور لفظا، منصوب محلا .

فإنما يقول : الفاء رابطة، و يقول جواب شرط غير جازم.

كن فيكون : هما تامان، والفاء للاستيناف .

من بينهم : حال من الأحزاب، أي حال كون الأحزاب بعضهم .

ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم : ويل مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لتضمنها معنى الدعاء؛ ومن متعلق بالخبر المحذوف، والمشهد مصدر ميمي، أي : بسبب شهود يوم وحضوره .

أسمع : فعل ماض جامد على صورة الأمر، لإنشاء التعجب، والضمير فاعله، والباء زائدة؛ وفاعل أبصر محذوف بالقرينة السابقة؛ ويوم يأتوننا ظرف متعلق بفعل التعجب .

اليوم : ظرف مقدم متعلق بـ : ضلالٍ .

يوم الحسرة : مفعول به ثان لـ : أنذر على حذف مضاف، أي أنذرهم عذاب يوم الحسرة؛ و إذ قضي متعلق بـ : الحسرة .

الترجمة

সে-ই হল ঈসা ইবনে মারয়াম। *(আমি বলছি)* সত্য কথা, যে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে তারা *(এবং বিতর্ক করে)*।

নয় *(সঙ্গত)* আল্লাহর জন্য গ্রহণ করা কোন সন্তান। তিনি চির-পবিত্র। যখন স্থির করেন তিনি কোন কিছু করার তখন শুধু বলেন সেটাকে, হও, তখন হয়ে যায়।

আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং ইবাদত কর তোমরা তাঁর। এটাই সরল পথ। অনন্তর মতানৈক্যে লিপ্ত হল তাদের মধ্যকার দলগুলো। সুতরাং বরবাদি/ধ্বংস *(সাব্যস্ত হোক)* কাফিরদের জন্য এক মহাদিবসের আগমনের কারণে।

কী চমৎকার শোনবে তারা এবং কী চমৎকার দেখবে যেদিন আসবে তারা আমার কাছে; কিন্তু যালিমরা আজ *(রয়েছে)* সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

আর সতর্ক করুন আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে, যখন ফায়সালা হয়ে যাবে সকল বিষয়ের। এখন তো তারা গাফলতের মধ্যে আছে এবং তারা ঈমান আনছে না।

নিঃসন্দেহে আমিই চূড়ান্ত মালিক হব পৃথিবীর ও তাদের, যারা পৃথিবীর উপর রয়েছে। আর আমারই নিকট প্রত্যাবর্তন করান হবে তাদের ।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) قول الحق (*[আমি বলছি]* সত্য কথা); এটি থানবী (রহ) এর তারকীবানুগ তরজমা, তবে তিনি বন্ধনী যুক্ত করেননি। শায়খুলহিন্দ (রহ) শুধু *'সত্য কথা'* লিখেছেন; এতে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।

(খ) ما كان لله أن يتخذ من ولد (নয় *[সঙ্গত]* আল্লাহর জন্য গ্রহণ করা কোন সন্তান) এটি পূর্ণ তারকীবী তরজমা। শায়খুল-হিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন।' তারকীবানুগ না হলেও এটি গ্রহণযোগ্য।

আরেকটি তরজমা, 'সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর কাজ নয়'। এখানে কাজ শব্দটি শোভন নয়। বস্তুত এ তরজমা করা হয়েছে থানবী (রহ) এর অনুসরণে। তিনি লিখেছেন, 'এটা আল্লাহর শান নয় যে, তিনি সন্তান গ্রহণ করবেন।' বাংলা অনুবাদক যদি লিখতেন—

'সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর শান নয়'।

তাহলে থানবী তরজমার সঠিক অনুসরণ হত।

من ولد এখানে অতিরিক্ত من দ্বারা নাকিরাত্ব আরো জোরালো হয়েছে। কিতাবের তরজমায় বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে আরো ভাল হয় যদি লেখা হয়, 'কোন প্রকার সন্তান'। এতে যে কোন সূত্রের সন্তানত্ব নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হবে।

(গ) فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم (সুতরাং ধ্বংস [সাব্যস্ত হোক] কাফিরদের জন্য এক মহাদিবসের আগমনের কারণে) এটি মূলানুগ তরজমা, কারণ من অব্যয়টি এখানে হেতুবাচক। একটি বাংলা তরজমা, '*তাই মহাদিনের/মহা-দিবসের আগমনকালে কাফিরদের হবে দুর্ভোগ।*' এটি মূলানুগ নয়। (তাছাড়া দুর্ভোগ শব্দটি ويل এর মত কঠোর নয়।)

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'বরবাদি হবে অস্বীকারকারী-দের, যেদিন তারা দেখবে এক মহান দিবস।' এটা মূল থেকে বেশ দূরবর্তী।

যদি এভাবে পূর্ণ তারকীবানুগ তরজমা করা হয়, 'সুতরাং বরবাদি তাদের জন্য যারা কুফুরি করেছে, এক মহাদিবসের আগমনের কারণে' তাহলে অর্থবিভ্রাট দেখা দিতে পারে।

(ঘ) فاختلف الأحزاب من بينهم (অনন্তর বিরোধে/মতানৈক্যে লিপ্ত হল তাদের মধ্যকার দলগুলো।)

কোন কোন তরজমায় আছে, 'অতঃপর দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করল– এটা সঠিক তরজমা নয়। কারণ من بينهم এর সম্পর্ক اختلف এর সঙ্গে নয়, সেক্ষেত্রে فيما بينهم হওয়ার কথা। من بينهم এর সম্পর্ক হল الأحزاب এর হাল-এর সঙ্গে যা এখানে উহ্য রয়েছে।

أسئلة :

١– اشرح مادة م – ر – ي في مختلف أبوابها .

٢– أعرب 'قول الحق'

٣– بم يتعلق قوله : من مشهد يوم عظيم

٤– اشرح 'أسمع بهم' شرحا نحويا .

٥– ما كان لله أن يتخذ من ولد এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦– ويل এর দুটি প্রতিশব্দ ধ্বংস ও দুর্ভোগ সম্পর্কে আলোচনা কর

(٤) أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ
وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ
خَرُّوا۟ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾ ۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ
أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
﴿٥٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَأُو۟لَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ
ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًٔا ﴿٦٠﴾ جَنَّٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ
ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّا ﴿٦١﴾ لَّا
يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَٰمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِى نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ
تَقِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا
وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾
رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ
لِعِبَٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّا ﴿٦٥﴾ (مريم: ١٩: ٥٨ — ٦٥)

بيان اللغة :

اجتبيناه : (اخترتُه واصطفيْتُه لنفسي)؛ قال الإمام الراغب : اجتباء الله العبدَ تخصيصُه إياه بفَيضٍ إلهيٍّ جالبٍ للنِّعَمِ الكثيرةِ بلا سعيٍ منَ العبد، وذلك للأنبياء ومَنْ يُقارِبهم من الصديقين والشهداء.

بكيا : جمع باك، والجمع الآخر باكون، وبُكِيّ (على وزن فعول)؛ فأصله بُكُوْيٌ، كسجود (ج) ساجد، و ركوع (ج) راكع، وقعود (ج)

قاعد؛ لكن قُلِب الواوُ ياءً؛ فأدغِم؛ وكسرةُ الكافِ لمناسبة الياء.

خلف : خلف فلانا (خَلْفا و خِلافة، ن) جاء بعده فصار مكانه .

الخلف بفتح اللام الولد الصالح، وبالسكون الولد الطالح .

الغي : الضلال؛ وكلُّ شر عند العرب غَيٌّ.

مأتيا : مفعول بمعنى فاعل، أي آتيا، وتعليله مثل بكيا .

بيان الإعراب :

أولئك الذين : مبتدأ و خبر؛ ومن النبيين حال؛ ومن ذرية آدم بدل بإعادة الجار؛ وكل 'مِن' بعده عَطْفٌ على سابقه .

وجملة إذا تتلى ... استئنافية لا محل لها من الإعراب، إذا كان الموصول خبرا، وإن كان بدلا من : أولئك فهي الخبر .

إلا من تاب وآمن وعمل صالحا : إلا بمعنى لكن، والاستثناء هنا منقطع، لأن المستثنى منه كفار، والمستثنى مؤمنون؛ ومَن مستثنى في محل نصب؛ وصالحا مفعول به؛ أو نعت لمفعول مطلق، أي : عمل عملا صالحا .

شيئا : مفعول به بتضمين يظلمون معنى يُنْقَصون، أي : لا يُنقَصون شيئا من الثواب؛ أو هو نائب عن المصدر، أي : لا يظلمون ظلما ما، لا قليلا ولا كثيرا .

جنّتِ عدن : بدل من الجنةَ، وعدنٍ مضاف إليه، من : عَدَن بالمكان أقام فيه، وقد جَرَى مَجْرَى العَلَم، فجاز وصفها بـ : التي

بالغيب : حال من المفعول، أي غائبين عنها، لا يشاهدونها؛ أو حال من ضمير الجنة العائدِ على الموصول، أي : وَعَدَها وهي غائبة

عنهم؛ أو متعلق بحال محذوفة، أي مؤمنين بالغيب .

إنــــه : الضمير يعود على الرحمن، أو هو ضمير الشأن .

إلا سَلٰما : مستثنى منقطع.

رزقهم : مبتدأ مؤخر، ولهم متعلق بخبر مقدم محذوف، و فيها متعلق بحال محذوفة؛ وبكرة و عشيا ظرف متعلق بمعنى الاستقرار، أي : ورزقهم ثابت لهم مستقرا/مستقرين فيها بكرة و عشيا .

رب السموت : خبر لمبتدأ محذوف .

الترجمة :

ওরাই ঐ সকল লোক, নেয়ামত দান করেছেন আল্লাহ যাদের, *(যারা গণ্য)* নবীদের হতে, আদমের বংশধর হতে এবং তাদের *(বংশধর)* হতে যাদেরকে আরোহণ করিয়েছি আমি নূহ-এর সঙ্গে এবং *(যারা গণ্য)* বংশধর হতে ইবরাহীমের ও ইসরাঈলের এবং *(যারা গণ্য)* তাদের হতে যাদের হিদায়াত দান করেছি আমি এবং নির্বাচন করেছি। যখন তিলাওয়াত করা হত তাদের সামনে রহমানের আয়াত, লুটিয়ে পড়ত তারা সিজদার অবস্থায় এবং কান্নার অবস্থায়।

অনন্তর স্থলবর্তী হল তাদের পর এমন অপদার্থ উত্তরসূরী যারা বরবাদ করেছে নামায এবং অনুকরণ করেছে সর্ব-কুপ্রবৃত্তির। তো অচিরেই প্রত্যক্ষ করবে তারা 'অনিষ্ট', তবে যারা তাওবা করেছে এবং ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে; তো ওরা প্রবেশ করবে জান্নাতে, আর যুলুম করা হবে না তাদের উপর সামান্যতম যুলুম; এমন চিরবসবাসের বাগবাগিচায় যার ওয়াদা করেছেন রহমান তার বান্দাদের, গায়বের অবস্থায়। নিঃসন্দেহে তাঁর ওয়াদা অবশ্যম্ভাবী। শোনবে না তারা তাতে কোন নিরর্থক কথা, সালাম ছাড়া। আর (থাকবে) তাদের জন্য তাদের রিযিক সেখানে, সকালে ও সন্ধ্যায়।

সেটা হল ঐ জান্নাত যার অধিকারী করব আমি আমার বান্দাদের

হতে যারা হবে পরহেযগার *(তাদেরকে)*।

(জিবরীলের জবাব এই যে,) আমরা তো ক্ষণে ক্ষণে অবতরণ করতে পারি না, তবে আপনার প্রতিপালকের আদেশে। তাঁরই জন্য *(রয়েছে)* ঐ সকল বিষয় যা *(রয়েছে)* আমাদের সামনে এবং যা *(রয়েছে)* আমাদের পিছনে এবং যা *(রয়েছে)* ঐ দুইয়ের মাঝে। আর আপনার প্রতিপালক ভোলবার নন।

(তিনি) রব আসমানসমূহের এবং যামীনের এবং ঐ সবের যা *(রয়েছে)* ঐ দুয়ের মাঝে। সুতরাং ইবাদত করুন আপনি তাঁর এবং ধৈর্যশীল থাকুন তাঁর ইবাদতে। আচ্ছা, জানেন কি আপনি তার সমগুণসম্পন্ন কোন সত্তা?

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) اجتبينا (নির্বাচন করেছি), থানবী ও শায়খুলহিন্দ (রহ), 'মাকবুল বানিয়েছি/পছন্দ করেছি'। 'মনোনীত করেছি' হতে পারে। তবে ইমাম রাগিব (রহ) اجتباء এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শায়খায়নের তরজমায় তার ছায়াপাত ঘটেছে।

(খ) خروا سجدا وبكيا *(লুটিয়ে পড়ত তারা সিজদার অবস্থায় ও কান্নার অবস্থায়)*; এটি থানবী (রহ) এর অনুসরণে তারকীবানুগ তরজমা। *'সিজদায় লুটিয়ে পড়তো কাঁদতে কাঁদতে'*; এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুসরণে তারকীবের কাছাকাছি তরজমা। *'সিজদায় লুটিয়ে পড়ত এবং কাঁদত/অশ্রু বিসর্জন করত'*। এটা গ্রহণযোগ্য, তবে তারকীবানুগ নয়।

(গ) غيا (অনিষ্ট/মন্দ পরিণতি), এটি থানবী (রহ) এর অনুগামী তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুকরণে একটি বাংলা তরজমায় রয়েছে, 'তারা প্রত্যক্ষ করবে পথভ্রষ্টতা'। غيا এর প্রতিশব্দরূপে এটি উত্তম, তবে বন্ধনীযোগে ভ্রষ্টতার (শাস্তি) লিখলে আরো ভাল হয়।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'কুকর্মের শাস্তি'। কুকর্ম শব্দটি এখানে অসঙ্গত ও অশোভন।

(ঘ) جنت عدن (চিরবসবাসের বাগবাগিচায়) এটি পূর্ববর্তী الجنة থেকে বদল তাই শায়খায়ন এ তরজমা করেছেন, এবং বাগবাগিচা লিখেছেন। বাংলা তরজমাগুলোতে আছে–

(ক) ইহা স্থায়ী জান্নাত– যে অদৃশ্য বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দয়াময় তাঁহার বান্দাদিগকে দিয়াছেন।

(খ) এ স্থায়ী জান্নাত– অদৃশ্য বিষয়– যার প্রতিশ্রুতি .... তরজমা দু'টি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ।

(গ) তাদের স্থায়ী বসবাস হবে, যার ওয়াদা.... এটিও ত্রুটিপূর্ণ, তবে 'জান্নাতে' শব্দটি হয়ত মুদ্রণভুলে ছুটে গেছে।

(ঙ) إنه كان وعده مأتيا (নিঃসন্দেহে তার ওয়াদা/ওয়াদাকৃত বিষয় অবশ্যম্ভাবী/আসবেই), থানবী (রহ), 'তাঁর ওয়াদাকৃত জিনিসের কাছে এরা পৌঁছবে'। এটি মূল তারকীব থেকে দূরবর্তী তরজমা। একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'অবশ্যই তাঁর ওয়াদায় তারা পৌঁছবে'।

(চ) هل تعلم له سميا (আচ্ছা, জান কি তুমি তাঁর সমগুণসম্পন্ন কোন সত্তা); 'আচ্ছা' শব্দটি থানবী (রহ) এনেছেন। আয়াতের আবহে এ ভাবটুকু রয়েছে। سمي এর প্রতিশব্দ, 'সমনাম' কিন্তু এখানে সমগুণ উদ্দেশ্য, যার কারণে থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন।

أسئلة :

١– اشرح معنى الاجتباء .

٢– ما الفرق بين خلَف وخلْف ؟

٣– اشرح محل جملة 'إذا تتلى' من حيث الإعراب .

٤– أعرب قوله : بالغيب

٥– خروا سجدا وبكيا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦– سمي এর প্রতিশব্দ পর্যালোচনা কর

(٥) فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ
جَهَنَّمَ جِثِيًّا ﴿٦٨﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ
عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّا ﴿٦٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ
بِهَا صِلِيًّا ﴿٧٠﴾ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا۟ وَّنَذَرُ
ٱلظَّـٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا
بَيِّنَـٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ
مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٣﴾ (مريم : ١٩ : ٦٨ – ٧٣)

بيان اللغة :

عتا (ن، عُتُوًّا و عِتِيًّا) : استكبر و جاوز الحد .

صَلِيَ النارَ و بها (س، صَلًى وصِلِيًّا) : دخلها واحترق فيها .

جثيا : جمع جاث، من جثا يجثو (جَثْوًا، جُثُوًّا) : جلس على رُكبتيه.

حَتَمَ بكذا : قَضَى وحَكم (حَتْمًا، ض)؛ حتَمَ عليه الأمرَ : أوجبه؛ والحَتْمُ : القضاء . نَدِي : مجلس القوم ومجتمعهم

بيان الإعراب :

أيهم : اسم موصول، مبني على الضم إذا أضيف لفظا، وكان صدر صلته ضميرا محذوفا؛ وهو هنا في محل نصب مفعول به لـ : ننزعن، وأشد خبر لمبتدأ محذوف، أي : هو، والجملة صلة أي؛ وعتيا تمييز عن نسبة الجملة .

بها صليا : الجار يتعلق بـ : أولى؛ وصليا تمييز عن نسبة الجملة .

وإن منكم إلا واردها : إن نافية، ومنكم صفة لمبتدأ محذوف، تقديره : وليس أحد معدود منكم ...، إلا أداة حصر لا محل لها من الإعراب؛ و واردها خبر .

كان على ربك : اسم الناقص ضمير يعود على مصدر الوارد؛ وعلى ربك متعلق بخبر كان .

الترجمة :

তো কসম আপনার রবের, অতিঅবশ্যই জড়ো করব আমি তাদেরকে এবং শয়তানদলকে, তারপর অতিঅবশ্যই হাজির করব তাদের, জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায়। তারপর অতিঅবশ্যই টেনে আনব প্রতিটি দল থেকে তাকে যে তাদের মধ্যে সবচে' বেয়াড়া রহমানের মোকাবেলায় অবাধ্যতার দিক থেকে। তারপর আমরাই তো অধিক অবগত তাদের সম্পর্কে যারা জাহান্নামের অধিক যোগ্য দগ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে। আর নেই তোমাদের থেকে এমন কেউ যে তাতে উপনীত হবে না। হয়ে গেছে এটা আপনার রবের পক্ষে অনিবার্য ফায়সালা। তারপর নাজাত দেব আমি তাদেরকে যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, আর ছেড়ে দেব যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায়।

আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তাদের সামনে রহমানের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, *(তখন)* বলে তারা যারা কুফুরি করেছে, তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, *(আমাদের)* দুই দলের কোনটি বাসগৃহে শ্রেষ্ঠ এবং সভাগৃহে উত্তম।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) لنحشرهم (অতিঅবশ্যই জড়ো করব); তাচ্ছিল্যের জন্য জড়ো করা শব্দটি আনা হয়েছে। অন্যান্য তরজমায় আছে, 'একত্র করা, সমবেত করা'। একই উদ্দেশ্যে *'উপস্থিত করা'* এর পরিবর্তে *'হাজির করা'* বলা হয়েছে; যেমন 'আসামীকে হাযির কর' বলা হয়।

(খ) لنــــــزعن (অতিঅবশ্যই টেনে আনব); শায়খায়ন এর তরজমা করেছেন, *‘পৃথক করব’*। এটি نــــزع এর সঠিক প্রতিশব্দ যেমন নয় তেমনি তা সঠিক দৃশ্যটিও ধারণ করে না। এদিক থেকে টেনে আনা শব্দটি অধিকতর উপযোগী। একটি তরজমায় আছে, ‘টেনে বের করবো’। বের করা অংশটি এখানে অতিরিক্ত।

(গ) أولى بهــا صـــليا (জাহান্নামের অধিকতর যোগ্য দগ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে), শায়খায়নের তরজমা– ‘সেখানে দাখেল হওয়ার খুব যোগ্য/ দোজখে যাওয়ার বেশী যোগ্য।’ বিভিন্ন বাংলা তরজমায় প্রবেশ শব্দটি এসেছে, যা মন্দক্ষেত্রে সঙ্গত নয়। তার চেয়ে ‘জাহান্নামে যাওয়া’ ঠিক আছে।

صلي শব্দটিতে দগ্ধ হওয়ার অর্থ রয়েছে। তাই কিতাবে এ তরজমা করা হয়েছে।

সরল তরজমা এই, আমি খুব/বেশ জানি তাদের সম্পর্কে যারা জাহান্নামে দগ্ধ হওয়ার বেশী যোগ্য।

(ঘ) ورود এর সঠিক প্রতিশব্দ ‘উপনীত হওয়া’, অতিক্রম করা নয়। তাছাড়া কাফিররা তো অতিক্রম করবে না, বরং সেখানেই থাকবে, হাঁ, মুমিনরা সেখানে উপনীত হয়ে পোলসিরাতের উপর দিয়ে তা অতিক্রম করে যাবে।

শায়খুলহিন্দ ও থানবী (রহ) লিখেছেন *‘পৌঁছা/অতিক্রম করা’*।

(ঙ) كان على ربك ... (হয়ে গেছে এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষে অবধারিত ফায়সালা), এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা। তবে তিনি লিখেছেন, *‘তোমার প্রতিপালকের উপর’*। থানবী (রহ), *‘এটা আপনার প্রতিপালকের দিক থেকে অনিবার্য যা পুরা হবেই হবে।’*

বিভিন্ন বাংলা তরজমা– এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য/অটল ফায়সালা/সিদ্ধান্ত। কিতাবের তরজমাটি অধিকতর মূলানুগ, তবে অন্য তরজমাগুলোও গ্রহণযোগ্য।

(চ) أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا (দুই দলের কোনটি বাসগৃহে শ্রেষ্ঠ এবং সভাগৃহে উত্তম); শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন–

مکان کس کا بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس
(বাসস্থান কার উত্তম এবং কার মজলিস ভাল লাগে।)
থানবী (রহ) –

مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کی اچھی
(বাসস্থান কার বেশী ভাল এবং সভা কার উত্তম।)
উভয়ে مقام কে অবস্থানক্ষেত্র অর্থে গ্রহণ করেছেন।

বাংলা তরজমাগুলোতে مقاما এর তরজমা করা হয়েছে 'মর্যাদায়'– এখানে এটা সুসঙ্গত নয়।

أسئلة :

١- اشرح 'جثيا' شرحا وافيا

٢- اشرح كلمة الحتم

٣- اشرح كلمة 'أيٌّ' شرحا نحويا، ثم أعرب قوله تعالى: أيهم أشد

٤- عَلامَ يعود ضمير كان في قوله تعالى : كان على ربك ...

٥- لننزعن এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- أولى بها صليا এর কিতাবী তরজমাটি অধিক গ্রহণযোগ্য কেন?

(٦) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾
قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا ۚ حَتَّىٰٓ
إِذَا رَأَوْا۟ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ
فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾
وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا۟ هُدًى ۗ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ
ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٦﴾ أَفَرَءَيْتَ

ٱلَّذِى كَفَرَ بِـَٔايَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾
أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَـٰنِ عَهْدًا ﴿٧٨﴾ كَلَّا ۚ
سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُۥ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿٧٩﴾
وَنَرِثُهُۥ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿٨٠﴾ وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ
ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِّيَكُونُوا۟ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ (مريم : ١٩ : ٧٤ – ٨٢)

بيان اللغة :

أثاث : متاع البيت، من فراش ونحوه، والجمع أُثُثٌ .

رئيا : (هذا فعل بمعنى مفعول، أي : ما يُرى)، ومعناه المنظر، فهو كالطِّحْن والذِّبح بمعنى المطحون والمذبوح .

مَدَّ الله الأرض : بَسَطها (ن ، مَدًّا)؛ مد الله عُمُرَه : أطاله؛ مد له شيئا : زاده إياه

فردا : الفرد المنفرد المتوحد، والأنثى بتاء، والجمع أفراد؛ وفي التتريل العزيز : رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين .

ومن الناس وغيرهم : المنقطعُ النظيرِ الذي لا مثيل له في جَوْدَته، والفرد أحد الزوجين من كل شيء .

ضدا : الضد المخالف، والجمع أضداد؛ والضدان : ما لا يجتمعان في مكان واحد، فالبياض والسواد ضدان، وكل منهما ضد الآخر

بيان الإعراب :

كم أهلكنا قبلهم من قرن : كم خبرية كنايةٌ عن كثير، في محل نصب

مفعول أهلكنا المقدم؛ ومن قرن تمييز كم، وتمييز كم الخبرية كثيرا ما يكون مجرورا بـ : من، ولا يتعلق من هذه بشيء، لأنها زائدة؛ وجملة هم أحسن في محل جر صفة لـ: قرن

حتى : ابتدائية، أي تبدأ بعدها الجمل، فليست جارة ولا عاطفة، وكل حتى بعدَه إذا الشرطيّةُ ابتدائيةٌ .

إما العذابَ وإما الساعةَ : إما حرف تقسيمٍ تكون للتفصيل، نحو: إنا هديناه السبيل، إما شاكرا و إما كفورا .

وللتخيير، نحو : إما أن تعذب و إما أن تتخذ فيهم حسنا

وللإباحة، نحو : تَعَلَّمْ إما الفقهَ وإما الأدب .

وللإبهام، نحو : إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

وللشك، نحو : جاء إما محمد و إما علي

اَطَّلَعَ : أصله أَ اِطَّلَعَ، حذفت همزة الوصل وبقيت همزة الاستفهام .

وَاطَّلَعَ يَتَعَدّى بنفسه وبحرفِ الجر، فلا حاجة إلى القول بأن الغيب منصوب بنزع الخافض، 'على'

أ فرأيت : الهمزة للاستفهام التعجبي، والفاء استئنافية؛ و رأيتَ بمعنى أخبِرْني، وقد تقدم بحثها مفصلا في الجزء السابق .

نرثه ما يقول : الهاء منصوب بنزع الخافض، و ما مفعول به، أي: ونرث منه ونسلب ما يفاخر (به) من المال والولد، بأن نخرجه من الدنيا خاليا من ذلك .

ويجوز أن تكون الهاء هي المفعولَ به، و ما بدلَ اشتمالٍ من الهاء ، والمعنى : ونرث ما عنده من المال والولد .

اتخذوا من دون الله آلهة : آلهة مفعول ثان لـــ : اتخذ، ومن دون الله حال مقدمة، وهي في الأصل صفة تقدم على النكرة؛ وحذف المفعول الأول، وهي الأصنام المفهومة في سياق الحديث .

الترجمة :

আর ধ্বংস করেছি তাদের পূর্বে কত জাতি, যারা আরো উত্তম ছিল ধনে ও প্রদর্শনে। বলুন আপনি, যারা ভ্রষ্টতায় *(নিমজ্জিত)*, ঢিল দিতে থাকুন তাদেরকে রহমান অনেক ঢিল। এমন কি যখন তারা দেখতে পাবে ঐ বিষয় যা *(থেকে)* তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে, *(অর্থাৎ)* হয় *(দুনিয়ার)* আযাব, না হয় কিয়ামত, তখন অবশ্যই জেনে যাবে তারা, কে অধিক নিকৃষ্ট মর্যাদায় এবং অধিক দুর্বল লোকলস্করে।

আর বাড়িয়ে দিতে থাকেন আল্লাহ্ যারা হিদায়াতের পথে চলে, তাদেরকে হিদায়াত। আর স্থায়ী নেক আমলসমূহ *(ই হচ্ছে)* শ্রেষ্ঠ তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান হিসাবে এবং শ্রেষ্ঠ পরিণাম হিসাবে।

আচ্ছা, দেখেছেন কি আপনি তাকে যে অস্বীকার করেছে আমার আয়াতসমূহ, আর বলেছে, আমাকে তো দেয়া হবেই সম্পদ ও সন্তান। সেকি জেনে ফেলেছে গায়ব, কিংবা নিয়ে রেখেছে রহমানের নিকট কোন প্রতিশ্রুতি! কিছুতেই না, আমি তো লিখে রাখবো যা সে বলে, আর বাড়াতেই থাকব তার জন্য আযাব। আর নিয়ে নেব আমি তার থেকে যে সম্পদ ও সন্তানের কথা সে বলে, তা। আর আসবে সে আমার কাছে একা।

আর ধরে রেখেছে তারা আল্লাহর পরিবর্তে কতিপয় উপাস্য, যেন হতে পারে সেগুলো তাদের জন্য নিরঙ্কুশ মর্যাদা (লাভের কারণ)। কিছুতেই না, তারা তো অস্বীকার করে বসবে তাদের উপাসনাকে এবং হয়ে যাবে তাদের প্রতিপক্ষ।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) أثاثا و رئيا (ধনে ও প্রদর্শনে) অন্যান্য তরজমা, সম্পদে ও বাহ্য

দৃষ্টিতে/আসবাবপত্রে ও আপাত দৃষ্টিতে।
أثاث এর সঙ্গী শব্দ হিসাবে رئيا এর এই প্রতিশব্দ উপযুক্ত নয়। কিতাবে উভয় শব্দে সদৃশায়নের বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। *'আসবাবপত্রে ও জাঁকজমকে'* এ তরজমাও ভাল।

(খ) في الضلالة এর তরজমা কেউ কেউ করেছেন 'বিভ্রান্তিতে' কিন্তু এত লঘু শব্দ এখানে উপযোগী নয়, 'ভ্রান্তি' হতে পারে। কেউ কেউ লিখেছেন 'পথভ্রষ্টতায়', এখানে 'পথ' এর সংযোজন অপ্রয়োজনীয়।

(গ) فليمدد له الرحمن مدا (ঢিল দিতে থাকুন তাদেরকে রহমান অনেক ঢিল); থানবী (রহ) লিখেছেন, *'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে যাচ্ছেন'*। এখানে তিনি إنشاء এর তরজমা করেছেন খবর দ্বারা। (কারণ মুফাস্‌সিরগণ বলেছেন, هذا أمر معناه الخبر); এতে বিষয়টি অবশ্য অধিকতর প্রাঞ্জল হয়েছে।

(ঘ) ما يوعدون (ঐ বিষয় যা থেকে সতর্ক করা হচ্ছে তাদের), শায়খায়নের তরজমা, 'তাদের সঙ্গে যে ওয়াদা হয়েছিল/ যে জিনিসের ওয়াদা তাদের সাথে করা হয়েছে।'
উভয়ে فعل টিকে وعدا থেকে নিয়েছেন। কিতাবে وعيدا থেকে নেয়া হয়েছে।
উপরের তরজমায় মূলের ক্রিয়াকালের যে পরিবর্তন ঘটান হয়েছে তাতে মর্মগত কোন সমস্যা নেই, তবে আয়াতে এ ভাবটি রয়েছে যে, সতর্ক করা অব্যাহত রয়েছে। আর কালের পরিবর্তন ঘটানর কারণে এই ভাবটি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

(ঙ) من هو شر مكانا وأضعف جندا (কে অধিক নিকৃষ্ট মর্যাদায় এবং কে অধিক দুর্বল লোকলশকরে); শায়খুলহিন্দ (রহ) তামীযকে মুবতাদা বানিয়ে তরজমা করেছেন–

کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور

(কার 'মাকান' খারাপ এবং কার ফৌজ কমজোর)
তামীযকে মাওছূফ বানিয়ে থানবী (রহ) এর তরজমা–

برا مکان کس کا ہے اور کمزور مدد گار کس کے ہیں

(খারাপ মাকান কার এবং দুর্বল সাহায্যকারী কার)

এটা গ্রহণযোগ্য, তবে তারকীবের এই পরিবর্তন অনিবার্য নয়। তরজমায় মূল তারকীব বহাল রাখা সহজেই সম্ভব, যেমন কিতাবে রয়েছে।

جندا এর তরজমা হতে পারে ফৌজ/ সাহায্যকারী/ দলবল/ লোকবল/ শক্তি।

কিতাবের তরজমায় লশকর শব্দটি দ্বারা جند এর সাথে সাদৃশ্য রক্ষিত হয়েছে, আবার লোকলশকর দ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থটাও ফুটে উঠেছে।

(চ) ليكونوا لهم عزا (যেন হতে পারে সেগুলো তাদের জন্য নিরঙ্কুশ মর্যাদা *[লাভের কারণ]*); এটি থানবী (রহ) এর তরজমার অনুগামী। তিনি বলেন, বন্ধনী দ্বারা বোঝান হয়েছে যে, এখানে مضاف উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ سبب العز আর مصدر ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিশয়তা প্রকাশ করা। তাই কিতাবে 'নিরঙ্কুশ' শব্দটি যোগ করা হয়েছে। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'যেন হয় সেগুলো তাদের জন্য সাহায্য'। (অর্থাৎ সাহায্যকারী)

أسئلة :

١- اشرح كلمة رئيا

٢- اذكر معاني الفرد

٣- أعرب قوله تعالى : من قرن

٤- أعرب قوله تعالى : نرثه ما يقول

٥- فليمدد له الرحمن এর কী তরজমা করেছেন থানবী (রহ) এবং তার ভিত্তি কী?

٦- عزا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٧) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَـٰمُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً
أُخْرَىٰٓ ﴿٣٧﴾ إِذْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰٓ ﴿٣٨﴾ أَنِ ٱقْذِفِيهِ
فِى ٱلتَّابُوتِ فَٱقْذِفِيهِ فِى ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ
عَدُوٌّ لِّى وَعَدُوٌّ لَّهُۥ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ
عَيْنِىٓ ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِىٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن
يَكْفُلُهُۥ ۖ فَرَجَعْنَـٰكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ
وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَـٰكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّـٰكَ فُتُونًا ۚ فَلَبِثْتَ
سِنِينَ فِىٓ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَـٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾
وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى ﴿٤١﴾ (طه : ٢٠ : ٣٦ – ٤١)

بيان اللغة :

السؤل والسؤلة : ما سألْتَه

قذَف شيئا وبشيء (ض، قَذْفا) : رمى به بقوة؛ قال تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب؛ وقال : بل نقذف بالحق على الباطل فيدمَغه (أي : نرمي الباطل بالحق فيمحوه الحق) .

التابوت : الصندوق يحفظ فيه المتاع

اليم : البحر، النهر العظيم، والمراد هنا نهر النيل .

على قدر، أي : على وقت مقدر للرسالة والنبوة .

وفتناك فتونا : (أي ابتليناك ابتلاء عظيما بأنواع من المِحَن)

واصطنعتك لنفسي : (أي : اخترتك لرسالتي و وحيي)

بيان الإعراب :

مرة أخرى : مرة، مفعول مطلق نائب عن المصدر يدل على العدد، أي : مننا عليك منا ثانيا .

ما يوحى : ما موصولة؛ ويوحى مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل مستتر فيه، وهو العائد، والموصولة مع صلتها تفيد الإبهام، والقصد من مثل هذا الإبهام تعظيم الأمر المبهم، فكأنه تعالى قال : إذ أوحينا إلى أمك وحيا عظيما .

أن اقذفيه في التابوت :

أن مفسّرة، لأن الوحي بمعنى القول؛ أو هي مصدرية، والمصدر المؤول في محل نصب بدل من ما يوحى، فهنا إيضاح بعد الإبهام، والمعنى : أوحينا إلى أمك وحيا عظيما، وهو قَذْفُها ولدَها في التابوت .

فليلقه اليم بالساحل، أي : في الساحل، والأمر بمعنى الخبر .

ولتصنع على عيني : عطف على مقدر، أي : وألقيت لِـ ...

الترجمة :

বললেন তিনি, অবশ্যই দেয়া হল তোমাকে তোমার প্রার্থিত বিষয় হে মূসা। আর আমি তো অবশ্যই অনুগ্রহ করেছি তোমার উপর আরো একবার, যখন প্রেরণ করলাম তোমার আম্মার প্রতি ঐ প্রত্যাদেশ যা *(মহাগুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে)* প্রত্যাদেশ-যোগেই প্রেরণ করা হয়; অর্থাৎ ঢাল তাকে সিন্দুকে, অনন্তর ঢাল তাকে দরিয়ায়; অনন্তর নিক্ষেপ করুক তাকে দরিয়া তীরে। (তখন) উঠিয়ে নেবে তাকে এক শত্রু আমার এবং (শত্রু) তার। আর ঢেলে দিলাম আমি তোমার উপর ভালোবাসা(র গভীর টান)

আমার পক্ষ হতে *(যেন তুমি সবার প্রিয় হও)* এবং যেন তোমার প্রতিপালন হয় আমার নজরের উপর।

(স্মরণ কর ঐ সময়কে) যখন হেঁটে আসছে তোমার বোন এবং বলছে, আমি কি ঠিকানা দেব তোমাদেরকে এমন কারো যে প্রতিপালন করবে তাকে? অনন্তর ফিরিয়ে আনলাম আমি তোমাকে তোমার আম্মার নিকটে, যেন শীতল হয় তার চক্ষু এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয় সে।

আর মেরে ফেললে তুমি এক ব্যক্তিকে, অনন্তর মুক্তি দিলাম তোমাকে দুশ্চিন্তা হতে এবং *(বিপদযোগে)* পরীক্ষা করলাম তোমাকে অনেক অনেক পরীক্ষা।

অনন্তর অবস্থান করলে তুমি কয়েক বছর মাদয়ানবাসীদের মাঝে। তারপর এলে তুমি নির্ধারিত সময়ে, হে মূসা! আর নির্বাচন করলাম আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) قد أوتيت سؤلك (অবশ্যই দেয়া হল তোমাকে তোমার প্রার্থিত বিষয়); থানবী (রহ), 'তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করা হল।' অন্য তরজমা– 'তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।'

কিতাবের তরজমাটি পূর্ণ শব্দানুগ। দ্বিতীয়টি প্রায় শব্দানুগ, আর তৃতীয়টি মর্মানুগ, তবে শব্দানুগ নয়, কারণ سؤل এর স্থলে ছিলা-মাওছূল আনা হয়েছে, তবে এটি গ্রহণযোগ্য।

(খ) أوحى শব্দটি আরবীতে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত, কিন্তু উর্দূ ও বাংলায় নবুয়তের সঙ্গে বিশিষ্ট হওয়ার কারণে জটিলতা এড়িয়ে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে এর তরজমা করেছেন।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, *'আদেশ/হুকুম পাঠালাম আমি তোমার মাকে যা সামনে বলা হচ্ছে।'*

থানবী (রহ) লিখেছেন, *'আমি তোমার মাকে ঐ কথা ইলহামযোগে বাতলে দিলাম যা ইলহামযোগে বাতানো সঙ্গত ছিল।'*

অন্যান্য তরজমা– 'যখন আমি তোমার মাতাকে জানালাম যা জানাবার ছিল।'
'যখন আমি তোমার মায়ের মনে প্রত্যাদেশ দিয়েছিলাম।' প্রত্যাদেশ শব্দটি যেহেতু পারিভাষিক ও আভিধানিক উভয় অর্থে ব্যবহৃত সেহেতু তরজমায় সেটি গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) اقذفيه (ঢাল) শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুসরণে শব্দানুগতা রক্ষা করে এ তরজমা করা হয়েছে। তবে এর একটি ত্রুটি এই যে, বিশিষ্ট শব্দের বিপরীতে সাধারণ শব্দ এসেছে। পক্ষান্তরে 'নিক্ষেপ' শব্দটি বাস্তবানুগ নয়, তাই তা ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। এ ক্ষেত্রে 'পরিক্ষেপ' ব্যবহার করা যায়। একটি তরজমায় আছে, 'তাকে সিন্দুকে রাখ এবং দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।' এটি সুন্দর, তবে কোরআনের শব্দ-অভিন্নতার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি।

(ঘ) فليلقه اليم بالساحل (অনন্তর নিক্ষেপ করুক দরিয়া তাকে তীরে) যেহেতু إنشاء এখানে إخبار এর অর্থে এসেছে সেহেতু থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, দরিয়া তাকে কিনারা পর্যন্ত নিয়ে আসবে/পৌছে দেবে/উপনীত করবে। শায়খুলহিন্দ (রহ) শাব্দিকতা রক্ষা করে লিখেছেন, দরিয়া তাকে নিয়ে ফেলুক কিনারে।

(ঙ) يأخذه عدو لي وعدو له *[তখন]* উঠিয়ে নেবে তাকে এক শত্রু আমার এবং *[এক শত্রু]* তার); বন্ধনীর উদ্দেশ্যটি চিন্তা করা দরকার। 'তখন' দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যে, يأخذه হচ্ছে উহ্য শরতের জরয়াব। শায়খায়ন (রহ) দু'রকম তরজমা করেছেন এবং দু'টোতেই দু'রকম সীমাবদ্ধতা রয়েছে।
থানবী (রহ)– 'তাকে এমন এক ব্যক্তি নিয়ে নেবে যে আমারও দুশমন এবং তারও দুশমন'।
এখানে মূল তারকীব রক্ষিত হয়নি, তদুপরি শব্দস্ফীতি ঘটেছে, তবে তরজমাটি সুন্দর।
শাইখুলহিন্দ (রহ)– 'উঠিয়ে নিক তাকে এক শত্রু আমার এবং তার'।

এখানে মূল তারকীব রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু عـــدو এর পুনরাবৃত্তি রক্ষিত হয়নি, তবু মূল তারকীবের অনুগামী বলে কিতাবে একটি বন্ধনীসহ এটাকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) على عيني (আমার নজরের উপর) শায়খুলহিন্দ (রহ)–
میری آنکھ کے سامنے (আমার চোখের সামনে)
থানবী (রহ)–
میری (خاص) نگرانی میں (আমার [বিশেষ] তত্ত্বাবধানে)
প্রথমটি শব্দানুগ, দ্বিতীয়টি ভাবানুগ।

(ছ) هـــل أدلكـــم علـــى مـــن يكفلـــه (আমি কি ঠিকানা বাতাব তোমাদেরকে এমন কারো, যে প্রতিপালন করবে তাকে।)
بتہ (ঠিকানা) শব্দটি থানবী (রহ) এর, তবে তিনি লিখেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির ঠিকানা দেব যে, ...'
শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আমি কি বাতাব তোমাদেরকে এমন ব্যক্তি যে,...'
বাংলা তরজমাগুলোতে আছে, *'আমি কি বলে দেব তোমাদের, কে এই শিশুর ভার নেবে/ কে তাকে লালন পালন করবে।'*
এখানে من কে প্রশ্নের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এটা ঠিক নয়। কারণ তাহলে এটি কালামের শুরুতে আসত

أسئلة :

١- اشرح كلمة قذف مع الشواهد القرآنية

٢- أعرب قوله : مرة

٣- ماذا يفيد ما يوحى هنا؟ وما الغرض منه؟

٤- أعرب قوله تعالى : بالساحل

٥- 'তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল' এ তরজমাটি তারকীবানুগ নয় কেন?

٦- আমি কি বলে দেব তোমাদেরকে, কে তাকে লালন পালন করবে?– এ তরজমার ত্রুটি আলোচনা কর।

(٨) وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ
طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾
فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٨﴾
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ ﴿٧٩﴾ يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ
أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ﴿٨٠﴾ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا
رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ
عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ
وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾ (طه : ٢٠ : ٧٧ — ٨٢)

بيان اللغة :

ضرب له : جعل له

اليَبَسُ : مكانٌ يكون فيه ماءٌ فيذهبُ শুষ্ক ভূমি

يَبِسَ (يَيْبَسُ ويَيْبِس، يُبْسًا ويُبُوسَة) : جَفَّ بعد رُطوبةٍ، فهــو يابِس ويَبِس ويَبِيس .

دركا : أي تبعة ولحاقا ধাওয়া ও পাকড়াও

والدرك : أقصى قعر الشيء (কোন কিছুর দূরতম তলদেশ)

قال تعالى : إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

هوى (ض، هويا) : سقط من علو إلى سفل؛ و هوى الرجل : هلك.

بيان الإعراب :

في البحر : صفة لـــ : طريقا، و يبسا صفة ثانية، وجملة لا تخاف

حال من فاعل اضرب، أي : اضرب غير خـائف؛ أو هـي صفة لـ : طريقا، والعائد محذوف، أي : لا تخف فيه.

بجنوده : مفعول به ثان، أي : فاتبعهم فرعون جنوده، فهو كقولـه تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؛ واتبع قد جاء متعديا إلى اثنين صريحا في قوله تعالى : واتبعنهم ذريتهم

وقيل : هو بمعنى تبع، يتعدى لواحد، فتكون 'بجنوده' في محـل نصب على الحال .

غشيهم (أي: غمرهم)؛ ومن اليم إن كان متعلقا بـ: غشيهم الأولى فهو للتبعيض، وإن كان متعلقا بـ : غشيهم الثانية فهو بياني

جانب الطور: مفعول ثان على حذف مضاف، أي إتيان جانـب الطور .

كلوا من طيبات ما رزقنكم : مثل كلوا من طيبات ما كسبتم .

الترجمة :

আর অতিঅবশ্যই অহী পাঠিয়েছি আমি মূসার সমীপে যে, নৈশযাত্রা কর তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে। অনন্তর তৈরী কর তাদের জন্য সমুদ্রে কোন শুকনো পথ; না ভয় করবে তুমি কোন পশ্চাদ্ধাবনের, আর না আশঙ্কা করবে (ডুবে যাওয়ার)।
তখন ধাওয়া করল ফিরআউন তাদেরকে তার বিশাল বাহিনীসহ, তখন ঢেকে ফেলল তাদেরকে দরিয়ার এমন মউজ যা ঢেকে ফেলল তাদেরকে। আসলে বিচ্যুত করেছে ফিরআউন তার সম্প্রদায়কে, সত্য পথ দেখায়নি।
হে বনী ইসরাঈল, অবশ্যই উদ্ধার করেছি আমি তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু থেকে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তোমাদেরকে 'তূর'-এর ডান দিকে (আগমন করা)র, আর নাযিল করেছি

তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া। আহার কর তোমরা ঐ খাবারের উত্তমগুলো থেকে যা দান করেছি আমি তোমাদেরকে; কিন্তু তাতে সীমালঙ্ঘন কর না, তাহলে আপতিত হবে তোমাদের উপর আমার গযব। আর যার উপর আপতিত হয় আমার গযব সে তো অধপাতে যায়। আর নিঃসন্দেহে আমি পরম ক্ষমাশীল তাদের জন্য যারা তাওবা করে এবং ঈমান আনে আর নেক আমল করে, তারপর সত্যপথে অবিচল থাকে।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) واضرب لهم طريقا في البحر يبسا (আর তৈরী কর তাদের জন্য সমুদ্রে কোন শুকনো পথ) কোন কোন তরজমায় 'নির্মাণ কর' লেখা হয়েছে। তা স্থানোপযোগী নয়। কেউ লিখেছেন, পথ অবলম্বন কর। এটি আরো অসঙ্গত। কারণ এতে মনে হয়, পথ আগে থেকে তৈরী রয়েছে। আর নির্মাণ শব্দটি ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজনের ধারণা দেয়।

في البحر অংশটি মূলত طريقا এর ছিফাত, কিন্তু তরজমায় তা রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। সামুদ্রিক পথ বা সমুদ্রপথ বললে বোঝায় সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পথ, তাই এ তরজমা ঠিক নয়।

(খ) بجنوده (তার বিশাল বাহিনীসহ) এখানে جمع দ্বারা كثرة উদ্দেশ্য, তাই 'বিশাল' বলা হয়েছে। শায়খায়ন লিখেছেন لشكروں كو (বাহিনীসমূহকে)। অন্যরা লিখেছেন, সৈন্যবাহিনী। কিতাবী তরজমাটি শব্দের উদ্দেশ্যের বেশী নিকটবর্তী।

فغشيهم من اليم ما غشيهم (তখন ঢেকে ফেলল তাদেরকে দরিয়ার এমন মউজ যা ঢেকে ফেলল তাদেরকে)
এ তরজমায় শব্দানুগতা রক্ষিত হয়েছে, তবে উদ্দিষ্ট ভাবটি স্পষ্ট হয়নি। কারণ এখানে দৃশ্যের ভয়ালতা তুলে ধরা উদ্দেশ্য। সুতরাং এরূপ তরজমা হতে পারে, দরিয়ার ভয়ঙ্কর মউজ তাদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত/গ্রাস করল। গ্রাস শব্দটি এখানে বেশ উপযোগী।

আরো সুন্দর তরজমা– সমুদ্রের বিশাল ঢেউ তাদের গ্রাস করে ফেলল।

(গ) ('তূর' এর ডান দিকে /আগমন করা/র) এখানে স্পষ্টায়নের জন্য উহ্য مضاف কে বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। তবে তিনি বন্ধনী ব্যবহার করেননি। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আর ওয়াদা স্থির করেছি তোমাদের সঙ্গে পাহাড়ের ডান দিকে'। অর্থাৎ তাওরাত কিতাব দান করার জন্য।

(ঘ) فيحل عليكم غضبي (তাহলে আপতিত হবে তোমাদের উপর আমার গযব)

যেহেতু এখানে ينـــزل এর পরিবর্তে বিশেষ একটি শব্দ এসেছে, তাই তরজমায় নেমে আসবে এর স্থলে আপতিত হবে ব্যবহার করা হয়েছে।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, আমার ক্রোধ অবধারিত হবে, এটি সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

(ঙ) فقد هوى (সে তো অধপাতে যাবে) هــوى এর মূলে পতন হওয়ার অর্থ রয়েছে। শায়খায়ন সেটা বিবেচনায় রেখে তরজমা করেছেন। কিতাবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা তরজমাগুলোতে 'ধ্বংস/হালাক হবে' লেখা হয়েছে, সেটাও গ্রহণযোগ্য।

أسئلة :

١- اشرح كلمة الدرك

٢- أعرب 'في البحر'

٣- بم يتعلق قوله : من اليم؟

٤- ما سر نصب يحل؟

٥- 'আর নির্মাণ কর তাদের জন্য সামুদ্রিক পথ' এ তরজমা সঠিক নয় কেন?

٦- فقد هوى এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٩) وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا
﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ
إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ
وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ
أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا
تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَٰنُ قَالَ يَٰٓـَٔادَمُ هَلْ
أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا
فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ
ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ ٱجْتَبَٰهُ رَبُّهُۥ
فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ
هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ (طه : ٢٠ : ١١٥ – ١٢٣)

بيان اللغة :

عَهِد فلان إلى فلان (س، عَهْداً) : ألقى إليه العهدَ و أوصاه بحفظه، ويقال : عَهِد إليه بالأمر، أوصاه به؛ قال تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطن، أي بِعَدم عبادةِ الشيطان .

العزم : الثَّبات

عَرِيَ من ثيابه (س، عُرْياً و عُرْيَةً) : تجرد منها، فهو عارٍ وعُرْيان، والجمع عُراة .

لا تظمأ (لا تعطش)، ظَمِئَ (س، ظَمَأً) : عطش، أو اشتد عطَشه .

لا تضحى (أي : لا يصيبك فيها حر الشمس)

ضَحِيَ (س، ضَحْواً) : أصابه حر الشمس .

خَلَدَ (خُلْداً وخُلودًا، ن) : دام و بقي .

لا يبلى (أي : لا يزول ولا يفنى أبدا) بَلِيَتِ الدارُ ونحوها : فَنِيت .

بَلِيَ الثوبُ (بِلًى، س) : رَثَّ (أي صار غير صالح للاستعمال)

سوآهما (أي عوراهما)

سُوْءٌ : كل ما يَقْبُح، وهو اسم جامع للآفات

سَوْأَة : كل عمل وأمرٍ قبيح يَشِينُك، السَّوْءَة : العَــوْرة مــن الرجل والمرأة .

خَصَف العُرْيانُ الورَقَ على بَدَنِه (ض، خَصْفًا) : ضَمَّ ورقَ الشجرِ بعضَه ببعض حتى يصيرَ عريضا وسَتَرَ به بدنَه، ومعنى الخَصْف ضَمُّ أوراقِ الشجر.

بيان الإعراب :

من قبل : متعلق بـــ : عهدنا

ألا تجوع : مصدر مؤول في محل نصب اسم إن المؤخر، ولا تعــرى عطف عليه؛ وأنك لا تظمأ، في محل النصب بالعطف على : ألا تجوع ، والمعنى : إنك لك عدمَ الجُوع وعدم الظمأ في الجنة .

ومَنْ كسَرَ إن الثانيةَ حمَلَها على الابتداء مثلَ إنَّ الأولى .

طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة : طفق فعل ماض من أفعــال الشروع كـــ : بدأ وأخذ وشرع، تعمل عمل كاد .

ويخصفان في محل نصب خبر طفق؛ مـــن ورق الجنـــة يتعلـــق بمحذوف، وهو نعت لمحذوف، أي : يخصفان ورقا معدودا من ورق الجنة؛ وهذا بحذف المضاف إليه الأول، أي : مـــن ورق أشجار الجنة .

جميعا : توكيد معنوي لضمير المثنى، والمعنى كلاكمـــا؛ ويجـــوز أن تكون حالا من الضمير المذكور، والمعنى : غير متفرقين .

لبعض : متعلق مقدم بـــ : عدو، وهو خبر لـــ : بعضكم، والجملة في محل نصب على الحال .

الترجمة :

আর অতিঅবশ্যই নির্দেশ জারি করেছিলাম আমি আদমের প্রতি, ইতিপূর্বে, কিন্তু বিস্মৃত হলেন তিনি, আর পেলাম না আমি তার মাঝে কোন সংকল্প।

আর *(স্মরণ করুন ঐ সময়কে)* যখন বললাম আমি ফিরেশতাদের, সিজদা কর তোমরা আদমকে: তখন সিজদা করল তারা ইবলিস ছাড়া: প্রত্যাখ্যান করল সে। তখন বললাম, হে আদম! এ কিন্তু বড় শত্রু তোমার এবং তোমার স্ত্রীর। সুতরাং যেন বের করতে না পারে সে তোমাদেরকে জান্নাত থেকে, তাহলে তোমরা দুর্ভোগ পোহাবে।

অবশ্যই থাকল তোমার জন্য এই নিশ্চয়তা যে, তুমি ক্ষুধার্ত হবে না তাতে এবং হবে না নগ্ন এবং এই যে, তৃষ্ণার্ত হবে না তুমি তাতে এবং হবে না রোদ-ক্লিষ্ট।

অনন্তর কুমন্ত্রণা ছুঁড়ে দিল তার দিকে শয়তান। বলল, হে আদম, দেখাব কি আমি তোমাকে অমরত্বের বৃক্ষ এবং এমন রাজত্ব যা জীর্ণতাগ্রস্ত হবে না। অনন্তর আহার করল তারা ঐ বৃক্ষ হতে, ফলে অনাবৃত হয়ে গেল তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান এবং জড়াতে লাগল তারা নিজেদের উপর জান্নাতের বৃক্ষপত্র হতে *(কিছু পত্র)*।

আর মান্য করতে ব্যর্থ হলেন আদম তার রবকে, ফলে বিভ্রান্ত হলেন। তারপর নির্বাচিত করলেন তাকে তার প্রতিপালক, অনন্তর কবুল করলেন তার তাওবা এবং সত্য পথ প্রদর্শন করলেন। বললেন, নেমে যাও তোমরা তা থেকে একসঙ্গে এমন অবস্থায় যে, *(তুমি এবং শয়তান)* তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হবে। অনন্তর যদি আসে তোমাদের কাছে আমার পক্ষে হতে কোন হিদায়াত, তো যে অনুসরণ করবে আমার হিদায়াত গোমরাহ হবে না সে এবং দুর্ভাগা হবে না।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) عهدنا إلى آدم (আর অতিঅবশ্যই নির্দেশ জারি করেছিলাম আমি আদমের প্রতি), থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আমি আদমকে একটি হুকুম দিয়ে রেখেছিলাম।' শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আমি তাকিদ করে রেখেছিলাম আদমকে।'
একটি বাংলা তরজমা– 'আমি প্রতিশ্রুতি নিয়ে রেখেছিলাম আদম থেকে।' কিতাবের তরজমাটি অধিকতর মূলানুগ। তবে অন্য তরজমাগুলোও গ্রহণযোগ্য।

(খ) إن هذا عدو لك (এ কিন্তু বড় শত্রু তোমার) সতর্কীকরণের ভাবটি তুলে আনার জন্য 'কিন্তু' ব্যবহার করা হয়েছে। তোমার শত্রু বললে মূল তারকীব থেকে বিচ্যুতি ঘটে।

(গ) فتشقى শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তাহলে পড়ে যাবে কষ্টে'।
থানবী (রহ), 'তাহলে তুমি বিপদে পড়ে যাবে'।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'তাহলে তোমরা দুঃখকষ্ট পাবে। (تشقى এর তরজমা দ্বিবচনযোগে করা ঠিক নয়।)
এগুলো গ্রহণযোগ্য তরজমা, তবে شقاء এর নিকটবর্তী তরজমা হলো দুর্ভোগ/দুর্দশা।

(ঘ) ولا تضحى (রোদক্লিষ্ট হবে না); রৌদ্রতাপে দগ্ধ হবে না– এ তরজমাও হতে পারে। রোদে কষ্ট পাবে না, এটি সহজ তরজমা। তবে কিতাবে لا تضحى শব্দটির আভিজাত্য রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঙ) فوسوس إليه এখানে إلى অব্যয়টি বিবেচনায় রেখে 'ছুঁড়ে দিল' তরজমা করা হয়েছে, সাধারণত তরজমা করা হয়, শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা/প্ররোচনা দিল। ভাবগত দিক থেকে এটিও গ্রহণযোগ্য।

(চ) شجرة الخلد (অমরত্বের বৃক্ষ), একটি শব্দ বাড়িয়ে 'অমরত্ব লাভের বৃক্ষ' করা যায়। তাতে উদ্দিষ্ট অর্থটি আরো স্পষ্ট হয়। শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা করেছেন –

درخت سدا زنده رهنے كا

সদা জীবিত থাকার বৃক্ষ।

কেউ লিখেছেন, 'অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ'– এতে অযথা শব্দস্ফীতি ঘটেছে।

(ছ) بدت (অনাবৃত হয়ে গেলো) অন্যান্য তরজমা– খুলে গেলো/ খোলা হয়ে গেলো/ প্রকাশ হয়ে গেলো– এগুলোর মধ্যে অনাবৃত শব্দটি অধিক উপযোগী।

(জ) وعصى آدم ربه فغوى (আর মান্য করতে ব্যর্থ হলেন আদম তার রবকে, ফলে বিভ্রান্ত হলেন)
শায়খায়ন এখানে তরজমায় খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং কিতাবে তা অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা তরজমাগুলোতে এই সতর্কতা অনুপস্থিত। যেমন, 'আদম তার প্রতিপালকের অবাধ্য হল, তাই সে হল পথভ্রষ্ট'।

أسئلة :

١- اشرح كلمة 'لا تبلى'

٢- اشرح كلمة 'السوءة'

٣- اشرح إعراب قوله تعالى : من ورق الجنة

٤- أعرب قوله 'جميعا'

٥- إن هذا عدو لك এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- فوسوس إليه এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(١٠) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ
ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ
أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ
ۗ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ
أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّآ
أَهْلَكْنَـٰهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِۦ لَقَالُوا۟ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا
رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ ﴿١٣٤﴾ قُلْ
كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا۟ ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَـٰبُ ٱلصِّرَٰطِ
ٱلسَّوِىِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾ (مريم : ٢٠ : ١٣١ – ١٣٥)

بيان اللغة :

أزواجا منهم (أي : أصنافا وأجناسا من الكفار)

والزوج : كل واحد معه آخر من جنسه، وما له نقيض، كالذكر و الأنثى، والليل والنهار .

والزوج الصنف والنوع من كل شيء، وبهذا المعنى ورد هنا، والجمع أزواج .

زهرة الحيوة الدنيا : بهجتها ومتاعها

لولا : تأتي لولا لثلاثة معان –

الاول : امتناع الثاني لوجود الأول، فتدخل على جملتين، اسمية وفعلية، نحو لولا علي لهلك عمر، أي لولا علي موجود.

وإذا أتيتَ بعد لولا بضميرٍ فَحَقُّه أن يكون ضميرَ رفعٍ، نحو : لولا أنتم لكنا مؤمنين، وسمع قليلا : لولاه و لولاك إلى آخرهما.

وهي مركبة من لو و لا؛ ولا بد من جواب مذكور، أو جواب مقدر إذا دل عليه دليل، نحو لولا فضل الله عليكم و رحمته . وأن الله تواب حكيم (أي : لهلكتم)

وتَكْثُرُ اللام في جواب لولا إذا كان مثبتا؛ وإذا كان منفيا بـــ: لَمْ ، فيمتنع دخولها عليه أو بـــ : ما ، فيقلّ دخولُها عليه .

الثاني : التحضيض والعرض، فيلزمها المضارع لفظا أو معـــنى، نحو لولا يستغفرون الله، ولولا أخرتني إلى أجل قريب .

الثالث : للتوبيخ والتندم، فتلزمها الماضي نحو : لولا جــاؤوا عليه بأربعة شهداء .

بيان الإعراب :

أزواجا : مفعول متعنا، (و معدودين) منهم صفة لـــ : أزواجـــا، و زهرة الحياة الدنيا مفعول ثان، لأن معنى متعنا أعطينا؛ ويجـــوز أن تكون منصوبة على الذم، أي : أذم زهرة الحياة الـــدنيا؛ أو منصوبة على التمييز من هاء به .

أو لم تأهم بينة ما في الصحف الأولى : الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو للعطف على مقدر يقتضيه السياق، والتقدير : ألم تأهم البينات واحدة بعد أخرى، و لم تأهم بصورة خاصة بينة ما في الصحف الأولى .

وما موصولة، وفي الصحف متعلق بمحذوف صلة ما؛ والمعنى :

بينـــة الأمور التي هي موجودة في الصحف الأولى .

نتبع : منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية في جواب التحضيض .

كل : مبتدأ، و جاز الابتداء بالنكرة لمعنى العموم .

الترجمة :

আর প্রসারিত কর না তুমি কিছুতেই তোমার চক্ষুদ্বয় ঐ সব বিষয়ের দিকে যা দ্বারা ভোগ করাচ্ছি আমি বিভিন্ন শ্রেণীকে তাদের মধ্য হতে, পার্থিব জীবনের জাঁকজমকরূপে, ঐ বিষয়ে তাদের পরীক্ষা করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতিপালকের দেয়া রিযিক অধিক উত্তম এবং অধিক স্থায়ী। আর আদেশ করুন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাতের এবং অবিচল থাকুন তার উপর। চাই না আমি আপনার কাছে রিযিক। *(বরং)* আমিই রিযিক দান করি আপনাকে। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই জন্য *(সুনির্ধারিত)*। আর বলে তারা, কেন আনেন না তিনি আমাদের সামনে কোন নিদর্শন তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে! আচ্ছা, তবে কি আসেনি তাদের কাছে পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের মধ্যে *(বিদ্যমান বক্তব্যের)* প্রমাণ?!

আর যদি আমি ধ্বংস করতাম তাদেরকে কোন আযাব দ্বারা এই কোরআন অবতরণের আগে তাহলে অবশ্যই বলত তারা, *(হে)* রাব আমাদের! কেন পাঠালেন না আপনি আমাদের কাছে একজন রাসূল, তাহলে তো মেনে চলতাম আপনার বিধানসমূহ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার পূর্বে।

বলুন, প্রত্যেকে প্রতীক্ষা করছে, সুতরাং তোমরাও প্রতীক্ষা কর, অচিরেই জানতে পারবে কারা সঠিক পথের অধিকারী এবং কারা সত্য পথ অবলম্বন করেছে।

ملاحظات حول الترجمة :

(ক) لا تمدن عينيك (কিছুতেই প্রসারিত করবেন না আপনার চক্ষুদ্বয়) نون التوكيـد এর তরজমা এভাবেও হতে পারে, 'আপনি চোখ

তুলেও তাকাবেন না'। তখন দ্বিবচন ও إضـافة এর তরজমা প্রচ্ছন্ন থাকবে। (এ তরজমা থানবী রহ. এর)

'দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না' এ তরজমায় لا تمدن এর সঠিক প্রতিশব্দ আসেনি।

زهرة الحيوة الـدنيا (পার্থিব জীবনের জাঁকজমকরূপে); চাকচিক্য বা জৌলুস শব্দদু'টিও হতে পারে। শায়খায়ন رونـق শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার বাংলা প্রতিশব্দ হবে, শোভা, বা ঔজ্জ্বল্য।

(খ) থানবী (রহ) رزق এর তরজমা করেছেন 'দান'। শায়খুলহিন্দ (রহ) করেছেন রুজি। বাংলা তরজমাগুলোতে রয়েছে জীবিকা/ জীবনোপকরণ এবং রিযিক। কিতাবে রিযিক শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে, কারণ এটি শরীয়তের নিজস্ব পরিভাষার শব্দ। সুতরাং এর প্রতিশব্দ ব্যবহার না করাই উত্তম।

(গ) والعاقبة للتقوى (আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই জন্য)

শায়খায়ন (রহ) হাছরের তরজমা করেছেন।

'মুত্তাকিদের জন্য' এ তরজমা গ্রহণযোগ্য হলেও সঙ্গত নয়।

'আর তাকওয়া/আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ' এ তরজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

(ঘ) مـن قبلـه (কোরআন অবতরণের পূর্বে) সকলেই তরজমা করেছেন, এর পূর্বে বা ইতিপূর্বে। এতে অস্পষ্টতা থেকে যায়। তাই কিতাবে مرجع দ্বারা তরজমা করা হয়েছে।

(ঙ) فنتبـع آياتـك শায়খুলহিন্দ (রহ)– 'তাহলে তো আপনার কিতাবের উপর চলতাম'।

থানবী (রহ)– 'তাহলে তো আপনার বিধানসমূহ মেনে চলতাম। অর্থাৎ প্রথমজন অংশকে সমগ্র অর্থে নিয়েছেন, আর দ্বিতীয়জন ظرف কে مظروف অর্থে, অর্থাৎ آيات দ্বারা আয়াতের মধ্যে বর্ণিত বিধান অর্থে গ্রহণ করেছেন।

'আপনার নিদর্শনসমূহ মেনে চলতাম' এ তরজমা ঠিক নয়। কারণ মান্য করার বিষয় হচ্ছে বিধান, নিদর্শন হচ্ছে জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জনের উপায়।

أسئلة :

(١) بين ما تعرف عن كلمة لولا .

(٢) اشرح كلمة واصطبر .

(٣) أعرب قوله : زهرة الحيوة الدنيا .

(٤) كيف جاز الابتداء بالنكرة في قوله : كل متربص؟

(٥) আলোচ্য আয়াতে শায়খায়ন رزق এর কী তারতজমা করেছেন

(٦) থানবী রহ فنتبع آيتك এর তরজমা করেছেন, তাহলে তো আপনার বিধানসমূহ মেনে চলতাম, এ তরজমার ভিত্তি কী?

(١) وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَـٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ
مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُۥ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِۦ
يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِۦ
مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ ۞ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّىٓ إِلَـٰهٌ مِّن دُونِهِۦ
فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾
أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا
رَتْقًا فَفَتَقْنَـٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ
أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ
بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾
وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهَا
مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ (الأنبياء : ٢١ : ٢٦ – ٣٢)

بيان اللغة

مشفقون : أشفَقَ منه، خافه وحَذِر منه؛ أشفق عليه، عَطَف وخاف عليه

الشفَقة : الرحمة والحَنان، الخوف من حُلولِ مكروهٍ .

والشفيق : المشفق، والجمع شُفقاء

رتقا : أي شيئا واحدا مُنْضَمَّتين

والرتق : المرتوق، أي مضموم بعضه مع بعض خِلقة كان أم صَنعة

رتَق شيئا : ضمَّ بعضَه مع بعض (رَتْقاً، ن، ض) .

ففتقناهما : (أي، فَفَصَلْنا بينهما و رفَعنا السماء إلى حيثُ هـــي، وأقرَرْنا الأرضَ كما هي)؛ فَتَقَ شيئا (ن ، فَتْقاً) شَقَّه وفَصَل .

قال الإمام الراغب : الفَتْقُ الفَصْل بين المتَّصِلَيْن، وهو ضِد الرَّتْق

رواسي : أي جبالا ثوابت؛ (و راس : ثابت راسخ، والجمع رواس) .

رسا شيء : ثبت (رَسْواً، رُسُوّاً، ن)؛ رسا الجبل : ثبت أصـــله في الأرض؛ رست السفينة : وقفت عن السير .

و أرسى بمعنى رسا؛ و أرسى شيئا : أثبته؛ وأرسى سفينة : أوقفها بإلقاء المرساة .

ماد شيء (ض، مَيْداً، مَيَدانًا) : تحرك واضطرب .

مادت بهم الأرض : اضطربت فلم يقدروا على الاستقرار عليها .

بيان الإعراب

قالوا بمعنى زعموا، والجملة الفعلية في محل نصب مفعول بـــه ومقـــول القول، و ولدا مفعول به ثان، أي : اتخذ الملائكة ولدا .

سبحنه : مصدر لا يأتي إلا مضافا، منصوب بفعل محذوف، أي أسبح، والمعنى : أنزهه تنـــزيها عما يصفونه من اتخاذه الملائكة ولدا .

لا يسبقونه : في محل رفع صفة ثانية لـــ : عباد، أو استئنافية .

بالقول : أي بقولهم، فأقيم اللام مقام الإضافة والمعنى : لا يســـبق قولهم قوله .

من دونه : متعلق بصفة محذوفة من : إله

فذلك نجزيه : الفاء واقعة في جواب الشرط، وجهنم : مفعول به ثـــان، والجملة نجزيه خبر ذلك .

كذلك نجزي الظلمين : الكاف بمعنى مثل في محل رفع أو نصب؛ الرفـــع على أنه مبتدأ، و مفعول نجزي الثاني محذوف، أي : مثـــل ذلـــك الجزاء نجزي الظالمين إياه .

والنصب على أنه نائب عن المفعول المطلق، المصدر المقدر، أو نعت للمصدر؛ والمعنى : نجزيهم جهنم جزاء مثل ذلك الجزاء.

أن تميد بهم : أي كراهيةَ أن تميد بهم، أو لئلا تميد بهم .

فجاجا : حال مقدمة، أي واسعة

محفوظا : أي من السقوط .

الترجمة

আর বলে তারা, বানিয়েছেন 'রহমান' (ফিরেশতাদেরকে) সন্তান, চিরপবিত্র তিনি তো (এসব থেকে), বরং (তারা) মর্যাদাপ্রাপ্ত বান্দা।

আগে বাড়ে না তারা তাঁর থেকে কথা দিয়ে। আর তারা তাঁরই আদেশে কাজ করে। তিনি জানেন যা (রয়েছে) তাদের সামনে এবং যা রয়েছে তাদের পশ্চাতে।

আর সুফারিশ করে না তারা (কারো জন্য), তবে তার জন্য যার প্রতি তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন, আর তারা তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত। আর যে বলে তাদের মধ্য হতে (যে,) আমি তো ইলাহ্ তাঁর পশ্চাতে; তো এই লোক, অবশ্যই বদলা দেবো আমি তাকে জাহান্নাম। সেটারই অনুরূপ বদলা দেই আমি যালিমদেরকে।

তারা কি দেখে না, যারা অস্বীকার করেছে (আল্লাহর অস্তিত্বকে) যে, আকাশমণ্ডলী ও ভূমি ছিল সংযুক্ত, অনন্তর বিযুক্ত করলাম আমি তাদেরকে, আর বানালাম আমি পানি থেকে প্রাণবান সকল কিছুকে। তো তবু কি তারা ঈমান আনবে না (আমার প্রতি)।

আর স্থাপন করেছি আমি পৃথিবীতে অটল (পর্বত)সমূহ, যেন না দোলে তা তাদেরকে নিয়ে। আর বানিয়েছি আমি তাতে সুপ্রশস্ত পথ, যাতে তারা পথ চলতে পারে।

আর বানিয়েছি আমি আকাশকে ছাদ সুরক্ষিত; অথচ তারা আকাশের নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ থাকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) اتخذ الرحمن ولدا (বানিয়েছেন রহমান (ফিরেশতাদেরকে) সন্তান)। রহমানের তরজমা থানবী (রহ) করেছেন 'আল্লাহ তাআলা'। কারণ এখানে গুণবাচক শব্দটি দ্বারা গুণের অধিকারী মহান সত্তা উদ্দেশ্য। শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দটি বহাল রেখেছেন, কারণ মূল উদ্দেশ্য সত্তা হলেও গুণের দিকটিও এখানে বিবেচ্য।

নিছক সত্তাবাচক শব্দ আল্লাহ্-এর পরিবর্তে গুণবাচক শব্দ رحمن দ্বারা আল্লাহর পবিত্র সত্তাকে বোঝানোর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সঙ্গে তাদের দয়ার সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করা। কিতাবে এ তরজমাটি গ্রহণ করা হয়েছে।

'দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন'। এ তরজমা বিশুদ্ধ নয়। কারণ গুণগত দিকটি এখানে প্রধান নয়। তাছাড়া এ তরজমা ব্যাকরণসম্মত নয়।

(খ) لا يسبقونه بالقول (আগে বাড়ে না তারা তাঁর থেকে কথা দিয়ে) এটি শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা, তবে কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট। সাবলীল তরজমা হলো, 'তারা তাঁর থেকে আগে বেড়ে কোন কথা বলতে পারে না'। এটি শায়খায়নের তরজমা। 'বলতে পারে না' এর পরিবর্তে 'বলে না' হলে ভালো হয়, যাতে এদিকে ইঙ্গিত হয় যে, আল্লাহ তাদেরকে বলার শক্তি দিলেও তারা বলতো না।

(গ) لمن ارتضى (যার প্রতি তিনি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন); যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট/যার পক্ষে আল্লাহর মর্জি হয়– এ দুটি হল শায়খায়নের তরজমা। এতে কোন সমস্যা নেই। তবে ক্রিয়াভিত্তিক তরজমাই উত্তম।

(ঘ) فذلك نجزيه جهنم (তো এই লোক, অবশ্যই বদলা দেবো আমি তাকে জাহান্নাম); এটি তারকীবানুগ তরজমা। تكرار الإسناد এর মাধ্যমে এখানে তাকীদ এসেছে, তাই 'অবশ্যই' শব্দটি যুক্ত হয়েছে।

ذلك এর মধ্যে বিদ্যমান তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে 'এই লোক' দ্বারা। থানবী (রহ) এর তরজমা, 'তো আমরা তাকে জাহান্নামের সাজা দেবো, এটি ভাব তরজমা।

(ঙ) أو لم يرى الذين كفروا (তো তারা কি দেখে না যারা অস্বীকার করেছে) 'তো' হচ্ছে واو الاستئناف এর তরজমা। 'যারা অস্বীকার/কুফুরি করেছে' দ্বারা كفروا এর উদ্দিষ্ট অর্থ তুলে আনা হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাদের কুফুরি কর্মের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করা। 'কাফিররা' বললে তা পরিষ্কার হয় না।

একটি তরজমায় আছে, তারা কি ভেবে দেখে না।

থানবী (রহ) লিখেছেন, এই কাফিরদের কি এটা জানা হয়নি যে, ...

(চ) رتقا (সংযুক্ত); একটি তরজমায় রয়েছে– 'মিশিয়া আছে ওতপ্রোতভাবে'।

থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'বন্ধ ছিলো, অনন্তর আমি তা খুলে দিলাম। এটি رتق ও فتق এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন– আসমান ও যমীন ছিল 'বন্ধমুখ'।– এর অনুকরণে একটি বাংলা তরজমায় লেখা হয়েছে, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মুখ বন্ধ ছিলো'। এ তরজমা ঠিক নয়।

رتقا এর তরজমা 'সংশ্লেষিত' করা যায়।

(ছ) إني إله من دونه (আমি তো ইলাহ তাঁর পশ্চাতে) من دونه এর তরজমা যদি করা হয়, 'তিনি ব্যতীত বা তার পরিবর্তে তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করা। তাই এ তরজমা করা হয়েছে। একটি বাংলা তরজমায় রয়েছে, 'তিনি ছাড়াও', এটি গ্রহণযোগ্য।

(জ) وجعلنا في الأرض رواسي (আর স্থাপন করেছি আমি পৃথিবীতে অটল [পর্বত]সমূহ)

رواسي শব্দটি মূলত جبال এই উহ্য موصوف এর صفة - এ দিকে ইঙ্গিত করেই বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ব্যবহারের দিক থেকে শব্দটি পর্বত-এর প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই থানবী (রহ) শুধু 'পাহাড়' তরজমা করেছেন।

(ঝ) لعلهم يهتدون (যেন তারা পথ চলতে পারে) শায়খুলহিন্দ (রহ), 'যেন তারা পথপ্রাপ্ত হয়'। থানবী (রহ), 'যেন তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়'। প্রথম তরজমায় اهتداء এর প্রাথমিক স্তরটি উঠে এসেছে, আর দ্বিতীয়টিতে اهتداء এর চূড়ান্ত স্তরটি উঠে এসেছে।

أسئلة :

١- اشرح كلمة رتقا

٢- اشرح معاني رسا وأرسى

٣- اشرح إعراب قوله تعالى : كذلك نجزي الظلمين .

٤- إلام أشير في بيان الإعراب بقوله : أي كراهية أن تميد بهم؟

৫- আলোচ্য আয়াতে رحمن এর তরজমা প্রসঙ্গে যা জান আলোচনা কর

৬- ذلك نجزيه جهنم এর তরজমায় 'অবশ্যই' শব্দটি কেন যোগ করা হয়েছে?

(٢) وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ
مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم
بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم
مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا
يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ
﴿٤٣﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَٰٓؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَآ ۚ
أَفَهُمُ ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٤٤﴾ (الأنبياء : ٢١ : ٤١ – ٤٤)

بيان اللغة

حاق به الشيءُ (ض، حَيْقا، حَيَقانا) : أصابه وأحاط به.

حاق به الأمرُ : لزمه و وجب عليه .

كلأ الله فلانا (ف، كَلْأً، كِلاءً، كِلاءَةً) : حفظه؛ كلأ فلانٌ القــومَ : رعاهم .

ولا هم منا يصحبون : أي لا يُجارُوْنَ، أي لا يُجِيرهم منا أحد، وأصله : أصحب فلانــا : اتخذه صاحبــا، فالمعنى : لا يجعل لهم صاحبــا يجيرهم.

بيان الإعراب

ما كانوا به يستهزءون : الموصول في محل رفع فاعل حاق، أي فأحــاط بِهم جزاءَ ما كانوا يستهزءون به، فحذِف الفاعلُ المضاف، وأُحِلّ المضافُ إليه محله .

من الرحمن : أي من عذاب الرحمن وبأسه .

حتى : حرف ابتداء، لا حرف غاية

ننقصها من أطرافها : الجملة في محل نصب حال، أو في محل رفع خبر ثان لـــ : أن .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই উপহাস করা হয়েছে রাসূলগণের সঙ্গে যারা আপনার পূর্বে (প্রেরিত হয়েছে)। অনন্তর ঘিরে ধরেছে তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করেছে তাদের প্রতি, ঐ আযাব যা নিয়ে তারা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো।

বলুন, কে রক্ষা করবে তোমাদেরকে রাত্রে ও দিনে 'রহমান' (এর আযাব) থেকে, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে আছে।

নাকি তাদের জন্য রয়েছে আমার পরিবর্তে এমন সকল উপাস্য, যারা তাদেরকে রক্ষা করতে পারে! তারা তো পারে না নিজেদেরকে সাহায্য করতে, আর না তারা আমাদের মোকাবেলায় সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে।

আসলে ভোগসম্ভার দিয়ে রেখেছি আমি এদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে, এমন কি দীর্ঘ হয়ে গেছে তাদের উপর আয়ুষ্কাল, তো তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের) ভূমিকে তার প্রান্তসকল হতে সংকুচিত করে আনছি, তারপরো কি তারাই হবে বিজয়ী?

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ولقد استهزئ برسل من قبلك (আর অতিঅবশ্যই উপহাস করা হয়েছে রাসূলগণের প্রতি, যারা [প্রেরিত/বিগত হয়েছে] আপনার পূর্বে); উহ্য صفة উল্লেখ করে তারকীবানুগ তরজমা করা হয়েছে।

অনেকে লিখেছেন, আপনার পূর্বে বহু রাসূলের সঙ্গে বিদ্রূপ করা হয়েছে। সম্ভবত এখানে من قبلك কে استهزئ এর সাথে متعلـــق ভাবা হয়েছে। এ তারকীব সঠিক নয়। তবে ভাব তরজমা হিসাবে এটা চলতে পারে। কিতাবে থানবী (রহ) এর তরজমা অনুসরণ করা হয়েছে।

রাসূলদের প্রতি কাফিরদের আচরণ বর্ণনার ক্ষেত্রে উপহাস/ বিদ্রূপ শব্দটি প্রয়োগ করা উত্তম, আর আযাবের প্রতি তাদের আচরণ প্রাকাশের ক্ষেত্রে ঠাট্টা/বিদ্রূপ/মস্কারা শব্দগুলো উত্তম।

'বহু' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তানবীনটি এখানে অধিকতা-জ্ঞাপক।

(খ) فحاق بالذين ســـخروا (অনন্তর ঘিরে ধরেছে, তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করেছে তাদের প্রতি, ঐ আযাব যা নিয়ে তারা...)

থানবী (রহ) লিখেছেন, তো যারা তাদের প্রতি বিদ্রূপ করতো তাদের উপর ঐ আযাব এসে গেলো যা নিয়ে তারা....

তিনি حاق এর ভাব তরজমা করেছেন।

الذين سخروا منهم এখানে দ্বিতীয় যামীরটির স্থলে اسم ظـــاهر ব্যবহার করে তরজমা হতে পারে, যথা- অনন্তর ঘিরে ধরেছে তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করেছে রাসূলদের প্রতি।

কেউ কেউ লিখেছেন, বিদ্রূপ বর্ষণ করেছে।

একটি তরজমা-

তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো তা উলটো বিদ্রূপকারীদের উপরই আপতিত হয়েছে।

এ তরজমায় দুটো বড় ত্রুটি রয়েছে-

(ক) 'উল্‌টো' শব্দটি থেকে মনে হয় যেন তারা ভেবেছিলো যে, আযাব রাসূলদের উপর আসবে, কিন্তু উল্‌টো তাদেরই উপর এসে পড়েছে– এ কারণে উল্‌টো শব্দটি এখানে অসঙ্গত।

(খ) منهم এর তরজমা বাদ পড়ে গেছে।

অবশ্য منهم কে سخروا এর فاعل থেকে حال ধরে এরূপ তরজমা হতে পারে– তো তাদের মধ্য হতে যারা বিদ্রূপ করেছিলো তাদেরকে ঘিরে ধরল ঐ আযাব যা নিয়ে তারা উপহাস করতো।

(গ) ولا هم منا يصحبون তরজমা– (ক) আর আমার বিরুদ্ধে তাদের সাহায্যকারীও থাকবে না। (খ) আর তারা আমার মোকাবেলায় সাহায্যকারীও পাবে না।

থানবী (রহ), 'আর আমাদের মোকাবেলায় অন্য কেউ তাদের সঙ্গ দিতে পারবে না'।

এ তরজমাগুলোতে مجهول এর স্থলে معروف এর ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে।

এই তরজমাটি সুন্দর হবে, 'আমাদের মোকাবেলায় তাদেরকে সঙ্গও দেয়া হবে না'।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আমাদের পক্ষ হতে তাদেরকে সঙ্গও দেয়া হবে না।

অর্থাৎ কেউ যদি তাদের উপর হাত তোলে আর তারা আমাদের সাহায্য চায় তবে.....

من أطرافها থানবী (রহ) এর তরজমা 'চতুর্দিক থেকে'।

أسئلة :

١- اشرح كلمة كلاَّ

٢- اشرح قوله تعالى : ولا هم منا يصحبون

٣- أعرب قوله تعالى : ما كانوا به يستهزؤون

٤- أعرب جملة ننقصها من أطرافها

٥- فحاق بالذين سخروا منهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- من أطرافها এর তরজমা কী হতে পারে?

(٣) وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ
غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَـٰهَا
سُلَيْمَـٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ
دَاوُۥدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَـٰعِلِينَ ﴿٧٩﴾
وَعَلَّمْنَـٰهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنۢ بَأْسِكُمْ ۖ
فَهَلْ أَنتُمْ شَـٰكِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى
بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ
عَـٰلِمِينَ ﴿٨١﴾ وَمِنَ ٱلشَّيَـٰطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُۥ
وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَـٰفِظِينَ
﴿٨٢﴾ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ
أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ
مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا
وَذِكْرَىٰ لِلْعَـٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾ (الأنبياء : ٢١ : ٧٨ – ٨٤)

بيان اللغة

نفشت الماشية في الزرع (ن ، نَفْشا، نُفُوشا) انتشرت فيه و رعَته ليلا بلا راعٍ .

لبوس : ما يُلْبَس، دِرع؛ ويقال : رجل لبوس، أي كثير اللباس .

صنعة : عمل الصانع، حِرفة الصانع

أحصن شيئا : صانه و وقاه، وأحصن الرجل : تزوج

عَصَفت الريحُ (عَصْفًا، ض) اشتد، فهي عاصف وعاصفة، والجمع عواصف .

غَاص في الماء : نَزل تحته (ن، غَوْصًا)

غاص في البحر علي اللؤلؤ، نزل تحته ليستخرجه

بيان الإعراب

داؤد و سليما : معطوفان بواو العطف على: نوحا، و نوحا عطف على: لوطا، فيكون مشتركا معه في عامله الذي هو آتينا المفسر بآتينا الظاهر، وكذلك داؤد وسليمان؛ والتقدير : ونوحا آتيناه حكما وعلما، وداؤد وسليمان آتيناهما حكما وعلما؛ فـ : إذ على هذا الإعراب ظرف منصوب لـ : آتينا .

و يجوز أن يكون داؤد و سليمان مفعولا به لفعل محذوف، أي: واذكر قصتهما؛ وإذ على هذا الوجه بدل اشتمال من داؤد وسليمان؛ وإذ نفشت، بدل من إذ الأولى .

لحكمهم : يتعلق بـ : شهدين، وجمع الضمير، لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما ، أو وقع الجمع مقام التثنية مجازا .

ففهمنها : عطف على يحكمان، لأنه بمعنى الماضي، وأصل العبارة: إذ حكما في الحرث ففهمنا سليمان الصواب في القضية

وكلا : مفعول به مقدم

يسبحن : جملة حالية من الجبال، والطير عطف على الجبال .

لكم : أي لبوس مملوك لكم؛ أو علمناه صنعة لبوس لصالحكم، فاللام في الوجه الأول للتمليك، وفي الوجه الثاني للتعليل، ولتحصنكم بدل من لكم .

لسليمان الريح : أي سخرنا له الريح، وعاصفة حال، وتجري حال ثانية

ومن الشيطين من يغوصون له : أي من يغوصون له معـــدودون مـــن الشيطين؛ ومن على هذا الوجه موصولة، ويغوصون صلة .

ويجوز أن تكون من نكرة بمعنى أشخاص، والجملة صفة النكـــرة، ومن الشيطين خبر مقدم على الوجهين .

ومثلهم : عَطْف على أهلَه، ومعهم ظرف مكان متعلق بحـــال مـــن : مثلَهم، أي كائنين مع أهله .

رحمة : مفعول لأجله، أو مفعول مطلق

الترجمة

আর (উল্লেখ করুন) দাউদ ও সুলায়মানের ঘটনা, যখন ফায়ছালা করছিলো তারা ক্ষেত/ফসল সম্পর্কে, যখন রাতে ঢুকে পড়েছিলো তাতে সম্প্রদায়ের (কিছু লোকের) মেষপাল। আর ছিলাম আমি তাদের ফায়ছালা প্রত্যক্ষকারী। অনন্তর বুঝিয়েছিলাম আমি ঐ ঘটনা সুলায়মানকে, আর প্রত্যেককেই দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর অনুগত করে দিয়েছিলাম দাউদের সঙ্গে পর্বতসমূহকে, 'তাসবীহ' পড়তো সেগুলো। আর (অনুগত করেছিলাম) পক্ষীকুলকে। আর আমিই ছিলাম (তা) সম্পন্নকারী।

আর শিক্ষা দিয়েছিলাম আমি তাকে বর্ম নির্মাণ তোমাদের জন্য, যেন তা রক্ষা করে তোমাদের (একদল)কে তোমাদের (একদলের) পরাক্রম থেকে; তো তোমরা কি কৃতজ্ঞ হবে!

আর (অনুগত করেছি) সুলায়মানের জন্য প্রবল বাতাসকে, যা বয়ে চলে তার আদেশে ঐ ভূমির দিকে যেখানে বরকত রেখেছি। আর আমি প্রতিটি বিষয় সম্পর্কেই অবগত।

আর শয়তানদের মধ্য হতে এমন কতিপয় ছিল যারা ডুব দিত তার জন্য এবং সম্পাদন করতো তা ছাড়া অন্য কিছু কর্ম। আর আমিই ছিলাম তাদেরকে নিয়ন্ত্রণকারী।

আর (উল্লেখ করুন) আইয়ূব-এর ঘটনা, যখন ডাকলেন, তিনি তার প্রতিপালককে (এই মর্মে) যে, এই যে আমি, পেয়ে বসেছে আমাকে

কষ্ট; আর আপনি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু। অনন্তর সাড়া দিলাম আমি তার ডাকে, আর নিরসন করলাম ঐ কষ্ট যা তার (সঙ্গে) ছিল। আর দান করলাম তাকে তার পরিবার এবং তাদের সমপরিমাণ তাদের সঙ্গে, আমার পক্ষ হতে করুণাবশত এবং যেন স্মৃতি হয়ে থাকে ইবাদতকারীদের জন্য।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إذ يحكمان (যখন ফায়ছালা করছিল তারা) বিকল্প তরজমা- বিচার করছিল/মীমাংসা করছিল।

غنم القوم (সম্প্রদায়ের [কিছু লোকের] মেষপাল)- থানবী (রহ) লিখেছেন- কিছু লোকের মেষপাল। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, একদলের মেষপাল। তাঁরা উভয়ে আংশিকতার অর্থ নিয়েছেন উহ্য مضاف থেকে, অর্থাৎ غنم بعض القوم

কিতাবে মূল শব্দটিকে বহাল রেখে উহ্য مضاف কে বন্ধনীতে আনা হয়েছে, যাতে পূর্ণ মূলানুগতা রক্ষা পায়।

(খ) وكنا لحكمهم شهدين (আর ছিলাম আমরা তাদের ফায়ছালা প্রত্যক্ষকারী); শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন-

اور سامنے تھا ہمارے انکا فیصلہ

এর অনুসরণে কেউ কেউ বাংলা তরজমা করেছেন, 'তাদের ফায়ছালা আমার সামনে ছিল'। এখানে মূল তারকীব থেকে সরে এসে তরজমা করার অনিবার্য প্রয়োজন নেই। থানবী (রহ), 'আর আমরা ঐ ফায়ছালাকে যা লোকদের সম্পর্কে হয়েছিল, দেখছিলাম। অর্থাৎ তিনি মূল তারকীব অক্ষুণ্ন রেখে যামীরের مرجع সম্পর্কে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন; যদিও এতে তরজমাটি সম্প্রসারিত হয়ে পড়েছে।

কিতাবের তরজমায় যামীরকে অব্যাখ্যাত রেখে দেয়া হয়েছে।

(গ) وكلا (আর প্রত্যেককেই) সকলেই তরজমা করেছেন 'উভয়কে'; ঘটনার পাত্র হিসাবে এ তরজমা হতে পারে, তবে এটা كلا এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

দ্বিতীয়ত كلا এর অগ্রবর্তীতার কারণে যে তাকীদ এসেছে তা কিতাবের তরজমায় বিবেচনা করা হয়েছে।

لتحصنكم من بأسكم (যেন তা তোমাদের (একদল)কে তোমাদের (অপর দলের) পরাক্রম থেকে রক্ষা করে); এটি থানবী (রহ) এর অনুগামী তরজমা– তিনি লিখেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে একে অন্যের হামলা থেকে রক্ষা করে।

কেউ কেউ তরজমা করেছেন, 'যাতে তা যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে'– এটি ত্রুটিপূর্ণ তরজমা।

(ঘ) ولسليمن الريح عاصفة (সোলায়মানের জন্য প্রবল বাতাসকে) এখানে মূল তারকীব অনুগামী তরজমা সুন্দর হয় না, তাই حال কে صفة রূপে তরজমা করা হয়েছে।

يغوصون له (ডুব দিতো তারা তার জন্য) বিকল্প তরজমা, তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত।

তার আদেশে সাগরের তলদেশে গমন করত– এ তরজমা সঠিক নয়, কারণ ل অব্যয়টি আদেশবাচক নয়, অনুকূলতা-বাচক, দ্বিতীয়ত এখানে শব্দস্ফীতি ঘটেছে।

(ঙ) أني مسني الضر (এই যে আমি, পেয়ে বসেছে আমাকে কষ্ট); এ তরজমা মূল তারকীবের অনুগামী। সাবলীল তরজমা– 'তিনি তার প্রতিপালককে ডাকলেন যে, আমাকে তো কষ্ট পেয়ে বসেছে'।

থানবী (রহ) এর তরজমা, 'আমার এই কষ্ট হচ্ছে। (আমি এই কষ্টে নিপতিত হয়েছি)'– তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, ال দ্বারা বিদ্যমান কষ্ট তথা শরীরের পচনব্যাধিটি উদ্দেশ্য ছিল।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আমার উপর কষ্ট আপতিত হয়েছে।'

কেউ কেউ লিখেছেন, আমি কষ্টে পড়েছি/পতিত হয়েছি।

মূল তারকীবের পরিবর্তন হলেও এ সকল তরজমা গ্রহণযোগ্য।

(চ) كشفنا এর তরজমা সবাই করেছেন 'দূর করে দিয়েছি'– কিতাবের তরজমায় كشف এর শব্দার্থটি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে 'মোচন/উপশম করা'ও বলা যায়।

সাবলীল তরজমা– তার যে কষ্ট ছিল তা আমি দূর করে দিলাম।

আরো সাবলীল তরজমা– তার কষ্ট আমি দূর করে দিলাম।

أسئلة :

١- اشرح كلمة عاصفة شرحا وافيا .

٢- اشرح معاني لبوس .

٣- أعرب قوله تعالى : ومن الشيطين من يغوصون له .

٤- ما إعراب مثلهم ومعهم

٥- وكنا لحكمهم شهدين এর তরজমা পর্যালোচনা কর

৬- ‘আর সুলায়মানের জন্য প্রবল বাতাসকে (অনুগত করেছি)’ এ তরজমাটি পর্যালোচনা কর

(٤) وَإِسْمَٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٨٥﴾
وَأَدْخَلْنَٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٦﴾
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّى
كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَنَجَّيْنَٰهُ مِنَ
ٱلْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُۨجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَىٰ
رَبَّهُۥ رَبِّ لَا تَذَرْنِى فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَٰرِثِينَ ﴿٨٩﴾
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ وَوَهَبْنَا لَهُۥ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥٓ ۚ
إِنَّهُمْ كَانُوا۟ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا
وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰشِعِينَ ﴿٩٠﴾ (الأنبياء : ٢١ : ٨٥ — ٩٠)

بيان اللغة

ذا الكفل : لقب نبي أو عبد صالح، والكفل الحظ والنصيب، سمي بذلك، لأنه ذو حظ ونصيب في الآخرة .

ذا النون : النون الحوت، وجمعه أنوان؛ و ذو النون لقب يونس عليه السلام، لابتلاع الحوت إياه.

لن نقدر عليه : أي لن نُضَيِّقَ عليه بِحَبْسِهِ في بطن الحوت، فهو من القَدْر، لا من القُدْرة؛ كما في قوله تعالى : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر .

وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه دخل على معاوية رضي الله عنه، فقال له معاوية : لقد ضربتني أمواج القرآن البارحةَ، فلم أجد لنفسي خلاصا إلا بك، قال : وما هي؟ فقرأ عليه هذه الآية وقال : أو يظن نبي الله ألا يقدر عليه، فقال رضي الله عنه : هذا من القدر لا من القدرة .

ويجوز أن يكون من القدرة على معنى 'ظن أن لن نعملَ فيه قدرَتَنا'

رغبا ورهبا : الرغَب الرجاء والرهَب الخوف، أي يدعوننا طمَعا ورجاء في رحمتنا، وخوفا و فَزَعا من عذابنا .

غاضب فلان فلانا : أغضب كل منهما الآخر؛ غاضب فلانا : هجره وتباعد عنه .

بيان الإعراب

مغاضبا : حال، ومتعلقه محذوف، أي : مغاضبا لقومه، لا لربه

أن لن نقدر عليه : أن مخففة من المثقلة، واسمها ضمير الشان المحذوف، والجملة خبره .

وكذلك ننجي المؤمنين : أي ننجيهم إنجاء مثل ذلك الإنجاء؛ أو ننجي المؤمنين كذلك الإنجاء، فالكاف على هذا الوجه حرف جر يتعلق بالفعل .

فردا : أي وحيدا، حال من مفعول لاتذر .

رغبا و رهبا : أي راغبين و راهبين، أو لأجل الرغبة والرهبة، أو يرغبون رغبا ويرهبون رهبا (اشرح الإعرابات الثلاث)

الترجمة

আর (উল্লেখ করুন) ইসমাঈল এবং ইদরীস এবং যুলকিফল এর ঘটনা। প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। আর দাখেল করেছিলাম আমি তাদেরকে আমার রহমতে। নিঃসন্দেহে তারা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ-দের অন্তর্ভুক্ত।

আর (উল্লেখ করুন) যুননূন-এর ঘটনা, যখন চলে গেলেন তিনি ক্রোধভরে, অনন্তর ধারণা করলেন তিনি যে, কিছুতেই পাকড়াও করবো না আমি তাকে। অনন্তর ডাকলেন তিনি পরত পরত অন্ধকারে যে, নেই কোন ইলাহ্ আপনি ছাড়া। পবিত্রতা ঘোষণা করছি আপনার। নিঃসন্দেহে আমি ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। অনন্তর সাড়া দিলাম আমি তার ডাকে এবং উদ্ধার করলাম তাকে দুশ্চিন্তা হতে, আর এভাবেই উদ্ধার করি আমি মুমিনদেরকে।

আর উল্লেখ করুন আপনি যাকারিয়ার ঘটনা, যখন ডাকলেন তিনি তার প্রতিপালককে, (হে আমার) প্রতিপালক, ছেড়ে দেবেন না আমাকে একা। আর আপনি তো উত্তরাধিকারীদের সর্বোত্তম। অনন্তর সাড়া দিলাম আমি তার ডাকে এবং দান করলাম তাকে ইয়াহ্য়া এবং উপযুক্ত করে দিলাম তার জন্য তার স্ত্রীকে। নিঃসন্দেহে তারা ধাবিত হত সৎকর্মসমূহে এবং ডাকত তারা আমাকে আশা করে এবং ভয় করে। আর ছিল তারা আমার প্রতি বিনীত।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وأدخلنهم في رحمتنا (আর দাখেল করেছিলাম আমি তাদেরকে আমার রহমতে); দু'টি বাংলা তরজমা–

(ক) আর আমি তাদেরকে আমার অনুগ্রহভাজন করেছিলাম।
(খ) তাদেরকে আমার রহমতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম।
এ দু'টি মূল তারকীব থেকে দূরবর্তী তরজমা, গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা নেই।
শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আর নিয়ে নিলাম আমি তাদেরকে আমার রহমতের মাঝে।' থানবী (রহ), 'দাখেল করে নিলাম... ।'

(খ) থানবী (রহ) صبر এর অর্থ করেছেন ثابت قدمی (অবিচলতা); এ তরজমাও গ্রহণযোগ্য।

(গ) ذا النون এর তরজমা শায়খায়ন مچھلی والا (মাছওয়ালা) করেছেন। একটি বাংলা তরজমায় তা অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু এটা نون এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়। কোরআনে সাধারণ শব্দ سمك এর পরিবর্তে نون ও حوت ব্যবহার করা হয়েছে, সুতরাং বাংলায় সাধারণ শব্দ 'মাছ' ব্যবহার করা সঙ্গত নয়। 'মাছওয়ালা' এর ব্যবহার বাংলায় তাচ্ছিল্যপূর্ণ, উর্দূতে নয়। তাই উর্দূতে এটা চললেও বাংলায় চলবে না।
বাংলায় যুননূন এবং ছাহিবুল হূত বলা যায়, কিংবা বলা যায়, মৎসওয়ালা বা মৎসগ্রস্ত বা মৎসসঙ্গী।

(ঘ) فظن أن لن نقدر عليه (অনন্তর ধারণা করল সে যে, কিছুতেই পাকড়াও করবো না আমি তাকে); একটি তরজমায় আছে, পাকড়াও করতে/ধৃত করতে পারবো না, এটা সুসঙ্গত নয়।

(ঙ) في الظلمت (পরত পরত অন্ধকারে) কোরআনে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এ কথা বোঝানোর জন্য যে, হযরত ইউনুস (আঃ) তিন স্তরের অন্ধকারের মাঝে ছিলেন; রাতের অন্ধকার, সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকার এবং মৎস-উদরের অন্ধকার। শায়খায়ন তাই বহুবচনের শব্দে তরজমা করেছেন– اندھیروں میں (অন্ধকারসমূহের মাঝে); কিতাবের তরজমায় বহুবচনের সঙ্গে সঙ্গে স্তরগত দিকটিও উঠে এসেছে।

(চ) سبحنك (পবিত্রতা ঘোষণা করছি আপনার, চিরপবিত্রতা) এটি শব্দানুগ তরজমা। সকলে তরজমা করেছেন, আপনি পবিত্র, মহান/ আপনি চিরপবিত্র/ তুমি নির্দোষ।
এগুলো ভাব তরজমা, তবে শেষ তরজমাটি সঙ্গত নয়।

أسئلة :

١- اشرح الكفل و وجه تسمية هذا النبي بـــ : ذو الكفل

٢- اشرح كلمة خشعين .

٣- أعرب قوله تعالى : وكذلك ننجي المؤمنين .

٤- ما هو أصل العبارة في قوله تعالى : إذ نادى ربه؟

٥- ذا النون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- في الظلمت এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا
مُبۡعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ وَهُمۡ فِي مَا
ٱشۡتَهَتۡ أَنفُسُهُمۡ خَٰلِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحۡزُنُهُمُ ٱلۡفَزَعُ ٱلۡأَكۡبَرُ
وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمۡ
تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ يَوۡمَ نَطۡوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ
لِلۡكُتُبِۚ كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ
إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدۡ كَتَبۡنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعۡدِ
ٱلذِّكۡرِ أَنَّ ٱلۡأَرۡضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّٰلِحُونَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ
فِي هَٰذَا لَبَلَٰغٗا لِّقَوۡمٍ عَٰبِدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا
رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلۡ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ
إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن
تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖۖ وَإِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٌ أَم

بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿١١٠﴾ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ
وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَـٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَـٰنُ
ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١٢﴾ (الأنبياء: ٢١ : ١٠١ — ١١٢)

بيان اللغة

حسيسها : الحِسُّ والحَسِيس : الصوت الخفيُّ .

تتلقاهم الملائكة : أي تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة .

نطوي : طوى شيئا (ثوبا و نحوه) : ضم بعضه على بعض، أو لَفَّ بعضَه فوق بعض (ض، طَيًّا)؛ طوى الخبرَ أو السِّرَّ عنه : كتَمَه عنه؛ طوى الأرضَ والبلادَ : قطعها؛ طوى الله البعيدَ : قَرَّبَهُ .

السجل : كتاب يُدَوَّن فيه ما يراد حِفْظُه، والجمع سِجِلَّات (لا يُكَسَّر)؛ والسجل الكاتب .

بيان الإعراب

الحسنى : فاعل سبقت، ومنا حال مقدمة من الفاعل، أي نازلة منا؛ و عين أنت خبر أنت .

لا يسمعون حسيسها: هذه الجملة إما بدل من أولئك عنها مبعدون، لأنها تحل محلها فتغنى عنها، وإما خبر ثان لـ : أولئك؛ ويجوز أن تكون حالا من ضمير مبعدون .

في ما اشتهت : يتعلق بشبه الفعل، وعائد الموصول محذوف .

هذا يومكم : مقول قول محذوف يقع موقعَ الحال، أي قائلين: هذا يومكم .

يوم نطوي السماء : الظرف متعلق بـــ : اذكر المحذوف، أو بـــــ : لا يحزن .

كطي السجل للكتب : أي طيًّا مثلَ طيِّ الكاتِب كُتُبَهُ؛ (اشرح هذا الإعراب)

كما بدأنا أول خلق نعيده : أي : نعيد أولَ الخلقِ إعادةً مثلَ بدئِنا أولَ الخلق؛ و أولَ خلق مفعولُ بدأنا، وكما بدأنا نائب المعفول المطلق المحذوف .

قال الزمخشري : فإن قلت : ما أولُ الخلق الذي يُعيده؟ قلت : أول الخلق : إيجادُه منَ العدَمِ، فكما أوجدَ الخلقَ أولا مِنَ العدَم يُعيـــده ثانيا من العدَم إلى الوجود للحَشْرِ والحساب .

في الزبور متعلق بـــ : كتبنا، وكذلك 'من بعد الذكرى'، والمعنى : ولقد كتبنا في الكتاب المنـــزل على داود بعد أن كتبنا في التورة .

إلا رحمة للعلمين : إلا أداة حصر، و رحمة مفعول لأجله، أو حال على المبالغة، فجعله – صلى الله عليه وسلم – نفس الرحمة؛ أو حـــال على حذف مضاف، أي ذا رحمة؛ وللعلمين متعلق بمحذوف صفة لـــ : رحمة، أو يتعلق بنفس الرحمة

آذنتكم : أي بالحرب؛ وعلى سواء حال بمعنى مستوين في العلم بالحرب

وإن أدري : استئنافية و نافية

من القول : حال من مفعول يعلم ، أي معدودا من القول

الترجمة

নিঃসন্দেহে যাদের জন্য নির্ধারিত হয়ে গেছে আমার পক্ষ হতে কল্যাণ, ওরা, তা থেকে তাদের দূরে রাখা হবে। শোনবে না তারা তার সামান্য আওয়াজও। আর তারা ঐ সকল নেয়ামতের মাঝে, যা তাদের মন চাবে, চিরকাল থাকবে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না তাদেরকে মহাত্রাস, আর অভ্যর্থনা জানাবে তাদেরকে ফিরেশতারা (এবং

বলবে), এ হলো তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হতো।

স্মরণ কর ঐ দিনকে যখন গুটিয়ে ফেলব আমি আসমানকে, গুটিয়ে ফেলার মত লেখকের লিখিত কাগজসমূহকে।

যেভাবে সূচনা করেছি আমি সৃষ্টির প্রথমকে (সেভাবেই) পুনরাবর্তন ঘটাব তার। (এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি আমি) আমার উপর অবধারণকৃত প্রতিশ্রুতি প্রদান। অবশ্যই আমি তা করেই ছাড়ব।

আর অতি'অবশ্যই' লিখে দিয়েছি আমি যাবূরে, যিকির (তাওরাত)-এর পর যে, পৃথিবী, তার উত্তরাধিকারী হবে আমার নেক বান্দাগণ।

নিঃসন্দেহে এতে রয়েছে পর্যাপ্ত বাণী এমন কাওমের জন্য যারা ইবাদত করে।

আর আমি তো প্রেরণ করেছি আপনাকে শুধু রহমতরূপে বিশ্ববাসীর জন্য। বলুন আপনি, আমার কাছে তো শুধু অহী পাঠানো হয় (এই মর্মে) যে, তোমাদের ইলাহ হচ্ছেন একমাত্র ইলাহ। তো তোমরা কি আত্মসমর্পণ করবে? অনন্তর যদি তারা (গ্রহণ করা থেকে) ফিরে যায় তাহলে বলুন, অবগত করেছি আমি তোমাদেরকে (সত্য) সমান-ভাবে। আর জানি না আমি, যে আযাবের হুঁশিয়ারি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে তা নিকটবর্তী না দূরবর্তী।

নিঃসন্দেহে জানেন তিনি জোরে বলা কথা এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর। আর জানি না আমি, হয়ত তা (আযাবের বিলম্ব) পরীক্ষার বিষয় তোমাদের জন্য এবং ভোগের সুযোগ দান একটা সময় পর্যন্ত।

(নবী) বলেছেন, (হে) আমার প্রতিপালক! ফায়ছালা করুন আপনি সত্যভাবে। আর আমাদের প্রতিপালকই একমাত্র দয়ালু (এবং) সাহায্যপ্রার্থনার পাত্র, ঐ সকল উক্তির বিষয়ে যা তোমরা বলে থাক।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) سبقت (নির্ধারিত হয়ে গেছে); কেউ কেউ লিখেছেন, প্রথম থেকেই/পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়েছে/রয়েছে- এখানে অপ্রয়োজনে শব্দস্ফীতি ঘটেছে। কিতাবের তরজমাটি থানবী (রহ) এর। তিনি লিখেছেন- مقدر هو چکی هے

একটি তরজমায় আছে 'নির্ধারণ করেছি' এটা ঠিক নয়।

'অগ্রবর্তী হয়েছে' এ তরজমা গ্রহণযোগ্য।

(খ) وهم في ما اشتهت أنفسهم خلدون (আর তারা ঐ সকল নেয়ামতের মধ্যে যা তাদের মন চাবে চিরকাল থাকবে); এটি পূর্ণ তারকীবনুগ তরজমা।

থানবী (রহ) লিখেছেন, তারা তাদের 'মনপছন্দ' বস্তুসকলের মাঝে.... ভাবতরজমা হিসাবে এটি খুবই সুন্দর।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, তারা তাদের মনের স্বাদের মাঝে.... তিনি ما কে مصدرية ধরেছেন।

একটি তরজমায় আছে, 'তারা তাদের মনের বাসনা অনুযায়ী চিরকাল বসবাস করবে'। এটি ত্রুটিপূর্ণ তরজমা।

(গ) الفزع الأكبر (মহাত্রাস) এখানে 'ভীতি' এর পরিবর্তে ত্রাস শব্দটি অধিকতর উপযোগী।

لا يحزن (দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে না) 'বিষাদগ্রস্ত করবে না', সুন্দর নয়। 'সন্ত্রস্ত করবে না' চলতে পারে।

كما بدأنا أول خلق نعيده (যেভাবে সূচনা করেছি আমি সৃষ্টির প্রথমকে সেভাবেই পুনরাবর্তন ঘটাব তার।)

সহজ ও সাবলীল তরজমা এমন হবে, 'যেভাবে আমি প্রথম সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেভাবেই আমি তা পুনরায় সৃষ্টি করবো।'

(ঘ) وعدا علينا মূলের তারকীব অনুসরণ করে কিতাবের তরজমাটি করা হয়েছে, যদিও তাতে সাবলীলতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সাবলীল ভাবতরজমা করতে গিয়ে কেউ লিখেছেন–

(ক) প্রতিপালন করা আমার কর্তব্য।

(খ) আমার ওয়াদা নিশ্চিত।

থানবী (রহ) লিখেছেন, یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے (এটা আমার যিম্মায় কৃত ওয়াদা)

(ঙ) بلاغ এর শব্দার্থে যথেষ্টতার দিকটি রয়েছে। অর্থাৎ এতটুকু পরিমাণ যা উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছার জন্য যথেষ্ট। কিতাবের তরজমায় এদিকটি বিবেচনা করা হয়েছে।

(চ) على سواء (সমানভাবে) অর্থাৎ আমার অবগতি সকলের নিকট সমানভাবে পৌছেছে।

উপরের শাব্দিকতা থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন তরজমা করা হয়েছে, যেমন–

(ক) সাফ সাফ ঘোষণা করে দিয়েছি।

(খ) যথাযথভাবে জানিয়ে দিয়েছি।

(গ) পরিষ্কারভাবে সতর্ক করেছি।

(ছ) توعدون সর্বত্র এর তরজমা করা হয়েছে 'প্রতিশ্রুতি' দ্বারা। অর্থাৎ এটিকে وعدا থেকে নির্গত ভাবা হয়েছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি হয় পুরস্কারের। পক্ষান্তরে শাস্তির ক্ষেত্রে হয় হুঁশিয়ারি। অর্থাৎ তখন তা হবে وعيدا থেকে নির্গত। এই বিবেচনা থেকে কিতাবে أقريب أم بعيد ما توعدون ও هذا يومكم الذي كنتم توعدون এর তরজমা করা হয়েছে।

أسئلة :

١- اشرح كملة نطوي

٢- اشرح كلمة متاع شرحا وافيا

٣- أعرب قوله : رحمة للعلمين

٤- بم يتعلق : من القول؟

٥- কিতাবে وعدا علينا এর যে তরজমা করা হয়েছে তা পর্যালোচনা কর, তারপর একটি সাবলীল তরজমা কর

٦- على سواء এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٦) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَلَا هُدٗى وَلَا
كِتَٰبٖ مُّنِيرٖ ﴿٨﴾ ثَانِيَ عِطۡفِهِۦ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۖ لَهُۥ فِي
ٱلدُّنۡيَا خِزۡيٞۖ وَنُذِيقُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ عَذَابَ ٱلۡحَرِيقِ ﴿٩﴾
ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتۡ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيۡسَ بِظَلَّٰمٖ لِّلۡعَبِيدِ ﴿١٠﴾
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ

ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ
ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدۡعُواْ
مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُۥ وَمَا لَا يَنفَعُهُۥۚ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلضَّلَٰلُ ٱلۡبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدۡعُواْ لَمَن ضَرُّهُۥٓ أَقۡرَبُ مِن نَّفۡعِهِۦۚ
لَبِئۡسَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَلَبِئۡسَ ٱلۡعَشِيرُ ﴿١٣﴾ (الحج : ٢٢ : ٨ ـ ١٣)

بيان اللغة

ثاني عطفه : أي مُعرِضا عن الحق، وقال الزمخشري في كشافه : و ثَـنْيُ العِطْفِ عبارة عن الكبر، فهو كتصعير الخد، قال تعالى : ولا تصعر خدك للناس .

ثَنَىٰ شيئا (ض، ثَنْياً) বাঁকাল, ভাঁজ করল

ثنى صدرَه على كذا : طواه عليه، أي ستَره وكتَمه؛ ثنى فلانا عن كذا : صرفه عنه

والعطف : الجانب يَعطِفه الإنسان ويُميله عند الإعراض عن شيء؛ وهذا يراد به التكبر

حرف : حَرْف الشيء طَرَفه، والجمع أحرف و حروف؛ يقال حـرْف السيف وحرف السفينة وحرف الجبل

ومعنى العبادة على حرف، أن لا يكون على ثقة ويقين في عبادته، بل يكون على قَلَق واضطراب، كالذي يكون على طَرَفِ الجيش، فإن أحس بِظَفَر أو غنيمةٍ استَقَرَّ، وإن رأى هزيمة فَرَّ؛ والجملة التالية تفسير لمعنى العبادة على حرف .

العشير : الصديق والقريب (ج) عُشَراءُ .

بيان الإعراب

ولا هدى : عطف على غير علم، وكتب منير عطف على هدى، وتكرار حرف النفي لتأكيد معنى النفي .

ثاني عطفه : حال من فاعل يجادل؛ فإن قلت : كيف نصبته على الحال، ومن شرطها أن تكون نكرة ؟ قلت : لأن هذه الإضافة لفظيـــة، والإضافة اللفظية تكون على نية الانفصال، والتنوين هنـــا مـــراد، حذف للتسهيل فقط .

وأن الله ليس ... : هذا المصدر المؤول معطوف على الموصول وصـــلته، فهو في محل جر .

على حرف : أي على طرف لا ثبات له فيه، وهو في معنى الحال، أي : يعبد الله مترددا غير ثابت في دينه .

فإن أصابه : الفاء استئنافية لتفسير الحرف .

من دون الله : حال متقدمة من مفعول يدعو، و يدعو الثانية بدل مـــن يدعو الأولى .

لمن ضره : اختلف المعربون حول إعراب هذه الآية اختلافا كثيرا، وقـــد اختار الإمام جلال الدين السيوطي أن تكون اللام زائدة، فـــ : مَنْ على هذا الوجه مفعول يدعو، وجملة ضره أقرب من نفعه صلة من؛ ويؤيد هذا الوجه قراءة عبد الله بن عباس : يدعو من ضـــره أقرب من نفعه .

الترجمة

আর লোকদের মধ্য হতে এমনও কেউ আছে যে বিতর্ক করে আল্লাহ সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছাড়া এবং কোন প্রমাণ ছাড়া এবং আলোদান-কারী কিতাব ছাড়া। (এটা তারা করে) অহঙ্কারবশত, (মানুষকে)

বিচ্যুত করার জন্য আল্লাহর রাস্তা থেকে। (রয়েছে) তার জন্য দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, আর আস্বাদন করাব আমি তাকে কেয়ামতের দিন দহনের শাস্তি। (আর বলা হবে) সেটা ঐ কর্মের কারণে যা অগ্রবর্তী করেছে তোমার হস্তদ্বয় এবং এই কারণে যে, আল্লাহ নন অবিচার-কারী বান্দাদের প্রতি।

আর লোকদের মধ্য হতে এমনও কেউ আছে যে ইবাদত করে আল্লাহর, কিনারে (দাঁড়ানো অবস্থায়)। অনন্তর যদি পৌঁছে তার কাছে কোন কল্যাণ তবে সেই কারণে আশ্বস্ত হয়ে যায়, আর যদি পৌঁছে যায় তার কাছে কোন পরীক্ষা তখন ফিরে যায় সে নিজের মুখবরাবর। খুইয়ে বসেছে সে দুনিয়া ও আখেরাত (দু'টোই)। সেটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতিগ্রস্ততা।

ডাকে সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন উপাস্যকে যা তার ক্ষতি করতে পারে না এবং যা পারে না তার উপকার করতে। সেটাই হলো চরম ভ্রষ্টতা। ডাকে সে এমন উপাস্যকে যার ক্ষতি অধিকতর নিকটবর্তী তার উপকারের চেয়ে। বড়ই মন্দ এমন অভিভাবক এবং বড়ই মন্দ এমন সহচর।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ولا هدى (এবং কোন প্রমাণ ছাড়া) এ তরজমা শায়খায়নের অনুকরণে। প্রমাণ যেহেতু সত্যের দিকে পথপ্রদর্শন করে সেহেতু هدى শব্দটিকে প্রমাণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

শাব্দিকতা রক্ষা করে কেউ কেউ লিখেছেন, কোন পথনির্দেশ ছাড়া। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে আগত কোন পথনির্দেশ ছাড়া– এ তরজমা গ্রহণযোগ্য।

ولا كتب منير (এবং আলোদানকারী কোন কিতাব ছাড়া) কেউ কেউ লিখেছেন, আলোকিত/উজ্জ্বল কিতাব ছাড়া। لازم ও متعدي উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য।

(খ) ثاني عطفه ([এটা তারা করে] অহঙ্কারবশত); বন্ধনী যোগ করা হয়েছে فعل থেকে ثاني عطفه এর দূরবর্তিতার কারণে সৃষ্ট অস্পষ্টতা দূর করার জন্য।

কিতাবের তরজমাটি হচ্ছে ভাব ও উদ্দেশ্যনির্ভর। থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) শাব্দিক তরজমা

করেছেন, 'পার্শ্ব ঝুঁকিয়ে বা পার্শ্ব বাঁকা করে।' কেউ কেউ এটা অনুসরণ করে বাংলা তরজমা করেছেন, 'সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে'।

এর অর্থ দাঁড়ায়, সে বিতর্কের দিক পরিবর্তন করে, অথচ এখানে এটা উদ্দেশ্য নয়।

(গ) عذاب الحريق (দহনের শাস্তি) কেউ কেউ লিখেছেন, দহন-যন্ত্রণা। আসলে 'আযাব'-এর বিকল্প কোন শব্দ নেই। তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, জ্বলন্ত আগুনের আযাব جلتی ہوئی آگ کا عذاب আর শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, جلنے کا عذاب

(ঘ) ذلك بما قدمت يداك (সেটা ঐ কর্মের কারণে যা অগ্রবর্তী করেছে তোমার হস্তদ্বয়) বিকল্প তরজমা, সেটা তোমার কৃতকর্মের কারণে।

(ঙ) وأن الله ليس ... অন্যান্য তরজমায় তারকীবগত দিকটি বিবেচিত হয়নি। কিতাবের তরজমায় সেটা বিবেচিত হয়েছে। এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা।

থানবী (রহ) লিখেছেন, আর এটা অবধারিত যে, আল্লাহ বান্দাদের উপর যুলুম করেন না।

তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, আমার তরজমায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই مصدر مؤول টি হচ্ছে উহ্য মুবতাদার খবর। মূল তারকীব এই- والأمر الثابت أن الله ليس ...

(চ) على حرف (কিনারে দাঁড়িয়ে) এটি শায়খায়নের তরজমা। থানবী (রহ) বলেন, যেহেতু এখানে একটি استعارة تمثيلية রয়েছে, অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যে ব্যক্তি এক নিরাপদ প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকে, জয় দেখলে দলে ভিড়ে গনীমতের মালে ভাগ বসায়, আর পরাজয় দেখলে সরে পড়ে, তারই মত হলো ঐ ব্যক্তি যে সুবিধা পেলে ইবাদত বজায় রাখে আর অসুবিধা দেখলে কুফুরিতে ফিরে যায়। তো এই আলঙ্কারিক সৌন্দর্য রক্ষার জন্য على حرف এর শাব্দিক তরজমা অপরিহার্য।

বাংলা তরজমাগুলোতে রয়েছে, 'ইবাদত করে দ্বিধার সঙ্গে/ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে/দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায়'।

(ছ) فإن أصابه خير (অনন্তর যদি পৌঁছে তার কাছে কোন কল্যাণ) বিকল্প তরজমা- যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়।

اطمـأن بـه (সেই কারণে সে আশ্বস্ত হয়), থানবী (রহ) এ তরজমা করেছে যামীরকে خير এর দিকে ফিরিয়ে।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'সে ইবাদতের উপর বহাল থাকে।' অর্থাৎ তিনি مرجع সাব্যস্ত করেছেন أمر العبادة কে। সে ক্ষেত্রে 'বহাল থাকে' এর স্থানে লেখা যায়, 'ইবাদতের উপর আশ্বস্ত থাকে'।

وإن أصابته فتنة (আর যদি পৌঁছে যায় তার কাছে কোন পরীক্ষা) বিকল্প তরজমা– আর যদি সে বিপর্যস্ত/ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

(জ) انقلب على وجهه শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, ... সে উলটা ফিরে যায় নিজের মুখের উপর। অর্থাৎ তিনি انقلب এবং على وجهه উভয়ের শাব্দিকতা বহাল রেখেছেন।

থানবী (রহ) লিখেছেন, منه اٹھا کر چل دیا (মুখ তুলে চলা শুরু করে দেয়); এ তরজমার ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, على وجهـه এর আসল চিত্রটি তরজমায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে, অর্থাৎ ডানে বায়ে বা পিছনে না তাকিয়ে সোজা চলা শুরু করা। এতে অবশ্য انقلب এর শাব্দিকতা ক্ষুণ্ন হয়। তখন এটি انصرف এর সমার্থক হয়ে যায়। তাই তিনি বন্ধনী যোগ করে লিখেছেন, (কুফুরির দিকে)।

বাংলা তরজমাগুলোতে অতসব জটিলতা এড়িয়ে তরজমা করে দেয়া হয়েছে, 'সে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়'।

أسئلة :

١– اشرح قوله تعالى : ثاني عطفه شرحا وافيا .

٢– اشرح كلمة خزي .

٣– أعرب قوله تعالى : ثاني عطفه .

٤– أعرب قوله تعالى : لمن ضره أقرب من نفعه .

٥– ثاني عطفه এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦– ذلك بما قدمت يداك এর তারকীবানুগ ও সাবলীল তরজমা কর

(٧) ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَٰفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ
ظُلِمُواْ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ
مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا
دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ
وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ
وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ
﴿٤٠﴾ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ
ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ
عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾ (الحج : ٢٢ : ٣٨ – ٤١)

بيان اللغة

صوامع : الواحد صَوْمَعة، وهو جبل أو مكان مرتَفِع يسكُنه الراهب أو المتعبد قصدَ الانفراد، ثم أطلِقَت الكلمةُ على الدَّيْر، وهو بيت العبادة عند النصارى أو متعَبَّد الناسكِ .

بيع : الواحد بِيْعَةٌ، معبد النصارى واليهود

صلوات : جمع صلاة، وسميت الكنيسة صلاة لأنه يصلى فيها .

بيان الإعراب

يدافع : مفعوله محذوف، أي يدافع شر المشركين

كفور: صفة لـ : خوان .

أذن للذين يقاتلون : الجار مع مجروره متعلق بـــ : أذن، وهـــو نائـــب الفاعل معنى، والمأذون فيه هنا محذوف للعلم به، أي : أذن لهم في القتال، والباء للسببية، أي بسبب ظلمهم .

الذين أخرجوا من ديارهم : بدل من الموصول الأول؛ أو هو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف .

بغير حق : حال من نائب الفاعل بمعنى مظلومين، أو متعلق بحـــال مـــن فاعل أخرج، وهم المشركون، والمعنى : الذين أخرجهم المشركون غيرَ مُحِقِّين، أو متعلق بـــ : أخرجوا .

إلا أن يقولوا ... : إلا أداة استثناء، والمصدر المؤول مستثنى منقطـــع في محل نصب .

بعضهم : بدل من الناس .

الذين إن مكنهم : يجوز في 'الذين' ما جاز في سابقه، فهو بدل أو خبر لمبتدأ محذوف .

وهنا وجه آخر، وهو أن يكون بدلا من : من ينصره، أي لينصرن الله الذين إن مكنهم، والجملة الشرطية صلة .

الترجمة

নিঃসন্দেহে আল্লাহ হটিয়ে দেবেন (মুশরিকদের অনিষ্টসাধনকে) তাদের থেকে যারা ঈমান এনেছে। আল্লাহ তো পছন্দ করেন না কোন খেয়ানতপ্রবণ, অকৃতজ্ঞতাপ্রবণ ব্যক্তিকে।

(লড়াই করার) অনুমতি দেয়া হয়েছে তাদেরকে যাদের সাথে লড়াই করা হয়; এই কারণে যে, তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সাহায্য করার উপর অবশ্যই পূর্ণ সক্ষম।

যাদেরকে বের করা হয়েছে তাদের বস্তি থেকে কোন হক ছাড়া, তবে তাদের এ কথা বলার কারণে যে, আমাদের রাব আল্লাহ।

আর যদি আল্লাহর দমন করা না হতো লোকদেরকে (অর্থাৎ) তাদের

একাংশকে অপরাংশ দ্বারা তাহলে অবশ্যই ধ্বসিয়ে দেয়া হতো কত (নির্জনব্রতীদের) উপাসনাগার এবং গীর্জা এবং (ইহুদীদের) প্রার্থনালয় এবং (মুসলিমদের) মসজিদ, যেখানে স্মরণ করা হয় আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে।

আর অতিঅবশ্যই সাহায্য করবেন আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে যে সাহায্য করে তাঁকে। অবশ্যই আল্লাহ্ শক্তিধর, প্রতাপশালী।

(তারা) এমন লোক যারা, যদি প্রতিষ্ঠা দান করি তাদেরকে ভূখণ্ডে তাহলে কায়েম করবে তারা ছালাত এবং আদায় করবে যাকাত এবং আদেশ করবে সৎকাজের এবং নিষেধ করবে অসৎ কাজ হতে। আর আল্লাহরই অধিকারভুক্ত সকল কাজের পরিণাম।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن الله يدافع عن الذين آمنوا (নিঃসন্দেহে আল্লাহ হটিয়ে দেবেন [মুশরিকদের অনিষ্টসাধনকে] তাদের থেকে যারা ঈমান এনেছে) এখানে বন্ধনীর মাঝে يدافع এর উহ্য مفعول به উল্লেখ করা হয়েছে আয়াতের উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য।

শায়খুলহিন্দ (রহ) বন্ধনী ছাড়া এভাবে তরজমা করেছেন– 'আল্লাহ দুশমনদেরকে সরিয়ে দেবেন মুমিনদেরকে রক্ষা করবেন', এখানে অপ্রয়োজনে মূল থেকে অপসরণ ঘটেছে।

(খ) خوان এবং كفور শব্দ দু'টি অতিশয়তাজ্ঞাপক, সুতরাং বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ, এই সাধারণ শব্দ দু'টির পরিবর্তে কিতাবের তরজমায় খেয়ানতপ্রবণ এবং অকৃতজ্ঞতাপ্রবণ শব্দ দু'টি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ যাদের স্বভাবেই খেয়ানত ও অকৃতজ্ঞতার প্রবণতা রয়েছে।

(গ) أذن থানবী (রহ) এর তরজমা, লড়াই করার অনুমতি দিয়ে দেয়া হয়েছে– তিনি মন্তব্য করেছেন, এখানে أذن এর উহ্য متعلق উল্লেখ করে তরজমা করা হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) তার তরজমায় মূলানুগতা রক্ষা করার জন্য সেটা উল্লেখ করেননি, ফলে তরজমা অস্পষ্ট হয়েছে। কিতাবে সেটা বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, মূলের অনুসরণ এবং তরজমায় স্পষ্টতা আনয়ন, উভয় দিক লক্ষ্য করে।

(ঘ) على نصرهم শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা, 'তাদেরকে সাহায্য করার উপর'। তিনি نصر সঠিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন।

থানবী (রহ) এর তরজমা, 'তাদেরকে বিজয়ী করার উপর' তিনি উদ্দেশ্যমুখী তরজমা করেছেন। কেননা সাহায্য করার উদ্দেশ্য হলো বিজয়ী করা।

قدير এর বাংলা কেউ করেছেন 'সক্ষম', কেউ অতিশয়তার দিকটি লক্ষ্য রেখে করেছেন সম্যক/পুরোপুরি সক্ষম।

থানবী (রহ) লিখেছেন, قادر هے তিনি হয়ত ভেবেছেন, উর্দূ ভাষায় قادر শব্দটিতে আলাদা একটি ভাবমহিমা রয়েছে, তাই অতিশয়তার জন্য আলাদা শব্দ সংযোজনের প্রয়োজন নেই। বাংলায় 'সক্ষম' শব্দটি তেমন নয়, তাই শুধু 'সক্ষম' বলা যথেষ্ট নয়।

(ঙ) الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله থানবী (রহ) লিখেছেন– যাদেরকে নিজেদের বাড়ীঘর থেকে বিনা কারণে বের করে দেয়া হয়েছে শুধু এতটুকু কথার উপর যে, তারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ্– এটি সরল তরজমা।

(চ) ولولا دفع الله الناس ... (আর যদি আল্লাহর দমন করা না হতো লোকদেরকে, (অর্থাৎ) তাদের একাংশকে অপরাংশ দ্বারা...); এটি মূল তারকীব-অনুগামী তরজমা; শায়খায়ন এটি করেছেন, তবে বন্ধনী ছাড়া।

একটি বাংলা তরজমায় আছে– যদি আল্লাহ্ মানবজাতির একদলকে অপরদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন... এটি গ্রহণযোগ্য ও সহজ, তবে মূল তারকীবের অনুগামী নয়।

তাছাড়া 'মানবজাতি' শব্দটি এখানে সুপ্রযুক্ত নয়; এর পরিবর্তে বলা ভালো, মানুষের একদলকে অপর দল দ্বারা, অথবা একদল মানুষকে অন্য দল দ্বারা।

(ছ) دفع এর অর্থ কেউ করেছেন, প্রতিহত করা, কেউ করেছেন, প্রতিরোধ করা। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব রয়েছে, যা আল্লাহর শায়ানে শান নয়, আল্লাহ্ প্রতিহত বা প্রতিরোধ করেন না, বরং দমন করেন। সুতরাং এ শব্দটিই এ ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী।

أسئلة :

١- اشرح كلمة صلوات .

٢- ما معنى صومعة .

٣- أعرب قوله : بغير حق .

٤- بين وجه الإعراب في قوله تعالى : الذين إن مكنهم ...

৫- على نصرهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

৬- ولولا دفع الله আলোচ্য আয়াতে دفع এর সঠিক প্রতিশব্দ নির্ধারণ কর

(٨) فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ
عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى
ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ
بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى
ٱلصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ
وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
﴿٤٧﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا
وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا۠ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِىٓ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُولَـٰٓئِكَ
أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥١﴾ (الحج : ٢٢ : ٤٥ – ٥١)

بيان اللغة

معطلة : أي متروكة بموت أهلها مع أنها عامرة، فيها الماء .

مشيد : اسم مفعول من شادَ البناء (ض، شَيْداً) : طلاه بالشّيد، والشِّيْدُ كل ما طُلِيَ به البناءُ من جَصٍّ ونحوه .

وشاد البناءَ : رفعه وأعلاه؛ وشَيَّد البناءَ : شاده .

جاء في قوله تعالى : أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، بالتشديد، لأنه وقع بعد الجمع وهو أكثر حرفا من المفرد؛ وجاء هنا من شاد، لأنه وقع بعد المفرد، فناسبه التخفيف .

معجزين (أي ظانين أنهم يعجزوننا)

بيان الإعراب

كأين : اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة، يفيد تكثير العدد، بمعنى كم الخبرية .

ومن قرية تمييز كأين .

وكأين الخبرية في محل رفع على الابتداء، والجملة التي بعدها خبرها.

ويجوز نصب كأين بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور الذي اشتغل بضمير كأين من قرية

على عروشها : متعلقة بـ : خاوية، فيكون المعنى أنها ساقطة على سقوفها، أي : خَرَّتْ سقوفُها على الأرض ثم تهدمت حِيطانُها فَسقطت فوقَ السُّقوفِ .

فتكون : الفاء سببية، والمطلوب منك أن تذكر وجهَ نصبِ الفعل .

بئر : عطف على قرية، أي وكأين من بئر عطلناها من سُقاها، و كأين من قصرٍ فَرَّقْنَا عنه أهلَه .

عند ربك : عند ظرف مكان متعلق بصفة محذوفة لـــ : يوما ، أي يوما موجودا عند ربك .

كألف سنة مما تعدون : الكاف بمعنى مثل في محل رفع خبر إن .

ومما تعدون : في محل صفة لـــ : سنة، والمعنى : مثل ألـــف ســـنة تعدونها؛ أو هو متعلق بصفة محذوفة لـــ : سنة ، أي مثل ألف سنة كائنة من معدوداتكم .

الترجمة

তো কত জনপদ, ধ্বংস করেছি আমি তা, এমন অবস্থায় যে, সেগুলো ছিলো অবিচারী, ফলে সেগুলো পড়ে আছে সেগুলোর ছাদের উপর। আর কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুদৃঢ় প্রাসাদ (বিরান করে দিয়েছি আমি)।

তো তারা কি বিচরণ করেনি ভূখণ্ডে, যাতে তাদের জন্য হয় এমন হৃদয় যা দ্বারা উপলব্ধি করবে তারা এবং এমন কান যা দ্বারা শোনবে তারা। (কিন্তু তারা বোঝে না) কারণ ঘটনা এই যে, অন্ধ হয় না চক্ষুসমূহ, বরং অন্ধ হয় হৃদয়সমূহ যা রয়েছে বক্ষে।

আর তাড়াতাড়ি চায় তারা আপনার কাছে আযাব, অথচ কিছুতেই খেলাফ করবেন না আল্লাহ তাঁর ওয়াদা। আর আপনার প্রতিপালকের নিকট (বিদ্যমান) একদিন এক হাজার বছরের মত যা তোমরা গণনা কর।

আর কত জনপদ, অবকাশ দিয়েছি আমি সেগুলোকে, এমন অবস্থায় যে, সেগুলো ছিল অবিচারী, তারপর পাকড়াও করেছি আমি সেগুলোকে, আর আমারই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন।

বলুন আপনি, হে লোকসকল! আমি তো শুধু তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তাদের জন্য রয়েছে মাগফেরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক (তথা জান্নাত)।

আর যারা চেষ্টা করে আমার আয়াতসমূহের বিষয়ে (আমাকে) অক্ষম করতে পারার ধারণা করে, ওরাই হল 'আছহাবে জাহীম' (জ্বলন্ত অগ্নির অধিবাসী)।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فكأين من قرية أهلكناها وهـي ظالمـة (তো কত জনপদ, ধ্বংস করেছি আমি তা, এমন অবস্থায় যে, সেগুলো ছিলো অবিচারী) কিতাবের তরজমাটি সম্পূর্ণ মূল তারকীবানুগ, ফলে তা কিছুটা অসরল। সরল তরজমা এরূপ–

তো কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যেগুলোর অধিবাসীরা ছিল অবিচারী/যালিম।

একটি বাংলা তরজমা, 'কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি তাদের নাফরমানির কারণে'; এটি মূলানুগ না হলেও গ্রহণযোগ্য। এখানে হালকে হেতুরূপে তরজমা করা হয়েছে, আর هي যামীর ফিরেছে القريـة এর দিকে, তবে উদ্দেশ্য হল أهل القريـة

থানবী (রহ) ظالمـة এর তরজমা করেছেন 'নাফরমান', আর শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, গোনাহগার।

ظلـم এর মূল অর্থ হল যা করা উচিত নয় তা করা। সুতরাং সঠিক প্রতিশব্দ হবে 'অবিচারকারী'।

(খ) শায়খায়ন قصر مشـيد এর অর্থ করেছেন 'চুনা সুরকির মহল'। উভয়ে শাব্দিকতা রক্ষা করেছেন, কিতাবের তরজমাটি হচ্ছে উদ্দেশ্য ভিত্তিক।

(গ) فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسـمعون بهـا (যাতে তাদের জন্য হয় এমন হৃদয় যা দ্বারা উপলব্ধি করবে তারা এবং এমন কান যা দ্বারা শোনবে তারা।)

এটি মূল তারকীব অনুগামী তরজমা, ফলে কিছুটা অসরল। সরল তরজমা এরূপ–

যাতে তারা উপলব্ধিকারী হৃদয়ের এবং শ্রবণশক্তিসম্পন্ন কানের অধিকারী হতে পারে।

অথবা– যাতে লাভ করতে পারে উপলব্ধি করার মত হৃদয় এবং শোনবার মত কান।

أو এর তরজমা করা হয়েছে 'এবং'; এজন্য যে, দুটোই অর্জিত হওয়া কাম্য। 'কিংবা'ও হতে পারে। অর্থাৎ প্রথমটা না হলেও অন্তত দ্বিতীয়টা যেন অর্জিত হয়।

(ঘ) تعمى القلوب التي في الصدور (অন্ধ হয় হৃদয়সমূহ যা রয়েছে বক্ষে) সহজ ও সংক্ষিপ্ত তরজমা, বরং বক্ষস্থ হৃদয়গুলো অন্ধ হয়ে থাকে।

(ঙ) ويستعجلونك بالعذاب (আর তাড়াতাড়ি চায় তারা আপনার কাছে আযাব); এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, আর তারা আপনার কাছে আযাবের তাগাদা করে। তিনি 'তাগাদা' শব্দটি এনেছেন, যাতে তাড়াহুড়া করার ভাব রয়েছে। আরো ভাল হয় যদি বলা হয়, তারা আপনাকে আযাবের বিষয়ে তাগাদা দেয়।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, তারা আপনাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে, এটিও গ্রহণযোগ্য তরজমা।

এমন তরজমাও হতে পারে, তারা আপনার কাছে তরান্বিত আযাব দাবী করে।

এখানে ক্রিয়ার অংশবিশেষকে العذاب এর ছিফাত বানানো হয়েছে। আর দাবী করার অর্থটি এসেছে বাবের বৈশিষ্ট্য থেকে।

(চ) وإن يوما عند ربك كألف سنة - সরল তরজমা হবে এমন, 'আর আপনার প্রতিপালকের নিকটের একদিন তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান'।

أسئلة :

١- اشرح كلمة بئر

٢- ما السر في وصف قصر بـ : مشيد، و وصف بروج بـ : مشيدة؟

٣- ما محل إعراب كأين؟

٤- أعرب قوله تعالى : كألف سنة مما تعدون

٥- 'আর তারা আপনার কাছে তরান্বিত আযাব দাবী করে'- এ তরজমাটি ব্যাখ্যা কর

٦- قصر مشيد এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٩) وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا۟ بِهِۦ فَتُخْبِتَ لَهُۥ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٤﴾ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ (الحج : ٢٢ : ٥٤ – ٥٥)

بيان اللغة

أخبت له وإليه : تواضع وخَشَع، مال وَاطْمَأَنَّ

ريح عقيم : ريح لا تأتي بمطر؛

يوم عقيم : يوم لا هواءَ فيه و لا خير .

بيان الإعراب

ليعلم : عطف على : ليجعل، وهو متعلق بـ : يحكم، والمعنى يحكم الله آيته ليجعل ما يلقي الشيطن فتنة للذين في قلوبهم مرض، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك؛ والضمير في : أنه، راجع إلى القرآن .

فيؤمنوا : عطف على يعلم، وكذلك فتخبت؛ والمعنى : يحكم الله آيته ليجعل تلك الوَساوِسَ التي يلقيها الشيطان فتنةً للمنافقين الذين في قلوبهم شك وليعلم أهل العلم أن القرآن حق، ليعلموا ذلك وليؤمنوا به ولتخبت له قلوبهم .

حتى : حرف جر وغاية؛ وبغتة حال بمعنى باغتة، فالمصدر هنا بمعنى اسم الفاعل .

الترجمة

আর যেন জেনে নেয় তারা যাদেরকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান যে, এটাই সত্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে, অনন্তর যেন ঈমান আনে তারা তার প্রতি, অনন্তর যেন আশ্বস্ত হয় তার প্রতি তাদের হৃদয়।
আর অতিঅবশ্যই আল্লাহ্ সরল পথে পরিচালিত করেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে।
আর যারা কুফুরি করেছে তারা সন্দেহের মধ্যে থেকেই যাবে ঐ কোরআন সম্পর্কে যতক্ষণ না এসে যায় তাদের কাছে কিয়ামত আচমকা, কিংবা এসে যায় তাদের কাছে এক নিষ্কল্যাণ দিনের আযাব/শাস্তি।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فتخبت له قلوبهم (অনন্তর যেন আশ্বস্ত হয় তার প্রতি তাদের অন্তর); পুরো আয়াতের বিষয়বস্তু যেহেতু কোরআন সম্পর্কে কাফির ও মুনাফিকদের অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হওয়া, সেহেতু إخبات এর তরজমা আশ্বস্ত হওয়া করাই সঙ্গত।

থানবী (রহ) লিখেছেন, ঝুঁকে যাওয়া, শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, নমনীয় হওয়া।
একটি বাংলা তরজমায় আছে অনুগত/ বিনয়ী হওয়া– এগুলো সবই গ্রহণযোগ্য, কারণ এগুলোতেও আশ্বস্ততার অর্থ নিহিত রয়েছে।

(খ) يوم عقيم (নিষ্কল্যাণ দিন); হযরত থানবী (রহ) এর তরজমা করেছেন, بے برکت دن কিতাবে সেটাই অনুসরণ করা হয়েছে।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, এমন দিনের বিপদ যা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। একটি বাংলা তরজমায় এটাকে অনুসরণ করে লেখা হয়েছে, 'যা থেকে কেউ বাঁচতে পারবে না। মূল থেকে এত দূরে সরে আসার সম্ভবত কোন প্রয়োজন নেই।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'এক বন্ধ্যা দিনের শাস্তি'। এ তরজমা গ্রহণযোগ্য, তবে দিনটিকে বন্ধ্যা বলার কারণ এখানে সুস্পষ্ট নয়।

أسئلة :

١- ما معنى ريح عقيم ويوم عقيم؟

٢- اشرح كلمة بغتة .

٣- علام عطف قوله : وأن الله لهاد الذين .....

٤- ما خبر لايزال؟

٥- فتخبت له قلوبهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- যতক্ষণ না তাদের কাছে হঠাৎ/আকস্মাৎ কেয়ামত এসে যায়- এ তরজমার ত্রুটি আলোচনা কর

(١٠) ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ﴿٧٧﴾ وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّىٰكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِى هَٰذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱعْتَصِمُوا۟ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ (الحج : ٢٢ : ٧٥ - ٧٨)

بيان اللغة

حرَج : الحرَج الضَّيْقُ، كما في هذه الآية؛ والحرج الضَّيِّق، كما في قوله تعالى : ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فجاء الثاني تاكيدا للأول .

والحرج الإثم كما في قومه تعالى : ليس على الأعمى حرج .

بيان الإعراب

في الله : ذهب البعض إلى أن في هنا للسببية، أي لأجل ذات الله، وذهب البعض إلى حذف مضافين، أي لأجل إعلاء دين الله، وقال البعض: أي في أمور الدين .

حق : مفعول مطلق نائب عن المصدر، فهو مضاف إلى المصدر، وقد أضيف الجهاد إليه سبحانه، لأن الجهاد مختص به ولمرضاته .

عليكم : متعلق بـ : جعل إن كان متعديا إلى مفعول واحد، والمعنى: وما أوجد عليكم حرجا؛ أو هو متعلق بمفعول به ثان محذوف لـ : جعل إن كان متعديا إلى مفعولين، والمعنى : وما صَيَّرَ الحرَجَ ثابتا عليكم .

في الدين : متعلق بـ : جعل؛ أو هو متعلق بحال من حرج

من حرج : من زائدة، وحرج منصوب محلا على المفعولية .

ملة أبيكم : أي، اتبعوا ملة أبيكم .

من قبل : متعلق بـ : سماكم؛ أو متعلق بحال محذوفة، وبني على الضمة لانقطاعه عن الإضافة لفظا، أي من قبل هذا الكتاب؛ ويجوز أن تكون من زائدة، والظرف في محل نصب

وفي هذا : الإشارة إلى القرآن ، عطف على : من قبل

الترجمة

আল্লাহ মনোনীত করেন ফিরেশতাদের মধ্য হতে কতিপয় বার্তাবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতি উত্তম শ্রোতা, অতি উত্তম দ্রষ্টা।

জানেন তিনি ঐ সব বিষয় যা তাদের সামনে আছে এবং যা তাদের পশ্চাতে আছে। আর আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে সমস্ত বিষয়।

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, তোমরা রুকু কর এবং সিজদা কর এবং ইবাদত কর তোমাদের প্রতিপালকের এবং নেককাজ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। আর প্রচেষ্টা চালাও তোমরা আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে, যেমন প্রচেষ্টা চালানোর হক। তিনিই নির্বাচিত করেছেন তোমাদের (এই দ্বীনের জন্য), আর রাখেননি তিনি তোমাদের উপর দ্বীনের বিষয়ে কোন সঙ্কীর্ণতা।

(অনুসরণ কর তোমরা) মিল্লাত তোমাদের পিতা ইবরাহীমের। তিনিই তোমাদের মুসলিম নাম রেখেছেন (এই কিতাব অবতরণের) পূর্বে এবং এই কিতাবে, যাতে রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের অনুকূলে এবং তোমরা সাক্ষী হও মানুষের মোকাবেলায়। সুতরাং কায়েম কর তোমরা ছালাত এবং আদায় কর যাকাত এবং দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর আল্লাহকে, তিনিই তোমাদের অভিভাবক। তো কত না উত্তম অভিভাবক (তিনি) এবং কত না উত্তম সাহায্যকারী (তিনি)।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) 'আল্লাহ ফিরেশতাদের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে বাণীবাহক মনোনীত করেছেন'- এ তরজমা সহজ হলেও মূল অনুগামী নয় এবং আয়াতের ভাবধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, কারণ ومن الناس কে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা এখানে উদ্দেশ্য। কেননা এ বিষয়টি মানুষ অস্বীকার করে থাকে।

(খ) سميع بصير (অতি উত্তম শ্রোতা, অতি উত্তম দ্রষ্টা); এ তরজমা থানবী (রহ) করেছেন। 'সর্বশ্রোতা এবং সর্বদ্রষ্টা'- অনেকে এরূপ তরজমা করেছেন। আশরাফী তরজমাই ব্যাকরণের বিচারে উত্তম, কারণ শব্দদু'টি লাযিম।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আল্লাহ শোনেন, দেখেন। একই কারণে তিনি مفعـــول بـــه উল্লেখ করেননি। তবে এ তরজমায় অতিশয়তার দিকটি পরিস্ফুট নয়।

(গ) يعلم ما بين أيديهم وما خلفهـــم থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, তিনি জানেন তাদের আগামী এবং বিগত অবস্থাসমূহ। এ তরজমার স্বপক্ষে তিনি রূহুল মাআনীর তাফসীর উল্লেখ করেছেন– يعلم مستقبل أحوالهم وماضيها

এ তরজমার ভিত্তি হচ্ছে ظرف زمان

(ঘ) حـــق جهـــاده কিতাবের তরজমায় এবং অন্য সকল তরজমায় যামীরের প্রতিশব্দ বাদ পড়েছে। কারণ তাতে তরজমা দুরূহ হয়ে পড়ে, তবে এভাবে তরজমা করা যায়– তোমরা প্রচেষ্টা চালাও আল্লাহর জন্য প্রচেষ্টা চালানোর হক অনুযায়ী।

(ঙ) اجتبـــاء এর তরজমা শায়খায়ন করেছেন যথাক্রমে পছন্দ করা এবং বিশিষ্ট করা, মূলত اجتباء এর মধ্যে দু'টো অর্থই রয়েছে। বাংলা তরজমাগুলোতে মনোনীত করা এবং নির্বাচিত করা ব্যবহৃত হয়েছে। সুনির্বাচিত করা বললে শব্দটির ভাব কিছুটা রক্ষিত হয়।

أسئلة :

١- اشرح كلمة حرج .

٢- اشرح كلمة شهيد .

٣- بم يتعلق قوله تعالى : ليكون الرسول ...

٥- سميع بصير এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- هو اجتبكم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّٰهُ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا
عَلَىٰ ذَهَابٍۭ بِهِۦ لَقَٰدِرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّٰتٍ
مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَٰبٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَٰكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾
وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنۢبُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغٍ
لِّلْءَاكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا
فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَٰفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾
وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ (المؤمنون : ٢٣ : ١٨ – ٢٢)

بيان اللغة

قَدَرٍ : قَدَرُ الشيءِ مقدارُه وحالاته المقدَّرَةُ له . قال تعالى : إنا كل شيء خلقناه بقدر .

والقَدَر : وقتُ الشيءِ أو مكانه المقدَّرُ له .

والقدَر : القضاء الذي يقضي به الله على عباده، والجمع أقدار .

صبغ : الصِّبْغُ ما يُصْبَغ به؛ والصبغ الإدام، أي ما يُصَّبَغ به الخبزُ، وهـو المراد هنا .

بيان الإعراب

بقدر : متعلق بنعت محذوف لـــ : ماء ، أي كائنا بقدر؛ أو هو نعت لـــ : ماء بمعنى مقدرا؛ أو حال من الفاعل بمعنى مقدِّرين.

من نخيل : متعلق بنعت لـــ : جنت .

فيها : متعلق بالخبر، وأصل العبارة : فواكه كثيرة ثابتة لكم فيهـــا؛ أو متعلق بحال مقدمة من فواكه، وهو في الأصل نعت تقـــدم علـــى المنعوت، أي : فواكه كثيرة مستقرة في الجنت ثابتة لكم، وهـــذه الجملة في محل نصب صفة لـــ : جنات .

شجرة : معطوفة بالواو على : جنت

بالدهن : الباء للتعدية، يتعلق بـــ : تنبت؛ أو يتعلق بحال بمعنى الملابسة، أي : تنبت متلبسة بالدهن، وللآكلين متعلق بنعت لـــ : صبغ

الترجمة

আর বর্ষণ করেছি আমি আসমান থেকে পানি পরিমাণ মত, অনন্তর স্থিত করেছি তা ভূমিতে। আর অতিঅবশ্যই আমি তা অপসারণে সক্ষম।

অনন্তর সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদের জন্য তা দ্বারা বাগবাগিচা খেজুরের এবং আঙ্গুরের। রয়েছে তোমাদের জন্য তাতে প্রচুর ফলফলাদি, আর তা থেকে আহার কর তোমরা।

আর (সৃষ্টি করেছি) এমন একটি বৃক্ষ যা ' বের হয়' সিনাই পর্বত (এর মাটি) থেকে, যা উৎপন্ন করে তেল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন।

আর অতিঅবশ্যই রয়েছে তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মাঝে শিক্ষণীয় বিষয়। পান করাই আমি তোমাদেরকে ঐ সবের অংশ-বিশেষ যা রয়েছে সেগুলোর উদরে। আর রয়েছে তোমাদের জন্য তাতে আরো বহু উপকার। আর তা থেকে আহার কর তোমরা। আর সেগুলোতে এবং জলযানে আরোহণ করানো হয় তোমাদেরকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) بقـــدر (পরিমাণ মত) থানবী (রহ) লিখেছেন, 'পরিমাণের সাথে'। তিনি ب অব্যয়টিকে مصاحبة এর অর্থে গ্রহণ করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'পরিমাপ করে'। তিনি بقدر কে مقدّرا অর্থে গ্রহণ করেছেন।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'পরিমিতভাবে'। এটা মূলত مقدرا এর তরজমা, এবং তা গ্রহণযোগ্য।

কেউ কেউ লিখেছেন, 'প্রয়োজনমত'। মর্মগত দিক থেকে এটাও চলতে পারে।

কিতাবের তরজমাটি থানবী (রহ) এর অনুগামী।

(খ) أســكناه এর সঠিক প্রতিশব্দ হল স্থিত করেছি। সম্প্রসারিত অর্থে 'সংরক্ষণ করেছি' হতে পারে।

(গ) على ذهاب به (তা অপসারণ করতে) বিকল্প তরজমা– তা নিয়ে যেতে/ দূর করে দিতে/ নাই করে দিতে/ অস্তিত্বহীন করে দিতে– প্রথমটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর এবং শেষটি থানবী (রহ) এর তরজমা। তবে বাংলায় অপসারণ শব্দটি অধিকতর উপযোগী।

(ঘ) تنبت بالدهن وصــبغ للآكلــين (উৎপন্ন করে তেল এবং আহার-কারীদের জন্য ব্যঞ্জন); صــبغ এর জন্য উর্দূতে ســالن শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, বাংলায়ও সালুন এর ব্যবহার রয়েছে। তবে ব্যঞ্জনই হচ্ছে صبغ এবং إدام এর সার্থক প্রতিশব্দ।

কেউ কেউ তরজমা করেছেন, উৎপন্ন করে আহারকারীদের জন্য তেল ও ব্যঞ্জন। এ তরজমা ঠিক নয়। কারণ ব্যাকরণগত দিক থেকেও للآكلين শুধু صبغ এর ছিফাত হতে পারে। তাছাড়া এখানে دهن দ্বারা দাহ্য তেল উদ্দেশ্য, ভোজ্য তেল নয়।

এখানে نكــرة এর উদ্দেশ্য হচ্ছে تنــوع সুতরাং এ তরজমাও অসঙ্গত নয়– 'বিভিন্ন ব্যঞ্জন'।

(ঙ) فواكه كــثيرة (প্রচুর ফলফলাদি); এ তরজমার উদ্দেশ্য এ কথা বোঝানো যে, ফল পরিমাণে যেমন প্রচুর তেমনি প্রকারেও বিভিন্ন। 'প্রচুর ফল' বললে তা বোঝা যায় না।

(চ) عبرة (শিক্ষণীয় বিষয়) থানবী (রহ) এর তরজমা, 'চিন্তা করার সুযোগ রয়েছে'। শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা, 'ভাবনার বিষয় রয়েছে'।

(ছ) نسقيكم مما في بطونها (পান করাই আমি তোমাদেরকে ঐ সবের অংশবিশেষ যা রয়েছে সেগুলোর উদরে); এ তরজমায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, من অব্যয়টি এখানে আংশিকতাজ্ঞাপক, কারণ পশুর উদরস্থ সকল তরল দ্রব্য পান করান হয় না, অংশবিশেষ, অর্থাৎ শুধু দুধ পান করান হয়। সুতরাং নীচের তরজমাটি সঠিক নয়– 'আমি তোমাদেরকে সেগুলোর উদরস্থ জিনিস পান করাই।' 'উদরস্থ কিছু জিনিস' বললে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হবে।

(জ) ولكم فيها منافع كثيرة (আর রয়েছে তোমাদের জন্য তাতে আরো বহু উপকার) 'আরো' শব্দটি থানবী (রহ) সুচিন্তিতভাবে যোগ করেছেন। কারণ পূর্বে একটি উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে।

(ঝ) تحملون (আরোহণ করানো হয় তোমাদেরকে); অনেকে তরজমা করেছেন, তোমরা আরোহণ করে থাকো– এতে এই ধারণাটি উঠে আসে না যে, আমরা নিজ শক্তিতে আরোহণ করতে পারি না, বরং এক মহান অদৃশ্য সত্তার আরোহণ করানো দ্বারাই আরোহণ করতে পারি। আয়াতে مجهول এর ছীগা দ্বারা সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة قدر .

٢- ما معنى الطور؟

٣- بين إعراب قوله : بقدر .

٤- علام عطف قوله : شجرة ؟

٥- بقدر এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- فواكه كثيرة এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٢) يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعۡمَلُواْ صَٰلِحًاۖ إِنِّي بِمَا
تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَأَنَا۠ رَبُّكُمۡ
فَٱتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۭ بِمَا
لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾ فَذَرۡهُمۡ فِي غَمۡرَتِهِمۡ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾
أَيَحۡسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٖ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمۡ فِي
ٱلۡخَيۡرَٰتِۚ بَل لَّا يَشۡعُرُونَ ﴿٥٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَبِّهِم
مُّشۡفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَٱلَّذِينَ
هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤۡتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ
وَجِلَةٌ أَنَّهُمۡ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ رَٰجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُوْلَٰٓئِكَ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ
وَهُمۡ لَهَا سَٰبِقُونَ ﴿٦١﴾ (المؤمنون : ٢٣ : ٥١ – ٦١)

بيان اللغة

تَقطع الشيء : تفرقت أجزاؤه .

تقطعوا أمرهم بينهم : تفرقوا فيه .

تقطعت بهم الأسباب : عَجَزوا وانقطعَتْ سُبُلُهم .

زبرا : جمع زُبْرة بمعنى القطعة أو جمع زَبور بمعنى فريق، وللزبرة جمع آخر وهو زُبَر، ومنه زُبَر الحديد

الغمرة : الماء الكثير الذي يغمر الأرض، وجاءت الكلمة بمعنى الجهل والضلالة والغفلة، لأنها تَغْمُر صاحبَها، والغمرة الشدة، ومنه غَمَرات الموت . جاء في الحديث الشريف : اللهم أعني على غمرات الموت وعلى سَكَرات الموت . (أو كما قال)

بيان الإعراب

أمة : حال من : أمتكم؛ ويجوز أن يقع الجامد الموصوف حالا .

أمرهم : منصوب بنزع الخافض، أي تفرقوا في أمر دينهم؛ وزبرا حال من فاعل تقطع، أي : تفرقوا في أمر دينهم أحزابا متخالفين متحاربين، وجعلوا دينهم الواحد أديانا مختلفة .

أنما : ما الموصولة اسم أن، وكان من حقها أن تكتب مفصولة، ولكنها كتبت موصولة اتباعا لِرَسْمِ المُصْحَف .

ومن لبيان الموصول، متعلق بحال من الموصول .

وجملة نسارع لهم ... خبر أن، والرابط مقدر، أي : نسارع به لهم؛ والمصدر المؤول في محل نصب، سَدَّ مَسَدَّ مفعولي حسب.

من خشية ربهم : يتعلق بـ : مشفقون، وفي الإشفاق معنى زائد على معنى الخشية .

أنهم إلى ربهم رجعون : المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض؛ وهذا تعليل لكون قلوبهم وجلة؛ والتقدير : وقلوبهم وجلة من رجوعهم إلى ربهم .

أولئك يسٰرعون : الجملة خبر إن .

الترجمة

হে রাসূলগণ, আহার কর তোমরা উত্তম আহার্য দ্রব্যসমূহ হতে এবং সৎকর্ম কর। আমি তো তোমরা যা কর সে সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর এটা হল তোমাদের (অনুসরণীয়) তরীকা এবং অভিন্ন তরীকা। আর আমি তোমাদের প্রতিপালক; সুতরাং ভয় করতে থাক তোমরা আমাকে।

অনন্তর বিভক্ত হয়ে গেল তারা তাদের (দ্বীনের) বিষয়ে নিজেদের মধ্যে বিভিন্নভাগে। প্রত্যেক দল তাদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে তুষ্ট। তো ছেড়ে দিন আপনি তাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতার মধ্যে একটি

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।

তারা কি ধারণা করে যে, যে সম্পদ ও পুত্রদল দ্বারা আমি তাদের সাহায্য করে চলেছি, (তা দ্বারা) ত্বরা করছি আমি তাদের জন্য যাবতীয় কল্যাণের ক্ষেত্রে! আসলে তারা অনুভূতি রাখে না।

বস্তুত যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত এবং যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে (কাউকে) শরীক করে না এবং যারা দান করে যা কিছু দান করার, এমন অবস্থায় যে তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত এ কারণে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে। (এই যাদের অবস্থা) ওরাই দ্রুত ধাবিত হয় কল্যাণ-কর্মসমূহের ক্ষেত্রে এবং তারা সেগুলোর প্রতি অগ্রগামী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن هذه أمتكم أمة واحــدة *(আর এটা হল তোমাদের (অনুসরণীয়) তরীকা এবং অভিন্ন তরীকা।)* এটি থানবী (রহ) এর অনুসরণে প্রায় তারকীবানুগ তরজমা। নীচের তরজমাটি তারকীবানুগ না হলেও গ্রহণযোগ্য– *'আর এটাই হলো তোমাদের জন্য অভিন্ন তরীকা'।* থানবী (রহ) বলেন, هــذه দ্বারা ইশারা হচ্ছে উপরে বর্ণিত তরীকার দিকে। নীচের তরজমা দু'টি অগ্রহণযোগ্য।

(ক) আর তোমাদের এই যে জাতি, ইহা তো একই জাতি।

প্রথমত এখানে মূল তারকীব থেকে বিচ্যুতির ফলে অর্থগত দিক থেকেও বিচ্যুতি ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত এখানে أمــة অর্থ জাতি নয়, বরং দ্বীন ও তরীকা, আর প্রত্যেক রাসূলের জাতি ছিল ভিন্ন, তরীকা ও দ্বীন ছিল অভিন্ন।

(খ) আর আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী। এ তরজমাও একই কারণে ত্রুটিপূর্ণ।

(খ) فاتقون (সুতরাং ভয় করতে থাক তোমরা আমাকে)

শায়খায়ন এরূপ অব্যাহততাবাচক তরজমা করেছেন।

তাই কিতাবে 'ভয় কর' এ তরজমা করা হয়নি।

(গ) حتى حين (একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত কিংবা আযাব আসা পর্যন্ত। 'কিছু কালের জন্য বা কিছু সময় পর্যন্ত' দ্বারা এ অর্থ আদায় হয় না।

في غمرتهم (তাদের ভ্রষ্টতার/অজ্ঞতার/মূর্খতার মধ্যে) কেউ কেউ লিখেছেন, 'অজ্ঞানতার মধ্যে'; অজ্ঞানতা ও অজ্ঞতা এক নয়।

(ঘ) ما نمدهم به من مـــال وبـــنين (যে সম্পদ ও পুত্রদল দ্বারা সাহায্য করে চলেছি আমি তাদেরকে)

শায়খায়ন نمــد এর অর্থ লিখেছেন, 'দিয়ে যাচ্ছি'। কিতাবে এখান থেকে অব্যাহততার অর্থটুকু নেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে إمــداد এর মূল অর্থ হচ্ছে সাহায্য করা, কিতাবের তরজমায় সেটা বিবেচনা করা হয়েছে।

بـــنين এর সঠিক প্রতিশব্দ হলো পুত্রদল,'সন্তানসন্ততি' নয়। আরবরা যেহেতু পুত্রসন্তান পছন্দ করতো তাই এখানে শুধু পুত্রসন্তানের কথা বলা হয়েছে।

(ঙ) والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة (এবং যারা দান করে যা কিছু দান করার এমন অবস্থায় যে, তাদের হৃদয় ভীতকম্পিত)

কেউ কেউ লিখেছেন–

(ক) এবং যারা যা দান করার তা ভীত কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।

(খ) এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত কম্পিত হৃদয়ে।

এগুলো তারকীব ও মর্মের অনুগামী নয়, বলে গ্রহণযোগ্য নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة غمرة .

٢- اشرح كلمة وجلة .

٣- كيف وقعت أمة حالا وهي جامدة ؟

٤- أعرب قوله : من مال وبنين، واذكر أصل العبارة .

٥- بنين এর তরজমা আলোচনা কর

٦- إن هذه أمتكم 'তোমাদের এই উম্মত' এ তরজমার ত্রুটি কী?

(٣) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَلَدَيْنَا كِتَٰبٌ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ ۚ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ
أَعْمَٰلٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَٰمِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذْنَا
مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْـَٔرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجْـَٔرُوا۟ ٱلْيَوْمَ ۖ
إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ كَانَتْ ءَايَٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَٰمِرًا
تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا۟ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ
ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ
مُنكِرُونَ ﴿٦٩﴾ (المؤمنون : ٢٣ : ٦٢ — ٦٩)

بيان اللغة

جَأَرَ (ف، جَأْراً و جُؤاراً) : رفع صوته، صرخ .

جأر إلى الله : صرخ واستغاث .

سَمَرَ (ن، سَمْراً) : تحدث مع جليسه ليلا .

والسمَر الحديث بالليل، والحكايات التي يُسْمَر بها

والرجل سامر والجمع سُمَّار ، وسُمَّر ، وسَمَرَة .

وأيضا السامر : المتسامرون، ومجلس السمَر .

بيان الإعراب

لا نكلف نفسا إلا وسعها : إلا أداة حصر، و وسعها مفعول به ثان، أي إنما نكلف كل نفس وسعها .

بالحق : متعلق بـــ : ينطق أو بـــ : متلبسا

من هذا : متعلق بنعت لـــ : غمرة، أي كائنة من هذا الذي وصف بــه المؤمنون، أو من هذا الكتاب الذي يحصي أعمالهم .

من دون ذلك : في محل رفع نعت لـــ : أعمال، بمعنى متجـــاوزة، أي : ولهم أعمال خبيثة تتجاوز كُفْرَهم وشِرْكَهم .

حتى : حرف ابتداء، وإذا ظرف مستقبلي تَضَمَّن هنا معـــنى الشـــرط، خافض لشرطه منصوب بجوابه، وإذا الثانية فجائية دخلت علـــى جواب الشرط .

مستكبرين به سامرا : حرف الجر متعلق بـــ : مســـتكبرين، والضـــمير راجع إلى الآيات بمعنى القرآن، والباء سببية، أي : كان استكبارهم بسبب نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم .

ويجوز أن يتعلق الباء بـــ : سامرا، لأنهم كانوا يَسْـــمُرون بـــذكر القرآن وبالطعن فيه، ويجوز في هذا الوجه أن يرجـــع الضـــمير إلى الحرم ، فالباء للظرفية ، فهم كانوا يسمرون في الحرم .

أ فلم يدبروا القول : الفاء زائدة للتزيين، أو هي عاطفة عطفت بها الجملة التي بعدها على جملة مستأنفة مقدرة، أي : أ جهلوا فلم يدبروا ؟! وأصل يدبروا يتدبروا .

أم جاءهم ما لم يأت ... : ما موصولة، أو نكرة موصوفة؛ وأم عاطفـــة بمعنى بل الانتقالية، أي للانتقال من كلام إلى كلام؛ والمعـــنى : أ لم يدبروا القول، بل أ جاءهم ...، بل أ لم يعرفوا رسولهم...، بـــل أ يقولون : به جنة .

الترجمة

আর দায়িত্ব অর্পণ করি না আমি কারো উপর তার সাধ্য ছাড়া। আর (সংরক্ষিত রয়েছে) আমাদের কাছে এমন এক কিতাব (আমলনামা)

যা বলে দেবে সত্য সত্য, আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না। বরং তাদের অন্তর ডুবে আছে অজ্ঞতায় এই দ্বীনের দিক থেকে, আর রয়েছে তাদের আরো বিভিন্ন মন্দ আমল এই অজ্ঞতা ছাড়াও, যা তারা করে চলেছে। এমনকি যখন পাকড়াও করবো আমি তাদের বিলাসীদেরকে আযাব দ্বারা তখনই তারা চিৎকার জুড়ে দেবে। চিৎকার কর না আজ। কিছুতেই আমার (পাকড়াও) থেকে তোমাদের রক্ষা করা হবে না। আমার আয়াতসমূহ তো তিলাওয়াত করে করে শোনানো হতো তোমাদেরকে তখন তোমরা তোমাদের গোড়ালীর উপর পিছনে ফিরে যেতে অহংকার করে, কোরআনকে মশগলা বানিয়ে, প্রলাপ বকে বকে। তো তারা কি চিন্তা করেনি কোরআন সম্পর্কে! নাকি এসেছে তাদের কাছে এমন কিছু যা আসেনি তাদের আদি পূর্বপুরুষদের কাছে! নাকি চিনতে পারেনি তারা তাদের রাসূলকে, ফলে তারা তাকে অস্বীকার করছে!

ملاحظات حول الترجمة

(ক) لدينا كتب ينطق بالحق (আর [সংরক্ষিত রয়েছে] আমাদের কাছে এমন এক কিতাব [আমলনামা] যা বলে দেবে সত্য সত্য); এখানে 'সংরক্ষিত' শব্দটি থানবী (রহ) থেকে নেয়া হয়েছে। ينطق بالحق এর তরজমা তিনি করেছেন, 'ঠিকঠিক বলে দেবে'। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'যা বলে সত্য'। এর অনুসরণে কেউ কেউ বাংলায় লিখেছেন, 'যা সত্য ব্যক্ত করে'। যেহেতু আমলনামার প্রকাশ আখেরাতে ঘটবে সেহেতু থানবী (রহ) এর 'ক্রিয়ানির্বাচন' সঠিক, তবে 'ঠিকঠিক' এর চেয়ে 'সত্য সত্য' অধিকতর উপযোগী ?।

'প্রকাশ করে দেবে'- এ তরজমা করা যায়। কেননা এখানে এটাই উদ্দেশ্য।

(খ) من هذا (এই দ্বীনের দিক থেকে/ এই দ্বীন সম্পর্কে); থানবী (রহ) এর অনুসরণে তরজমায় مشار إليه উল্লেখ করা হয়েছে।

(গ) ولهم أعمال من دون ذلك (আর রয়েছে তাদের আরো বিভিন্ন মন্দ আমল এ অজ্ঞতা ছাড়াও) এ তরজমা হল উদ্দেশ্যভিত্তিক, যাতে বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়। 'এ ছাড়া তাদের আরো কাজ আছে' দ্বারা তা স্পষ্ট হয় না।

(ঘ) يجأرون (তারা চিৎকার জুড়ে দেবে); উপহাসের ক্ষেত্র হিসাবে 'চিৎকার/ আর্তনাদ করে উঠবে' এর পরিবর্তে এ তরজমা করা হয়েছে। 'চিল্লাচিল্লি শুরু করবে'– এখানে উপহাস থাকলেও শব্দটা সুশীল নয়।

لا تجأروا اليوم থানবী (রহ) এর তরজমা, 'এখন চিৎকার কর না'। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আজকের দিনে'।

(ঙ) منا لا تنصرون শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'তোমরা আমার থেকে ছুটতে পারবে না'। অর্থাৎ তিনি لا تنصرون কে لا تمنعون অর্থে গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি معروف ও مجهول এর পার্থক্য করেননি। 'বাঁচতে পারবে না/ রেহাই পাবে না/ নিস্কৃতি পাবে না', এ তরজমাগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

থানবী (রহ) লিখেছেন, আমার পক্ষ হতে তোমাদের কোন সাহায্য হবে না, (বা করা হবে না) অর্থাৎ لا تنصرون কে তিনি নিজস্ব অর্থেই গ্রহণ করেছেন, তবে তিনি এ সূক্ষ্ম দিকটি বিবেচনা করেছেন যে, তাদের চিৎকারের উদ্দেশ্য তো আল্লাহর কাছেই দোহাই পাড়া, আল্লাহর মোকাবেলায় অন্যদের কাছে সাহায্য চাওয়া নয়। পক্ষান্তরে শায়খুলহিন্দ (রহ) এ দিকটি ভেবেছেন যে, তারা ইবলীস এবং তাদের নেতাদের কাছে সাহায্য চেয়ে চিৎকার করবে। এর স্বপক্ষে প্রমাণও রয়েছে।

(চ) مالم يأت (এমন কিছু যা) থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন, ما কে نكرة موصوفة ধরে।

أسئلة

١– اذكر معنى نكص .

٢– اشرح كلمة سامر .

٣– أعرب قوله : من هذا .

٤– بم يتعلق حرف الجر في قوله تعالى : مستكبرين به سامرا؟

٥– ولهم أعمال من دون ذلك এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦– কিতাবে مالم يأت এর কী তরজমা করা হয়েছে এবং কেন?

(٤) قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَن رَّبُّ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنۢ بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ
كُلِّ شَىْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ
أَتَيْنَٰهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُۥ مِنْ إِلَٰهٍ ۚ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍۭ بِمَا
خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ سُبْحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا
يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَتَعَٰلَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ (المؤمنون : ٢٣ : ٨٤ — ٩٢)

بيان اللغة

ملكوت : الملكوت عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس والعجائب، قال تعالى : أو لم ينظروا في ملكوت السمٰوٰت والأرض؛ وملكوت الله سُلطانه وعَظَمَتُه .

بيان الإعراب

ومن فيها : عطف على الأرض، أي الأرض ومن فيها ثابتة لمن؟ وجاء من تغليبا للعقلاء .

إن : شرطية والجواب محذوف، أي إن علمتم فأخبروني بخالقهما.

لله : أي هي ثابتة لله؛ وجاء اللام في المرة الثانية والثالثة نظـــرا إلى أن معنى السؤالين : لمن الربوبية ولمن الملكوت .

فأنى تسحرون : الفاء الفصيحة، أي إذا كان الجواب كذلك ...، وأنى بمعنى كيف في محل نصب على الحال، وتسحرون، أي تخدعون في أمر التوحيد .

إذا لذهب : إذًا حرف جواب بعد سؤال محذوف، كأنه قيـــل : مـــاذا سيحدث إن كان معه إله؟ فقيل في جوابه إذا لذهب...، والماضي هنا للاستقبال؛ أو هو حرف جواب بعد شرط محذوف، أي : إن كان معه إله إذا لذهب...، وحذف الشرط لوجود القرينة السابقة . وهذا مختار الفرّاء والزمخشري .

وذهب غيرهما إلى أنها بمعنى لو، أي : لو كان معه الهة كما تقولون لذهب كل واحد منهم بما خلقه .

عما يصفون : يتعلق بـــ : سبحان

عٰلِمِ : بدلٌ من لفظ الجَلالَة

فَتَعٰلٰى : الفاء عاطفة، كأنه قال : علم الغيب فتعالى .

الترجمة

বলুন আপনি, কার জন্য এই পৃথিবী এবং যারা (রয়েছে) তাতে? যদি জান তোমরা (তাহলে জবাব দাও)। অবশ্যই বলবে তারা, আল্লাহর জন্য। বলুন, তাহলে কি চিন্তা করবে না তোমরা?

(আর) বলুন আপনি, কে রব সাত আসমানের এবং (কে) রব মহান আরশের? অবশ্যই বলবে তারা, (এগুলো) আল্লাহরই জন্য। বলুন, তাহলে কি ভয় করবে না তোমরা?

(আরো) বলুন আপনি, কে (তিনি), যার হাতে (রয়েছে) সকল কিছুর নিরংকুশ কর্তৃত্ব? আর তিনি আশ্রয় দেন, অথচ তাঁর মোকাবেলায় (কাউকে) আশ্রয় দেয়া যায় না? যদি জান তোমরা (তাহলে জবাব দাও)।

অবশ্যই বলবে তারা, (সকল কিছুর কর্তৃত্ব) আল্লাহরই জন্য। বলুন তাহলে কীভাবে ধোকা দেয়া হচ্ছে তোমাদেরকে।
বরং আমি তো এনেছি তাদের কাছে সত্য, কিন্তু তারা তো নিশ্চিত মিথ্যাবাদী। গ্রহণ করেননি আল্লাহ্ কোনই সন্তান এবং তাঁর সঙ্গে নেই কোনই ইলাহ। তাহলে তো নিয়েই যেতো প্রত্যেক ইলাহ যা সে সৃষ্টি করেছে। এবং অবশ্যই প্রাধান্য বিস্তার করত তাদের একে অপরের উপর। আল্লাহ্ কত না পবিত্র তারা যা বর্ণনা করে তা থেকে। তিনি দৃশ্য এবং অদৃশ্যের জ্ঞানী। সুতরাং তিনি ঐ সব থেকে ঊর্ধ্বে যেগুলোকে তারা শরীক করে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) لمـــن (কার জন্য) لام অব্যয়টি যেহেতু মালিকানাপ্রকাশক, সেহেতু 'কার মালিকানাধীন' তরজমাও হতে পারে।

(খ) ملكـــوت এর মাঝে অতিশয়তার অর্থ রয়েছে, তাই কিতাবে নিরঙ্কুশ শব্দটি এসেছে; 'একক' শব্দটিও হতে পারে।

(গ) ولا يجار عليـــه (অথচ তার মোকাবেলায় [কাউকে] আশ্রয় দেয়া যায় না); থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তার মোকাবেলায় কেউ কাউকে আশ্রয় দিতে পারে না'। তারকীবানুগ না হলেও এটি সরল তরজমা। একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'যার উপর আশ্রয়দাতা নেই'। على এর অতিশাব্দিকতা এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এ ধরণের ব্যবহার বাংলায় নেই।
আর আয়াতের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আশ্রয়দাতা কোন সত্তার এমনকি উল্লেখ পর্যন্ত না করা, যাতে অসম্ভবতা সুস্পষ্ট হয়। তরজমায় বিষয়টি বিবেচনায় থাকা উচিত।

(ঘ) فأنى تســـحرون (তাহলে কীভাবে ধোকা দেয়া হচ্ছে তোমাদের) কেউ কেউ লিখেছেন, 'তবু তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছ'! মোহগ্রস্ততার ব্যবহার এখানে গ্রহণযোগ্য।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, তাহলে কোত্থেকে তোমাদের উপর যাদু এসে পড়ছে? এখানে শব্দানুগতা কম রক্ষিত হয়েছে।

(ঙ) أتينهم بالحق (বরং আমি তো এনেছি তাদের কাছে সত্য)

শায়খায়ন লিখেছেন, 'পৌঁছিয়েছি'। কেউ লিখেছেন, 'উপস্থিত করেছি'। এগুলো গ্রহণযোগ্য, তবে পূর্ণ শব্দানুগ নয়।

(চ) إذا لذهب كل إله بما خلق (তাহলে তো নিয়েই যেতো প্রত্যেক ইলাহ, যা সে সৃষ্টি করেছে); بما خلق এর তরজমা হতে পারে 'নিজ নিজ সৃষ্টিকে'।
থানবী (রহ) লিখেছেন, প্রত্যেক খোদা আলাদা করে ফেলতো নিজ নিজ সৃষ্টিকে।
একটি বাংলা তরজমায় আছে- 'যদি থাকত তাহলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেতো'। 'যদি থাকত', এটি মূলত উহ্য শর্ত-এর তরজমা, যার তেমন প্রয়োজন নেই।

(ছ) علا এর তরজমা শায়খায়ন করেছেন, 'চড়াও হতো'- অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে শায়খায়ন এ তরজমা করেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, 'হামলা করে বসত'।

أسئلة

١- ما معنى ملكوت؟

٢- ما هي مادة كلمتي يجير و لا يجار؟

٣- أعرب قوله تعالى : إذا لذهب كل إله بماخلق .

٤- ما إعراب قوله : عالم الغيب؟

٥- ملكوت এর তরজমায় নিরঙ্কুশ শব্দটি কেন যোগ করা হয়েছে?

٦- لا يجار عليه এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٥) حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿٩٩﴾
لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ
قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا
نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا

يَتَسَآءَلُونَ (١٠١) فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ (١٠٣) تَلْفَحُ
وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَٰلِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ
ءَايَٰتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٠٥) قَالُواْ رَبَّنَا
غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ (١٠٦) رَبَّنَآ
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَٰلِمُونَ (١٠٧) قَالَ
ٱخْسَـُٔواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) (المؤمنون : ٢٣ : ٩٩ — ١٠٨)

بيان اللغة

برزخ : البرزغ الحاجز والحجاب بين شيئين، لئلا يصل أحدهما إلى الآخر؛ والبرزخ في القيامة، الحائل بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة؛ والبرزخ ما بين الموت إلى البعث .

كَلَح (كُلوحًا، ف) : عَبَس و زاد عُبوسَه؛ وأصل الكلوح تَقَلُّص الشفَتين، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تَشْويه النارُ فتقلص (أي تنكمش، من ضرب) شفتُه العليا حتى تبلغَ وَسَطَ رأسِه، وتسترخي شفتُه السفلى حتى تبلغَ سُرَّتَه .

تلفح : لفحته النار أو السموم : أصابت وجهه وأحرقته (ف، لَفْحًا، لَفَحانًا)

بيان الإعراب

حتى : ابتدائية .

لعلي أعمل صالحا فيما تركت : أي لكي أعمل صالحا فيما ضيعت من

عمري؛ وحروف الجر يتعلق بـــ : أعمل .

كلا : حرف ردع و زجر، وضمير إنها يعود إلى قوله : رب ارجعون .

هو قائلها : الجملة في محل رفع صفة لـــ : كلمة

من ورائهم برزخ : الجملة في محل نصب حال من الضمير هو؛ والضمير المجرور هو الرابط؛ وجاء جمعا ليشمل هذا القائل وأمثاله .

فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم :

الفاء استئنافية، وإذا مضاف إلى شرطه منصوب بجوابـــه، لأن الجملـــة الجوابية في معنى انتفى الأنساب؛ وفي الصور نائب الفاعل معـــنى، كأنه قيل : فإذا نفخ الصور انتفت الأنساب بينهم .

في جهنم خلدون : حرف الجر يتعلق بـــ : خلدون، وهو خـــبر لمبتـــدأ محذوف، أو خبر ثان لـــ : اولئك .

الترجمة

এমনকি যখন এসে পড়ে তাদের কারো কাছে মৃত্যু তখন বলে সে, হে প্রতিপালক আমার, ফেরত পাঠিয়ে দিন আমাকে, যাতে নেক আমল করতে পারি ঐ জীবনে, যা ছেড়ে এসেছি। কিছুতেই না, এ তো নিছক একটি কথা, যা সে বলছে; (তা পূর্ণ হওয়ার নয়) আর তাদের পিছনে রয়েছে এক অন্তরাল তাদেরকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত।

তো যখন ফুঁক দেয়া হবে শিঙ্গায় তখন কোন 'বংশবন্ধন' থাকবে না তাদের মধ্যে সেদিন এবং পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করবে না তারা। তো যারা, ভারী হবে তাদের পাল্লা ওরাই হবে সফলকাম; আর যারা, হালকা হবে তাদের পাল্লা, ওরাই হবে ঐ সমস্ত লোক যারা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে নিজেদের। তারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে; দগ্ধ করবে তাদের চেহারাকে আগুন এবং তারা সেখানে হবে বীভৎসমুখ।

(আর আল্লাহ তাদের বলবেন,) আমার আয়াতসমূহ কি পড়ে শোনানো হতো না তোমাদের! তখন তো তোমরা সেগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে?

বলবে তারা, (হে) আমাদের প্রতিপালক! প্রবল হয়েছিল আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য। আর ছিলাম আমরা এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। (হে) আমাদের প্রতিপালক! বের করুন আমাদেরকে তা থেকে। অনন্তর যদি ফিরে যাই আমরা (কুফুরির দিকে) তাহলে অবশ্যই আমরা চরম অবিচারী সাব্যস্ত হবো।

বলবেন তিনি, লাঞ্ছিত হও তোমরা তাতে, আর কথা বলো না আমার সঙ্গে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فيما تركت (সেই দুনিয়ার জীবনে যা ছেড়ে এসেছি) এখানে ما এর স্থানীয় অর্থ উল্লেখ করে তরজমা করা হয়েছে স্পষ্টায়নের জন্য। কেউ কেউ লিখেছেন, 'যেন আমি সৎকর্ম করতে পারি, তাতে যা আমি ছেড়ে এসেছি'। এটা শব্দানুগ, তবে অস্পষ্ট।
অন্য তরজমায়, 'যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা পূর্বে করিনি', আয়াতের তারকীব এ তরজমা সমর্থন করে না।

(খ) ومن ورائهم برزخ (আর রয়েছে তাদের পিছনে একটি আড়াল) থানবী (রহ) 'পিছনে' এর স্থলে 'সামনে' লিখেছেন।
দুনিয়ার দিকে ফিরে আসতে চায়, এটা বিবেচনা করলে আড়ালটি তাদের সামনে হয়, আর তারা আখেরাতের পথে গমনশীল, এটা বিবেচনা করলে আড়ালটি তাদের পিছনে হয়। তো কিতাবের তরজমায় শাব্দিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।

(গ) إلى يوم يبعثون (তাদেরকে পুনরুত্থিত করার দিন পর্যন্ত) কেয়ামতের দিন পর্যন্ত/পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত; এটা গ্রহণযোগ্য, তবে শব্দানুগতা থেকে সরে আসার প্রয়োজন নেই।

(ঘ) فلا أنساب بينهم *(তখন তাদের মাঝে কোন 'বংশবন্ধন' থাকবে না)*; نسب এর এটাই নিখুঁত প্রতিশব্দ। 'আত্মীয়তার বন্ধন'ও হতে পারে।
ولا يتساءلون থানবী (রহ) লিখেছেন, *'কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করবে না'। 'একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না/একে অপরের খোঁজ-খবর নিবে না।'* এগুলো ঠিক, তবে নিখুঁত নয়। জিজ্ঞাসাবাদ শব্দটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না, বরং তথ্য উদঘাটনের জন্য প্রশ্ন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

কেউ কারো 'হালপুরসি' করবে না– এ তরজমাটি সুন্দর।

(ঙ) فمن ثقلت ... সরল তরজমা, (তবে যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম)।

(চ) تلفح (দগ্ধ করবে); অন্য তরজমা– ঝলসে দেবে।

(ছ) علبت علينا شقوتنا (প্রবল হয়েছিল আমাদের উপর....)
কেউ কেউ লিখেছেন, দুর্ভাগ্য আমাদের পেয়ে বসেছিল।
এটা গ্রহণযোগ্য, যদিও শব্দানুগ নয়, তবে মূলানুগ।
একটি তরজমায় আছে, আমরা দুর্ভাগ্যের হাতে পরাভূত ছিলাম– মূল থেকে এতটা দূরে সরে আসা সঙ্গত নয়।

أسئلة

١– اشرح كلمة برزخ .

٢– ما معنى لفح ؟

٣– علام يعود الضمير في قوله : إنها كلمة؟

٤– أعرب قوله : في الصور .

٥– فيما تركت এর তরজমা আলোচনা কর

٦– ولا يتساءلون এর 'একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে না' এতরজমা গ্রহণযোগ্য নয় কেন?

(٦) إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ
لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا
حَتَّىٰٓ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿١١٠﴾ إِنِّى
جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿١١١﴾ قَٰلَ كَمْ
لَبِثْتُمْ فِى ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا۟ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ ٱلْعَآدِّينَ ﴿١١٣﴾ قَٰلَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ

أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا
إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ
إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ
خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١١٨﴾ (المؤمنون ٢٣ : ١٠٩ – ١١٨)

بيان اللغة

عبثا : أي بلا مقصد، بلا ثواب وعقاب .

عبث (عَبَثًا، س) : لعب وعمل ما لا فائدة فيه .

سخريا : بالكسر و الضم، مصدر سخِر، زيدت الياء المشددة للمبالغة.

بيان الإعراب

إنه كان فريق ...

هذه جملة تعليلية لما قبلها من الزجر، والهاء ضمير الشأن في محل نصب اسم إن، والجملة التي بعدها خبرها، في محل رفع .

من عبادي : متعلق بصفة محذوفة لـ : فريق، وجملة يقولون خبر كان، في محل نصب .

وأنت خير الرحمين : الواو استئنافية أو حالية .

سخريا : مفعول به ثان، و حتى حرف غاية و جر، والمصدر المؤول بعدها في محل جر بـ : حتى .

هم الفائزون : هذه الجملة خبر أن، ويجوز أن يكون هم ضمير فصل لا

محل له في الإعراب، والفائزون خبر أن .

والمصدر المؤول مفعول به ثان لـ : جزى؛ ويجوز أن يكون المفعول الثاني محذوفا، أي جزيتهم النعيم؛ والمصدر المؤول في محل جر بنزع الخافض، أي لكونهم فائزين .

كم : استفهامية في محل نصب على الظرفية الزمانية ، وعدد سنين تمييز كم؛ والمعنى : كم عددا من السنين لبثتم في الأرض؛ ويجوز أن يكون تمييز كم محذوفا، فـ : عدد سنين حينئذ تمييز عن نسبة الجملة .

لو أنكم كنتم تعلمون : أصل هذه العبارة : لو ثبت لكم علم بمقدار لبثكم لعلمتم قلة لبثكم .

لا برهان له به : الجملة صفة ثانية لـ : إله

الترجمة

বস্তুত অবশ্যই ছিল একটি দল আমার বান্দাদের মধ্য হতে, বলত তারা (হে) আমাদের প্রতিপালক, ঈমান এনেছি আমরা, সুতরাং ক্ষমা করুন আমাদের এবং দয়া করুন আমাদের, আর আপনিই তো রহমকারীদের শ্রেষ্ঠ। অনন্তর বানিয়েছিলে তোমরা তাদেরকে উপহাস-পাত্র, এমনকি ভুলিয়ে দিয়েছিল তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণ, আর তোমরা তাদের নিয়ে হাস্যপরিহাস করতে।

অবশ্যই আমি প্রতিদান দিয়েছি তাদেরকে আজ তাদের ছবর করার কারণে, এই দ্বারা যে, তারাই হল সফলকাম।

(আল্লাহ) বলবেন, কতকাল অবস্থান করলে তোমরা পৃথিবীতে বছরের গণনা অনুসারে/ বছরের গণনায়।

বলবে তারা, অবস্থান করেছি আমরা একদিন অথবা কিছু অংশ একদিনের। সুতরাং জিজ্ঞাসা করুন আপনি গণনাকারীদের।

বলবেন তিনি, অবস্থান করনি তোমরা তবে সামান্য; যদি তোমরা জানতে (দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব তাহলে কত না ভাল হত)।

তো তোমরা কি ভেবেছিলে যে, সৃষ্টি করেছি আমি তোমাদের অযথা,

আর তোমরা, আমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করান হবে না তোমাদের। তো মহিমান্বিত হয়েছেন আল্লাহ (যিনি) প্রকৃত মালিক, নেই কোন ইলাহ, তিনি ছাড়া। (তিনি) মহান আরশের অধিপতি।

আর যে ডাকবে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে, যার পক্ষে কোনই প্রমাণ নেই তার কাছে, তো সেটার হিসাব অবশ্যই থেকে যাবে তার প্রতিপালকের নিকট। বস্তুত সফলকাম হতে পারে না কাফেররা।

আর বলুন আপনি, (হে) আমার প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আপনি এবং দয়া করুন, আপনি তো দয়াকারীদের শ্রেষ্ঠ।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن كان فريق من ... (বস্তুত অবশ্যই ছিল, একটি দল আমার বান্দাদের মধ্য হতে, বলত তারা); বস্তুত শব্দটি যামীরে শান-এর প্রতিশব্দরূপে এসেছে। এটি তারকীবানুগ তরজমা। সরল তরজমা এই, 'বস্তুত আমার বান্দাদের একটি দল বলত'।

(খ) وأنت خير الرحمين (আর আপনি তো সকল দয়াকারীদের শ্রেষ্ঠ); এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুগামী তরজমা; তিনি লিখেছেন–

اور تو بہتر سب رحم والوں سے

(আর তুমি উত্তম সকল দয়ালুদের চেয়ে)

থানবী (রহ), 'আর তুমি সকল দয়াকারীদের চেয়ে অধিক দয়াকারী।'

এটি গ্রহণযোগ্য, তবে এতে শব্দ-পুনরুক্তি রয়েছে, যা আয়াতে নেই।

(গ) فاتخذتموهم سخريا (অনন্তর বানিয়েছিলে তোমরা তাদেরকে উপহাসপাত্র); سخريا মাছদারটি اسم المفعول অর্থে তরজমা করা হয়েছে। 'উপহাসিত' বলা যায়, কিন্তু তা সুপ্রচলিত নয়। উপহাসের পাত্র না বলার কারণ, মূল আয়াতে ইযাফাতের তারকীব নেই, তাই বাংলায় সেটাকে প্রচ্ছন্ন রাখাই সঙ্গত।

(ঘ) حتى انسوكم ذكري (এমনকি ভুলিয়ে দিয়েছে তারা তোমাদেরকে আমার স্মরণ); এটি তারকীবানুগ তরজমা, তবে তাতে আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয় না।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'এমনকি ভুলে গিয়েছ তোমরা তাদের পিছনে পড়ে আমার স্মরণ।' এখানে উদ্দিষ্ট অর্থটি সুস্পষ্ট।

থানবী (রহ), 'এমনকি 'তাদের মশগলা' তোমাদেরকে আমার স্মরণও ভুলিয়ে দিয়েছে।' তিনি আসলে হাকীকী ফায়েলটি তুলে ধরেছেন।

একটি বাংলা তরজমা– এমনকি এ কারণে তোমরা আমার স্মরণ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলে।

মূল থেকে অনেক দূরবর্তী হলেও উদ্দিষ্ট অর্থের দিক থেকে এ তরজমা গ্রহণযোগ্য।

সামনের তরজমায় অপ্রয়োজনীয় শব্দস্ফীতি ঘটেছে,'কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এত ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল।'

(ঙ) كم لبثتم في الأرض (কতকাল অবস্থান করলে তোমরা পৃথিবীতে বছরের গণনা অনুসারে) এটি থানবী (রহ) এর অনুগামী তরজমা, এর ভিত্তি এই যে, كم এর তামীয উহ্য রয়েছে। আর عدد سنين হচ্ছে জুমলার নিসবত থেকে তামীয। لبثتم এর তরজমা তিনি করেছেন, '(কতকাল) অবস্থান করে থাকবে তোমরা!' কারণ তাদের কাছে অনুমাননির্ভর জবাব চাওয়া হয়েছিল।

একটি বাংলা তরজমা, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে।' এ তরজমা অনুসারে عدد سنين হচ্ছে كم এর তামীয, তবে এখানে عدد سنين এর শব্দানুগ তরজমা আসেনি। এমন তরজমা হতে পারে, 'কত সংখ্যক বছর তোমরা....'

(চ) عبثا এর তরজমা হতে পারে, অনর্থক/ অর্থহীন/ উদ্দেশ্যহীন/ খেলাচ্ছলে।

(ছ) فإنما حسابه عند ربه (তো সেটার হিসাব অবশ্যই থেকে যাবে তার প্রতিপালকের কাছে) যেহেতু এটি شرط ও جواب الشرط সেহেতু ভবিষ্যতবাচক তরজমা হওয়া সঙ্গত এবং থানবী (রহ) সেটাই করেছেন। বাংলা তরজমায় আছে, তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। শায়খুলহিন্দ (রহ) এ তরজমা করেছেন।

এখানে শর্তগত দিকটি উঠে আসেনি। তাছাড়া যামীরের কারণে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে; কিতাবের তরজমায় অস্পষ্টতা দূর করা হয়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة حسبتم .

٢- ما معنى عبث ؟

٣- بم يتعلق قوله : من عبادي ؟

٤- أعرب قوله : عدد سنين .

٥- حتى أنسوكم ذكري এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- কোন তারকীব অনুযায়ী عدد سنين এর কী তরজমা হবে?

(٧) وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَـٰتٍ مُّبَيِّنَـٰتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟
مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ ۞ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ
فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ
مُّبَـٰرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِۦ مَن
يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَـٰلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا
ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْـَٔاصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَّا
تُلْهِيهِمْ تِجَـٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ
ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَـٰرُ ﴿٣٧﴾

لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ (النور : ٢٤ : ٣٤ – ٣٨)

بيان اللغة

مشكوة : المشكاة كُوَّة في حائط غيرُ نافذةٍ، يوضَع فيها المصباحُ، وهي مَثَل القلب، والمصباح مَثَل نور الله في القلب .

دري : أي مُضيءٌ، منسوب إلى الدُّر .

الغدو جمع غُدْوَة : غَداة وهي ما بين الفجر وطلوع الشمس، وجمع الغداة غَدَوات .

والآصال جمع أصيل : وهو ما بين العصر والمغرب .

لا تلهي : لها بشيء (ن، لَهْوًا) : لعب به .

و لـها عن الشيء (لُهِيًّا ولِهْيانًا) : انشغل عنه وترك ذكره .

ألهاه اللّعِب عن كذا : شغله عنه وأنساه .

بيان الإعراب

مثلا : عطف على آيت، وموعظة عطف على مثلا، ومن الذين متعلق بصفة لـ : مثلا ، وللمتقين متعلق بصفة لـ : موعظة؛ ولا يتعلق بـ : موعظة .

ومن قبلكم : متعلق بمحذوف، حال من فاعل خلا .

يوقد .. الجملة في محل رفع خبر ثان لـ : المصباح، ومن شجرة متعلق بـ : يوقد على حذف مضاف، أي : من زيت شجرة، و زيتونة بدل من شجرة، وجملة 'الزجاجة كأنها كوكب دري' اعتراضية بين المبتدأ وخبره الثاني .

ولو هنا تفيد استقصاء الأحوال، أي : يضيء في جميع الأحوال حتى في هذه الحال .

نور على نور : نور خبر لمبتدأ محذوف، أي : هذا الذي شُبِّه به الحق نور متضاعِف؛ وعلى نور متعلق بصفة محذوفة لـ : نور مؤكدة له، بمعنى متضاعِف .

في بيوت : ذهب المعربون في إعرابه مذاهبَ، أَقْرَبُهَا أنه يتعلق بمحذوف، أي : سبحوه في بيوت ...

أذن الله : الجملة صفة لـ : بيوت؛ والمصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض .

يسبح له فيها : الجملة صفة ثانية لـ : بيوت؛ أو هي استئنافية .

رجال : فاعل يسبح .

ليجزي : متعلق بـ : يخافون، أو بفعل محذوف، أي : فعلوا ذلك ليجزيهم الله .

أحسن ما عملوا : أي أحسن عملهم أو أحسن ما عملوه، مفعول به ثان لـ : يجزي .

يزيدهم : عطف على الفعل السابق، وداخل معه في مفعولية فعل الجزاء؛ ومن فضله يتعلق بـ : يزيد .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই অবতীর্ণ করেছি আমি তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং কিছু ঘটনা ঐ লোকদের যারা বিগত হয়েছে তোমাদের পূর্বে এবং কিছু উপদেশ মুত্তাকীদের জন্য।

আল্লাহ্ জ্যোতি আকাশমণ্ডলীর ও পৃথিবীর। তাঁর জ্যোতির উদাহরণ হল একটি দীপাধারের মত, যাতে রয়েছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচাবরণে। কাঁচাবরণটি, যেন তা জ্বলজ্বল তারকা।

প্রদীপটিকে প্রজ্বলিত করা হয় একটি বরকতপূর্ণ বৃক্ষ অর্থাৎ যায়তূন (এর তেল) দ্বারা, যা না পূর্বমুখী, এবং না পশ্চিমমুখী। তার তেল আলোদান করার উপক্রম হয়, যদিও স্পর্শ না করে তাকে কোন আগুন।

(এই জ্যোতি হল) জ্যোতির উপর জ্যোতি। পথ প্রদর্শন করেন আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতির প্রতি যাকে ইচ্ছা করেন। আর বর্ণনা করেন আল্লাহ্ উদাহরণসমূহ লোকদের জন্য। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অবগত।

(এই প্রদীপ রয়েছে) এমন সকল (উপসনা) গৃহে, আদেশ করেছেন আল্লাহ্ সমুন্নত রাখতে যেগুলোকে এবং স্মরণ করতে যেগুলোতে আল্লাহ্র নাম। তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে সেখানে সর্বসকালে ও সর্বসন্ধ্যায় এমন কিছু লোক, অন্যমনস্ক করে না যাদেরকে, (না) ব্যবসা, আর না বেচাকেনা আল্লাহ্র স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত আদায় করা থেকে। তারা ভয় করে এমন এক দিনকে, উল্টে যাবে যাতে বহু অন্তর ও বহু দৃষ্টি।

(তারা এগুলো করে) যেন প্রতিদান দেন তাদেরকে আল্লাহ্ তাদের উৎকৃষ্টতম কর্মের এবং যেন বাড়িয়ে দেন তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ হতে। আর আল্লাহ্ রিযিক দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন বেহিসাব।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أنزلنا إليك (অবতীর্ণ করেছি আমি তোমার প্রতি); থানবী (রহ) إليك এর দিকে লক্ষ্য রেখে تضمين এর ভিত্তিতে তরজমা করেছেন, আমি তোমার নিকট প্রেরণ করেছি।

(খ) مثلا বাংলা তরজমাগুলোতে مثل এর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত শব্দদু'টি।

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'কিছু ঘটনা; শায়খুলহিন্দ রহ. লিখেছেন, 'কিছু অবস্থা'। কিতাবে থানবী রহ.কে অনুসরণ করা হয়েছে।

(গ) (আল্লাহ্ জ্যোতি আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবীর); থানবী রহ. লিখেছেন, আল্লাহ্ নূর দানকারী আসমানসমূহকে এবং যমীনকে, অর্থাৎ তিনি ব্যাখ্যামূলক তরজমা করেছেন। কিন্তু শায়খুলহিন্দ (রহ) কোন একটি ব্যাখ্যার প্রতি নির্দেশ না করে পূর্ণ শব্দানুগ তরজমা করেছেন এভাবে-

الله روشنی هے آسمانوں کی اور زمین کی

কিতাবে সেটাই অনুসরণ করা হয়েছে। আলোর পরিবর্তে জ্যোতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ এটি সবচে অভিজাত শব্দ। نـور শব্দটিতে যেহেতু পারিভাষিকতা রয়েছে সেহেতু তরজমায় শব্দটিকে অপরিবর্তিত রাখা যায়।

(ঘ) زجاجة থানবী (রহ) লিখেছেন কিন্দীল। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, شیشه (কাঁচ) বাংলা তরজমাগুলোতে রয়েছে কাঁচের পাত্র/ কাঁচের আবরণ। এক শব্দের আবহ সৃষ্টি করার জন্য কিতাবের তরজমায় কাঁচাবরণ লেখা হয়েছে।

(ঙ) دري এর মধ্যে উজ্জ্বলতার অতিশয়তা রয়েছে। তাই তরজমায় উজ্জ্বল বা সমুজ্জ্বল-এর পরিবর্তে জ্বলজ্বল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(চ) لا شرقية ولا غربية (না পূর্বমুখী, এবং না পশ্চিমমুখী) কেউ কেউ বলেছেন, 'না প্রাচ্যের, না প্রতিচ্যের।' এটা ভুল, কারণ এদু'টি হচ্ছে ভৌগলিক পরিভাষা। এখানে উদ্দেশ্য এ কথা বোঝানো যে, বৃক্ষটির পূর্বে বা পশ্চিমে কোন আড়াল নেই, ফলে তা রোদের তাপ পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে।

(ছ) يكاد زيتها থানবী (রহ) লিখেছেন, তার তেলকে আগুন যদিও স্পর্শ না করে তবু মনে হয় যেন তা নিজে নিজে জ্বলে ওঠবে। এখানে 'মনে হয়' টুকু বাদ দিলে এটি খুব সুন্দর তরজমা। কিতাবে শব্দানুগতাকে অধিক প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

(জ) نـور علـى نـور থানবী (রহ) তাঁর তরজমায় হুবহু এটাকেই ব্যবহার করেছেন। অথচ উর্দূ বাগধারায় এর অর্থ হলো সোনায় সোহাগা বা উত্তমের উপর উত্তম। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আলোর উপর আলোর। উদ্দেশ্যের দিক থেকে তরজমা করা যায়, 'অতিপ্রোজ্জ্বল জ্যোতি'।

কিতাবের তরজমায় বন্ধনীটি এসেছে ব্যাকরণের দাবীতে।

(ঝ) مباركة এর তরজমা পুতপবিত্র করা ঠিক নয়, কারণ এটি তার প্রতিশব্দ যেমন নয় তেমনি এখানে তা উদ্দেশ্যও নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃক্ষটির কল্যাণকরতা।

(ঞ) بالغدو والآصال (সর্বসকালে ও সর্বসন্ধ্যায়) বহুবচনের দিকে

লক্ষ্য রেখে এ তরজমা করা হয়েছে।

(ট) تتقلب (উল্টে যাবে); এর তরজমা কেউ কেউ করেছেন, বিপর্যস্ত হবে, এটা মর্মগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।

أسئلة

١- اشرح كلمتي الغدو والآصال .

٢- اشرح كلمة لا تلهي .

٣- أعرب قوله : نور على نور

٤- بم يتعلق قوله : ليجزي؟

٥- الله نور السموت والأرض এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- কিতাবে الزجاجة এর তরজমায় কাঁচের আবরণের পরিবর্তে কাঁচাবরণ কেন লেখা হয়েছে?

(٨) وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَآءً
حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُۥ لَمۡ يَجِدۡهُ شَيۡـٔٗا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ
حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوۡ كَظُلُمَٰتٖ فِي بَحۡرٖ لُّجِّيّٖ
يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَٰتُۢ
بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ
يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾ (النور : ٢٤ : ٣٩ — ٤٠)

بيان اللغة

سراب : ما يُشاهَد نصفَ النهار من اشتداد الحر، كأنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار وغيرها؛ ويضرب به المثل في الكذب والخداع وفيما لا حقيقة له؛ يقال : هو أخدع من السراب .

قيعة : القِيعة بمعنى القَاع، أو جمع قاعٍ، وهو المنبَسِط المستَوِي من الأرض، والجمع قِيعان؛ وهو واويّ، فصارت الواو ياء لكسر ما قبلها .

لجيّ : اللجي العميق الذي لا يُدْرَك قَعْرُه لِعمقه؛ منسوب إلى اللج أو اللجة، مُعْظَم الماء .

بيان الإعراب

الذين كفروا : مبتدأ ، والجملة التالية خبره .

بقيعة : الباء ظرفية تتعلق بصفة لـ : سراب ، وجملة يحسبه الظمآن ماء في محل جر ، صفة ثانية لـ : سراب .

أو كظلمات : عطف بأو على 'كسراب' و أو هذه للتقسيم، يعني أن عمل الكافر قسمان، قسم كالسراب، وهو العمل الصالح، وقسم كالظلمات، وهو العمل السيء .

في بحر : يتعلق بصفة لـ : ظلمات؛ ولجي صفة لـ : بحر؛ وجملة يغشاه موج صفة ثانية لـ : بحر؛ وجملة من فوقه موج صفة لفاعل يغشاه، وهو موج الأول؛ وجملة من فوقه سحاب صفة للمبتدأ المؤخر، وهو موج الثاني .

ظلمات : أي هذه ظلمات؛ وبعضها فوق بعض صفة لـ : ظلمات .

أخرج يده : فاعل أخرج ضمير لم يسبق له مرجع، لأنه معلوم، وهو الواقع في البحر .

الترجمة

আর যারা কুফুরি করে তাদের আমলসমূহ ধুধু মাঠে দেখা দেয়া মরীচিকার মত, যাকে ভাবে পিপাসার্ত, পানি। এমনকি যখন আসে

সে সেটার কাছে, তখন পায় না সে সেটাকে 'কিছু', বরং পায় আল্লাহর ফায়সালাকে সেটার নিকটে। তখন পূর্ণ করে দেন আল্লাহ্ তাকে তার (জীবনের) হিসাব। আর আল্লাহ্ হিসাবে দ্রুত।
কিংবা (তাদের আমল) অতলসমুদ্রের অন্ধকাররাশির ন্যায়, যাকে আচ্ছন্ন করে এমন ঢেউ, যার উপরে রয়েছে আরেক এমন ঢেউ যার উপরে রয়েছে মেঘ। (এগুলো) এমন অন্ধকারপুঞ্জ যার এক স্তর (রয়েছে) অপর স্তরের উপর। যখন বের করে সে নিজের হাত তখন আদৌ দেখতে পায় না তা। আর রাখেন না আল্লাহ্ যার জন্য নূর, তার জন্য থাকে না কোন নূর।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) كسراب بقيعة (ধুধু মাঠে [দেখা দেয়া] মরীচিকার মত) قيعة এর প্রতিশব্দরূপে 'মরুভূমি'র ব্যবহার ঠিক নয়। কারণ এর শাব্দিক অর্থ হল সমতল বিস্তৃত ভূমি।
কিতাবে বন্ধনীযুক্ত করে 'ধুধু মাঠে দেখা দেওয়া মরীচিকা' লেখা হয়েছে তারকীবের দাবী রক্ষা করে। 'ধুধু মাঠের মরীচিকা' লেখা যেতে পারে।

(খ) ظمآن এটাতে عطشان এর তুলনায় অতিশয়তা রয়েছে, সুতরাং পিপাসার্ত এর পরিবর্তে তৃষ্ণার্ত হবে অধিকতর উপযোগী।

(গ) حتى إذا جاءه لم يجده شيئا (এমনকি যখন আসে সে সেটার কাছে তখন পায় না সে সেটাকে 'কিছু') جاء এর তরজমা বিভিন্নজন লিখেছেন, উপস্থিত হওয়া, পৌঁছা, যাওয়া, উপনীত হওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের শব্দগত পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। بلغ বা ورد বা حضر এর পরিবর্তে جاء ব্যবহার করার কোন রহস্য নিশ্চয় আছে। সুতরাং তরজমায় সেটা লক্ষ্য রাখা দরকার। যদ্দুর মনে হয়, جاء এর মধ্যে ব্যাকুলতার দিকটি প্রাধান্যে আসে, বাংলায়ও তাই।
কেউ কেউ লিখেছেন, কিন্তু সে তার কাছে উপস্থিত হলে দেখবে, তা কিছু নয়। এ তরজমা নিখুঁত নয়। কারণ এ বাক্যশৈলীতে পানিভ্রমে মরীচিকার দিকে আসার দৃশ্যটি পূর্ণ গুরুত্ব লাভ করেনি।

থানবী (রহ) লিখেছেন, এমন কি যখন সে তার কাছে এল তখন কিছুই পেলো না। এটা সুন্দর তরজমা।

(ঘ) و وجد الله عنده (বরং পায় সে আল্লাহ্[র ফায়সালা]কে সেখানে) থানবী (রহ) উহ্য مضاف উল্লেখ করে তরজমা করেছেন, তাতে বক্তব্যের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়। কিতাবে সেটা করা হয়েছে বন্ধনীযোগে। তবে مضاف এর একটি বদলও যদি উহ্য ধরা হয়, যেমন- وجد قضاء الله الموت (আল্লাহর ফায়ছালা মৃত্যুকে পায়) তাহলে সম্ভবত উদ্দেশ্যটি সুস্পষ্ট হয়।

(ঙ) فوفاه حسابه সকলেই তরজমা করেছেন, তখন তিনি তাকে তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দেবেন/ দিলেন। অথচ এ মুহূর্তটি কর্মফল প্রদানের মুহূর্ত নয়, সেটা তো হবে আখেরাতে। এ দিকটি বিবেচনা করে থানবী (রহ) তরজমা করেছেন حسابه অর্থাৎ حساب عمره (তিনি তার আয়ুর হিসাব পূর্ণ করেছেন) তারপর إن الله سريع الحساب এর তরজমা লিখেছেন, আল্লাহ মুহূর্তের মধ্যে (আয়ুর) হিসাব করেন। অর্থাৎ আয়ুর হিসাব নির্ধারণে তাঁর মুহূর্ত বিলম্ব হয় না।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোরআনের অন্যান্য স্থানের মত এখানে বাক্যদু'টির সাধারণ অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এখানে এটি ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها এর সমার্থক।

(চ) في بحر لجي (অতল সমুদ্রের) প্রমত্ত সমুদ্রের- এ তরজমা ঠিক নয়। শায়খায়ন তরজমা করেছেন, 'গভীর সমুদ্রের'। এর অনুসারে বাংলায় লেখা হয়েছে, 'গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার'। কিতাবের তরজমাও এ অর্থটি ধারণ করে।

ظلمات এর বহুবচনগত দিকটি তরজমায় উঠে আসা দরকার।

(ছ) ظلمات بعضها فوق بعض ([এগুলো] এমন অন্ধকারপুঞ্জ যার এক স্তর রয়েছে অপর স্তরের উপর); এটি তারকীবানুগ তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'উপরে নীচে অনেকগুলো অন্ধকার রয়েছে'- এখানে অন্ধকার কিন্তু অনেকগুলো নয়, মোট তিনটি। এবং একটির উপর একটি। যেমন প্রথমে তলদেশের অন্ধকার, তার উপর উত্তাল ঢেউয়ের অন্ধকার, তার উপর মেঘের অন্ধকার।

أسئلة

١- ما معنى سراب؟

٢- اشرح كلمة وفى وتوفى .

٣- يحسبه الظمآن ماء، ما هو محل إعراب هذه الجملة ؟

٤- ما هو فاعل أخرج يده ؟

৫- كسراب بقيعة এর তরজমা যদি করা হয়, 'মরুভূমির মরীচিকার মত' তাহলে কী সমস্যা?

৬- و وجد الله عنده এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٩) إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا
كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ ۚ
إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ
وَرَسُولِهِۦ ۚ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ
مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَّا
تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ
يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قَدْ يَعْلَمُ
مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۟ ۗ
وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ ﴿٦٤﴾ (النور : ٢٤ : ٦٢ — ٦٤)

بيان اللغة

تسلل : انسَلَّ، أي خرج في خُفْية، ودون أن ينتبه إليه أحد؛ يقال : تسلل في الظلام ، تسلل من الزحام أو من الاجتماع؛ وتسلل اللص إلى البيت .

لواذا : (أي يلوذ و يتستر بعضهم ببعض، كي لا ينكشف تسللهم) .

قال الإمام الراغب : هو من لاوذ بشيء استتر به، ولو كان من لاذ لقيل : لياذا؛ (لأن التعليل على قاعدة تبدل الواو بعد الكسرة ياء يجري في قام يقوم قياما، ولايجري في قاوم مقاومة وقواما) .

فليحذر : حذر شيئا ومن شيء (س، حَذَرًا وحِذْرًا) : خاف واحترز .

بيان الإعراب

وإذا كانوا معه : الظرف متعلق بمحذوف، وهو خبر كانوا .

على أمر جامع : (أي على أمر يجمعهم في مكان، كالقتال مع الكفار، وصلاة الجمعة والعيدين وغيرها)؛ وهو متعلق بخبر كانوا .

لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم : المصدر مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل، وهو مفعول به؛ وبينكم، أي كائنا بينكم، فهو متعلق بحال من دعاء الرسول .

كدعاء بعضكم بعضا : الكاف بمعنى مثل، مفعول به ثان، وبعضكم فاعل معنى ومضاف إليه لفظا ، وبعضا مفعول به للمصدر .

لواذا : مصدر في موضع الحال، أي ملاوذين .

عن أمره : متعلق بـ : يخالفون لتضمنه معنى الصدّ والإعراض، ومفعول يخالفون محذوف، أي: يخالفون الله معرضين عن أمره.

أن تصيبهم فتنة : مفعول يحذر .

الترجمة

পূর্ণ মুমিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আর যখন থাকে তারা রাসূলের সঙ্গে সমবেতকারী কোন বিষয় নিয়ে তখন (সেখান থেকে চলে) যায় না তারা যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ করে তাঁর। নিঃসন্দেহে যারা অনুমতি গ্রহণ করে আপনার, ওরাই হল ঐ সমস্ত লোক যারা ঈমান রাখে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি। সুতরাং যখন অনুমতি প্রার্থনা করবে তারা আপনার কাছে তাদের কিছু প্রয়োজনের জন্য তখন অনুমিত দিন আপনি তাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা করেন। আর মাগফিরাত তলব করুন তাদের জন্য আল্লাহর কাছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

বানিয়ো না তোমরা তোমাদের মাঝে রাসূলের ডাক দেয়াকে তোমাদের একে অপরকে ডাক দেয়ার মত।

অবশ্যই জানেন আল্লাহ তাদেরকে যারা সটকে পড়ে তোমাদের থেকে আড়াল নিয়ে। সুতরাং যেন ভয় করে তারা যারা (আল্লাহর) বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যে, আক্রান্ত করবে তাদেরকে কোন বিপদ, কিংবা আক্রান্ত করবে তাদেরকে কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

শোনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহরই মালিকানাধীন যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যমীনে। অবশ্যই তিনি জানেন ঐ অবস্থা যার উপর তোমরা রয়েছো। এবং (জানেন) তাদেরকে প্রত্যাবর্তন করানোর দিনকে। সুতরাং অবহিত করবেন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। আর আল্লাহ্ প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণ অবগত।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله (পূর্ণ মুমিন তো তারাই যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি।) এখানে المؤمنون এর ال অব্যয়টি كمال বা পূর্ণতাজ্ঞাপক। তরজমায় সেটা বিবেচনা করা হয়েছে।

(খ) بالله ورسوله (আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি) 'আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি' এ তরজমাটি পূর্ণ নিখুঁত নয়। কারণ

برسوله و بالله এবং ورسوله بالله এর তরজমার মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করতে হবে।

(গ) على أمر جامع (সমবেতকারী কোন বিষয় নিয়ে) এটি পূর্ণ তারকীবানুগ ও শব্দানুগ তরজমা। কেউ কেউ লিখেছেন, সমষ্টিগত ব্যাপারে- মর্মগতদিক থেকে এটা ঠিক আছে, তবে তাতে أمر এর تنكير কে বিবেচনায় আনা হয়নি। 'সমষ্টিগত কোন বিষয়ে' হতে পারে।
থানবী রহ. এর তরজমা, যখন তারা রাসূলের কাছে এমন কোন কাজে নিয়োজিত থাকে যার জন্য যার জন্য জমায়েত করা হয়েছে। এটি ব্যাখ্যামূলক তরজমা, এধরনের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(ঘ) لم يذهبوا حتى يستأذنوه (যায় না তারা যতক্ষণ না অনুমতি নেয় তাঁর) এটি শব্দানুগ তরজমা। সরল তরজমা এরূপ- তারা তাঁর অনুমতি ছাড়া/ অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না।

(ঙ) لبعض شأنهم (তাদের কিছু কাজের জন্য) বিকল্প তরজমা- 'তাদের কোন প্রয়োজনে'।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, তাদের কোন কাজে বাইরে যাওয়ার জন্য- এখানে 'বাইরে যাওয়ার জন্য' কথাটি অতিরিক্ত, যার কোন প্রয়োজন নেই।

(চ) لا تجعلوا دعاء الرسول কেউ কেউ লিখেছেন- 'রাসূলের আহ্বানকে তোমরা তোমাদের একে অপরের আহ্বানের মত গণ্য কর না'। এখানে بينكم অংশটি বাদ পড়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة لواذا .

٢- اشرح كلمة فتنة .

٣- بم يتعلق قوله : على أمر جامع ؟

٤- أعرب قوله : لواذا .

٥- لم يذهبوا حتى يستأذنوه এর শব্দানুগ ও সরল তরজমা কর

٦- لبعض شأنهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর .

(١٠) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ
أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُوا۟
سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ
أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟
قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا
تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ
عَذَابًا كَبِيرًا ﴿١٩﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ
إِلَّآ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِى ٱلْأَسْوَاقِ ۗ
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ
بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ (الفرقان : ٢٥ : ١٧ – ٢٠)

بيان اللغة

بورا : بار (ن، بَوْرا و بَوارا) كسد و تعطل؛ قال تعالى : تجارة لن تبور.
قال الإمام الراغب : أصل البَوار فَرْطُ الكَساد، وهذا يُـؤَدِّي إلى الفساد والهلاك، فَعُبِّرَ بالبَوار عن الفساد والهلاك؛ قـال تعـالى : وأحلوا قومهم دار البوار .
قوم بور، أي قوم هلكى، جمع بائر؛ وقيل : هو مصدر يوصف به الواحد والجمع، فيقال رجل بور و قوم بور .

بيان الإعراب

وما يعبدون : عطف على مفعول يحشر؛ ويجوز أن تكون الواو للمعية .

ضلوا السبيل : السبيل معفول به إذا كان ضل بمعنى فقد، ومنصوب بنزع الخافض إذا كان مطاوع أضل، أي : ضل عن السبيل.

سبحنك : أي ننزهك تنزيها عما لا يليق بك .

ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء : المصدر المؤول فاعل ينبغي، وينبغي خبر كان، والضمير المستتر هو اسم كان، العائد على المصدر المؤول، لأنه مقدم رتبة .

من دونك : مفعول به ثان معنى، ومن أولياء مجرور لفظا منصوب محلا، لأنه مفعول تتخذ الأول، والمعنى : أن نتخذ غيرك أولياء .

من المرسلين : متعلق بمحذوف صفة لمفعول أرسلنا، والمعنى : وما أرسلنا قبلك أحدا من المرسلين .

إلا : أداة حصر، والاستثناء من عموم الأحوال، أي : ما أرسلنا أحدا في حال إلا حال كونهم يأكلون . وجملة إنهم حالية، ولذلك كسرت همزة إن ، كما كسرت لأجل اللام في الخبر .

فتنة : مفعول به ثان لـ : جعل، ولبعض متعلق بمحذوف، حال من فتنة، لأنه كان في الأصل صفة لـ : فتنة .

وكان ربك : حال من فاعل تصبرون، والعائد محذوف، أي بكم .

الترجمة

আর (স্মরণ কর ঐ দিনকে) যে দিন একত্র করবেন তিনি তাদেরকে এবং যেগুলোকে পূজা করতো তারা আল্লাহকে ছাড়া, অনন্তর বলবেন তিনি, তোমরাই কি গোমরাহ করেছ আমার এই বান্দাদেরকে না কি তারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে।

বলবে উপাস্যরা, আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করি; আমাদের পক্ষে তো সম্ভব নয় যে, গ্রহণ করব আমরা আপনার পরিবর্তে কোন অভিভাবকদল। তবে (ঘটনা এই যে,) ভোগসম্ভার দান করেছেন

আপনি তাদেরকে এবং তাদের পূর্বপুরুষদেরকে, এ পর্যন্ত যে ভুলে গেছে তারা উপদেশ। আর ছিল তারা ধ্বংসযোগ্য জাতি।

(আল্লাহ মুশরিকদের বলবেন) উপাস্যরা তো ঝুটলিয়েছে তোমাদেরকে তোমাদের কথিত বক্তব্যের ক্ষেত্রে। সুতরাং না পারবে তোমরা (শাস্তি) টলাতে, আর না (পারবে) সাহায্যপ্রাপ্ত হতে।

আর যে অবিচার করবে তোমাদের মধ্য হতে চাখাব আমি তাকে বিরাট আযাব।

আর প্রেরণ করিনি আমি আপনার পূর্বে রাসূলদের কাউকে, তবে এ অবস্থায় যে, অবশ্যই আহার করতো তারা খাদ্য এবং চলাফেরা করত হাটে-বাজারে।

আর (হে মানুষ!) করেছি আমি তোমাদের কতককে কতকের জন্য ফিতনা (পরীক্ষার বিষয়)। তো তোমরা কি ছবর করবে, এমন অবস্থায় যে আপনার প্রতিপালক অতিশয় অবলোকনকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) قالوا سبحنك (বলবে উপাস্যরা); এখানে স্পষ্টায়নের জন্য اسم ظاهر দ্বারা ضمير এর তরজমা করা হয়েছে।

(খ) ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء (আমাদের জন্য তো সম্ভব নয় যে, গ্রহণ করবো আমরা আপনার পরিবর্তে কোন অভিভাবকদল)

একটি তরজমায় আছে, আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে পারি না।

এখানে 'অন্যকে' হচ্ছে مفعول بـه আর 'অভিভাবকরূপে' হচ্ছে তামীয। তারকীবের এই পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়।

থানবী (রহ) লিখেছেন, আমাদের কী সাধ্য ছিল যে,.... মর্মগত দিক থেকে এ তরজমা সুন্দর। কিতাবে শায়খুলহিন্দ (রহ) এর শব্দানুগ তরজমা গ্রহণ করা হয়েছে। 'কোন অভিভাবকদল'– নাকেরাহ ও জমা, উভয় দিক বিবেচনা করে এ তরজমা করা হয়েছে।

وكانوا قوما بورا (আর ছিল তারা ধ্বংসযোগ্য জাতি) এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, আর তারা নিজেরাই বরবাদ হয়েছে।

(গ) فما تستطيعون صرفا ولا نصرا (না পারবে তোমরা শাস্তি টলাতে, আর না পারবে সাহায্যপ্রাপ্ত হতে।) এটি থানবী (রহ) এর অনুগামী তরজমা। তিনি বলেন, এ তরজমায় ইংগিত রয়েছে مصدر معروف হচ্ছে صرفا পক্ষান্তরে مصدر مجهول হচ্ছে نصرا

(ঘ) فقد كذبتم بما تقولــون (উপাস্যরা তো ঝুটলিয়েছে তোমাদেরকে তোমাদের কথিত বক্তব্যের ক্ষেত্রে)

তোমাদের কথা/বক্তব্য... এর পরিবর্তে তোমাদের কথিত বক্তব্য বলা হয়েছে مصدر مؤول কে বিবেচনায় রেখে।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'তোমরা যা বলতে তারা তো তা অস্বীকার করছে।' এটি তারকীবানুগ তরজমা নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة بورا .

٢- أعرب السبيل في قوله ضلوا السبيل .

٣- أعرب جملة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة .

٤- فقد كذبوكم بما تقولون এর তারকীবানুগ ও সরল তরজমা কর

٥- صـــرفا এর তরজমায় শাস্তি শব্দটি কীভাবে এসেছে? দুটি মাছদারের তরজমায় কী পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে?

٦- بما تقولون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا
ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَٰهُ إِلَيْنَا
قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا
وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ
ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ
مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِّنُحْـِۧىَ بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُۥ مِمَّا
خَلَقْنَآ أَنْعَٰمًا وَأَنَاسِىَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَٰهُ بَيْنَهُمْ
لِيَذَّكَّرُوا۟ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾ وَلَوْ شِئْنَا
لَبَعَثْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَٰفِرِينَ
وَجَٰهِدْهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ
ٱلْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾ (الفرقان : ٢٥ : ٤٥ – ٥٣)

بيان اللغة

سباتا : قال الإمام الراغب:أصل السَّبْتِ القطعُ، فمعنـــى يوم سبتهم يوم

قطعهم للعمل، ويوم لا يسبتون، معناه يوم لا يقطعون العمل؛ واستعمل سباتا بمعنى الراحة، لأن الراحة يقطع العمل .

النشور : الإنتشار، والنهار وقت الانتشار من أجل طلب المعاش .

نشر : تفرق وانتشر (ن، نشورا) .

نشر الشيءَ نَشْرا : فَرَّقه، بسطه، أذاعه؛ ونشر الخَشَبة : شَقَّها .

نشر الله الموتى (نَشْرا و نُشورا) : بعثهم وأحياهم .

ومنه يوم النشور .

مرج شيئا : خلطه (ن، مَرْجا)

فرات : شديد العذوبة

وماء ملح، أي مالح، وأجاج : شديد الملوحة .

بيان الإعراب

ألم تر إلى ربك : الرؤية هنا بصرية، وإلى ربك يتعلق بـ : تر على حذف مضاف، أي إلى صنيع ربك، لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله .

ساكنا : مفعول جعل الثاني، أي : ثابتا بجعل الشمس على وضع واحد.

ثم جعلنا الشمس عليه دليلا : حرف الجر يتعلق بمحذوف حال كانت في الأصل نعتا، وصارت الشمس دليلا على الظل، لأنه لولا الشمس لما عرف الظل .

حجرا محجورا : قال الإمام الراغب في مفرداته : أصل الحِجر (بسكون العين) أن يُجعلَ حول المكان حجارة؛ وسمي ما أحيط به بالحجارة

حجرا (كمسك)، ومنه حجر الكعبة، وديار ثمود، كما قال تعالى :
كذب أصحاب الحجر المرسلين .
وتُصُوِّرَ في الحجر معنى المنع، فقيل للعقل حجر، لأنه يمنع الإنسان مما تدعو إليه نفسه .

وحجرا محجورا : أي منعا لاسبيل إلى رفعه ودفعه .

حجر عليه (ن، حَجْرا) : منعه شرعا من التصرف في ماله.

بشرى : حال من مفعول أرسل، وبين يدي رحمته ظرف متعلق بمحذوف صفة لـ : بشرى .

ميتا : صفة لـ : بلدة، يستوي فيه المذكر والمؤنث .

مما خلقنا : متعلق بمحذوف حال، كانت في الأصل صفة، أي نسقيه أنعاما وأناسي كائنين مما خلقنا .

برزخا : مفعول به أول لـ : جعل، وبينهما ظرف يتعلق بمحذوف في موضع المفعول الثاني لـ : جعل .

وحجرا : معطوف على برزخا، ومحجورا صفة مؤكدة .

الترجمة

তুমি কি তাকাওনি তোমার প্রতিপালকের (কুদরতের) দিকে, কীভাবে প্রসারিত করেছেন তিনি ছায়াকে, অথচ যদি ইচ্ছা করতেন তিনি তাহলে অবশ্যই করে রাখতেন সেটিকে স্থির। তারপর নির্ধারণ করেছি আমি সূর্যকে ছায়ার (অস্তিত্বের) উপর প্রমাণ। তারপর সঙ্কোচিত করে এনেছি আমি একে আমার দিকে ধীর সঙ্কোচিত করা।

আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি বানিয়েছেন তোমাদের জন্য রাত্রকে আবরণ এবং নিদ্রাকে বিশ্রাম। আর বানিয়েছেন দিবসকে ছড়িয়ে পড়ার সময়।

আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি প্রেরণ করেন বায়ুকে সুসংবাদবাহীরূপে আপন অনুগ্রহের অগ্রে। আর বর্ষণ করি আমি আসমান থেকে

পবিত্রকারী পানি, যেন সজীব করি তা দ্বারা মৃত ভূখণ্ডকে এবং (যেন) পান করাই তা আমার সৃষ্টি হতে বহু চতুষ্পদ জন্তুকে এবং (বহু) মানুষকে। আর অতিঅবশ্যই বণ্টন করি আমি এই পানি তাদের মাঝে যেন চিন্তা করে তারা। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করে মানুষের অধিকাংশ (সবকিছুকে) কুফুরি ছাড়া। (কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অকৃতজ্ঞতাই শুধু প্রকাশ করে)।

আর যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে অবশ্যই প্রেরণ করতাম প্রত্যেক জনপদে একজন সতর্ককারী। সুতরাং আনুগত্য করবেন না আপনি কাফিরদের, বরং জিহাদ করুন তাদের বিরুদ্ধে কোরআন দ্বারা বিরাট জিহাদ করা।

আর তিনিই ঐ সত্তা যিনি একত্র করেছেন জলধিকে। এটি সুমিষ্ট, সুপেয়; আর এটি নোনা, খর; আর রেখেছেন উভয়ের মাঝে অন্তরায় এবং এক অনতিক্রম্য বাধা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ألم تـر إلى ربـك (তুমি কি তাকাওনি তোমার প্রতিপালকের দিকে); শায়খুলহিন্দ (রহ) فعل ও حـرف الجـر উভয়কে স্ব স্ব অর্থে বহাল রেখে লিখেছেন, 'তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালকের প্রতি। পক্ষান্তরে থানবী (রহ) إلى এর দিকে লক্ষ্য করে رؤية কে نظـر অর্থে গ্রহণ করে লিখেছেন, 'তুমি কি তাকাওনি তোমার প্রতিপালকের (কুদরতের) প্রতি, (তুমি কি লক্ষ্য করনি তোমার প্রতিপালকের কুদরত)

(খ) مد (প্রসারিত করেছেন) প্রলম্বিত/ বিস্তারিত করেছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন বলা ঠিক নয়।

(গ) قبضنه إلينـا قبضـا يسـيرا (সঙ্কোচিত করেছি আমার দিকে ধীর সঙ্কোচিত করা); কেউ কেউ লিখেছেন, গুটিয়ে এনেছি ধীরে ধীরে।

কিতাবের তরজমা তারকীবানুগ; পক্ষান্তরে উপরের তরজমায় 'যারফ' এর তারকীব এসেছে, তবে তা গ্রহণযোগ্য।

(ঘ) دليـل এর তরজমা কেউ লিখেছেন 'নির্দেশক', কেউ 'চিহ্ন বা আলামত'; সঠিক প্রতিশব্দ হল 'প্রমাণ'।

والنهار نشـورا (এবং দিবসকে ছড়িয়ে পড়ার /সমুত্থানের সময়) এখানে মূল তারকীব রক্ষিত হয়েছে। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'এবং দিনকে বানিয়েছেন উঠে বের হওয়ার জন্য।' তারকীব এখানে হেতুবাচক অর্থ গ্রহণ করে না।

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'এবং দিবসকে করেছেন জীবিত হওয়ার সময়।' যেহেতু নিদ্রা মৃত্যুতুল্য সেহেতু এর বিপরীত نشـور কে তিনি জীবন লাভ করার অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শায়খুলহিন্দ (রহ) ছড়িয়ে পড়া অর্থে নিয়েছেন। কারণ আয়াতের আবহ সেটাকেই সমর্থন করে।

(ঙ) بين يدي رحمته (আপন অনুগ্রহের অগ্রে) কেউ লিখেছেন, আপন অনুগ্রহের প্রাক্কালে। উভয় তরজমার উদ্দেশ্য একই।

থানবী (রহ) এর তরজমাটি তাকীবানুগ না হলেও সরল ও সাবলীল, 'তিনি তাঁর রহমতের বৃষ্টির পূর্বে বাতাস প্রেরণ করেন যা বৃষ্টির সুসংবাদ দান করে।

(চ) أنعام وأناسي كثيرا শায়খুলহিন্দ ও থানবী (রহ) এর মতে كثيرا দু'টোরই ছিফাত। তবে প্রথমজন পুনরুক্ত করেছেন, দ্বিতীয়জন করেননি; কিতাবে পুনরুক্ত শব্দটি বন্ধনীতে আনা হয়েছে।

(ছ) ليـذكروا (যেন তারা চিন্তা করে) ভিন্ন অর্থ, যেন তারা স্মরণ করে/ উপদেশ গ্রহণ করে।

(জ) فلا تطـع الكـافرين থানবী (রহ) আয়াতের মর্মকে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তরজমা করেছেন, আর আপনি কাফিরদেরকে খুশী করার কাজ করবেন না।

(ঝ) وجاهدهم به جهـادا كـبيرا (বরং জিহাদ করুন তাদের বিরুদ্ধে কোরআন দ্বারা বিরাট জিহাদ করা) শায়খায়ন লিখেছেন, আর কোরআনের সাহায্যে আপনি জোরেশোরে/ প্রবলভাবে তাদের মোকাবেলা করুন।

কেউ লিখেছেন, 'কঠোর সংগ্রাম করুন'। কিতাবে মূল শব্দটি রেখে সেটাকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে প্রকৃত

অর্থটি হারিয়ে না যায়, আর ব্যাখ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা যায়।

অবশ্য এ তরজমা হতে পারে, 'আর কোরআনের সাহায্যে তাদের মোকাবেলায় চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান'।

أسئلة

١- اشرح كلمة السبات .

٢- ما معنى مد؟

٣- أعرب قوله : بُشرى

٤- أعرب قوله : مما خلقنا

٥- وجعل النهار نشورا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- فلا تطع الكافرين এর 'থানবী তরজমা' আলোচনা কর

(٢) وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ ٱلْجَٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَٰمًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَٰمًا ﴿٦٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا
سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُوا۟ لَمْ يُسْرِفُوا۟
وَلَمْ يَقْتُرُوا۟ وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ (الفرقان : ٢٥ :
٦٣ – ٦٧)

بيان اللغة

هان فلان (ن، هُوْنا وهَوانا ومَهانَةً) : ذل .

هان عليه شيء (ن ، هَوْنا) : سهل وخف .

الهَوْن : الوقار والتواضع، الرفق (وهو مصدر وقع هنا موقع الصفة للمبالغة)

الهُوْن : الخِزْيُ والذُّلُّ .

هَيِّن : سهل، يسير؛ حقير؛ وقور، متواضع .

غراما : هلاكا وخسرانا لازما ودائما .

قَتَرَ فلان (ن، قَتْرًا) : ضاق عيشُه .

قَتَرَ على عِياله : ضَيَّق عليهم في النفَقة

قواما : عَدْلا، معتَدِلا وَسَطا .

بيان الإعراب

عباد : مبتدأ والموصول خبر المبتدأ .

هونا : مصدر وضع في موضع الحال بمعنى هينين؛ أو هو منصوب على المفعولية المطلقة ، كأنه وصف به المصدر، أي يمشون مشيا هونا .

سلاما : مفعول مطلق لفعل محذوف، أي نسلم سلاما؛ أو نائب المصدر المحذوف على أنه صفته، أي قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم .

ساءت : فعل تام بمعنى أحزنت والمفعول به محذوف، أي : إن جهنم أحزنت أصحابها، ومستقرا تمييز أو حال؛ ومقاما معطوف عليه؛ أجاز الزمخشري هذا الإعراب؛ وذهب البعض إلى أن ساء هنا فعل الذم ومستقرا تمييز .

وكان بين ذلك قواما : أي وكان الإنفاق معتدلا بين الإسراف والتقتير .

الترجمة

আর রহমানের বান্দা তারাই যারা বিচরণ করে ভূমির উপরে বিনম্রভাবে। আর যখন সম্বোধন করে তাদেরকে মূর্খরা তখন বলে তারা পাপ থেকে দূরে থাকার কথা/পাপ থেকে মুক্ত কথা।

এবং যারা রাত্রিযাপন করে, আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায়।

এবং যারা বলে, (হে) আমাদের প্রতিপালক হটিয়ে দিন আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব। (কারণ) তার আযাব তো চিরস্থায়ী। নিঃসন্দেহে তা বড় মন্দ, অস্থায়ী আবাস হিসাবে এবং স্থায়ী আবাস হিসাবে।

এবং যারা যখন খরচ করে অপচয় করে না এবং অতিকৃচ্ছতাও করে না বরং তাদের ব্যয় হয়ে থাকে এর মধ্যবর্তী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) يمشون على الأرض هونا (যারা বিচরণ করে ভূমির উপর বিনম্রভাবে) 'চলাফেরা করে বা চলে'– এর চেয়ে বিচরণ করে অধিক উত্তম। এখানে على الأرض এর প্রতিশব্দরূপে 'পৃথিবীতে' ঠিক নয়, কারণ এখানে তাদের পৃথিবীব্যাপী কোন কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়নি, বরং মাটির উপর তাদের চলার ধরণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

هونا কে حال ধরে তরজমা করা হয়েছে, 'বিনম্রভাবে'; কেউ কেউ লিখেছেন, নম্রতার/ বিনয়ের সঙ্গে।

উহ্য মাছদারের ছিফাতরূপে তরজমা হতে পারে, 'বিচরণ করে ভূমির উপরে/ভূমিতে বিনম্র বিচরণ'। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'লঘু পায়ে', শব্দানুগ না হলেও এটি গ্রহণযোগ্য। 'বিনম্র পদক্ষেপে'– এ তরজমাও হতে পারে।

(খ) قالوا سلاما (বলে তারা পাপ থেকে দূরে থাকার কথা/ পাপ থেকে মুক্ত কথা) অর্থাৎ এমন কথা যাতে তারা পাপ থেকে নিরাপদ/মুক্ত থাকতে পারে। এ তরজমার ভিত্তি হল قالوا قولا سالما عن الإثم এই তারকীবটি। আরো সরল তরজমা, 'বলে তারা পাপবর্জিত/ পাপমুক্ত কথা।'

قالوا نطلب سلاما এ তারকীব অনুসারে সরল তরজমা, 'আমরা চাই শান্তি।' একটি বাংলা তরজমায় আছে,' তারা বলে, সালাম'। ব্যাকরণের দিক থেকে এটি গ্রহণযোগ্য হলেও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সঠিক নয়।

(গ) يبيتــون لــربهم ســجدا وقيامــا (রাত্রিযাপন করে তারা, আপন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায়....) বিকল্প তরজমা– রাত জাগে আপন প্রতিপালকের জন্য, সিজদায় গিয়ে এবং দাঁড়িয়ে থেকে। এ তরজমায় لربهم হচ্ছে يبيتون এর সাথে সম্পৃক্ত।

(ঘ) إن عذابها كان غراما ([কারণ] তাঁর আযাব তো চিরস্থায়ী) এখানে বন্ধনী যোগ করে ইশারা করা হয়েছে যে, বাক্যটি হচ্ছে হেতুবাচক। বিকল্প তরজমা– এর আযাব তো ধ্বংসের কারণ– এখানে مضاف উহ্য ধরা হয়েছে, অর্থাৎ كان سبب غرام

(ঙ) مســتقر ও مقــام এর অর্থগত পার্থক্য তরজমায় উঠে এসেছে। কেউ লিখেছেন, 'বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসাবে', 'বসবাস' শব্দটি যে আবহ ধারণ করে তা এখানকার উপযোগী নয়।

(চ) ولم يقتــروا (এবং অতিকৃচ্ছ্রতাও করে না); 'কাতর' মানে শুধু কৃপণতা নয়, বরং ব্যয় করার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা করা। তাই কিতাবে এ তরজমা করা হয়েছে।

(ছ) وكان بــين ذلــك قوامــا *(বরং তাদের ব্যয় হলো এর মধ্যবর্তী)*; এখানে مرجــع উল্লেখপূর্বক তরজমা করা হয়েছে। একটি তরজমায় আছে, *'বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যপন্থায়'*। এর প্রথম অংশটি ঠিক নয় বরং লিখতে হবে, *'তাদের ব্যয় হচ্ছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যপন্থা'*।

أسئلة

١- اشرح كلمة هونا .

٢- ما معنى قتر؟

٣- أعرب قوله : هونا .

٤- بم يتعلق قوله : لربهم ؟

٥- এখানে على الأرض এর সঠিক প্রতিশব্দ আলোচনা কর

٦- لم يقتروا 'কৃপণতা করে না'– এ তরজমা আলোচনা কর

(٣) وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ
ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ وَمَن
يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ يَلۡقَ أَثَامٗا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفۡ لَهُ ٱلۡعَذَابُ يَوۡمَ
ٱلۡقِيَٰمَةِ وَيَخۡلُدۡ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ
وَعَمِلَ عَمَلٗا صَٰلِحٗا فَأُوْلَٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمۡ
حَسَنَٰتٖۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿٧٠﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا فَإِنَّهُۥ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابٗا ﴿٧١﴾ وَٱلَّذِينَ لَا
يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغۡوِ مَرُّواْ كِرَامٗا ﴿٧٢﴾
وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمۡ لَمۡ يَخِرُّواْ عَلَيۡهَا
صُمّٗا وَعُمۡيَانٗا ﴿٧٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ
أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا
﴿٧٤﴾ أُوْلَٰٓئِكَ يُجۡزَوۡنَ ٱلۡغُرۡفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوۡنَ
فِيهَا تَحِيَّةٗ وَسَلَٰمًا ﴿٧٥﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ حَسُنَتۡ مُسۡتَقَرّٗا
وَمُقَامٗا ﴿٧٦﴾ قُلۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بِكُمۡ رَبِّي لَوۡلَا دُعَآؤُكُمۡۖ فَقَدۡ
كَذَّبۡتُمۡ فَسَوۡفَ يَكُونُ لِزَامَۢا ﴿٧٧﴾ (الفرقان : ٢٥ : ٦٨ — ٧٧)

بيان اللغة

اللغو : كل كلام أو فعل باطل .

الزور : الباطل؛ شهادة الباطل؛ مجلس اللهو .

عَبَأَ شيئا (ف، عَبْئاً) : هَيَّأَه، يقال : عَبَـأَ المتاعَ، جعل بعضَه فوق بعض

ما عبأ به : لم يَعُدَّه شيئا، و لم يُبالِ به .

لزاما : (أي ملازما لكم في الآخرة)؛ المصدر بمعنى اسم الفاعل .

بيان الإعراب

الزور : إن كان يشهدون من الشهادة، فـ : الزور منصوب بنـزع الخافض، أي : لا يشهدون بالزور وبالباطل، وإن كان من الشهود فهو مفعول به، فالمعنى : لا يحضرون مجالس الأفعال القبيحة .

من أزواجنا : متعلق بمحذوف، حال من : قرة أعين، وهي في الأصل صفة لها .

إماما : مفعول به ثان، وللمتقين صفة تقدمت فصارت حالا .

و إماما مصدر على وزن فعال مثل قيام وصيام، فالأصل : ذوي إمام؛

أو هو مفرد أيمة، قام مقام الجمع، كما قال تعالى: نخرجكم طفلا .

بما صبروا : أي بسبب صبرهم على الطاعات والابتعاد عن الشهوات .

دعاؤكم : مبتدأ محذوف الخبر وجوبا، وجواب لولا محذوف للقرينة السابقة، أي : لولا دعاؤكم ربكم (ثابت) لم تكونوا شيئا يعبأ به .

الترجمة

এবং যারা ডাকে না আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহকে এবং হত্যা করে না যে নফসকে হারাম করে দেন আল্লাহ, তবে ন্যায়ভাবে, আর যিনা করে না। আর যে করবে তা সে ভোগ করবে সাজা। দ্বিগুণ করে দেয়া হবে তার জন্য আযাব, কেয়ামতের দিন; আর চিরস্থায়ী হবে সে তাতে লাঞ্ছিত অবস্থায়, তবে যারা তাওবা করবে এবং ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তো ওরা, পরিবর্তন করে দেবেন

আল্লাহ্ তাদের গোনাহগুলো নেক আমল দ্বারা। আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, দয়াশীল।

আর যে তাওবা করে এবং নেক আমল করে সে তো ফিরে আসবে আল্লাহর দিকে বিশেষভাবে।

এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না, আর যখন পাশ দিয়ে যায় তারা বেহুদা মশগলার তখন অতিক্রম করে যায় (তা) ভদ্রভাবে।

এবং যারা, যখন উপদেশ দেয়া হয় তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা তখন পড়ে না তার উপর বধির ও অন্ধ হয়ে।

এবং যারা বলে, (হে) আমাদের প্রতিপালক, দান করুন আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির দিক থেকে চক্ষু শীতলতা এবং বানিয়ে দিন আমদেরকে মুত্তাকীদের জন্য ইমাম।

ওরা, প্রতিদান দেয়া হবে তাদেরকে 'বালাখানা' তাদের অবিচল থাকার কারণে এবং প্রদান করা হবে তাদেরকে (ফিরেশতাদের পক্ষ হতে) অভিবাদন ও সালাম; এমন অবস্থায় যে, চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। কত না উত্তম তা অবস্থানস্থল হিসাবে এবং আবাস হিসাবে।

বলুন আপনি, কোন পরোয়া করবে না তোমাদের, আমার প্রতিপালক যদি তাকে না ডাক; তো তোমরা তো তাকে ঝুটলিয়েই সেরেছো, সুতরাং অতিসত্বর হবে তার পরিণাম (তোমাদের জন্য) অনিবার্য।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وكان الله غفورا رحيما (আর আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল ও দয়াশীল) এখানে كان অব্যয়টি দ্বারা যে জোরালো ভাব আসে সেটা তুলে আনার জন্য 'তো' ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) 'বিশেষভাবে' এটি متاب এই مفعول مطلق এর তরজমা। থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন, অর্থাৎ তিনি এটিকে প্রকারবাচক ধরেছেন। তাকীদের জন্য হলে তরজমা হবে অবশ্যই তারা ফিরে আসবে....

(গ) لا يشهدون الزور (মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না) থানবী (রহ) লিখেছেন, বেহুদা কাজে শামিল হয় না, শায়খুলহিন্দ (রহ) 'বেহুদা কাজ' এর স্থানে লিখেছেন, جھوٹے کام সেটার ভুল অনুকরণে

একজন বাংলা করেছেন, 'তারা মিথ্যাকাজে যোগদান করে না।' আসলে جهوٹے کام মানে বেহুদা কাজ, মিথ্যা কাজ নয়। বেহুদা কাজের প্রসঙ্গটি পরবর্তী আয়াতে আছে, সেহেতু বক্তব্যের ব্যাপকায়নের জন্য বিভিন্ন তাফসীরের ভিত্তিতে কিতাবে এ তরজমা করা হয়েছে।

(ঘ) وإذا مروا باللغو مـــروا كرامــا (আর যখন পাশ দিয়ে যায় তারা বেহুদা মশগলার তখন অতিক্রম করে যায় তারা [তা] ভদ্রভাবে) এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) এর মতে لغــو অর্থ খেলাধূলার স্থান, আর كرامـــا এর অর্থ ভাবগম্ভীরভাবে।

দু'টি বাংলা তরজমা, 'যখন অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হয় তখন স্বীয় মর্যাদার সহিত উহা পরিহার করিয়া চলে।'/ '....তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।' মূল থেকে অতিদূরবর্তিতার কারণে এ তরজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

(ঙ) لم يخروا عليها صما وعميانـــا (তার উপর পড়ে না বধির ও অন্ধ হয়ে) শায়খায়নের অনুকরণে এটি শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা। সরল তরজমা হল, 'তখন তার প্রতি বধির ও অন্ধসদৃশ আচরণ করে না।'

(চ) هب لنا من أزواجنا و ذريتنـــا قـــرة ... (দান করুন আমাদেরকে আমাদের স্ত্রীদের এবং আমাদের সন্তান-সন্ততির দিক থেকে চক্ষুর শীতলতা), একটি বাংলা তরজমায় আছে- আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর। 'আমাদের জন্য দান কর' এখানে অতিশাব্দিকতা রয়েছে। আর দ্বিতীয় 'আমাদের জন্য' হচ্ছে অতিরিক্ত।

(ছ) يلقـــون (প্রদান করা হবে তাদেরকে) জালালাইনের তাফসীর- لقـــاهم أي أعطـــاهم এর ভিত্তিতে থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, তাদেরকে সেখানে নিতে আসবে। এটা মূল থেকে বেশ দূরবর্তী। উভয় শায়খ تحيـــة এর তরজমা করেছেন 'দুআ'। থানবী (রহ) ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, চিরস্থায়িত্বের দুআ।

أسئلة

١- اشرح كلمتي صم وعميان .

٢- ما معنى اللغو؟

٣- أعرب قوله : الزور

٤- أعرب قوله : دعاؤكم

٥- متابا এর কী তরজমা হবে বল কোন তারকীব অনুযায়ী

٦- لم يخروا عليها ... এর সরল তরজমা কর

(٤) طسٓمٓ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ
نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَٰقُهُمْ لَهَا خَٰضِعِينَ ﴿٤﴾ وَمَا يَأْتِيهِم
مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا۟ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾
فَقَدْ كَذَّبُوا۟ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنۢبَٰٓؤُا۟ مَا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ
﴿٧﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ
رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩﴾ (الشعراء : ٢٦ : ١ — ٩)

بيان اللغة

باخع : بخع نفسه (ف، بَخْعاً و بُخوعًا) : قتل نفسه غيظا أو غَمًّا .

خضع له : ذل له وانقاد؛ خضع رأسه : حناه

محدث : كل ما قَرُبَ عَهْدُه فهو محدث وحديث .

بيان الإعراب

لعلك : لعل هنا للإشفاق و بمعنى الأمر، أي ارحم نفسك وَارْفُقْ بِها .

ألا يكونوا مؤمنين : المصدر المؤول المنفي مفعول لأجله، أي لامتناع إيمانهم.

إن نشأ : أي : إيمانهم

من السماء : متعلق بـ : نـزل؛ أو بمحذوف صفة لآية، تقدمت عليها فصارت حالا منها .

فظلت ... الفاء للعطف على الجواب، أو للاستيناف؛ وظلت بمعنى المضارع.

وصح مجيء خاضعين خبرا عن الأعناق، والخضوع من خصائص العقلاء، لأن المراد الرؤساء ، أي : فظلوا لها خاضعين .

وقيل : إنه على حذف مضاف، أي فظل أصحاب الأعناق، ثم حذف و بقي الخبر كما كان قبل الحذف مراعاة للمحذوف

من الرحمن : متعلق بمحذوف صفة لـ : ذكر

محدث : صفة ثانية لـ : ذكر .

وكلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول، فمعنى محدثٍ حديثٍ نُزولُه .

إلا كانوا عنها معرضين : إلا أداة حصر، وما بعدها حال، لأن الاستثناء من عموم الأحوال، أي : ما يأتيهم ذكر في حال من الأحوال إلا حالَ إعراضِهم .

فقد كذبوا فسيأتيهم : فاء فقد استئنافية، وفاء فسيأتيهم فصيحة، أي : إذا كذبوا فسيأتيهم عاقبة تكذيبهم واستهزائهم .

كم أنبتنا : كم خبرية في محل نصب مفعول أنبتنا .

من كل زوج : تمييز كم الخبرية .

الترجمة

তা-সীন-মীম। সেগুলো আয়াত সুস্পষ্ট কিতাবের। আপনি তো দেখি নিজের জান শেষ করে ফেলবেন, তারা মুমিন হচ্ছে না বলে। যদি ইচ্ছা করি আমি তাহলে অবতীর্ণ করতে পারি তাদের উপর আসমান থেকে বিরাট কোন নিদর্শন; ফলে হয়ে যাবে তাদের গর্দান তার সামনে অবনত।

আর আসে না তাদের কাছে রহমানের পক্ষ হতে নতুন কোন উপদেশবাণী, কিন্তু তারা তা থেকে বিমুখ হয়ে পড়ে।

বস্তুত তারা ঝুটলিয়েছে, সুতরাং এসে যাবে তাদের কাছে ঐ বিষয়ের প্রকৃতবার্তা যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।

তারা কি তাকায় না ভূমির দিকে, কত উদ্ভিদ উদ্গত করেছি প্রত্যেক উৎকৃষ্ট প্রকার থেকে। নিঃসন্দেহে রয়েছে তাতে বড় নিদর্শন, কিন্তু নয় তাদের অধিকাংশ মুমিন। আর অতিঅবশ্যই আপনার প্রতিপালকই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) لعلك باخع نفسك (আপনি তো দেখি, নিজের জান শেষ করে ফেলবেন, তারা ঈমান আনছে না বলে!) 'নিজেকে শেষ করে ফেলবেন' হতে পারে।

لعل এর প্রতিশব্দ হল 'হয়ত'; কিন্তু এখানে لعل এসেছে নবীর প্রতি দয়া ও করুণা প্রকাশের জন্য, যা কিতাবের তরজমায় ফুটে উঠেছে।

باخع نفسك এর বাংলা করা হয়, 'আত্মবিনাশী হবেন/ আত্মঘাতী হবেন/ নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন' এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়।

أن لا يكونوا مؤمنين (তারা মুমিন হচ্ছে না বলে) থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তাদের ঈমান না আনার কারণে।' শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'এ কথার উপর যে, তারা বিশ্বাস করে না।'

ألا يؤمنوا এবং لا يكونوا مؤمنين أ এর পার্থক্যটি বিবেচনায় এনে কিতাবের তরজমাটি করা হয়েছে।

বাংলা তরজমাগুলোতে আছে, হয়ত মনোকষ্টে/ মনের দুঃখে/ মর্মব্যথায়– এ সংযোজনের প্রয়োজন নেই, বরং باخع نفسك এর এমন তরজমা করা দরকার যার আবহে মর্মব্যথা বিদ্যমান থাকবে। এজন্য থানবী (রহ) লিখেছেন, 'জান শেষ করে ফেলবেন'। 'জান দিয়ে দেবেন' হতে পারে।

(খ) آية সকলে তরজমা করেছেন, একটি/ কোন নিদর্শন। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'বিরাট এক নিদর্শন', অর্থাৎ آية এর تنكير কে তিনি 'বিরাটত্ব' অর্থে গ্রহণ করেছেন, যা এ স্থানের দাবী।

(গ) فظلت أعناقهم একটি তরজমায় আছে, ফলে তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। মর্মগত দিক থেকে এটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তাতে আলঙ্কারিক সৌন্দর্যটি অনুপস্থিত।

أسئلة

١- اشرح كلمة بخع .

٢- ما معنى زوج؟

٣- ما هو محل إعراب المصدر المؤول في قوله تعالى : لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟

٤- كيف صح مجيء خاضعين خبرا عن الأعناق؟

٥- ألا يكونوا مؤمنين এর তরজমা আলোচনা কর

٦- آية এর তরজমা বিরাট নিদর্শন করা হয়েছে কিসের ভিত্তিতে?

(৫) وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ
مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا
عَٰكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ

يَنفَعُونَكُمۡ أَوۡ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُواْ بَلۡ وَجَدۡنَآ ءَابَآءَنَا
كَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَءَيۡتُم مَّا كُنتُمۡ تَعۡبُدُونَ
﴿٧٥﴾ أَنتُمۡ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلۡأَقۡدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمۡ عَدُوّٞ لِّىٓ
إِلَّا رَبَّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهۡدِينِ ﴿٧٨﴾
وَٱلَّذِى هُوَ يُطۡعِمُنِى وَيَسۡقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ
يَشۡفِينِ ﴿٨٠﴾ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحۡيِينِ ﴿٨١﴾ وَٱلَّذِىٓ
أَطۡمَعُ أَن يَغۡفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوۡمَ ٱلدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ
هَبۡ لِى حُكۡمٗا وَأَلۡحِقۡنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾
وَٱجۡعَل لِّى لِسَانَ صِدۡقٖ فِى ٱلۡأٓخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَٱجۡعَلۡنِى
مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَٱغۡفِرۡ لِأَبِىٓ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ
ٱلضَّآلِّينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخۡزِنِى يَوۡمَ يُبۡعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوۡمَ لَا
يَنفَعُ مَالٞ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنۡ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلۡبٖ
سَلِيمٖ ﴿٨٩﴾ (الشعراء : ٢٦ : ٦٩ — ٨٩)

بيان اللغة

عٰكفين : عكف في المكان (ن، عَكْفًا، عُكوفا) : أقام فيه ولزمه .

عكف على شيء : أقبل عليه ولزمه و لم ينصرف عنه .

حكما : الحكم العلم والفقه والحكمة .

بيان الإعراب

إذ قال : في محل نصب بدل من نبأ بدل اشتمال .

كذلك يفعلون : الجملة مفعول به ثان لـ : وجد؛ وكذلك أي يفعلون فعلا مثل ذلك الفعل؛ أو هو مفعول به مقدم لـ : يفعلون .

أفرأيتم ما كنتم تعبدون : الهمزة للاستفهام الإنكاري المتضمن معنى الاستهزاء؛ ورأيتم في مثل هذا التعبير تكون بمعنى أخبروني، فتتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول هنا الموصول، والثاني محذوف، وهو جملة تقديرها : هل هو جدير بالعبادة .

أو تكون بمعنى عرفتم، فتنصب مفعولا واحدا، والمعنى : هل تأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون؛ فالفعل معطوف على المحذوف، وقد تقدم شرح مثل هذا التركيب .

إلا رب العلمين : الاستثناء هنا منقطع، لأن المستثنى لا يدخل في المستثنى منه .

الذي خلقني فهو يهدين : في موضع النصب على النعت أو البدل؛ أو في موضع الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف و الفاء استئنافية .

أن يغفر : المصدر المؤول في محل نصب بنزع الخافض .

واجعل لي .. : أي اجعل لسانا صدقا ثابتا لي حال ثبوته في الآخرين .

إلا من أتى الله بقلب سليم : أي لا ينفع أحدا إلا من ..، وبقلب سليم متعلق بـ : أتى؛ والباء متعلق بمحذوف حال؛ والباء للمصاحبة، أي : متلبسا بقلب سليم.

الترجمة

শোনান আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের ঘটনা, যখন বললেন তিনি তার পিতা এবং তার সম্প্রদায়কে, কিসের ইবাদত কর তোমরা?

বলল তারা, পূজা করি আমরা কতিপয় মূর্তির, অনন্তর থাকব আমরা সেগুলোর প্রতি একনিষ্ঠ।

বললেন তিনি, শোনে কি তারা তোমাদের কথা যখন ডাক তোমরা বা উপকার করে তোমাদের কিংবা ক্ষতি করে?

বলল তারা, (না,) বরং পেয়েছি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এরূপ করা অবস্থায়।

বললেন তিনি, আচ্ছা, তো দেখেছ কি তোমরা (সেগুলোর অবস্থা) যেগুলোর পূজা কর, তোমরা এবং তোমাদের প্রাচীনতম পূর্বপুরুষেরা। যাক, এরা কিন্তু শত্রু আমার, তবে রাব্বুল আলামীন (শত্রু নন), যিনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে, বস্তুত তিনিই হেদায়াত দান করবেন আমাকে। এবং যিনি আহার দান করেন আমাকে এবং পান করান। আর যখন অসুস্থ হই তখন তিনিই শিফা দান করেন আমাকে এবং যিনি মৃত্যু দান করবেন আমাকে, তারপর জীবন দান করবেন এবং যিনি আশা করি যে, ক্ষমা করে দেবেন আমার 'ভুলত্রুটি' বিচারের দিন।

(হে) আমার প্রতিপালক, দান করুন আমাকে প্রজ্ঞা এবং যুক্ত করুন আমাকে সৎলোকদের সঙ্গে এবং সাব্যস্ত করুন আমার জন্য সত্যনিষ্ঠ 'প্রশংসামুখ' পরবর্তীদের মাঝে।

এবং গণ্য করুন আমাকে নেয়ামতে পূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের থেকে এবং ক্ষমা করুন আমার পিতাকে। অবশ্যই ছিলেন তিনি ভ্রষ্টদের মধ্য হতে। আর লাঞ্ছিত করেন না আমাকে তাদের পুনর্জীবিত করার দিন, যেদিন না উপকার করবে সম্পদ না পুত্রদল; তবে যে আসবে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أصناما (কতিপয় মূর্তির); তরজমায় অনির্দিষ্ট বহুবচনের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। 'মূর্তির পূজা করি' এ তরজমা নিখুঁত নয়।

(খ) فنظل لها عاكفين (অনন্তর থাকব আমরা সেগুলোর প্রতি একনিষ্ঠ); থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আর আমরা সেগুলোরই উপর জমে বসে থাকি।' এটি তারকীবানুগ ও শব্দানুগ তরজমা, সুতরাং গ্রহণযোগ্য।

শায়খুলহিন্দ (রহ) ظــل এর 'সময়-বন্ধন' কে বিবেচনায় নিয়ে তরজমা করেছেন, 'অনন্তর সারাদিন/ দিনভর সেগুলোরই কাছে লেগে বসে থাকি (সারাদিন এগুলোকেই নিষ্ঠার সাথে আকড়ে থাকি)।' কিন্তু সম্ভবত সময়-বন্ধন এখানে উদ্দেশ্য নয়।

একটি বাংলা তরজমা, 'এবং আমরা নিষ্ঠার সহিত উহাদের পূজায় নিরত থাকব।' শব্দস্ফীতি সত্ত্বেও এটি গ্রহণযোগ্য।

(গ) وجدنا آباءنا كـذلك يفعلـون (বরং পেয়েছি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এরূপ করা অবস্থায়।); থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আমরা আমাদের বড়দের এরূপ করতে দেখেছি'; তিনি বোঝাতে চান যে, নিছক বংশগত পূর্বপুরুষ এখানে উদ্দেশ্য নয়।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আমরা পেয়েছি আমাদের বাপদাদাদেরকে এ কাজই করতে।

কিতাবের তরজমায় وجـدنا এর মূল প্রতিশব্দ বহাল রাখা হয়েছে। বাপদাদা-এর পরিবর্তে পিতৃপুরুষ শব্দটি সুশীল।

(ঘ) أفرأيتم শাব্দিকতা ও ভাব দুটো রক্ষা করে শায়খায়ন যে তরজমা করেছেন, কিতাবে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

বিকল্প তরজমা– (ক) আচ্ছা, তোমরা কি তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখো যাদের তোমরা পূজা কর?

(খ) আচ্ছা, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, কিসের পূজা করছ?

এখানে مـا কে প্রশ্নবাচক ধরা হয়েছে, এতে শব্দপরিমিতি রক্ষিত হয়েছে।

(ঙ) خطيئة এর প্রতিশব্দরূপে অপরাধ/ত্রুটি বিচ্যুতি/অন্যায়', এগুলো যথার্থ নয়; তদ্রূপ يـوم الـدين এর যথার্থ প্রতিশব্দ কেয়ামতের দিন নয়। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, انصاف کا دن

(চ) واجعل لي لسان صدق في الآخرين (আর সাব্যস্ত করুন আমার জন্য সত্যনিষ্ঠ প্রশংসার মুখ, পরবর্তীদের মাঝে) এটি যথাসম্ভব শব্দানুগ তরজমা।

বিকল্প তরজমা– পরবর্তীদের মাঝে আমাকে সুখ্যাতি দান করুন।

একটি তরজমায় আছে, 'আমাকে পরবর্তীদের মাঝে যশস্বী কর।' এখানে صدق এর দিকটি আসেনি, সুখ্যাতির 'সু' দ্বারা কিছুটা আসে।

অন্য তরজমায় আছে, 'আমাকে পরবর্তীদের মাঝে সত্যভাষী কর', এটি অশুদ্ধ তরজমা।

(ছ) سليم বিভিন্নজন এর প্রতিশব্দ লিখেছেন, সুস্থ/পবিত্র/ ভালো/নির্দোষ/ বিশুদ্ধ– শেষ শব্দটি অধিকতর উপযোগী।

أسئلة

١– اشرح كلمة ورثة .

٢– اشرح كلمة عكف .

٣– أعرب قوله : كذلك يفعلون .

٤– ما محل إعراب المصدر المؤول : أن يغفر لي؟

৫– তরজমায় أصناما এর কোন কোন দিক রক্ষিত হয়েছে? কিতাবের

৬– واجعل لي لسان صدق في الآخرين এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ
يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ
﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ
﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن

شَـٰفِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ (الشعراء : ٢٦ : ٩٩ – ١٠٤)

بيان اللغة

أزلفه : قربه و قدمه .

كبكبه : رماه في الهُوّة، أي الحُفْرة العميقة .

بيان الإعراب

أينما كنتم تعبدون من دون الله : ما الموصولة مبتدأ، وأين متعلق بالخبر المحذوف، ومن دون الله متعلق بمحذوف حال .

إن كنا : إن مخففة من المثقلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف .

إذ نسويكم : إذ ظرف متعلق بفعل محذوف دل عليه ضلال، ولا يجوز أن يتعلق بـ : ضلال، لأن المصدر الموصوف لا يعمل بعد الوصف؛ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية .

فلو أن لنا كرة : الفاء استئنافية، ولو للتمني هنا، فالمعنى : ليت لنا كرة، والمصدر المؤول مبتدأ والخبر محذوف، أي فلو رجوعنا حاصل، ولك أن تقول : المصدر المؤول مفعول لفعل مفهوم من لو، أي نتمنى رجوعنا.

ويجوز أن تكون لو للشرط على أصلها، أي : لو ثبت رجوعنا لعملنا صالحا .

الترجمة

আর নিকটবর্তী করা হবে জান্নাত মুত্তাকীদের জন্য, আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম ভ্রষ্টদের জন্য। আর বলা হবে তাদেরকে, কোথায় তারা তোমরা যাদের পূজা করতে, আল্লাহ্‌র পরিবর্তে?
সাহায্য করতে পারে কি তারা তোমাদেরকে কিংবা আত্মরক্ষা করতে পারে!
অনন্তর অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে সেখানে, তাদেরকে এবং ভ্রষ্টদেরকে এবং ইবলীসের বাহিনীকে সকলকে। বলবে তারা এমন অবস্থায় যে, তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হবে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো ছিলাম স্পষ্ট ভ্রান্তিতে, যখন সমকক্ষ সাব্যস্ত করতাম তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের। (কেউ) ভ্রষ্ট করেনি আমাদের (এই বড়) অপরাধী ছাড়া। তাই তো নেই আমাদের জন্য কোন সুফারিশকারী, এবং নেই কোন সুহৃদ বন্ধু। তো হায়, যদি হত আমাদের জন্য প্রত্যাবর্তন, যাতে আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারি!
অতিঅবশ্যই তাতে রয়েছে বড় নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ মুমিন নয়। আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ينتصرون (আত্মরক্ষা করতে পারে); এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তারা কি প্রতিশোধ নিতে পারে!'
অভিধানে দু'টো তরজমারই অবকাশ আছে, তবে প্রথমটি এখানে অধিকতর উপযোগী।

(খ) فكبكبوا فيها هم ... (অনন্তর অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে তাদেরকে সেখানে); এটি শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা। একটি বাংলা তরজমা, 'অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং ইবলীসের
বাহিনীর সকলকেও।' এতে বোঝা যায় أجمعون শুধু جنود إبليس এর তাকীদ, অথচ এটি তিন প্রকারেরই তাকীদ।

(গ) المجرمون এর ال হচ্ছে বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। এটা বিবেচনা করে থানবী (রহ) লিখেছেন, 'এই বড় অপরাধীরা'।
কিতাবের তরজমায় বিশিষ্টতার অর্থটিকে বন্ধনীতে আনা হয়েছে।
المجرمون এর অর্থ কেউ কেউ করেছেন, দুষ্কৃতিকারীরা।

أسئلة

١- اشرح كلمة الغاوين .

٢- ما معنى أزلف؟

٣- بم يتعلق إذ الظرفية؟

٤- اشرح إعراب قوله : فلو أن لنا كرة .

٥- ينتصرون এর তরজমা আলোচনা কর

٦- المجرمون এর তরজমা আলোচনা কর

(٧) كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا
تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ
﴿١٢٦﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطَشْتُم
بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَٱتَّقُوا۟
ٱلَّذِىٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعَٰمٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

وَجَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ يَوۡمٍ
عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡنَآ أَوَعَظۡتَ أَمۡ لَمۡ تَكُن مِّنَ
ٱلۡوَٰعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلۡأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحۡنُ
بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَٰهُمۡۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗۖ وَمَا
كَانَ أَكۡثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

(الشعراء : ٢٦ : ١٢٣ – ١٤٠)

بيان اللغة

الرِّيع : المرتفِع من الأرض، وكل طريقٍ أو الطريقُ المنفرِج في الجبل، والجمع رُيوع .

رِيعان كل شيء : أوّلُه وأفضله؛ يقال ريعان الشباب .

آية : الآية العلَم يَهتدِي به المارَّةُ، وكان بِناؤُها عَبَثًا، لأنهم كانوا يهتدون في أسفارهم بالنجوم، فلا يحتاجون إليها .

ويحتمل أن يكون المراد بها القصور المشيدة، كانوا يرفعون بناءها، ويجتمعون فيها ويعبثون .

مصانع : جمع مصنعة : وهو الحوض أو البِرْكة، كانوا يَصنعون المصانع ويجمعون فيها الماء، وأيضا المصانع الحصون .

بيان الإعراب

تعبثون : في موضِع نصب حالٌ من واو تبنون؛ أي تعبثون بها؛ وتتخذون معطوف على تبنون .

لعلكم تخلدون : وجملة الرجاء في موضع نصب على الحال، أي راجين الخلود في الدنيا .

فاتقوا الله : الفاء الفصيحة، أي : إذا علمتم قبح أعمالكم فاتقوا الله .

أمدكم بأنعام وبنين : الجملة بدل من السابقة بَدَلَ بعضٍ من كل، لأنها أَخَصُّ من الأولى باعتبار متعلَّقَيْهما؛ أو هي مفسرة للأولى .

ويشترط في بدل الجملة من الجملة أن تكون الثانية أوفى من الأولى في تأدية المراد، ولذلك لا يقع البَدَلُ المطابِقُ في الجمل، وإنما يقع بَدَلُ البعض مِنَ الكل أو بَدَلُ الاشتمال .

علينا : متعلق بـ سواء .

الترجمة

আদ (সম্প্রদায়) রাসূলদের ঝুটলিয়েছে, যখন বললেন, তাদেরকে তাদের ভাই হূদ, তোমরা কি ভয় করবে না (আল্লাহকে)! আমি তো তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং ভয় কর তোমরা আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার। আর চাই না আমি তোমাদের কাছে এর উপর কোন প্রকার প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো শুধু রাব্বুল আলামীনের যিম্মায়। তোমরা কি নির্মাণ কর প্রত্যেক উচ্চ স্থানে নিদর্শন নিছক খেলা করে। এবং গ্রহণ করছ বড় বড় প্রাসাদ এ আশায় যে, চিরকাল থাকবে তোমরা। আর যখন পাকড়াও কর তোমরা তখন পাকড়াও কর স্বেচ্ছাচারী/ পরাক্রমী হয়ে। সুতরাং ভয় কর তোমরা আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার। এবং ভয় কর ঐ সত্তাকে যিনি সাহায্য করেছেন তোমাদেরকে ঐ সকল নেয়ামত দ্বারা যা তোমরা জানো; সাহায্য করেছেন তিনি তোমাদেরকে চতুষ্পদজন্তু ও পুত্রদল (দ্বারা) এবং বাগবাগিচা ও ঝরণারাশি দ্বারা। অবশ্যই আমি আশঙ্কা করি তোমাদের বিষয়ে এক মহাদিবসের শাস্তি।

বলল তারা, সমান আমাদের জন্য তোমার উপদেশ দেয়া, বা তোমার উপদেশদাতা না হওয়া। এ তো শুধু আগের লোকদের অভ্যাস। আসলে আমরা কিছুতেই হবো না আযাবগ্রস্ত।

তো ঝুটলাল তারা তাকে, তখন ধ্বংস করলাম আমি তাদেরকে। নিঃসন্দেহে রয়েছে তাতে বড় শিক্ষার বিষয়। আর ছিল না তাদের অধিকাংশ মুমিন। আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) عـــاد সকলেই লিখেছেন 'আদ জাতি/ সম্প্রদায়'। শায়খুলহিন্দ (রহ) শুধু 'আদ' লিখেছেন। কিতাবের তরজমায় সম্প্রদায় শব্দটি বন্ধনীতে এনে বোঝানো হয়েছে যে, শব্দটি না থাকলেও চলে।

(খ) من أجر (কোন প্রকার প্রতিদান) أجرا এবং من أجر এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তরজমায় সেটা নির্দেশ করা দরকার।

(গ) آيـــة (নিদর্শন); স্মৃতিস্তম্ভ; লিখলে দু'টি ত্রুটি। তারা শুধু স্তম্ভ তৈরী করত এটা প্রমাণিত নয়, বরং যে কোন স্থাপনা হতে পারে। দ্বিতীয়ত স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা ধারণা হয়, পিছনের কোন ঘটনার স্মৃতি ধারণ করার জন্য নির্মিত স্তম্ভ, অথচ এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হতে পারে আগামী প্রজন্মের কাছে নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাওয়া।

সুতরাং তরজমা হতে পারে নিদর্শন বা স্মৃতিচিহ্ন।

(ঘ) تعبثـــون (নিছক খেলা করে) বিকল্প– অনর্থক, অযথা, উদ্দেশ্যহীনভাবে।

এটি যেহেতু 'হালবাক্য' সেহেতু থানবী (রহ) বাক্য দ্বারা তরজমা করে লিখেছেন, 'যা তোমরা ফযূলভাবে কর'। নীচের তরজমাটিও সুন্দর– তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চ স্থানে বড় বড় নিদর্শন তৈরী করছ 'খেলেধুলে'!

(ঙ) جبـــــارين (স্বেচ্ছাচারী/পরাক্রমী হয়ে) অন্য তরজমা কঠোরভাবে/ নিষ্ঠুরভাবে। বস্তুত এখানে জুলুম ও স্বেচ্ছাচারের দিকটি প্রধান, তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, جبار بــن كــر (স্বেচ্ছাচারী/পরাক্রমী হয়ে)। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, ظلم ســے (অন্যায়ভাবে)

বাংলা তরজমাগুলোতে بطش এর অর্থ করা হয়েছে আঘাত করা; সঠিক অর্থ হল পাকড়াও করা।

(চ) أم لم تكن من الوعظين এবং أم لم تعظ এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা যামাখশারী (রহ) বলেন, দ্বিতীয়টিতে তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে। সেটা বিবেচনায় এনে কিতাবের তরজমাটি করা হয়েছে। একই কারণে এ তরজমাও হতে পারে, 'আমাদের কিছু আসে যায় না, তুমি উপদেশ দিলে, নাকি উপদেশদাতা সাজলে।

أسئلة

١- اشرح كلمة مصانع .

٢- اشرح بطش .

٣- اذكر محل إعراب جملة الرجاء : لعلكم تخلدون .

٤- اذكر أصل العبارة في قوله تعالى : سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الوعظين .

٥- من أجر এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- آية এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(৮) كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ
أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا
عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾ ۞ أَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ
ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا

تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِى ٱلْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ
﴿١٨٤﴾ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا
كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّىٓ
أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ
ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ
لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ
ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ
بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ
﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِىٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَفِى زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾

(الشعراء : ٢٦ : ١٧٦ – ١٩٦)

ببيان اللغة

الأيك : الشجر الكثيف الملتف، الواحدة أيكة، سمي بها مكان ذو شجر كثيف قُرْبَ مدينَ؛ كتبت في المصحف بغير ألف على اعتبار التلفظ

أخسر فلان : وقع في الخسران والكساد؛ وأخسر شيئا، نقصه .

والقسطاس : الميزان العادل .

الجبلة : الخِلقة والفطرة والطبيعة؛ والجبلة الأمة، وهي المراد في الآية .

كسفا : (أي : قِطَعا) جمع كِسْفَة وهي القطعة .

الظلة : ما يُسْتَظَلُّ به، والجمع ظُلَل؛ ويوم الظلة يومَ أظلّهم السحابُ بعد حرٍّ شديد ففرحوا، فأمطر عليهم السحابُ نارًا فاحترقوا .

بيان الإعراب

ما أنت إلا بشر مثلنا : ما نافية لا تعمل هنا عمل ليس لوجود إلا بعدها، وهي أداة حصر؛ أنت مبتدأ، وبشر خبره، ومثل صفة لـ : بشر .

وإن نظنك : إن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي وإننا نظنك .

كسفا من السماء : أي كسفا معدودة من السماء .

بلسان عربي : متعلق بـ : بالمنذرين، أي لتكون من الذي أنذروا بهذا اللسان العربي، وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد .

الترجمة

ঝুটলিয়েছে আইকার অধিবাসীরা রাসূলদেরকে, যখন বললেন তাদেরকে শো'আইব, তোমরা কি ভয় করবে না (আল্লাহকে)! নিঃসন্দেহে আমি তো তোমাদের জন্য বিশ্বস্ত রাসূল। সুতরাং ভয় কর তোমরা আল্লাহকে এবং আনুগত্য কর আমার। চাই না আমি তোমাদের কাছে এর উপর কোন প্রকার প্রতিদান। আমার প্রতিদান তো শুধু রাব্বুল আলামীনের যিম্মায়।

পূর্ণ কর তোমরা পরিমাপকে, আর হয়ো না তোমরা মাপে ঘাটতি-কারীদের অন্তর্ভুক্ত। আর ওযন কর তোমরা সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা। আর কম দিও না তোমরা লোকদেরকে তাদের (প্রাপ্য) বস্তুসমূহ। আর গোলযোগ ছড়িয়ো না ভূখণ্ডে ফাসাদ সৃষ্টি করে।

আর ভয় কর তোমরা ঐ সত্তাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং পূর্ববর্তী সম্প্রদায়দের। বলল তারা, তুমি তো শুধু জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি তো আমাদেরই মত মানুষ মাত্র।

আর অতিঅবশ্যই ধারণা করি আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ফেল আমাদের উপর আসমানের কিছু খণ্ড, যদি হও তুমি সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

বললেন তিনি, আমার প্রতিপালক অধিক অবগত তোমাদের আমল করা সম্পর্কে।
অনন্তর ঝুটলাল তারা তাকে, অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ছায়ার দিনের আযাব। নিঃসন্দেহে তা ছিল এক মহাদিনের আযাব। নিঃসন্দেহে রয়েছে তাতে বড় শিক্ষা। আর ছিল না তাদের অধিকাংশ মুমিন।
আর নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক, তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। আর নিঃসন্দেহে এই কোরআন রাব্বুল আলামীনের অবতারণ। অবতরণ করেছেন তা সঙ্গে করে বিশ্বস্ত ফিরিশতা, আপনার অন্তরে আরবী ভাষায়, যেন হতে পারেন আপনি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত।
আর নিঃসন্দেহে তার আলোচনা রয়েছে পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أصحب الأيكة (আইকার অধিবাসীরা) 'আইকাবাসীরা' এ তরজমা গ্রহণযোগ্য, তবে এখানে إضافة এর তারকীবটি প্রচ্ছন্ন।
'আইকার লোকেরা', এখানে أصحب এর সঠিক প্রতিশব্দ আসেনি।

(খ) أوفوا الكيل (পূর্ণ কর তোমরা পরিমাপকে), বিকল্প তরজমা– 'তোমরা পরিমাপপাত্র পূর্ণ করে দাও।'

(গ) ولا تكونوا من المخسرين (আর হয়ো না তোমরা মাপে ঘাটতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত); এটি শব্দানুগ তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, আর (হকদারের হকের) ক্ষতি কর না। এটি ফলশ্রুতি-মূলক তরজমা; অর্থাৎ এর ফলে হকদারদের হকের ক্ষতি করা হয়। তিনি أخسر শুধু ক্ষতি করা অর্থে গ্রহণ করেছেন, আর مفعول কে উহ্য সাব্যস্ত করেছে
একটি বাংলা তরজমা– যারা মাপে কম দেয়/ ঘাটতি করে তাদের অন্তর্ভুক্ত/ দলভুক্ত হয়ো না।

(ঘ) إنما أنت من المسحرين (তুমি শুধু জাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত) শায়খায়নের তরজমা, 'তোমার উপর তো কেউ জাদু করে

ফেলেছে' এটি তারকীবানুগ না হলেও মর্মগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।

(৬) فأخذهم عذاب يـوم الظلـة (অনন্তর পাকড়াও করল তাদেরকে ছায়ার দিনের আযাব) শায়খায়ন يوم الظلة এর অর্থ লিখেছেন– 'শামিয়ানা দিন' এখানে শামিয়ানা দ্বারা উদ্দেশ্য আকাশে ছেয়ে থাকা মেঘ। বাংলা তরজমাগুলোতে রয়েছে– তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিবসের শাস্তি গ্রাস করল।

মূলের তারকীব থেকে ভিন্ন হলেও 'মেঘাচ্ছান্ন দিবস' গ্রহণযোগ্য, কিন্তু গ্রাস করা শব্দটি গ্রহণযোগ্য নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة الجبلة .

٢- ما معنى الظلة .

٣- أعرب قوله : من أجر .

٤- بم يتعلق قوله : من السماء؟

٥- أصحب لئيكة এর তরজমা আলোচনা কর

٦- يوم الظلة এর তরজমা আলোচনা কর

(৭) أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُۥ عُلَمَـٰٓؤُا۟ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿١٩٧﴾
وَلَوْ نَزَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا
كَانُوا۟ بِهِۦ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَـٰهُ فِى قُلُوبِ
ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ
ٱلْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا۟
هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتَ
إِن مَّتَّعْنَـٰهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ

﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكْنَا
مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ
﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ (الشعراء : ٢٦ : ١٩٧ – ٢١٢)

بيان اللغة

الأعجمين : قال الزمخشري : الأعجم الذي لا يفصح، أي لا ينطق لسانه بكلام صحيح فصيح و الأعجمي مثله؛ من يتكلم بلسان غير عربي؛ وقال تعالى : ولو جعلنــه قرآنا أعجميا لقالوا : لــولا فصــلت آيتــه؛ أي قرآنا بلسان غير عربي .

سلكنه : سلك المكان/ بالمكان/ في المكان (ن، سلكا، سلوكا) : دخــل ونفذ؛ سلك الطريق : مشى؛ سلكه في ... أدخله .

معزولون : مبعدون؛ عزل (ض، عزلا) : أبعده ونحاه؛ غزل عن منصبه أو عن الخدمــة .

بيان الإعراب

أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل .

لهم : متعلق بمحذوف حال، لأنه كان في الأصل صفة لآية، فتقدم عليها .

آية : خبر يكن المقدم، والمصدر المؤول اسم يكن؛ وهؤلاء العلماء هم خمسة قد أخبروا بصدق القرآن، وهم عبد الله بن سلام وأسد وأسيد وثعلبة وابن يامين، وقد أسلموا وحَسُنَ إسلامهم .

كذلك : أي سلكنا الكفر في قلوبهم سلوكا مثل ذلك .

إلا لها منذرون : إلا أداة حصر، والجملة صفة لـ : قرية، أو حال منها، وجاز ذلك لسبق النفي .

ذكرى : مفعول لأجله، أي إنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة؛ و جوّز أبو البقاء أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، أي هذه ذكرى؛ وأعربها الكسائي حالا، أي مذكرين .

الترجمة

নয় কি তাদের জন্য (কোরআনের সত্যতার) নিদর্শন/ প্রমাণ এই যে, জানেন তা বনী ইসরাঈলের আলিমগণ।

আর যদি নাযিল করতাম আমি তা আজমীদের কারো উপর, আর পড়তেন তিনি তা তাদের উদ্দেশ্যে, তাহলেও তারা তার প্রতি বিশ্বাসী হতো না। ঐভাবেই সঞ্চার করেছি আমি কুফুরি অপারধীদের অন্তরে। তারা কোরআনের প্রতি ঈমান আনবে না যতক্ষণ না যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখবে তারা, অনন্তর এসে যাবে তা তাদের কাছে আচমকা; এমন অবস্থায় যে, তারা (তা) টেরও পাবে না। অনন্তর বলবে তারা, আমরা কি অবকাশপ্রাপ্ত হব? তবে কি আমার আযাব সম্পর্কে তাড়াহুড়া করছে তারা?

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) বল দেখি, যদি ভোগসম্ভার দান করি আমি তাদেরকে কয়েক বছর, তারপর এসে পড়ে তাদের কাছে ঐ আযাব যার হুঁশিয়ারি দেওয়া হত তাদেরকে, তাহলে কী উপকার করবে তাদেরকে ঐ সকল ভোগসম্ভার যা তাদেরকে ভোগ করানো হত?

আর ধ্বংস করিনি আমি কোন জনপদ, কিন্তু ছিলো সেই জনপদের জন্য কিছু সতর্ককারী।

(এটি হল) উপদেশবাণী। আর আমি যালিম নই। আর অবতরণ করেনি তা নিয়ে শয়তানগণ; আর উপযোগীও নয় তা তাদের জন্য এবং তারা (তা করার) সামর্থ্যও রাখে না। কেননা তাদেরকে তো শ্রবণ থেকে অবশ্যই দূরে রাখা হয়েছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) على بعض... থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, কোন 'আজমীর উপর', তিনি বন্ধনীতে 'অনারব' শব্দটি যোগ করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, অন্য ভাষী কারো উপর। শব্দটিতে ব্যাপকতা ও বিশেষতা, দু'য়েরই অবকাশ রয়েছে।

(খ) وما أهلكنا من قرية (ধ্বংস করিনি আমি কোন একটি জনপদকে, কিন্তু তার জন্য ছিল একদল সতর্ককারী।) قرية এবং من قرية এর মধ্যে তরজমার পার্থক্য রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। বিকল্প তরজমা, 'আমি এমন কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য একদল সতর্ককারী ছিল না।'/ 'যে কোন জনপদই আমি ধ্বংস করেছি, তার জন্য ছিল একদল সতর্ককারী।'

أسئلة

١ - اشرح كلمة بغتة .

٢ - اشرح كلمة معزولون .

٣ - أعرب قوله : أن يعلمه علماء بني إسرائيل .

٤ - أعرب قوله : كذلك .

٥ - أو لم يكن لهم آية ... এর সরল তরজমা কর

٦ - من قرية এর তরজমা من অব্যয়টির অর্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে কীভাবে?

(١٠) فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ
ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ
مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ ٱلَّذِى
يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُۥ هُوَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ
﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ
وَأَكْثَرُهُمْ كَٰذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُۥنَ
﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُوا۟ مِنۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۟ۗ
وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾ (الشعراء : ٢٦
: ٢١٣ — ٢٢٧)

بيان اللغة

أفاك : مبالغة اسم الفاعل من أَفَكَ (ض، إِفْكا) : كذب وافترى .

أفكه : كذب عليه، افترى عليه

يهيمون : هام (ض، هَيْماً ، هَيَمانًا) : خرج على وجهه .

هام في الأرض : لا يدري أين يتوجه .

هام في الأمر : تحير فيه واضطرب .

في كل واد يهيمون : أي يتناولون كل نوع من أنواع الكلام من غير هدى.

بيان الإعراب

إلا الذين ... إلا أداة استثناء، والذين مستثنى من الشعراء

من بعد ما ظلموا : متعلق بـــ : انتصر، والمصدر المؤول مضاف إليه، أي من بعد كونهم مظلومين .

سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون :

أي منقلب، منصوب على المفعولية المطلقة، لأن أيا تعرب بحسب ما تضاف إليه؛ والعامل في أي، هو 'ينقلبون'، لا 'يعمـــل'، لأن أسماء الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلها .

والتقدير : وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون منقلبا أي منقلب .

الترجمة

সুতরাং ডাকবেন না আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহকে, যাতে হয়ে যান আপনি আযাবগ্রস্তদের দলভুক্ত। আর সতর্ক করুন আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে, আর নত করে দিন আপনার ডানা[১] তাদের জন্য যারা আপনাকে অনুসরণ করেছে, অর্থাৎ মুমিনগণ। অনন্তর যদি অমান্য করে তারা আপনাকে তাহলে বলুন আপনি, অবশ্যই আমি দয়ামুক্ত তোমাদের শিরিক করা থেকে (ঐ সকল উপাস্য থেকে যাদের তোমরা শরীক কর) আর তাওয়াক্কুল করুন আপনি মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালুর উপর, যিনি দেখছেন আপনাকে যখন দাঁড়ান আপনি (নামাযে) এবং (দেখেন) সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার 'উঠাবসা'। নিঃসন্দেহে তিনিই পরম স্রোতা, পরম অবগত।

১। অর্থাৎ কোমল আচরণ করুন।

অবহিত করব কি আমি তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে যাদের উপর শয়তানেরা অবতরণ করে? অবতরণ করে তারা প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপাসক্তের উপর। কান পেতে রাখে তারা এমন অবস্থায় যে, তাদের অধিকাংশ মিথ্যাবাদী। আর কবিগণ, অনুসরণ করে তাদের, ভ্রষ্টরা। দেখনি কি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে মরে, আর তারা বলে যা করে না তারা, তবে ব্যতিক্রম তারা যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে এবং যিকির করেছে আল্লাহর, অনেক (যিকির করা); এবং প্রতিশোধ নিয়েছে তারা অত্যাচারিত হওয়ার পর। আর অতিসত্বর জানতে পারবে যারা যুলুম করেছে তারা যে, কোন গন্তব্যস্থলে গমন করবে তারা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فلا تدع مع الله إله آخر فتكون من المعذبين (সুতরাং ডাকবেন না আপনি আল্লাহর সঙ্গে কোন ইলাহকে, যাতে হয়ে যান আপনি আযাবগ্রস্তদের দলভুক্ত); '.....ডাকলে হয়ে যাবেন আযাবগ্রস্তদের দলভুক্ত', এ তরজমা নিখুঁত নয়, কেননা فاء অব্যয়টি এখানে سببية এর জন্য, এটি فصيحة নয়।

(খ) وأنذر عشيرتك الأقربين (আর সতর্ক করুন আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে); 'নিকটাত্মীয়দেরকে' এ তরজমা গ্রহণযোগ্য, তবে কিতাবের তরজমাটি অধিকতর উপযোগী। শায়খায়ন ইযাফাতের ভিত্তিতে তরজমা করে লিখেছেন, 'আপনার নিকটের আত্মীয়স্বজনকে।' কেউ লিখেছেন, নিকটস্বজনদের।

(গ) واخفض جناحك لمن اتبعك (আর নত করে দিন আপনার ডানা তাদের জন্য যারা আপনাকে অনুসরণ করেছে, অর্থাৎ মুমিনগণ); বিকল্প তরজমা, 'আর যে সকল মুমিন আপনার আনুগত্য করে তাদের প্রতি আপনি কোমল আচরণ করুন।'

এখানে উপমার সৌন্দর্যটি অনুপস্থিত, যদি বলা হয়, 'আর ঝুঁকিয়ে দিন আপনার কোমলতার ডানা আপনার অনুগামী মুমিনদের উপর' তাহলে উদ্দেশ্যটি যেমন পরিষ্কার হয় তেমনি উপমার সৌন্দর্যটিও উঠে আসে।

(ঘ) يلقون السمع (কান পেতে/ লাগিয়ে রাখে তারা এমন অবস্থায় যে....); একটি বাংলা তরজমা– তারা শ্রুতকথা এনে দেয়– এটি গ্রহণযোগ্য, তবে শব্দানুগ নয়।

(ঙ) والشعراء يتبعهم الغاؤون (আর কবিরা, অনুসরণ করে তাদের ভ্রষ্টরা); এটি পূর্ণ শব্দানুগ ও তারকীবানুগ। থানবী (রহ)– আর কবিদের পথে তো 'বেপথুরা' চলে থাকে।
শায়খুলহিন্দ (রহ)– কবিদের কথার উপর চলে...
বিকল্প তরজমা– কবিদের অনুগমন/ অনুসরণ তো করে পথহারারা।

(চ) في كل واد يهيمون (প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে মরে) 'ঘুরে মরা'– এর মধ্যেই উদ্ভ্রান্ততার অর্থ রয়েছে। সুতরাং আলাদাভাবে 'উদ্ভ্রান্ত হয়ে' বলার প্রয়োজন নেই। 'ঘুরে বেড়ায়' যথার্থ নয়।

أسئلة

١– اشرح كلمة عشيرة .

٢– ما معنى هام؟

٣– أعرب قوله : من المؤمنين .

٤– علام عطف قوله : تقلبك ؟

٥– واخفض جناحك এর শব্দানুগ ও সরল তরজমা কর

٦– والشعراء يتبعهم الغاوون এর তরজমা আলোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) أَمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا
كَانَ لَكُمْ أَن تُنۢبِتُوا۟ شَجَرَهَآ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ هُمْ
قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ
خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ
ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا
مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ
وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ
أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٣﴾ أَمَّن
يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
وَٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ
صَٰدِقِينَ ﴿٦٤﴾ (النمل : ٢٧ : ٦٠ – ٦٤)

بيان اللغة

حدائق : جمع حديقة، بستان يحيط به الحيطان، من أحدق بشي : أحاط به، ولهذا لا يسمى البستان حديقة إن لم يكن عليه حائط، فهي فعيلة بمعنى مفعولة؛ ثم توسعوا فأطلقوا الحديقة على كل بستان .

بَهجة : بهج (س، بَهَجًا وبَهْجَةً) : حسُن ونضُر .

بهج فلان : فرح وسُرَّ، يقال : بهج به/ له .

فهو بهيج؛ والبهجة الحسن والنظافة

يعدلون : يجعلون لله عديلا ومثيلا، ويُسَوُّوْنَ بين الخالق الرزاق والأوثان التي لا تخلق شيئا

قرارا : أي مستَقَراًّ للإنسان والحيوان؛ قَرَّ بالمكانِ (ض، قَرارًا) : أقام .

خلال : مُنفَرَجٌ بين شيئين؛ وخلالَها؛ أي هنا وهناك من مناطق الأرض .

حاجزا : أي فاصلا يفصل الواحد عن الآخر، ومانعا يمنعهما من الاختلاط) .

حجَز بينهما (ض، حَجْزاً) : فصل .

حجز فلانا عن أمر : كفه ومنعه .

حجز القاضي على المال : منع صاحبه من التصرف فيه .

المضطر : المكروب الذي مسه الضر .

بشرا : البشر هنا مصدر متعد بمعنى مبشر .

بيان الإعراب

أمن خلق السموت والأرض :

قيل أم هذه منقطعة بمعنى بل، أُضرِبَ بها عن الاستفهام إلى إثبات الخير لله، والتقدير : بل من خلق السموت... خير؛ و ليست متصلة، لأنها لم تتقدم عليها همزة الاستفهام .

ويجوز أن تكون متصلة على حذف همزة الاستفهام، والتقدير: آلأصنام خير أم من خلق السموت ...

ما كان لكم أن تنبتوا شجرها :

كان هنا تام بمعنى ثبت، والمصدر المؤول فاعل، ويجوز أن يكون ناقصا، ولكم متعلق بخبر كان

إلـه : مبتدأ، وسَوَّغَ الابتداء بالنكرة لاعتمادها على الاستفهام ، و (ثابت) مع الله خبر .

جعل : بمعنى خلق أو بمعنى صير .

إذا دعاه : إذا هنا ظرف مَحْضٌ لا يتضمن معنى الشرط، في محل نصب متعلق بـ : يجيب، وهو مضاف إلى جملة دعاه .

قليلا ما تذكرون : أي تذكرون تذكرا قليلا أو وقتا قليلا جدا .

الترجمة

(এই মূর্তিরা উত্তম,) নাকি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং অবতীর্ণ করেছেন তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি, অনন্তর উদ্গত করেছি তা দ্বারা মনোরম উদ্যানরাজি, নেই তো সাধ্য তোমাদের যে, উদ্গত করবে তোমরা সেগুলোর বৃক্ষ। আছে কি অন্য কোন ইলাহ্ আল্লাহর সঙ্গে? বরং তারা এমন সম্প্রদায় যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ সাব্যস্ত করে।

নাকি যিনি বানিয়েছেন পৃথিবীকে আবাসস্থল এবং বানিয়েছেন তার মাঝে মধ্যে নদ-নদী এবং বানিয়েছেন দুই সমুদ্রের মধ্যে অন্তরাল। আছে কি কোন ইলাহ্ আল্লাহর সঙ্গে? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

নাকি যিনি সাড়া দেন আর্তের ডাকে যখন ডাকে সে তাঁকে এবং মোচন করেন কষ্ট এবং বানান তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি। আছে কি কোন ইলাহ্ আল্লাহর সঙ্গে? অতিঅল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক তোমরা।

নাকি যিনি পথপ্রদর্শন করেন তোমাদেরকে স্থলের ও সমুদ্রের অন্ধকারসমূহে এবং যিনি প্রেরণ করেন বায়ুরাজিকে সুসংবাদবাহী-

রূপে তাঁর রহমতের অগ্রে। আছে কি কোন ইলাহ আল্লাহর সঙ্গে? আল্লাহ সমুচ্চ হয়েছেন তাদের শিরক করা থেকে। নাকি যিনি প্রথমবার সৃজন করেন সৃষ্টিকে, তারপর পুনরায় সৃষ্টি করবেন তাকে এবং যিনি রিযিক দান করেন তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে। আছে কি কোন ইলাহ আল্লাহর সঙ্গে? বলুন আপনি, আন তোমরা তোমাদের প্রমাণ, যদি হও তোমরা সত্যবাদী ।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ... أمن خلق ... ([এই মূর্তিরা উত্তম] নাকি যিনি সৃষ্টি করেছেন...);
এখানে أم কে متصلة ধরার কারণে ব্যাকরণগত প্রয়োজনে বন্ধনীর বাক্যটি যোগ করা হয়েছে।
منقطعة রূপে এ তরজমা করা যায়, বরং (তিনিই উত্তম) যিনি...

(খ) أنزل لكم *(অবতীর্ণ করেছেন)*; 'বর্ষণ করেছেন' হতে পারে, তবে কিতাবে পূর্ণ শাব্দিকতা রক্ষা করা হয়েছে।

(গ) فأنبتنا به حدائق ذات بهجة *(অনন্তর উদ্গত করেছি আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যানসমূহ।)*
أنبتنا এর বিকল্প– সাজিয়েছি/ সৃষ্টি করেছি/ রচনা করেছি।
মনোরম বা সজীব, এর পরে বাগানের চেয়ে উদ্যান অধিকতর উত্তম। 'সজীবতাপূর্ণ' হলে আরো শব্দানুগ হয়।

(ঘ) ما كان لكم أن تنبتوا شجرها *(নেই তো সাধ্য তোমাদের যে, উদ্গত করবে তোমরা সেগুলোর বৃক্ষ)* বিকল্প তরজমা– তোমরা তো তার বৃক্ষরাজি উদ্গত করতে পারতে না। থানবী (রহ) লিখেছেন, '*তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না/ তোমাদের কর্ম ছিল না ঐ বাগানের গাছ উগানো।*'
এখানে 'উৎপন্ন করা' শব্দটি সঠিক নয়।

(ঙ) يعدلون (সমকক্ষ সাব্যস্ত করে); এটি থানবী (রহ)-এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, তারা এমন সম্প্রদায় যারা (সত্য থেকে) বিচ্যুত হয়।
শব্দগতভাবে দু'টোরই সম্ভাব্যতা রয়েছে।

(চ) جعل প্রতিটি স্থানে এর অভিন্ন তরজমা করা যায়, অর্থাৎ বানিয়েছেন। তবে যেহেতু এটি একটি বহুমুখী ফেয়েল সেহেতু

এর স্থানোপযোগী তরজমাও করা যায়, যেমন যথাক্রমে করেছেন/ প্রবাহিত করেছেন/ স্থাপন করেছেন/ অন্তরাল রেখেছেন/ নির্ধারণ করেছেন।

(ছ) يكشف (মোচন করেন) 'দূরীভূত করেন' হতে পারে।

(জ) يجيب المضطر (আর্তের ডাকে সাড়া দেন) থানবী (রহ) লিখেছেন, অস্থির ব্যক্তির (কথা) শোনেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আচ্ছা, কে শোনে অসহায়ের ডাক...। তিনি প্রতিটি 'أمن' এর অনুরূপ তরজমা করেছেন।

أسئلة

١- اشرح كلمة حدائق .

٢- ما معنى حجز؟

٣- أعرب قوله : جعل الأرض قرارا .

٤- ما إعراب 'ما' في قوله تعالى : قليلا ما تذكرون؟

٥- أمن خلق الأرض এর তরজমা কর أم এর প্রকারভেদে

٦- يعدلون এর তরজমা আলোচনা কর

(٢) وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي
ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَٰخِرِينَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى
ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ
ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ
ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ
هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ (النمل : ٢٧ : ٨٧ - ٩٠)

بيان اللغة

داخرين : أي صاغرين مطيعين .

دَخَر (ف، دُخورًا)؛ و دخِر (س ، دَخَرا): صغُرَ و ذلَّ وهان .

جامدة : أي ثابتة في مكانها .

جَمَد الماء أو السائل (ن، جُمودا) : صار صُلْبا غيرَ ذائب .

أتقن : أحكم وصَنع صُنعًا ليس فيه أدنى عيبٍ .

فكبت : كَبَّه لِوَجْهِهِ أو على وجهه (ن، كَبًّا) : قَلَبَه وألقاه .

بيان الإعراب

كل : مبتدأ، وجاز الابتداء به، لأنه يدل على العموم، وهو على حذف المضاف إليه، أي : وكلهم بعد إحيائهم بنفخ الصور .

تحسبها جامدة : الجملة حال من مفعول ترى؛ وهي تمر حال من ضمير جامدة؛ و 'مر السحاب' منصوب على المفعولية المطلقة .

صنع الله : أي، صنع صنع الله

بالحسنة : الباء للتعدية أو للملابسة .

يومئذ : ظرف مضاف إلى مثله، فالثاني زائدة، وتنوينه عوض عن جملة، أي يوم إذ وقعت الواقعة، أي يوم وقوع الواقعة، وهي القيامة .

الترجمة

আর (স্মরণ করুন ঐ দিনকে) যেদিন ফুঁক দেয়া হবে শিঙ্গায়, অনন্তর ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে যারা রয়েছে আসমানসমূহে এবং রয়েছে যমীনে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করবেন, আর সকলেই আসবে তাঁর কাছে অবনত অবস্থায়।

আর (এখন) দেখছ তুমি পাহাড়গুলোকে এবং ধারণা করছ সেগুলোকে স্থির, অথচ (সেদিন) সেগুলো চলমান হবে মেঘের চলমান হওয়ার মত। এ হল আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতা, যিনি প্রতিটি

বস্তুকে নিখুঁত করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক অবহিত, যা করছ তোমরা সে সম্পর্কে।

যারা (ঈমানের) নেকআমল নিয়ে আসবে, থাকবে তাদের জন্য তার চেয়ে উত্তম (প্রতিদান), আর তারা বড় সন্ত্রস্ততা থেকে সেদিন নিরাপদ থাকবে। আর যারা (কুফুরির) বদআমল নিয়ে আসবে, উপুড় করে ফেলা হবে তাদের চেহারাকে আগুনে। তোমাদেরকে তো প্রতিদান দেয়া হচ্ছে ঐ আমলেরই যা তোমরা করতে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فزع (ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে); 'ভীতবিহ্বল' বলা যায়। এখানে মাযীকে مضارع রূপে তরজমা করতে হবে। আয়াতে মাযী এসেছে নিশ্চিতি প্রকাশ করার জন্য। বাংলায় সে ব্যবস্থা নেই। ومن في الأرض এবং والأرض এর পার্থক্যটি তরজমায় এসেছে।

(খ) داخرين (অবনত অবস্থায়); এটি থানবী (রহ) এর তরজমার অনুসরণ। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, عاجزى سے (বিনয়ের সঙ্গে)

(গ) وترى الجبال থানবী (রহ) লিখেছেন, ترى হচ্ছে বর্তমানের অবস্থা, আর تحسب এর মতলব হলো, বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে কেয়ামতের সময়ও স্থির থাকার ধারণা। আর تمر হচ্ছে কেয়ামতের সময় যা ঘটবে তার বর্ণনা।

থানবী (রহ) আল্লাহর প্রশংসা করে লিখেছেন, এ তরজমাবোধ আল্লাহরই দান। তাঁর তরজমা, 'আর (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) দেখছ তুমি (এখন) পাহাড়গুলোকে এমন অবস্থায় যে সেগুলোকে ধারণা করছ (কেয়ামতের দিনও) স্থির থাকবে বলে, অথচ তা চলমান হবে মেঘের মত'।

সাধারণভাবে এ আয়াতের যে তরজমা করা হয় তাতে ফেয়েল তিনটি দ্বারা কেয়ামতের দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতকে বর্তমানরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যা ঘটবে তা যেন তুমি এখনই ঘটনারূপে দেখতে পাচ্ছ। যেমন–

তুমি (যেন) দেখতে পাচ্ছ পাহাড়গুলোকে এবং সেগুলোকে স্থির বলে ধারণা করছ, অথচ (প্রকৃতপক্ষে) সেগুলো মেঘের মত দ্রুত চলমান।

আবার ভবিষ্যতরূপে তরজমা হতে পারে, যেমন–
(সেদিন) তুমি পাহাড়গুলোকে দেখবে, আর সেগুলোকে স্থির বলে ধারণা করবে, অথচ সেগুলো মেঘের মত চলমান হবে।
থানবী (রহ) تمر مر السحاب এর তরজমা করেছেন, 'অথচ সেগুলো মেঘের মত শূন্যে উড়ে উড়ে চলবে।'
উপমার মধ্যেই শূন্যে উড়ন্ততার অর্থ রয়েছে; সুতরাং সেটা আলাদা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না।

(ঘ) صنع الله (এ হল আল্লাহর সৃষ্টি-কুশলতা) এখানে মুবতাদা ও খবররূপে তরজমা করা হয়েছে। উর্দূ তরজমার অনুসরণে কেউ লিখেছেন, 'আল্লাহর কারিগরি'। বাংলায় এটা গ্রহণযোগ্য নয়।
একটি তরজমা, আল্লাহর সৃষ্টিনৈপুণ্য। নৈপুণ্য শব্দটি মানুষের ক্ষেত্রে উপযোগী।

(ঙ) أتقن (নিখুঁত করেছেন); এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুগামী তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, সুসংহত করেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, সুষম করেছেন, এটা শব্দানুগ নয়।

(চ) إنه خبير بما تفعلون থানবী (রহ) লিখেছেন, এটা নিশ্চিত কথা যে, তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর আল্লাহর রয়েছে– এখানে শব্দস্ফীতি রয়েছে।

(ছ) من فزع (বড় সন্ত্রস্ততা থেকে) থানবী (রহ) এ তরজমা করে লিখেছেন, تنوين থেকে 'গুরুতরতা'-এর অর্থ উঠে এসেছে।
বাংলা তরজমায় আছে, 'ভীষণ ভয়বিহ্বলতা থেকে।'

أسئلة

١- اشرح كلمة داخرين .

٢- ما معنى كبت .

٣- عين المفعول الثاني لـ : تجزون .

٤- أعرب يومئذ، و بين بم يتعلق الظرف؟

٥- صنع الله এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- من فزع এর তরজমা ব্যাখ্যা কর

(٣) وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي
بِهِۦ لَوْلَآ أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِۦ
عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾ ۞ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ
ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتٍ
يَكْفُلُونَهُۥ لَكُمْ وَهُمْ لَهُۥ نَٰصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَٰهُ إِلَىٰٓ
أُمِّهِۦ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ
حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَلَمَّا بَلَغَ
أَشُدَّهُۥ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ (القصص : ٢٨ : ١٠ – ١٤)

بيان اللغة

فارغا : أي خاليا من الصبر، مِنْ فَرْطِ الجزَع والغم حين سمعت بوقوعه في يد فرعون .

ربط الله على قلبه بالصبر (ن، رَبْطًا) : ألهمه إياه وقوّاه به .

قصيه : أي اتّبِعي أثَرَه؛ قَصَّ شيئا وقص أثَرَه (ن، قَصًّا وقَصَصًا)

بصر به : علم به وأبصره (ك، بَصَرًا)

عن جنب : عن بعيد، عن قريب (من الأضداد)

المراضع : جمع مُرْضِع .

بلغ أشده : الأشد الاكتمال؛ بلغ أشده : اكتمل وبلَغ قوّتَه وسِنَّ الرشدِ، و هو سن الأربعين .

استوى : تم شَبابُه ونَضِج عقلُه واعتدل جسمه اعتدالا تاما .

بيان الإعراب

إن كادت لتبدي به : إن مخففة من التقيلة؛ و اللام الفارقة، سميت فارقة، لأنها تفرِق وتميزُ بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية .

وتبدي خبر كادت، وبه، أي : بسبب حبه؛ أو الباء زائـــدة، أي تبديه، أي حبَّها .

لولا ... حرف امتناع لوجود، أي : لولا رَبْطُنا على قلبِــها موجـــودٌ لأبدت حبها؛ و لتكون، تعليل للربط على قلبها .

الترجمة

আর মূসার আম্মার অন্তর ধৈর্যশূন্য হয়ে পড়ল। তিনি তো প্রকাশ করে ফেলার উপক্রম করেছিলেন তা, যদি না আমি তার হৃদয় সুদৃঢ় করে দিতাম, যাতে হতে পারেন তিনি মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত।
আর বললেন তিনি মূসার বোনকে, যাও তুমি তার চিহ্ন অনুসরণ করে, অনন্তর সে তাকে দেখতে থাকল দূর থেকে, অথচ তারা টের পাচ্ছিল না।
আর বিরত রেখেছিলাম আমি তাকে ধাত্রীদের থেকে, পূর্ব হতে; তখন বলল মূসার বোন, সন্ধান দেব কি আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের, যারা প্রতিপালন করবে তাকে তোমাদের হয়ে, আর তারা তার জন্য হবে মঙ্গলকামী।
তো ফিরিয়ে দিলাম আমি তাকে তার আম্মার কাছে, যাতে শীতল হয় তার চক্ষু এবং তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হন, এবং যেন তিনি জানতে পারেন যে, আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য, কিন্তু তাদের অধিকাংশ (তা) জানে না।
আর যখন উপনীত হলেন মূসা তার পূর্ণ বয়সে এবং সুঠাম হলেন তখন দান করলাম আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। আর এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি আমি সদাচারকারীদের।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أصبح এর একটি অর্থ হল বন্ধনমুক্ত সময়, আরেকটি অর্থ হল বন্ধনযুক্ত সময়। থানবী (রহ) প্রথমটি গ্রহণ করেছেন। যেমন কিতাবের তরজমায় রয়েছে। পক্ষান্তরে শায়খুলহিন্দ (রহ)

দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে লিখেছেন, আর ভোরে মূসার আম্মার অন্তরে স্থিরতা বাকি থাকল না।

সময়বন্ধানের অনুকূলে প্রমাণ দরকার। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন, নদীতে ভাসানোর ঘটনা গভীর রাতে ঘটেছে। তবে إثبات কে نفي তে রূপান্তরের প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

থানবী (রহ) লিখেছেন, অস্থির হয়ে পড়ল।

(খ) إن كادت لتبدي به (তিনি তো প্রকাশ করেই দিয়েছিলেন/ প্রকাশ করার উপক্রম করে ফেলেছিলেন/ প্রায় প্রকাশ করে দিয়েছিলেন তা) 'তো' হচ্ছে إن থেকে প্রাপ্ত তাকীদ এর প্রতিশব্দ। আর উপক্রমতার অর্থ তুলে আনার জন্য উপরের যে কোন একটি শৈলী গ্রহণ করা যায়।

শায়খায়ন بـه এর ব্যাখ্যাসহ তরজমা করেছেন, যেমন- (ক) মূসার পরিচয় (খ) অস্থিরতা।

به এর অর্থ 'নিজের পরিচয়'ও হতে পারে।

(গ) قصيه (যাও তুমি তার চিহ্ন অনুসরণ করে) فبصرت بـه (অনন্তর দেখতে থাকল সে তাকে) এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুগামী তরজমা, এতে বোঝা যায়, ঘটনার পরপরই তিনি অনুসরণ করেছে এবং বাক্সটি চোখে চোখে রেখেছেন।

তিনি عن جنب এর তরজমা করেছেন, 'অপরিচিত সেজে।'

থানবী (রহ) এর তরজমা, 'একটু তার খোঁজ নাও তো! তখন সে তাকে দূর থেকে দেখতে পেল'। এ তরজমা থেকে বোঝা যায়, বাক্সের পিছনে পিছনে যাওয়ার কথা বলা হয়নি, বরং পরবর্তীতে খোঁজ নেয়ার কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم (যাতে শীতল হয় তার চক্ষু এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হন তিনি এবং যেন জানতে পারেন তিনি) শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, যেন শীতল থাকে তার চক্ষু এবং তিনি চিন্তিত না হন এবং জানতে পারেন যে,...

তিনি 'যেন' শব্দটি একবার ব্যবহার করেছেন।

থানবী (রহ) লিখেছেন- যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং যাতে তিনি দুশ্চিন্তায় না থাকেন এবং যাতে এ কথা জানতে পারেন যে,....

তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি 'যাতে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
মূল আয়াতে لا تحزن কে تقر এর উপর عطف করা হয়েছে হেতু অব্যয়কে পুনরুক্ত করা হয়নি, কারণ বিষয় দু'টি একই শ্রেণীর। পক্ষান্তরে لتعلم কে عطف করা হয়েছে كي تقر এর উপর, এবং এখানে স্বতন্ত্র হেতু অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ বিষয়টি ভিন্ন প্রকৃতির এবং এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কিতাবের তরজমায় বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة فارغا .

٢- ما معنى بلغ أشده؟

٣- عرف اللام في قوله : لتبدي به .

٤- أعرب لولا أن ربطنا على قلبها .

٥- أصبح فؤاد أم موسى فارغا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- قصيه এর তরজমা আলোচনা কর

(٤) فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِيَ مِن شَٰطِيِٕ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ
ٱلْمُبَٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَٰمُوسَىٰٓ إِنِّيٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ
ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
جَآنٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ
إِنَّكَ مِنَ ٱلْءَامِنِينَ ﴿٣١﴾ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ
بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ
ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَإِيْهِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي

قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَٰرُونُ
هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ إِنِّيٓ
أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ
وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا
وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾ (القصص : ٢٨ : ٣٠ – ٣٥)

بيان اللغة

البقعة : القطعة من الأرض، تتميز مما حولها؛ و القطعة من اللون، تخالف ما حولها، والجمع بُقَع .

لم يعقب : عَقَّبَ على شَيْءٍ، رجع إليه؛ عَقَّبَ على فلان، بَيَّنَ عُيوبه وأغلاطِه .

جان : ضرب من الحيات خفيف سريع الحركة .

من الرهب : أي من الخوف والرُّعْب .

ردء : أي معين وناصر؛ والردء اسمٌ ما يعان به، كما أن الدِّفْءَ اسم لما يُدْفَأ به .

شد عضده : قَوَّاه وأعانه؛ شد شيئا وفلانا (ن، شَدًّا) : أَوْثَقَه؛ شَدَّ العُقْدَةَ : أحكَمَها وأوثَقَها؛ شَدَّ رِحالَه : استعد وتَهيّأ للسفر .
شَدَّ على قلبه : خَتَم، في التنـزيل العزيز : وَاشْدُدْ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم .

بيان الإعراب

فلما أتاها : الضمير يرجع إلى النور بصورة النار التي رآها موسى عليه السلام في الطور حينما سار بأهله من مدين إلى مصر .

الأيمن : صفة لـــ : شاطئ

في البقعة : أي كائنا هذا الشاطئ في البقعة المباركة .

من الشجرة : بدل اشتمال من شاطئ الوادي الأيمن، لأن الشجرة كانت ثابتة على الشاطئ، فهي تتعلق بالشاطئ .

فالمعنى : أتاه النداء من شاطئ الوادي الأيمن من قبل الشجرة .

تَهتز : الجملة حال من مفعول رأى، وجملة كأنها جان حال من فاعل تهتز .

من غير سوء : متعلقة بحال محذوفة، أي حادثا من غير سوء، أي سالما من سوء وعيب .

جناحك : المراد بالجناح اليد، لأن يدي الإنسان كجناحي الطائر، وإذا أدخل يدَه اليمنى تحت عَضُدِ يده اليسرى فقد ضم جناحه إليه.

من الرهب : متعلق بـــ : اضمم، كأنه تعليل للفعل، أي من أجل الرهب، و قيل بفعل محذوف مجزوم، أي يسكن من الرهب .

من ربك إلى فرعون : أي مرسلان ....

وجملة إنهم كانوا .... تعليل لإرسال البرهانين .

قتلت منهم نفسا : أي قتلت نفسا معدودة منهم .

و ردءا : حال من مفعول أرسل، ويصدقني صفة لـــ : ردءا .

بآيتنا : يتعلق بـــ : لايصلون، أي : بسبب آيتنا، أو بـــ : نجعل، أي : نجعل لكما السلطان باستعانة آياتنا .

ويجوز أن يتعلق بـــ: الغلبون، فحينئذ يكون الوقف قبل بآياتنا.

الترجمة

তো যখন এলেন তিনি আগুনের কাছে তখন ডাক দেয়া হল তাকে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্ত হতে, বৃক্ষের নিকট হতে যে, হে মূসা! নিঃসন্দেহে আমি, আমিই আল্লাহ, বিশ্বজগতের

প্রতিপালক এবং (ডাক দেয়া হল) যে, নিক্ষেপ কর তুমি তোমার লাঠি।

অনন্তর যখন দেখলেন তিনি সেটিকে এমন অবস্থায় যে, তা (ফনাতুলে) দুলছে, যেন তা হালকা পাতলা সাপ তখন পালাতে লাগলেন। আর পিছনে ফিরে তাকালেন না। (তখন তাকে বলা হল) হে মূসা! এগিয়ে এসো (এবং) ভয় পেয়ো না, তুমি তো নিরাপদ লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রবিষ্ট কর তুমি তোমার হাত তোমার (জামার) 'বুকফাড়ায়', তখন বের হবে তা শুভ্র অবস্থায়, কোনরূপ খুঁত ছাড়া। আর যুক্ত কর তোমার দিকে তোমার ডানাকে ভীতির কারণে। তো এ দু'টি হল দু'টি প্রমাণ তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে ফিরআউন ও তার সভাসদগণের প্রতি। তারা তো পাপাচারী সম্প্রদায়।

বললেন তিনি, (হে) আমার প্রতিপালক, আমি তো হত্যা করে ফেলেছি তাদের (মধ্য হতে) একলোককে। তাই আশংকা করি যে, হত্যা করবে তারা আমাকে। আর আমার ভাই হারূন, তিনি আমার চেয়ে প্রাঞ্জল ভাষার দিক থেকে। সুতরাং প্রেরণ করুন তাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে, সত্য বলে সমর্থন জানাবেন তিনি আমাকে। (কারণ) খুব আশঙ্কা করছি যে, ঝুটলাবে তারা আমাকে।

(আল্লাহ) বললেন, আচ্ছা, এখনই মজবূত করে দেবো আমি তোমার বাহু তোমার ভাইকে দ্বারা এবং সাব্যস্ত করব তোমাদের জন্য এক বিশেষ ক্ষমতা, ফলে পৌছতে পারবে না তারা তোমাদের দিকে, আমার নিদর্শনসমূহের কারণে। তোমরা এবং যারা অনুগমন করবে তোমাদের, তারাই হবে বিজয়ী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة (ডাক দেয়া হল তাকে বরকতপূর্ণ ভূখণ্ডে অবস্থিত উপত্যকার ডান প্রান্ত হতে, বৃক্ষের নিকট হতে) এটি بدل الاشتمال এর তরজমা।

في البقعة المباركة মূল তারকীবে এটি হাল, কিন্তু তরজমা করা হয়েছে ছিফাতরূপে। এ পরিবর্তনটি এখানে অনিবার্য।

(খ) إني أنا الله (নিঃসন্দেহে আমি, আমিই আল্লাহ) এটি তারকীব অনুগামী তরজমা, শায়খুলহিন্দের অনুসরণে। সরল তরজমা–

'নিঃসন্দেহে আমিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ।'
থানবী (রহ) লিখেছেন, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এখানে তাকীদের জোরালোতা উঠে আসেনি।

(গ) جان এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, পাতলা সাপ- অর্থাৎ আকারে ছিল বিরাট, কিন্তু নড়াচড়ায় ছিল ছোট সাপের মত। 'যেন তা ক্ষিপ্র সাপ' এ তরজমাও শব্দানুগ।

(ঘ) إنك من الآمنين (তুমি তো নিরাপদ লোকদের অন্তর্ভুক্ত)
শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তোমার কোন খতরা/ বিপদ নেই'। এ ধরণের তারকীব পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।
থানবী (রহ), 'তুমি নিরাপত্তার মধ্যে রয়েছ'। এখানেও একই কথা। সুন্দর তরজমা হচ্ছে, 'তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ'।

(ঙ) وأخي هارون هو أفصح مني لسانا (আর আমার ভাই হারুন, তিনি আমার চেয়ে প্রাঞ্জল ভাষার দিক থেকে) এটি তারকীবানুগ তরজমা। বিকল্প সরল তরজমা- আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী।
থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আমার ভাই হারুনের মুখ/ ভাষা আমার চেয়ে সাবলীল।' এর চেয়ে উপরের তরজমাটি যেমন সরল তেমনি মূলের অধিকতর নিকটবর্তী। এ তরজমাটি সরল হলেও মূল থেকে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী।

(চ) قتلت এর তরজমা 'হত্যা করেছি' এর চেয়ে অধিক উপযোগী হল 'হত্যা করে ফেলেছি', যাতে অনিচ্ছাকৃতি ভাবটি প্রকাশ পায়।

أسئلة

١- اشرح كلمة البقعة .

٢- ما معنى شد وما معنى شد عضده؟

٣- أعرب قوله : من غير سوء .

٤- بم يتعلق قوله : بآيتنا؟

৫- إني أنا الله এর তরজমা পর্যালোচনা কর

৬- إنك من الآمنين এর সাবলীল তরজমা কী?

(٥) فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا
سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾
وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِۦ
وَمَن تَكُونُ لَهُۥ عَٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ
﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ
إِلَٰهٍ غَيْرِى فَأَوْقِدْ لِى يَٰهَٰمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّى
صَرْحًا لَّعَلِّىٓ أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُۥ مِنَ
ٱلْكَٰذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ
ٱلْحَقِّ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذْنَٰهُ
وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَٰقِبَةُ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٤٠﴾ وَجَعَلْنَٰهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى
ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ وَأَتْبَعْنَٰهُمْ فِى
هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ
﴿٤٢﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا
ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ (القصص : ٢٨ : ٣٦ – ٤٣)

بيان اللغة

صرحا : الصرح القصر العالي الجميل؛ والقصر البناء العالي الـذاهب في السماء .

اِطَّلعَ : طلَع ونظَر؛ اِطَّلع على الأمرِ، علمه .

اِطَّلعَ على شيء، أَشْرَفَ عليه .

اِطَّلع إليه، تَطَلَّع إليه ونظَر ليعرفه .

اطلع الأمرَ، علمه وأدرك أسرارَه .

مقبوح : مطرود، مبعد (ف، قَبْحا، قُبُوحاً) .

قبح الشيء (ك، قُبْحا، قَباحَة) : ضدّ حسُن .

بيان الإعراب

بايتنا : الباء للتعدية أو للملابسة؛ وبينت حال من آيتنا .

في آبائنا : أي كائنا أو حادثا في ...

من عنده : أي نازلا .

ومن تكون له عاقبة الدار : في محل جر عطف على مَنِ الأولى .

ما علمت لكم من إلــه غيري : أي : ما علمت إلها غيري ثابتا لكم .

فأوقد : هذه الفاء فصيحة، وفاء فاجعل عاطفة؛ ولي متعلق بمفعول ثـــان لـــ : اجعل ، أي : اجعل الصرح ثابتا لي .

بغير الحق : حال بمعنى غير محقين؛ أو متعلق بحال محذوفة، أي متلبســين بغير الحق .

ويجوز أن يتعلق بصفة محذوفة من المصدر، أي : استكبارا متلبســا بغير الحق .

في هذه الدنيا : يتعلق بـــ : أتبعنا، أو يتعلق بحال كانت في الأصل صفة لـــ : لعنة، وهو المفعول الثاني لـــ : أتبعنا .

بصائر: جمع بصيرة، حال؛ والبصيرة هي نور القلب الذي يَستبصِر بـــه المرء الحقيقـــةَ .

الترجمة

অনন্তর যখন এলেন তাদের কাছে মূসা আমার আয়াতসমূহ নিয়ে, যা সুস্পষ্ট; বলল তারা, এ তো অলীক জাদু মাত্র। শুনিনি আমরা এমন কথা কখনো, আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের কালে।

আর বললেন মূসা, আমার প্রতিপালক অধিক অবগত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে হিদায়াত নিয়ে এসেছে তাঁর কাছ থেকে এবং যার জন্য (সাব্যস্ত হবে) আখেরাতের সুপরিণতি। নিশ্চিত বিষয় এই যে, যালিমরা সফলকাম হবে না।

আর বলল ফিরআউন, শোনো হে পরিষদবর্গ! আমি তো জানি না তোমাদের জন্য কোন প্রকার ইলাহ আমি ছাড়া! সুতরাং (আগুন) প্রজ্বলিত কর তুমি আমার জন্য হে হামান, কাদামাটির উপর; অনন্তর তৈরী কর আমার জন্য এক উঁচু ভবন, যেন আমি দেখতে পাই মূসার ইলাহকে। আর অতিঅবশ্যই ধারণা করি আমি তাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত অহঙ্কার করেছিল সে এবং তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়-ভাবে। আর ধারণা করেছিল তারা যে, তারা, আমাদের কাছে তাদের ফেরান হবে না। অনন্তর পাকড়াও করলাম আমি তাকে এবং তার সৈন্যবাহিনীকে এবং ছুঁড়ে ফেললাম তাদেরকে দরিয়ায়। সুতরাং দেখ, কেমন ছিল যালিমদের পরিণতি।

আর বানিয়েছি তাদেরকে আমি এমন নেতৃবর্গ যারা ডাকে আগুনের দিকে। আর কিয়ামতের দিন সাহায্য করা হবে না তাদেরকে। আর তাদের পিছনে লাগিয়ে দিয়েছি আমি এই দুনিয়াতে অভিশাপ। আর কেয়ামতের দিন তারা হবে বিতাড়িতদের অন্তর্ভুক্ত। আর অতিঅবশ্যই দান করেছি আমি মূসাকে কিতাব পূর্ববর্তী জাতিসমূহকে ধ্বংস করার পর, এমন অবস্থায় যে, তা অন্তর্জ্ঞান মানুষের জন্য এবং পথনির্দেশ এবং করুণা, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) بآيتنا بينت (আমার আয়াতসমূহ নিয়ে, যা সুস্পষ্ট) এটি তারকীবানুগ তরজমা। কারণ بينت শব্দটি اٰيتنا এর ছিফাত নয়, তা থেকে حال – শায়খুলহিন্দ (রহ) মোটামুটি এরকম তরজমা করেছেন।

থানবী (রহ) ছিফাতের তরজমা করে লিখেছেন, সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ নিয়ে এলেন।

(খ) নিশ্চিত বিষয় এই যে– এটি إن ও ضمير شان এর তরজমা।

(গ) يايها الملأ (শোনো হে পারিষদবর্গ) এখানে তাকীদের জোরালোতা রয়েছে, যা প্রকাশ পেয়েছে 'শোনো' শব্দটি দ্বারা।

(ঘ) فأوقد لي يا هامان على الطين (সুতরাং প্রজ্বলিত কর তুমি (আগুন) আমার জন্য হে হামান, কাদামাটির উপর) কিতাবের তরজমাটি হল শব্দানুগ। আর বন্ধনীতে أوقد এর مفعول بـــه নির্দেশ করা হয়েছে।

থানবী (রহ) লিখেছেন, আমার জন্য কাদামাটি পোড়াও– এটি সরল তরজমা।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, আমার জন্য আগুন জ্বেলে ইট তৈরী কর– মূল থেকে এই দূরবর্তিতা অনাবশ্যক।

أسئلة

١– اشرح كلمة صرحا .

٢– ما معنى مقبوح؟

٣– علام عطف قوله : ومن تكون له؟

٤– عرف فاء فأوقد .

٥– يايها الملأ এর তরজমায় 'শোন' শব্দটি কেন?

٦– فأوقد لى يهمن على الطين এর তরজমা আলোচনা কর।

(٦) ۞ إِنَّ قَٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ
وَءَاتَيْنَٰهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُۥ لَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُو۟لِى
ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُۥ قَوْمُهُۥ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ
ٱلْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ ۖ

وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ
أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ
لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ
عِندِىٓ ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِۦ مِنَ
ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْـَٔلُ
عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ فِى
زِينَتِهِۦ ۖ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَـٰلَيْتَ
لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـٰرُونُ إِنَّهُۥ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾
وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ
ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلصَّـٰبِرُونَ ﴿٨٠﴾
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ
يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿٨١﴾
وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا۟ مَكَانَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ
وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ
وَيَقْدِرُ ۖ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَأَنَّهُۥ لَا
يُفْلِحُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٨٢﴾ (القصص : ٢٨ : ٧٦ – ٨٢)

بيان اللغة

ناءَ به الحِمْلُ (ينوء ، نَوْءاً) : أثقله وأماله .

و ناء بالحملِ : نهض به متثاقلا .

عصبة : العصبة الجماعة الكثيرة، وكذلك العصابة، والجمع عُصَبٌ .

حظ : الحَظُّ النصيب؛ والحَظُّ الجَدُّ والبَخْتُ، والجمع حُظوظ

لا يلقى : أي لا يعطى .

خسف الله بهم الأرض (ض، خَسْفًا) : غَيَّبَهُم فيها

خَسفت الأرض (ض، خُسوفًا) : غارت بما فيها

ويكأن : وي كلمة تعجب، وقد تدخل على كأن فيقال : ويكأن، وهي كلمة تستعمل عند التنبه للخطأ وإظهار الندم .

بيان الإعراب

ويلكم : أي ألزمكم الله ويلكم .

لا يلقيها : الضمير يعود على الإثابة أو الأعمال الصالحة .

أصبح : إن كان هذا من الأفعال الناقصة فالموصول اسمه ويقولون خبره، وإذا كان تاما فالموصول فاعل، وجملة يقولون في محل نصب على أنها حال .

وبالأمس متعلق بـــ : تمنوا .

ويكأن : ذهب الخليل وسيبويه إلى أن وي اسم فعل، معنـــاه أعجـــب، وكأن لا يراد بها التشبيه هاهنا، بل القطع واليقين .

وذهب بعضهم إلى أنه قد اتصل باسم الفعل كاف الخطاب، مثـــل اسماء الإشارة، والمصدر المؤول في موضع نصب باسم الفعل، وهو وي؛ والتقدير : أعجب لأنه لا يفلح الكافرون، ثم سقط الجار .

الترجمة

অবশ্যই কারূন ছিল মূসার সম্প্রদায় থেকে, কিন্তু ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল সে তাদের প্রতি। আর দিয়েছিলাম আমি তাকে

ধনসম্পদ থেকে এত পরিমাণ যার চাবিগুলো ভারাক্রান্ত করে দিত বলশালী বাহকদলকে।

(সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল) যখন বলল তাকে তার কাওম, দম্ভ কর না, (কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দম্ভকারীদের। আর সন্ধান কর ঐ সম্পদে যা দিয়েছেন তোমাকে আল্লাহ্, পরকালীন আবাস। তবে ভুলে যেয়ো না দুনিয়া থেকে তোমার অংশ। আর অনুগ্রহ কর (মানুষের প্রতি) যেমন অনুগ্রহ করেছেন আল্লাহ্ তোমার প্রতি। আর ভূখণ্ডে অনাচার সৃষ্টির প্রয়াসী হয়ো না। আল্লাহ্ তো পছন্দ করেন না অনাচারীদের।

বলল সে, আমাকে তো দেয়া হয়েছে এ সম্পদ শুধু আমার কাছে থাকা জ্ঞানের ভিত্তিতে।

সেকি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ্ তো ধ্বংস করে রেখেছেন তার পূর্বে বিভিন্ন যুগের ঐ সবলোকদের যারা (ছিল) তার চেয়ে প্রবল, শক্তিতে এবং (তার চেয়ে) অধিক লোকবলে। আর জিজ্ঞাসা করা (র প্রয়োজন) হবে না অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধসমগ্র সম্পর্কে।

পরে (একবার) বের হল সে তার সম্প্রদায়ের সামনে আপন জাঁকজমকের মাঝে। (তখন) বলল তারা যারা চায় পার্থিব জীবন, হায়, যদি হত আমাদের জন্য ঐ সম্পদের মত যা দেয়া হয়েছে কারূনকে। সে তো বড় ভাগ্যেরই অধিকারী।

আর বলল তারা যাদেরকে দেয়া হয়েছে জ্ঞান, ধিক তোমাদেরকে! আল্লাহ্র প্রতিদানই তো উত্তম তার জন্য যে ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আর দেয়া হয় না এই প্রতিদান সংযমীদেরকে ছাড়া।

পরে ধ্বসিয়ে দিলাম আমি তাকেসহ এবং তার প্রাসাদসহ ভূমিকে। তখন ছিল না তার এমন কোন দল যারা রক্ষা করতে পারে তাকে আল্লাহ্(র আযাব) থেকে এবং ছিল না সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষমদের একজন।

আর বলতে লাগল তারা যারা কামনা করেছিল তার অবস্থান, এই সেদিন, আরে! আল্লাহ্ তো সম্প্রসারিত করেন রিযিক যার জন্য ইচ্ছা করেন তার বান্দাদের মধ্য হতে এবং সঙ্কুচিত করেন। যদি এমন না হত যে, কৃপা করেছেন আল্লাহ্ আমাদের উপর তাহলে অবশ্যই ধ্বসিয়ে দিতেন আমাদেরকেও। আরে! কিছুতেই সফল হতে পারে না কাফিররা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) كان من قوم موسى (ছিল মূসার সম্প্রদায় থেকে)
অন্যান্য তরজমা- মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত/ মূসার সম্প্রদায়ের একজন/ মূসার সমগোত্রীয়।

(খ) فبغى عليهم (সে তাদের প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল)
বিকল্প তরজমা- সে তাদের উপর চড়াও হল/ সে তাদের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হল/ সে তাদের উপর দাপট দেখাতে লাগল।

(গ) وآتينه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة (আর দিয়েছিলাম আমি তাকে ধনসম্পদ থেকে এত পরিমাণ যার চাবিগুলো ভারাক্রান্ত করে দিত বলশালী বাহকদলকে।) এটি শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা। একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'আমি তাকে দিয়েছিলাম এমন ধনভাণ্ডার যার চাবিগুলো বহন করা একদল বলশালী লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল।'
এ তরজমা তারকীবানুগ নয়, তবে গ্রহণযোগ্য। শুধু একটি বিষয়, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনভাণ্ডারের পরিমাণ বোঝানো, প্রকৃতি বা ধরণ বোঝানো নয়। সুতরাং 'এমন' এর পরিবর্তে 'এত' হওয়া উচিত।
শায়খায়ন (রহ) লিখেছেন, 'এত'/'এই পরিমাণ'। من الكنز এর পরিবর্তে من الكنوز বলা হয়েছে পরিমাণগত আধিক্যের কারণেই।

(ঘ) وابتغ, সরল তরজমা- আর আল্লাহ তোমাকে যে সম্পদ দান করেছেন তা দ্বারা পরকাল সন্ধান কর।
বাংলা তরজমাগুলোতে 'অনুসন্ধান কর' লেখা হয়েছে। সন্ধান এবং অনুসন্ধান এক নয়। অনুসন্ধান মানে হারিয়ে যাওয়া জিনিস খোঁজ করা, আর সন্ধান করা মানে অর্জনে সচেষ্ট হওয়া।

(ঙ) إنما أوتيته একটি বাংলা তরজমা, এ সম্পদ তো আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।- এটি গ্রহণযোগ্য, তবে على علمي এর পরিবর্তে على علم عندي বলার উদ্দেশ্য চিন্তা করতে হবে। এখানে জ্ঞানের নিজস্বত্বকে প্রাধান্যে আনা উদ্দেশ্য। সুতরাং

তরজমা হবে, 'আমার নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা'। তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, میری ذاتی هنر مندی سے *(আমার নিজস্ব কুশলতা দ্বারা)।*

(চ) أكثر جمعا শায়খুলহিন্দ (রহ) جمع المـــال ধরে তরজমা করেছেন, *'যারা এর চেয়ে বেশী রাখত শক্তি এবং এর চেয়ে বেশী রাখত সম্পদের সঞ্চয়'।* থানবী (রহ) جمع الرجال ধরে তরজমা করেছেন, *'যারা শক্তিতে তার চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে ছিল এবং লোক সমাবেশেও ছিল অধিক'।*

সরল তরজমা এমন হতে পারে, যারা অর্থবলে এবং লোকবলে ছিলো তার চেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

(ছ) فما كان له من فئة ينصرونه مـــن دون الله *(তখন ছিল না তার এমন কোন দল যারা রক্ষা করতে পারে তাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে)* শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা– *'তখন হল না কোন দল যে তাকে সাহায্য করত আল্লাহ ছাড়া'*; এ তরজমার ভিত্তি এই যে, من دون الله হচ্ছে فئة থেকে হাল বা ছিফাত।

থানবী (রহ), 'এমন কোন দল ছিল না যারা তাকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে। এ তরজমার ভিত্তি এই যে, مـــن অব্যয়টি ينصر এর সাথে সম্পৃক্ত, আর তখন অনিবার্যভাবেই ينصـــر কে يمنع এর অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একটি বাংলা তরজমায় তা লক্ষ্য রাখা হয়নি। যেমন– এমন কোন দল ছিল না যে আল্লাহর আযাব থেকে তাকে সাহায্য করতে পারে।

আল্লাহর মোকাবেলায় তাকে সাহায্য করতে পারে– এ তরজমাও হতে পারে।

(জ) ويلكم (ধিক তোমাদেরকে) এখানে নিন্দা ও তিরস্কার উদ্দেশ্য, ধ্বংস কামনা করা উদ্দেশ্য নয়, তাই শাব্দিকতার পরিবর্তে উদ্দেশ্যগত প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'নাশ হোক তোমাদের'। তিনি বলেন, ধ্বংস হোক-এর পরিবর্তে নাশ হোক তরজমা করেছি যেন তরজমায় ও মূলে শব্দগত অভিন্নতা রক্ষিত হয়। কেননা ويـــل এবং 'নাশ' শব্দটি মূলত 'ধ্বংস' অর্থে অভিন্ন। আবার রূপকতা হিসাবে তিরস্কার অর্থে অভিন্ন। আর এখানে দ্বিতীয় অর্থটি উদ্দেশ্য। 'ধ্বংস হোক' বললে এই অভিন্নতা রক্ষিত হত না। এটাই হল হযরত হাকীমুল উম্মতের সূক্ষ্ম উপলব্ধি।

أسئلة

١- اشرح كلمة ويكأن .

٢- اشرح كلمة ناء .

٣- ما هو مرجع ضمير لا يلقاها؟

٤- اذكر أصل العبارة في قوله : لولا أن من الله علينا .

٥- فبغى عليهم এর বিভিন্ন তরজমা উল্লেখ কর

٦- على علم عندي এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٧) إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ
مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَٰلٍ
مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبُ إِلَّا
رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا
يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ
رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ
إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ
لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ (القصص : ٢٨ : ٨٥ – ٨٨)

بيان اللغة

فرض عليك القرآن : أي فرض عليك تلاوته وتبليغه .

معاد : مكان العود، والمراد به مكة

ظهير : معين .

بيان الإعراب

اعلم : قيل هو هنا بمعنى عالم، ولذلك نصب من، أي : يعلمه
ويجوز أن يكون هو على أصله ، فـــ : من حينئذ في محـــل جـــر بحرف جر مقدر ، أي : اعلم بمن جاء

إلا رحمة : إلا أداة حصر بمعنى لكن؛ ورحمة مفعول لأجله لفعل محذوف، أي : ولكن القي إليك الكتب رحمة من ربك .

ويجوز أن يكون إلا أداة استثناء، والمستثنى متصل، والمعنى : ما ألقى إليك الكتب لشيء إلا لرحمة من ربك .

الترجمة

যিনি ফরয করেছেন আপনার উপর কোরআনকে অতিঅবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন তিনি আপনাকে এক প্রত্যাবর্তনস্থলে (মক্কায়)। বলুন আপনি, আমার প্রতিপালক অধিক অবগত ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে হিদায়াত নিয়ে এসেছে এবং যে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার উপর রয়েছে। আপনি তো আশা করতেন না যে, প্রক্ষেপণ করা হবে আপনার দিকে কিতাব। তবে (তা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রহমতবশত। সুতরাং হবেন না আপনি কিছুতেই পৃষ্ঠপোষক কাফিরদের। কিছুতেই যেন ফিরিয়ে না রাখতে পারে তারা আপনাকে আল্লাহর বিধানসমূহ থেকে আপনার প্রতি তা অবতীর্ণ হওয়ার পর।

আর আহ্বান করুন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রতি। আর হবেন না আপনি কিছুতেই মুশরিকদের দলভুক্ত। আর ডাকবেন না আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন ইলাহ। নেই কোন ইলাহ তিনি ছাড়া। সমস্ত কিছুই ধ্বংস হবে তাঁর সত্তা ছাড়া। তাঁরই জন্য সাব্যস্ত বিধানক্ষমতা। আর তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করানো হবে তোমাদেরকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن الــذي فــرض عليــك (যিনি ফরয করেছেন আপনার উপর কোরআনকে) এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ

(রহ), যিনি প্রেরণ করেছেন আপনার উপর কোরআনের বিধান। মূল থেকে এই দূরবর্তিতা প্রয়োজন নেই।

(খ) إلى معاد স্বদেশে/ জন্মভূমিতে/ প্রথম স্থানে– এ সকল তরজমা উদ্দেশ্যগতভাবে গ্রহণযোগ্য, তবে تنكير এর দিকটি এখানে উঠে আসেনি। আর تنكير এর উদ্দেশ্য হচ্ছে تعظيم ও تفخيم الشأن সে হিসাবে তরজমা হতে পারে মহান/ প্রিয় জন্মভূমিতে।

(গ) من جاء শায়খায়ন (রহ) استفهام এর অর্থ গ্রহণ করে তরজমা করেছেন, কে হেদায়াত এনেছে আর কে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার উপর রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরো বাক্যটি হবে اعلم এর مفعول به বা متعلق আর কিতাবের তরজমা অনুযায়ী اسم الموصول হবে مفعول به বা متعلق

(ঘ) يلقي إليك (প্রক্ষেপণ করা হবে আপনার প্রতি) এটি শব্দানুগ তরজমা। শায়খায়ন إلى কে প্রাধান্যে এনে يلقي কে ينزل এর অর্থে গ্রহণ করেছেন।

(ঙ) إلا رحمة من ربك (তবে [তা প্রক্ষেপণ করা হয়েছে] আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রহমতবশত); বন্ধনীটি যুক্ত হয়েছে ব্যাকরণের প্রয়োজনে।

(চ) ظهير এর সঠিক প্রতিশব্দ হলো পৃষ্ঠপোষক। সাহায্যকারী/ সহায়/ সমর্থ– এগুলো গ্রহণযোগ্য হলেও সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

أسئلة

١– اشرح كلمة مبين .

٢– اشرح كلمتي مَعاد ومُعاد .

٣– أعرب قوله : إلا رحمة .

٤– أعرب قوله : بعد إذ أنزلت .

٥– إن الذي فرض ... এর তরজমা আলোচনা কর

٦– يلقى إليك الكتب এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٨) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَـٰهَدَاكَ لِتُشْرِكَ
بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَآ ۚ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ
مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ
ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا
كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ ٱلْعَـٰلَمِينَ
﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَيَعْلَمَنَّ
ٱلْمُنَـٰفِقِينَ ﴿١١﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
ٱتَّبِعُوا۟ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَـٰيَـٰكُمْ وَمَا هُم بِحَـٰمِلِينَ
مِنْ خَطَـٰيَـٰهُم مِّن شَىْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ ﴿١٢﴾
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْـَٔلُنَّ يَوْمَ
ٱلْقِيَـٰمَةِ عَمَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾ (العنكبوت : ٢٩ : ٨ – ١٣)

بيان اللغة

وإن جاهداك : أي وإن بَذَلا كلَّ طاقاتِهما ضدَّك .

بيان الإعراب

حسنا : نعت لمصدر وصينا على حذف مضاف، أي : إيصاءً ذا حُسْنٍ؛ أو هو بمعنى الحَسَنِ على المبالغة؛ أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف، نائب عن مصدر ذلك الفعل؛ وثبتت النيابة لاتحادهما في الاشتقاق، أي أحسن إليهما حسنا، أي إحسانا .

ما ليس لك به علم : ما اسم موصول في محل نصب مفعول به، أو هي نكرة موصوفة، والجملة بعدها نعت لها .

فتنة الناس : مفعول جعل الأول، وكعذاب الله في موضع المفعول الثاني، والكاف بمعنى مثل، أي جعل تعذيب الناس مثل عذاب الله، والمعنى: إذا أوذي ارتد عن الدين، فرارا من تعذيب الناس .

و وجه تشبيه فتنة الناس بعذاب الله أن عذاب الله يمنع المؤمنين من الكفر، وكذلك جعل المنافقون إيذاء الناس مانعا لهم من الإيمان .

ولنحمل : الصيغة صيغة أمر، والمعنى شرط وجزاء ، أي : إن اتبعتمونا حملنا خطاياكم .

من خطاياهم : متعلق بمحذوف حال، لأنه كان في الأصل صفة لـ : شيء، فتقدمت عليه .

و شيء مجرور لفظا، منصوب محلا على أنه مفعول حاملين .

مع أثقالهم : متعلق بمحذوف صفة لـ : أثقالا .

الترجمة

আর জোর তাগিদ দিয়েছি আমি মানুষকে তার মা-বাবার বিষয়ে, (তাদের প্রতি) সদাচার করার। তবে যদি প্রাণপণ করে তারা তোমার বিপক্ষে যাতে শরীক কর তুমি আমার সঙ্গে এমন কিছুকে যার সম্পর্কে তোমার কোন অবগতি নেই তাহলে আনুগত্য কর না তুমি তাদের। (কারণ) আমারই কাছে হবে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন অবহিত করব আমি তোমাদেরকে যে কাজ করতে তোমরা সে সম্পর্কে।

আর যারা ঈমান এনেছে এবং বিভিন্ন নেক আমল করেছে অতিঅবশ্যই দাখেল করব আমি তাদেরকে নেককারদের মাঝে।

আর মানুষের মধ্য হতে একদল বলে, ঈমান এনেছি আমরা আল্লাহর প্রতি, অনন্তর যখন নিগৃহীত করা হয় তাদেরকে আল্লাহর বিষয়ে

তখন সাব্যস্ত করে তারা লোকদের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মত।
আর যদি এসে যায় কোন সাহায্য আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে তখন তারা বলতে লেগে যায়, আমরা তো ছিলাম তোমাদের সঙ্গে। আচ্ছা, আল্লাহ কি অধিক অবগত নন ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে যা বিশ্ববাসীদের অন্তরে রয়েছে।
আর অতিঅবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন আল্লাহ তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং অতিঅবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মুনাফিকদেরকে।
আর বলে যারা কুফুরি করেছে তারা, তাদের উদ্দেশ্যে যারা ঈমান এনেছে, অনুসরণ কর তোমরা আমাদের পথ, তাহলে বহন করবো আমরা তোমাদের পাপসকল, অথচ মোটেই বহন করবে না তারা তাদের পাপসমূহ থেকে সামান্য কিছুও। এরা তো নিছক মিথ্যাবাদী। আর অতিঅবশ্যই বহন করবে এরা নিজেদের বোঝাসমূহ এবং আরো কিছু বোঝা নিজেদের বোঝাগুলোর সঙ্গে। আর অতিঅবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে তাদেরকে কেয়ামতের দিন তাদের লাগাতার মিথ্যা রটনা সম্পর্কে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) و وصينا الإنسان بوالديه حسنا (আর জোর তাগিদ দিয়েছি আমি মানুষকে তার মা-বাবার বিষয়ে [তাদের প্রতি] সদাচার করার।) وصينا এর তরজমা করা হয়েছে শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুসরণে। জোরালোতার অর্থ এসেছে تفعيل এর তাশদীদ থেকে। থানবী (রহ) লিখেছেন, আদেশ করেছি বা নির্দেশ দিয়েছি।

তাঁর তরজমা এই– আর আমি মানুষকে নিজের মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করার আদেশ দিয়েছি।

এ তরজমায় بوالديه এর সম্পর্ক হয়ে যাচ্ছে حسنا এর সঙ্গে, অথচ তা وصينا এর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

(খ) وإن جاهداك (যদি তারা প্রাণপণ করে তোমাদের বিপক্ষে) এটি শব্দানুগ তরজমা। শায়খায়নের তরজমা হল– আর যদি তারা তোমার উপর চাপ সৃষ্টি করে।

'তোমার উপর বল প্রয়োগ করে/ তোমাকে বাধ্য করে', এগুলো গ্রহণযোগ্য তরজমা। নীচের তরজমাটি ত্রুটিপূর্ণ।

'যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়...'

জোর প্রচেষ্টা চালানো সাধারণত ভালো ক্ষেত্রে হয়। তা ছাড়া 'তোমাকে প্রচেষ্টা চালায়' বাক্যটা ব্যাকরণসম্মত নয়।

(গ) في الله (আল্লাহর বিষয়ে) সকলে তরজমা করেছেন আল্লাহর পথে/ রাস্তায়– এটাই উদ্দেশ্য। তবে কিতাবের তরজমায় في الله এবং في سبيل الله এর পার্থক্য বিবেচনা করা হয়েছে।

থানবী (রহ) সম্প্রসারিত তরজমা করেছেন, 'পরে যখন আল্লাহর রাস্তায় তাদেরকে কিছু কষ্ট পৌঁছানো হয় তখন লোকদের কষ্টদানকে তারা এমন মনে করে বসে যেমন আল্লাহর আযাব।

(ঘ) وقال الذين كفروا কাফিররা মুমিনদের বলে, এটা হল সংক্ষেপিত তরজমা। অর্থাৎ قال الكـافرون للمـؤمنين কিতাবের তরজমায় আয়াতকে অনুসরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ولنحمل ... তাহলে আমরা তোমাদের পাপসকল বহন করব– যেহেতু আমর এখানে শর্তের সমার্থক সেহেতু এই তরজমা করা হয়েছে।

أسئلة

١– اشرح كلمة ثقل .

٢– اشرح كلمة أوذي .

٣– أعرب قوله : حسنا .

٤– أعرب قوله : من شيء .

٥– وصينا الإنسان بوالديـه حسـنا থানবী (রহ) এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦– وإن جاهداك এর তরজমা আলোচনা কর

(٩) وَإِبْرَٰهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ
خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ
مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَٰنًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا
فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ ۖ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُوا۟ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن
قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ ۚ إِنَّ
ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ
فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ
ٱلْءَاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ (العنكبوت : ٢٩ : ١٦ - ٢٠)

بيان اللغة

إفكا : أي كذبا . أفك (ض، إفكا، أفوكا) : كذب وافترى .

بيان الإعراب

إبراهيم : أي اذكر إبراهيم؛ و إذ بدل اشتمال من إبراهيم .

و يجوز عطف إبراهيم على نوحا، وتعليق الظرف بـــ : أرســـلنا، أي: أرسلنا إبراهيم حين بلغ سنا يخاطب فيها قومه للدعوة إلى الله.

فقد كذب : الفاء سببية، وجواب الشرط محذوف، أي فـــلا يضـــرني تكذيبكم، فقد كذب أمم من قبلكم أنبياءهم؛ وما على الرسول إلا البلاغ المبين : أي إنما البلاغ المبين ثابت على الرسل .

ثم يعيده : ثم حرف استئناف، ولا يجوز أن يكون هنا حرف عطف، لأن إعادة الخلق لم تقع فلا يمكن الاستفهام عن رؤيتها .

النشأة الآخرة : مفعول مطلق نائب عن المصدر، وهو الإنشاءة .

الترجمة

আর স্মরণ করুন ইবরাহীমকে, (ঐ সময়টিকে) যখন বললেন তিনি তার সম্প্রদায়কে, আল্লাহর ইবাদত কর তোমরা এবং ভয় কর তাকে। সেটাই উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।

তোমরা তো শুধু পূজা কর আল্লাহর পরিবর্তে কতিপয় মূর্তিকে এবং উদ্ভাবন কর মিথ্যা কথা। তোমরা যাদের পূজা কর আল্লাহর পরিবর্তে, অধিকার রাখে না তারা তোমাদের কিছুমাত্র রিযিক দেয়ার। সুতরাং তালাশ কর তোমরা আল্লাহর কাছে রিযিক এবং ইবাদত কর তাঁর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাঁর উদ্দেশ্যে। তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করানো হবে। আর যদি ঝুটলাও তোমরা (আমাকে,) (তাহলে আমার কোন ক্ষতি নেই,) কারণ অবশ্যই ঝুটলিয়েছে বহু জাতি তোমাদের পূর্বে (তাদের রাসূলকে) আর রাসূলের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া।

আর দেখেনি কি তারা, কিভাবে প্রথমবার সৃষ্টি করেন আল্লাহ সৃষ্টিকে? বস্তুত তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন তাকে; নিঃসন্দেহে তা আল্লাহর জন্য সহজ।

বলুন আপনি, পরিভ্রমণ কর তোমরা ভূখণ্ডে, অনন্তর লক্ষ্য কর, কীভাবে সৃজন করেছেন তিনি সৃষ্টিকে প্রথমবার। বস্তুত আল্লাহই সৃজন করবেন পরবর্তী সৃজন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وإبراهيم (এবং স্মরণ করুন ইবরাহীমকে [ঐ সময়টিকে যখন...); এটি بدل الاشتمال হিসাবে কৃত তরজমা। বন্ধনীতে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে। থানবী (রহ) দ্বিতীয় তারকীব অনুযায়ী লিখেছেন, 'আর আমি ইবরাহীমকে প্রেরণ করলাম।' পক্ষান্তরে শায়খুলহিন্দ (রহ) উভয় তারকীবের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত রেখে তরজমা করেছেন, 'আর ইবরাহীমকে যখন তিনি....'

(খ) لا يملكون لكم رزقـا (অধিকার রাখে না তারা তোমাদেরকে কিছুমাত্র রিযিক দেয়ার); এ তরজমা করা হয়েছে থানবী (রহ)-কে অনুসরণ করে। 'কিছুমাত্র' হচ্ছে رزقا এর تنكير এর তরজমা।

'তারা তোমাদের রিযিকের মালিক নয়।' এ তরজমা গ্রহণযোগ্য, তবে নিখুঁত নয়।

(গ) واعبدوه واشكروا لـه (তোমরা তার ইবাদত কর এবং তাঁর উদ্দেশ্যে/ প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) থানবী (রহ) লিখেছেন,

اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر کرو

(তাঁরই ইবাদত কর এবং তারই শোকর কর)

অর্থাৎ ل অব্যয়টিকে বিবেচনায় না এনে উভয় ক্ষেত্রে তিনি অভিন্ন তারকীব অনুসরণ করেছেন। কিতাবের তরজমায় মূলের তারকীব-ভিন্নতা লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

(ঘ) أو لم يـروا (তারা কী দেখেনি,) থানবী (রহ) লিখেছেন, তাদের কি জানা নেই। কিতাবের তরজমাটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর এবং সেটি মূলানুগ।

(ঙ) ثم يعيـده কিতাবে ثم এর তরজমা করা হয়েছে 'বস্তুত', কারণ এটি এখানে عطـف এর জন্য নয়, বরং এটি হচ্ছে 'প্রারম্ভিকা অব্যয়' বা أداة الاستئناف

শায়খায়ন عطف এর তরজমা করেছেন।

أسئلة

١- اشرح كلمة إفكا .

٢- ما معنى بدأ؟

٣- أعرب كلمة إبراهيم .

٤- لم لا يجوز أن يكون ثم للعطف في قوله : ثم يعيده؟

٥- لا يملكون لكم رزقا এর তরজমায় কিছুমাত্র শব্দটি যোগ করার সূত্র বল।

٦- أو لم يروا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(١٠) وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَٰكِنِهِمْۖ
وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ
وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَٰرُونَ وَفِرْعَوْنَ
وَهَٰمَٰنَۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ
فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَٰبِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا
بِذَنۢبِهِۦۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ
أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ
وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَاۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن
كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ
مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًاۖ
وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِۖ لَوْ كَانُواْ
يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ
مِن شَيْءٍۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ
نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ ٱللَّهُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ (العنكبوت : ٢٩ : ٣٨ – ٤٤)

بيان اللغة

استبصَرَ في أمرِه : كان ذا بَصيرة فيه .

واستبصَرَ بمعنى أبصر، (أي نظر بِبَصرٍ فرأى، وهذا لازم غير متعد)

استبصَرَ الأمرُ/ الطريقُ، استبان و وَضُحَ .

حاصبا : أي ريحا عاصفةً مُدَمِّرة فيها حَصْباء؛ والحصباء صِغار الحجارة .

بيان الإعراب

وعادا و ثمود : أي وأهلكنا؛ وقد تبين، أي إهلاكهم؛ أو قد تبين لكم من مساكنهم آيات وعبر تتعظون بها .

لو كانوا يعلمون : أي ما عبدوا الأصنام .

الترجمة

আর (ধ্বংস করেছি আমি) আদ ও ছামূদকে, আর অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে গেছে (তাদের ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি) তোমাদের জন্য তাদের বাসস্থানগুলো থেকেই। আর সুশোভিত করে রেখেছিল তাদের জন্য শয়তান তাদের আমলসমূহ। অনন্তর বিরত রেখেছিল তাদেরকে (আল্লাহর) রাস্তা থেকে, অথচ তারা ছিল বিচক্ষণ।

আর (ধ্বংস করেছি আমি) কারূন ও ফিরআউন ও হামানকে। আর অতিঅবশ্যই এসেছিলেন তাদের কাছে মূসা সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে। কিন্তু তারা ভূখণ্ডে বড়াই দেখাতে লাগল, অথচ হতে পারেনি তারা (শাস্তি থেকে) অগ্রবর্তী।

বস্তুত প্রত্যেককে পাকড়াও করেছি আমি তার অপরাধের কারণে। অর্থাৎ তাদের মধ্য হতে একটি দল (ছিল) এমন, যাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছি আমি প্রস্তরবাহী ঝটিকা। এবং তাদের মধ্য হতে একটি দল (ছিল) এমন, যাদেরকে এসে ধরেছে এক বিকট গর্জন। আর তাদের মধ্য হতে একটি দল (ছিল) এমন, যাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিয়েছি আমি। আর তাদের মধ্য হতে একটি দল (ছিল) এমন, যাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি আমি।

আর আল্লাহ তাদেরকে যুলুম করার ছিলেন না, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করত।

যারা গ্রহণ করে আল্লাহর পরিবর্তে কিছু অভিভাবক তাদের উদাহরণ হল মাকড়সার উদাহরণের ন্যায়, যা নিজের জন্য ঘর বানিয়েছে, আর নিঃসন্দেহে দুর্বলতম ঘর অবশ্যই মাকড়সার ঘর। যদি তারা জানত (তাহলে ভালো হতো)।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা কিছুকে তারা ডাকে আল্লাহর পরিবর্তে, আর তিনিই হলেন মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।
আর ঐ সকল উদাহরণ, বর্ণনা করি আমি সেগুলোকে; লোকদের জন্য। আর সেগুলো বুঝতে পারবে না জ্ঞানীরা ছাড়া। সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে, যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে বড় প্রমাণ মুমিনদের জন্য।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) قد تبين কিতাবে যামীরের مرجع উল্লেখপূর্বক তরজমা করা হয়েছে এবং সেটাকে বন্ধনীর মাঝে রাখা হয়েছে।
বিকল্প তরজমা, আর তা তো তোমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে তাদের বাড়ীঘর থেকেই।
একটি বাংলা তরজমা, আর তাদের বাড়িঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। মর্মগত দিক থেকে যদিও তা গ্রহণযোগ্য কিন্তু মূল থেকে অপ্রয়োজনীয় অপসরণ ঠিক নয়।

(খ) وما كانوا سابقين (অথচ তারা [শাস্তি থেকে] অগ্রবর্তী হতে পারেনি)
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, কিন্তু তারা আমার থেকে জিতে যায়নি। এখানে শব্দচয়নে সমস্যা রয়েছে। কারণ আয়াতে এমন দৃশ্যকে সামনে আনা হয়নি যাতে দু'টি পক্ষ এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা লড়াই হওয়া সাব্যস্ত হয়, যাতে হারজিতের প্রশ্ন আসতে পারে।
থানবী (রহ) লিখেছেন, আর তারা পালাতে পারেনি। একটি তরজমায় আছে, আর তারা আমার শাস্তি এড়াতে পারেনি।
দুটোই গ্রহণযোগ্য তরজমা, তবে থানবী (রহ) متعلق এর প্রতি ইঙ্গিত করেননি।

(গ) فمنهم من সরল তরজমা, তো তাদের এক দলের উপর পাঠিয়েছি প্রস্তরবাহী ঝটিকা এবং তাদের আরেক দলকে পাকড়াও করেছে বিকট গর্জন। আর তাদের আরেক দলকে আমি ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিয়েছি, আর তাদের আরেক দলকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি।
তরজমাটি আরো সংক্ষেপিত হতে পারে। যেমন, 'তাদের কারো উপর... কাউকে পাকড়াও.... কাউকে আমি .... আর কাউকে দিয়েছি ডুবিয়ে।

(ঘ) وما كان الله ليظلمهم (আর আল্লাহ তাদেরকে যুলুম করার ছিলেন না) এটি মূলানুগ তরজমা, তবে তারকীবের মূলরূপটির প্রতি ইঙ্গিত নেই।

বিকল্প তরজমা, 'আর আল্লাহ তো তাদের প্রতি যুলুম করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, এটি তারকীবানুগ তরজমা, অর্থাৎ এখানে তারকীবের মূলরূপটিও উঠে এসেছে।

'আর আল্লাহ তো তাদের প্রতি অবিচার করেননি, এটি তারকীবানুগ না হলেও গ্রহণযোগ্য।

(ঙ) مثل الذين বিকল্প তরজমা, যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য অভিভাবকদল গ্রহণ করেছে তাদের উদাহরণ হলো মাকড়সা।

أسئلة

١- اشرح كلمة حاصبا .

٢- ما معنى خسف؟

٣- اذكر أصل العبارة في قوله تعالى : وما كان الله ليظلمهم .

٤- أعرب قوله من دونه .

٥- وما كانوا سابقين শায়খুলহিন্দ (রহ) এর কী তরজমা করেছেন এবং তাতে সমস্যা কী?

٦- وما كان الله ليظلمهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) ۞ وَلَا تُجَٰدِلُوٓاْ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا
ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ
إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾
وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ
يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَمِنْ هَٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَمَا يَجْحَدُ
بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنتَ تَتْلُواْ مِن قَبْلِهِۦ مِن
كِتَٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾
بَلْ هُوَ ءَايَٰتٌۢ بَيِّنَٰتٌ فِى صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا
يَجْحَدُ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَّا ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٩﴾ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ
ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَا۠ نَذِيرٌ
مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ (العنكبوت : ٢٩ : ٤٦ _ ٥٠)

بيان اللغة

جحد الأمر وبه : أنكره مع علمه به (ولم يأت في القرآن إلا بصلة الباء) .

قال الإمام الراغب في مفرداته : الجحود نفيُ ما في القلب إثباتُه وإثباتُ ما في القلب نَفْيُه .

خَطَّ خطا (ن، خَطًّا) رسَم رسما طويلا، ويعبر عن الكتابة بالخط كما في هذه الآية .

بيان الإعراب

إلا بالتي : إلا أداة حصر لا عمل لها، وأصل العبارة : جادلوا بالتي هي أحسن ، فجاءت إلا مع النهي للحصر.

بالتي : أي بالطريقة التي هي أحسن، فحذف الموصوف المجرور وحَلَّت الصفة 'التي' محله .

إلا الذين : استثناء من أهل الكتاب، والمعنى : إلا الذين ظلموا بإفراطهم في الاعتداء والعناد، وقيل : إلا الذين آذوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم .

والمعنى : لا تجادلوهم بالحسنى بل بالغِلْظَة، لأنهم يَغلُظون لكم؛ فيكون الاستثناء من جهة الطريقة ، لا من جهة المجادلة .

أو المعنى : لا تجادلوهم اَلْبَتَّةَ بل حَكِّموا فيهم السيفَ، لِفَرْط عنادهم .

إذا لارتاب المبطلون : إذا حرف جوابٍ و جزاءٍ مُهْمَل ، وهي دالة على أن ما بعدها جواب لـ : لو المحذوفة ، أي : لو كان شيء من ذلك ، أي التلاوة والخط ، لارتاب أصحاب الباطل.

في صدور الذين : أي محفوظة في صدورهم .

الترجمة

আর বিতর্ক করো না তোমরা আহলে কিতাবের সঙ্গে, তবে ঐ পন্থায় যা সর্বোত্তম; হাঁ, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের মধ্য হতে, (তাদের সঙ্গে কঠোর ভাষায় বিতর্ক করতে পারো), আর বলো তোমরা, ঈমান এনেছি আমরা ঐ কিতাবের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি। আর আমাদের ইলাহ্ এবং তোমাদের ইলাহ অভিন্ন। আর আমরা তো তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।

আর ঐভাবেই নাযিল করেছি আমি আপনার প্রতি কিতাব। তো যাদেরকে দান করেছি আমি কিতাব (এর বুঝ), ঈমান আনবে তারা

একই কিতাবের প্রতি, আর এই মুশরিকদের মধ্য হতেও একদল ঈমান আনে এর প্রতি। আর অস্বীকার করে না আমার আয়াত-সমূহকে, কিন্তু কাফিররা।
আর আপনি তো তিলাওয়াত করতেন না এর আগে কোন কিতাব এবং লিখতেন না কোন কিতাব স্বহস্তে; তাহলে তো অবশ্যই সন্দেহ করতে পারত এই বাতিলপন্থীরা। বরং এ তো হলো কতিপয় সুস্পষ্ট আয়াত (যা সংরক্ষিত রয়েছে) তাদের সিনায় যাদের দান করা হয়েছে ইলম। আর অস্বীকার করে না আমার আয়াতসমূহ, কিন্তু অবিচার-কারীরা। আর তারা বলে, কেন অবতীর্ণ করা হল না তার উপর কতিপয় নিদর্শনাবলী তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে?! বলুন, নিদর্শনাবলী তো রয়েছে আল্লাহর নিকট। আমি তো শুধু সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ولا تجادلوا أهل... সরল তরজমা– *'আহলে কিতাবের সঙ্গে তোমরা শুধু সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক করবে, তবে যারা বাড়াবাড়ি করে (তাদের কথা ভিন্ন)'।*

إلا بالتي هي أحسن এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, 'সুসভ্যপন্থা ছাড়া', অর্থাৎ তিনি اسم التفضيل কে সাধারণ ছিফাতের অর্থে গ্রহণ করেছেন।

'তবে সৌজন্যপূর্ণ পন্থায়'– এ তরজমাও হতে পারে।

(খ) بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم *(ঐ কিতাবের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের প্রতি এবং নাযিল করা হয়েছে তোমাদের প্রতি)*

এটি শব্দানুগ তরজমা। তবে الذي এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য তার স্থলে 'কিতাব' বলা হয়েছে। অধিকতর স্পষ্টায়নের জন্য থানবী (রহ) লিখেছেন, *'আমরা ঈমান রাখি ঐ কিতাবের উপরও যা আমাদের উপর নাযিল হয়েছে এবং ঐ কিতাবসমূহের উপরও যা তোমাদের উপর নাযিল হয়েছে।'*

(গ) وإلهنا وإلهكم واحد *(আমাদের ইলাহ/ উপাস্য এবং তোমাদের ইলাহ/ উপাস্য অভিন্ন/ একই)*

থানবী (রহ), 'আমাদের এবং তোমাদের মাবুদ এক'। শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আমাদের এবং তোমাদের বন্দেগী/

উপাসনা একই সত্তার উদ্দেশ্যে'।

দেখা যাচ্ছে, উভয় শায়খ إلـه এর পুনরুক্তি এড়িয়ে গেছেন। এখানে কিন্তু উপাস্যের অভিন্নতার প্রতি তাকীদ নির্দেশ করার জন্য পুনরুক্তি রক্ষা করা প্রয়োজন। আর শায়খুলহিন্দ (রহ) ذات مع الوصف এর তরজমা করেছেন وصف محض দ্বারা, এর প্রয়োজন ছিলো না।

(ঘ) الذين آتينهم الكتـب يؤمنـون بـه (যাদেরকে দান করেছি আমি কিতাব [এর সমঝ/ বুঝ/] ঈমান আনবে তারা এই কিতাবের প্রতি)

বন্ধনী যুক্ত করে থানবী (রহ) বুঝিয়েছেন যে, এখানে সকল আহলে কিতাব উদ্দেশ্য নয়, বরং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম ও তার অনুগামীগণ উদ্দেশ্য।

শায়খুলহিন্দ (রহ) به এর বিপরীতে সর্বনাম ব্যবহার করেছেন, এতে অস্পষ্টতার আশঙ্কা থাকে। তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, এই কিতাবের প্রতি।

يؤمنون به এর তরজমা করা হয়, তার প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু আয়াতটি হচ্ছে মাক্কী। সুতরাং এখানে এটি ভবিষ্যদ্বাণী। তাই কিতাবে তরজমা করা হয়েছে, তারা ঈমান আনবে।

(ঙ) بيمينك (স্বহস্তে) এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, নিজের ডান হাতে/ দক্ষিণ হস্তে। তিনি পূর্ণ শাব্দিকতা রক্ষা করেছেন। থানবী (রহ) এর প্রয়োজন বোধ করেননি।

(চ) المبطلـون এর অর্থ থানবী (রহ) করেছেন, এই সত্য-অজ্ঞরা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, এই মিথ্যাচারীরা। এগুলো ভাব-তরজমা। কিতাবে শাব্দিকতা অনুসরণ করা হয়েছে। ال কে العهد الخارجي (সুনির্দিষ্টতাজ্ঞাপক) অর্থে গ্রহণ করে 'এই' যোগ করা হয়েছে।

(ছ) آيت بينت এর অর্থ যদি '*সুস্পষ্ট আয়াত*' হয় তাহলে في صدور الذين এর অর্থ হবে (সংরক্ষিত রয়েছে) তাদের অন্তরে যাদেরকে ...। পক্ষান্তরে যদি অর্থ হয়, '*সুস্পষ্ট নিদর্শন*' তাহলে في صدور الـذين এর অর্থ হবে যা *(রেখাপাত করে)* তাদের অন্তরে....।

أسئلة

١- اشرح كلمة الكتب.

٢- ما معنى ارتاب ؟

٣- أعرب قوله : بالتي

٤- بم يتعلق قوله : في صدور الذين ...

٥- وإلهنا وإلهكم واحد এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- يؤمنون به এর তরজমা আলোচনা কর

(٢) فَإِذَا رَكِبُوا۟ فِى ٱلْفُلْكِ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا۟ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا۟ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾ وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ (العنكبوت : ٢٩ : ٦٥ – ٦٩)

بيان اللغة

خَطفه (ض، خَطْفاً) استلبه، اختلسه، ومن باب سمع تخطفه : خطف .

ويتخطف الناس من حولهم : أي : يقتلون ويسلبون .

بيان الإعراب

إذا هم يشركون : إذا هذه فجائية ، وهي مع مدخولها جواب لما .

ليكفروا : المصدر المؤول في محل جر باللام، وحرف الجر يتعلق بـــــ:
يشركون ، والمعنى : لما نجاهم إلى البر عادوا إلى حـــال الشـــرك
ليكفروا ....؛ أو هي لام الأمر الجازمة، تفيد الوعيد والتهديد .
جعلنا حرما آمنا : أي جعلنا لهم؛ وحرما مفعول به لـــ : جعلنا، وقـــد
تعدى إلى مفعول واحد، لأن المعنى : أوجبنا لأهل مكة حرما آمنا.
للكفرين : يتعلق بـــ : مثوى

الترجمة

তো যখন আরোহণ করে এরা জলযানে তখন ডাকে আল্লাহকে, বিশ্বাসকে তার প্রতি একনিষ্ঠ করে, অনন্তর যখন পার করে দেন তিনি তাদেরকে স্থলভাগের দিকে, সঙ্গে সঙ্গে তারা শিরক করতে লেগে যায়, অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ঐ নেয়ামতের প্রতি যা দান করেছি আমি তাদেরকে এবং ভোগবিলাস করার জন্য। তো অচিরেই জানতে পারবে তারা।
আচ্ছা, তারা কি দেখেনি যে, তৈরী করেছি আমি (তাদের জন্য) নিরাপদ হারাম, অথচ ছোঁ মেরে নেয়া হচ্ছে লোকদেরকে তাদের চারপাশ থেকে, তারপরো কি বাতিল উপাস্যদের প্রতিই বিশ্বাস রাখবে তারা? এবং আল্লাহর নেয়ামতের প্রতি নাশোকরি করবে! আর কে হবে অধিক যালিম ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে রটনা করে আল্লাহর নামে মিথ্যা, কিংবা (যে) সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে যখন সত্য তার কাছে আসে, নয়কি জাহান্নামে ঠিকানা কাফিরদের জন্য। আর যারা বিভিন্ন কষ্ট বরণ করে আমার উদ্দেশ্যে অবশ্যই পাইয়ে দেব আমি তাদেরকে আমার (আমাকে পাওয়ার) বিভিন্ন পথ, আর অতিঅবশ্যই আল্লাহ রয়েছেন নেককারদের সঙ্গে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فلما نجاهم إلى البر (অনন্তর যখন পার করে দেন তিনি তাদেরকে স্থলভাগের দিকে) এখানে পার করা অর্থ উদ্ধার করা, নাজাত দেয়া। শায়খায়ন إلى এর কারণে তাযমীনী তরজমা করেছেন, 'আর যখন তিনি তাদের উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন।'

(খ) إذا هم يشركون (সঙ্গে সঙ্গে/ তখনই তারা শিরক করতে লেগে যায়/ শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে); إذا এর তরজমা এমন হতে পারে, 'হঠাৎ দেখা যায় যে, তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছে।'
একটি গ্রহণযোগ্য তরজমা, 'অনন্তর স্থলভাগে তাদের উদ্ধার করে আনামাত্র তারা শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে।'

(গ) أولم يروا أنا جعلنا حرما ... 'আমি হারামকে নিরাপদ স্থান বানিয়েছি' এ তরজমা ব্যাকরণসম্মত নয়। কারণ তখন جعلنا হবে متعد إلى مفعولين আর حرما শব্দটির মারিফাত্ব জরুরী হবে। থানবী (রহ) حرما শব্দটি অক্ষুণ্ন রেখেছেন, কারণ শব্দটির পারিভাষিক মর্যাদা রয়েছে। শায়খুলহিন্দ (রহ) শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে লিখেছেন 'আশ্রয়স্থল'। কারণ পারিভাষিক অর্থের জন্য শব্দটি معرفة হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) يتخطف কিতাবের তরজমাটি শায়খুলহিন্দ (রহ)-এর।
থানবী (রহ) লিখেছেন, 'লোকদেরকে বের করা হচ্ছে'। এতে تخطف এর অর্থ উঠে আসেনি।
একটি বাংলা তরজমা, 'অথচ এর চতুর্পাশে (চতুষ্পার্শ্বে) যারা রয়েছে তাদের উপর আক্রমণ/ হামলা করা হচ্ছে'।
এ তরজমা গ্রহণযোগ্য নয়, প্রথমত حولهم এর ভুল مرجع নির্ধারণের কারণে। দ্বিতীয়ত من অব্যয়টি উপেক্ষিত হওয়ার কারণে। তৃতীয়ত আয়াতে اسم الموصول এর অনুপস্থিতির কারণে। চতুর্থত تخطف এর শাব্দিক অর্থ বাদ দেয়ার কারণে।

أسئلة

١- اشرح كملة الفلك .

٢- اشرح كملة مثوى .

٣- بم يتعلق 'من حولهم' ، وما معنى من هنا؟

٤- اذكر أصل العبارة في قوله تعالى : كذب بالحق لما جاءه .

٥- إذا هم يشركون এর তরজমা আলোচনা কর

٦- جعلنا حرما آمنا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٣) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى
ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا۟ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ
مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ
لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ
عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ أَن كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ
وَكَانُوا۟ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ
ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُا۟
وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ
يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَلِقَآئِ ٱلْـَٔاخِرَةِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ فِى
ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ (الروم : ٣٠ : ٨ — ١٦)

بيان اللغة

أثار الأرض : حَرَثها وفلَحها وقلَبها للزراعة .

ثار الغبارُ والسحابُ : انتشر؛ وقال تعالى : فتثير سحابا .

السوءى : فُعْلَى من الأسوء، وهو تفضيل سَيِّءٍ .
روضة : أرضٌ ذات نباتٍ وماء و رونقٍ ونَضارة (ج) رَوْض و رِياض .
حَبَرَه (ن، حُبورا) : سَرَّه سرورا عظيما؛ ومحبور : مسرور.

بيان الإعراب

فينظروا : الفاء عاطفة على : يسيروا، ويجوز أن تكون سببية، والمضارع منصوب بــ : أن المضمرة .
وعمروها أكثر مما عمروها : أي عمروا الأرض عمارة أكثر من عمارتهم الأرض .
ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا : عاقبة خبر كان المقدم، و السوءى نعت لاسم كان المحذوف، أي العقوبة السوأى؛ ومن قرأ عاقبةُ بالرفع جعله اسم كان، و(العقوبة) السوءى خبر كان .
والمصدر المؤول في موضع نصب مفعول له، أي : لأن كذبوا، أو في موضع جر بتقدير الجار على قول الخليل، أي بأن كذبوا .
من شركاءهم : كان في الأصل صفة لــ : شفعاء، تقدمت على الموصوف فصارت حالا؛ وأصل الجملة : ولم يكن شفعاء معدودون من شركائهم ثابتين لهم .
يومئذ : تاكيد لفظي للظرف .

الترجمة

তো তারা কি ভাবে না তাদের অন্তরে যে, সৃষ্টি করেননি আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের মাঝে রয়েছে, কিন্তু সঠিকভাবে এবং নির্ধারিত মেয়াদসহ? আর নিঃসন্দেহে লোকদের অধিকাংশ তাদের প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাতে অবিশ্বাসী।
তো তারা কি পরিভ্রমণ করে না ভূখণ্ডে, অনন্তর দেখে না, কেমন

ছিল পরিণতি তাদের যারা (বিগত হয়েছে) তাদের পূর্বে। ছিল তারা প্রবল তাদের চেয়ে শক্তিতে। আর তারা কর্ষণ করেছিল ভূমি এবং আবাদ করেছিল ভূমি তাদের আবাদ করার চেয়ে বেশী। এবং এসেছিলেন তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ। তো ছিলেন না আল্লাহ ইচ্ছুক তাদের প্রতি যুলুম করার। কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতো।

তারপর যারা মন্দ আচরণ করেছিল তাদের পরিণতি হয়েছিল মন্দ, কারণ ঝুটলিয়েছিল তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে, আর তারা সেগুলো নিয়ে উপহাস করতো।

আল্লাহই মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনিই তাকে পুনঃ সৃষ্টি করবেন। তারপর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করানো হবে তোমাদেরকে। আর কেয়ামত কায়েম হওয়ার দিন নির্বাক হয়ে যাবে অপরাধীরা।

আর থাকবে না তাদের জন্য তাদের (নির্ধারণকৃত) শরীকদারদের মধ্য হতে কোন সুফারিশকারী-দল। আর তারা তাদের শরীকদারদের অস্বীকার করবে। আর কেয়ামত কায়েম হওয়ার দিন, সেদিন সকল মানুষ বিভক্ত হয়ে যাবে।

তো যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তারা থাকবে এক সজীব উদ্যানে, আর তাদেরকে আনন্দ দান করা হবে। আর যারা কুফুরি করেছে এবং ঝুটলিয়েছয়ে আমার আয়াতসমূহকে এবং আখেরাতের সাক্ষাৎকে, ওরা আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) بالحق শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা, *'সঠিকভাবে/ যথাযথ-ভাবে'*; থানবী (রহ) লিখেছেন, *'প্রজ্ঞার ভিত্তিতে'*। মূলত حق শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সুতরাং *'সত্যভাবে/ ন্যায়ভাবে'*, ইত্যাদি তরজমাও হতে পারে।

(খ) فينظروا (অনন্তর দেখেনি), এ তরজমা হচ্ছে عطف হিসাবে। فاء السببية হিসাবে তরজমা হবে, 'যাতে তারা দেখতে পায়'।

(গ) يوم تقوم الساعة এর তরজমা দুভাবে করা যায়–

(ক) কেয়ামত কায়েম হওয়ার দিন নির্বাক হয়ে যাবে অপরাধীরা।

এখানে جملة فعلية কে مصدر مؤول রূপে তরজমা করা হয়েছে।

(খ) যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন......

এ তরজমায় جملة فعلية কে অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে, তবে 'সেদিন' এই অংশটি অতিরিক্ত এসেছে।

(ঘ) ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون (আর কেয়ামত কায়েম হওয়ার দিন, সেদিন বিভক্ত হয়ে যাবে সব মানুষ); এটি মূল তারকীব অনুগামী তরজমা। এখানে 'সেদিন' হচ্ছে, 'কেয়ামত কায়েম হওয়ার দিন' এর তাকীদ।

যারা লিখেছেন, 'যেদিন কেয়ামত কায়েম হবে সেদিন.... ', তাদের তরজমায় يومئذ অংশটি বাদ পড়েছে। কারণ তাতে 'সেদিন' অংশটি, বাংলা তারকীবের কারণে অতিরিক্ত হিসাবে এসেছে ।

يتفرقون - এর পূর্ববর্তী যমীরগুলো হচ্ছে শুধু মুশরিকদের প্রতি, আর يتفرقون এর যমীর হচ্ছে মুমিন মুশরিক সবার প্রতি। তাই তরজমা করা হয়েছে, বিভক্ত হয়ে যাবে সকল মানুষ।

যারা তরজমা করেছেন 'তারা বিভক্ত হয়ে যাবে' তাদের তরজমায় مرجع সম্পর্কিত বিভ্রান্তির আশঙ্কা রয়েছে।

(ঙ) في روضة (সজীব উদ্যানে) আভিধানিকভাবে روضة শব্দটির মধ্যে সজীবতার অর্থ রয়েছে। সুতরাং শুধু 'উদ্যান' বলা ঠিক নয়। يحبرون হচ্ছে দ্বিতীয় খবর, কিন্তু অনিবার্য কারণে عطف এর তরজমা করা হয়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة روضة .

٢- ما معنى حبر؟

٣- اشرح فاء 'فينظروا' .

٤- أعرب كلمة السوءى .

٥- يوم تقوم الساعة এর দু'টি তরজমা ব্যাখ্যা কর

٦- يتفرقون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٤) وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ
تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ
أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ
فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ
فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم
بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ
لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ
ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ
ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ
بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ
تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ (الروم : ٣٠ : ٢٠ — ٢٥)

بيان اللغة

زوج : الزوج كل واحد له آخر من جنسه؛ والزوج كل واحد من الذكر والأنثى؛ والزوج النوع والصنف من كل شيء .

البرق : الضوء يلمَع في السماء، والجمع بُروق

بَرَق البرق (ن ، بَرْقاً، بَريقا) : بدا البرقُ؛ برق الشيء، لَمَعَ وتلألأ .

برقت السحابة أو السماء : لَمَعَ فيها البرقُ .

بَرَق البصرُ (ن، بَرْقاً)؛ وبَرِق (س، بَرَقاً) : চক্ষু বিস্ফারিত হল

بيان الإعراب

تنتشرون : في محل رفع نعت لـــ : بشر؛ أو هي خبر ثان للمبتدأ أنتم .

من أنفسكم : متعلق بـــ : خلق، أو حال متقدمة من أزواجا .

من فضل : من للتبعيض، فهي في محل مفعول به للمصدر ابتغاؤكم .

يريكم : مبتدأ مؤخر على أنه مصدر مؤول بـــ : أن المحذوفة، والأصل :

أن يُرِيكم البرقَ ... (معدود) من آياته .

خوفا وطمعا : أي : خائفين وطامعين .

إذا أنتم : إذا هذه فجائية، قامت مقام الفاء في جواب الشرط .

الترجمة

আর তার নিদর্শনসমূহ হতে একটি এই যে, সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে, তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।

আর তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে একটি এই যে, সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে 'জোড়া', যেন স্বস্তি লাভ কর তোমরা তাদের কাছে। আর রেখেছেন তোমাদের মাঝে মমতা ও মায়া। অতিঅবশ্যই রয়েছে তাতে বিভিন্ন নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা চিন্তা করে।

আর তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি, আর তোমাদের ভাষা ও তোমাদের বর্ণের পৃথকতা। অতি-অবশ্যই তাতে রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন জ্ঞানীদের জন্য।

আর তার নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি হচ্ছে তোমাদের নিদ্রা যাওয়া রাত্রে ও দিনে এবং তোমাদের সন্ধান করা তাঁর কিছু কিছু অনুগ্রহ। অতিঅবশ্যই রয়েছে তাতে বিভিন্ন নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা শোনে।

আর তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে দু'টি এই যে, দেখান তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ (তোমাদের) ভীতি ও আশার অবস্থায়। এবং অবতীর্ণ করেন আকাশ থেকে পানি, অনন্তর সজীব করেন তা দ্বারা ভূমিকে তা বিশুষ্ক হওয়ার পর। অতিঅবশ্যই রয়েছে তাতে বিভিন্ন নিদর্শন এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা অনুধাবন করে।

আর তাঁর নিদর্শনাবলী থেকে একটি এই যে, স্থিত থাকে আকাশ ও পৃথিবী তাঁর আদেশে। তারপর যখন ডাক দেবেন তিনি তোমাদেরকে একটা ডাক ভূমি থেকে (ওঠার জন্য) সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বের হয়ে পড়বে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ومن آيته أن (তাঁর নিদর্শনাবলী থেকে একটি এই যে,....) থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তাঁরই (কুদরতের) নিদর্শনাবলী হতে রয়েছে এই যে,...। শায়খুলহিন্দ (রহ) حصر করেননি। কারণ এর ব্যাকরণগত সূত্র নেই, তবে حصر এখানে বাস্তব, তাই থানবী (রহ) তা করেছেন, সাবলীল তরজমা এই, 'তাঁর (কুদরতের) অন্যতম নিদর্শন এই যে,......

(খ) ثم إذا أنتم بشر (তারপর এখন তোমরা মানুষ) থানবী (রহ) إذا الفجائية এর তরজমা করেছেন এভাবে– 'তারপর সামান্য কিছু দিন পরেই'। কিতাবের তরজমাটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর।

(গ) ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم .... وجعل بينكم مودة و رحمة *(আর তাঁর নিদর্শনসমূহ হতে একটি এই যে, সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে 'জোড়া', যেন স্বস্তি লাভ কর তাদের কাছে। আর রেখেছেন তোমাদের মাঝে মমতা ও মায়া।)*

أزواجا এর তরজমা থানবী (রহ) 'স্ত্রীগণকে' এবং শায়খুলহিন্দ (রহ) 'জোড়াসমূহ' করেছেন। কিতাবে বহুবচনের আলাদা শব্দ আনা হয়নি, কারণ বাক্যের আবহ থেকে তা অনুভূত হয়।

لتسكنوا إليها থানবী (রহ), 'যেন তাদের কাছে তোমাদের আরাম লাভ হয়।' শায়খুলহিন্দ (রহ), 'যেন তোমরা শান্তিতে /সুখে থাক তাদের কাছে।

থানবী (রহ) এখানে خلق ও جعل এর অর্থ করেছেন যথাক্রমে, 'বানিয়েছেন' এবং 'পয়দা/সৃষ্টি করেছেন'; কিতাবের তরজমাটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর।

بينكم এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। এটি ব্যাখ্যামূলক তরজমা।

مودة ورحمة এর আশরাফী তরজমা, 'মুহব্বত ও হামদর্দি/ ভালোবাসা ও সহানুভূতি'।

শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা, 'প্রেম ও দয়া'।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'তোমাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া .....।' পারস্পরিক শব্দটি অপ্রয়োজনীয়।

(ঘ) اختلاف ألسنتكم وألوانكم (তোমাদের ভাষা এবং তোমাদের বর্ণের পৃথকতা); 'তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য', এটি সুন্দর তরজমা।
শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তোমাদের বিভিন্ন রকমের বুলি ও রঙ';
থানবী (রহ) ألسنة এর তরজমা লিখেছেন لب و لهجه এর মানে দাঁড়ায় ভাষা, বাকভঙ্গি, স্বর, উচ্চারণ ইত্যাদি।
اختلاف ألسنة এর তরজমার এ ব্যাপকায়ন বেশ উপযোগী।

(ঙ) خوفا وطمعا আশরাফী তরজমা, 'যার দ্বারা ভয়ও হয় আবার আশাও হয়', তিনি মূলত مفعول له রূপে তরজমা করেছেন।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'ভয় ও ভরসা সঞ্চারকরূপে', এটি متعدي এর তরজমা, অথচ শব্দদু'টি লাযিম।

(চ) دعاكم دعوة من الأرض তাযমীনের ভিত্তিতে থানবী (রহ) তরজমা করেছেন– তোমাদেরকে আহ্বান করে যমীন থেকে তুলে/ বের করে আনবেন।
এমন তরজমাও হতে পারে, তোমাদেরকে ভূমি থেকে ডেকে তোলবেন এক ডাকে। 'কবর হতে' চলতে পারে, মৃত্তিকা হতে চলবে না।

أسئلة

١- اشرح كلمة زوج .

٢- ما معنى طمعا؟

٣- أعرب قوله : تنتشرون .

٤- أعرب قوله : من فضله .

٥- ومن آيته أن এর তরজমা আলোচনা কর

٦- خوفا وطمعا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٥) ﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ
لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ
سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۖ يَوْمَئِذٍ
يَصَّدَّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا
فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟
ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ
ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ
وَلِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾﴾ (الروم : ٣٠ : ٤١ – ٤٦)

بيان اللغة

لا مرد له : لا يرده أحد، وهو هنا مصدر .

أقم وجهك : أي وَجِّهْ نفسَك .

يصدعون : أصله يتصدعون؛ فيه إبدال تاء التفعل صادا على الجواز لمجيئها قبل الصاد؛ تصدع القوم : تفرقوا .

مَهَدَ الفراشَ (ف، مَهْدًا) : بَسَطه؛ ويقال : مهد لِنَفْسِه خيرًا، هَيَّأَه .

بيان الإعراب

لا مرد له : الجملة صفة لـ : يوم، ومن الله يتعلق بـ : يأتي، أي يأتي من الله يوم لا راد له، أو بمحذوف يدل عليه المصدر، أي لا يرده

من الله راد؛ ولا يجوز تعليقه بـــ : مرد، لأنه يصـــبح عندئـــذ شـــبيها بالمضاف، فينبغي أن يكون معربا .

يومئذ : ظرف أضيف إلى مثله وهو زائد، يتعلـــق بـــــ : يصـــدعون، والتنوين عوض عن جملة، أي : يتفرقون يوم إذ يأتي هذا اليوم .

وليذيقكم : معطوف على مبشرات على المعنى؛ كأنه قيل : أرسل الرياح ليبشركم وليذيقكم؛ أو معطوف على محذوف، أي : أرسل الرياح مبشرات بالمطر لتشربوا منه وليذيقكم .

الترجمة

ছড়িয়ে পড়েছে বিপর্যয় স্থলে ও সমুদ্রে, মানুষের হাত যা কামাই করেছে তার কারণে, যেন আস্বাদন করান আল্লাহ তাদেরকে, তাদের কিছু কৃতকর্মের (সাজা), যাতে তারা ফিরে আসে।

বলুন আপনি, বিচরণ কর তোমরা ভূখণ্ডে অনন্তর দেখ, কেমন ছিল তাদের পরিণতি যারা বিগত হয়েছে। ছিল তাদের অধিকাংশ মুশরিক।

সুতরাং অভিমুখী কর নিজেকে তুমি সরল দ্বীনের প্রতি, আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ দিন চলে আসার পূর্বে যার জন্য কোন রোধকারী নেই। সেদিন কিন্তু সকলে বিভক্ত হয়ে পড়বে; (অর্থাৎ) যারা কুফুরি করছে তারই উপর এসে পড়বে তার কুফুরি (র সাজা), আর যারা সৎকর্ম করছে, তো নিজেদেরই জন্য রচনা করছে তারা সুখশয্যা, যেন প্রতিদান দেন আল্লাহ আপন অনুগ্রহে তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে। আল্লাহ তো পছন্দ করেন না কাফিরদের।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে একটি এই যে, প্রেরণ করেন তিনি বায়ুদলকে (বৃষ্টির) সুসংবাদবাহীরূপে (যেন তোমরা তা পান কর) এবং যেন তিনি আস্বাদন করান তোমাদেরকে তাঁর কিছু করুণা এবং যেন ভেসে চলে জলযান তাঁর আদেশে এবং যেন তোমরা সন্ধান কর তাঁর কিছু অনুগ্রহ এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ظهــر (ছড়িয়ে পড়েছে) মূল অর্থ হল প্রকাশ পেয়েছে, তবে ঘোরতরতার অর্থেও আসে। এখানে পূর্বাপর থেকে এ অর্থটিই

অনুভূত হয়, তাই শায়খায়ন 'দেখা দিয়েছে/প্রকাশ পেয়েছে', এর পরিবর্তে 'ছড়িয়ে পড়েছে' লিখেছেন। 'ছেয়ে গেছে' বলা যায়। 'ব্যাপকরূপে দেখা দিয়েছে', হতে পারে।

في البحر এর তরজমা শায়খুলহিন্দ (রহ) করেছেন 'দরিয়ায়'। থানবী (রহ) যা লিখেছেন তার বাংলা প্রতিশব্দ হলো স্থলে ও জলে, বাংলায় প্রচলিত তরতীব হল জলে-স্থলে। সাহিত্যিক অনুবাদরূপে তা গ্রহণযোগ্য।

থানবী (রহ) فساد এর তরজমা করেছেন বিপদাপদ। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন 'খারাবি'। বাংলায় বিপর্যয় শব্দটি সুসঙ্গত।

শায়খুলহিন্দ (রহ) পূর্ণ শাব্দিক তরজমা করেছেন, 'মানুষের হাতের কামাই-এর কারণে'। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'মানুষের (মন্দ) আমলের কারণে'।

(খ) من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله (আল্লাহর পক্ষ হতে ঐ দিন চলে আসার পূর্বে যার জন্য কোন রোধকারী নেই) সহজায়নের জন্য من الله এর তরজমা শুরুতে আনা হয়েছে।

لا مرد له এর সরল তরজমা– যা কেউ রোধ করতে পারবে না/ ঠেকাতে পারবে না।

একটি তরজমায় আছে, এমন দিন আসার পূর্বে যা আল্লাহর পক্ষ হতে অনিবার্য। এটি ভাব তরজমা, কিন্তু ব্যাকরণগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ।

أسئلة

١- اشرح كفر .

٢- ما معنى مهد؟

٣- بم يتعلق قوله : من الله؟

٤- اشرح إعراب يومئذ في الآية .

٥- আলোচ্য আয়াতে ظهر এর তরজমা আলোচনা কর

٦- لا مرد له এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ (الروم : ٣٠ : ٥٥ – ٦٠)

بيان اللغة

كانوا يؤفكون : أي كذلك في الدنيا كانوا يصرفون من الحق إلى الباطل.

لا يستعتبون : لا يُطْلَبُ أن يرضوا ربهم .

استخفه : حَمله على الخِفَّةِ وترك الصبر .

بيان الإعراب

كذلك كانوا يؤفكون : أي كانوا يصرفون عن الحق صرفا مثلَ ذلك الصرف، أي : مثل صرفهم عن إدراك مدة اللبث .

فهذا يوم البعث : الفاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن شرط محذوف،

كأنه قيل : إن كنتم منكرين للبعث فهذا يوم البعث، والمعنى : قد تبين بطلان قولكم؛ فالرابط موجود معنى .

الترجمة

আর কেয়ামত কায়েম হওয়ার দিন কসম করবে অপরাধীরা (যে,) অবস্থান করেনি তারা একদণ্ড ছাড়া। এভাবেই ফিরিয়ে রাখা হত তাদেরকে (সত্য হতে)। আর বলবে তারা যাদেরকে দেয়া হয়েছে ইলম ও ঈমান, অতিঅবশ্যই অবস্থান করেছ তোমরা আল্লাহর কিতাবমতে পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত। তো এটাই হল পুনরুত্থানের দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না (যে, কেয়ামত আসবে)। সুতরাং সেদিন উপকার দেবে না তাদেরকে যারা যুলুম করেছে, তাদের ওযর পেশ করা। আর তাদেরকে সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগও দেওয়া হবে না। আর অতিঅবশ্যই বর্ণনা করেছি আমি মানুষের জন্য এই কোরআনে সর্ব-উদাহরণ থেকে (কিছু)।
আর কসম, যদি আপনি তাদের কাছে আনেন কোন নিদর্শন তাহলে অতিঅবশ্যই বলবে তারা যারা কুফুরি করেছে, তোমরা তো নিছক বাতিলপন্থী। এভাবেই মোহর মেরে দেন আল্লাহ তাদের দিলে যারা জ্ঞান রাখে না। সুতরাং ছবর করুন আপনি, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য। আর যেন বিচলিত করতে না পারে আপনাকে তারা, যারা বিশ্বাস রাখে না।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) يقسم (কসম করবে) থানবী (রহ) লিখেছেন, কসম খেয়ে বসবে। মূলত কসমের অস্বাভাবিকত্ব বোঝাতে তিনি এ তরজমা করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) 'কসম খাবে' লিখেছেন। বাংলা 'কসম খাওয়া' সুশীল ব্যবহার নয়। যেহেতু কসম বক্তব্য ছাড়া হয় না সেহেতু তরজমা করা যায়, কসম করে বলবে।

(খ) غير ساعة (একদণ্ড ছাড়া); বা একদণ্ডের বেশী। বিকল্প তরজমা– তারা তো সামান্য সময় মাত্র অবস্থান করেছে।

(গ) ولكنكم كنتم لا تعلمون (কিন্তু তোমরা জানতে না); এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, কিন্তু

তোমরা বিশ্বাস করতে না। মূলত এখানে না জানা মানে বিশ্বাস না করা। সুতরাং উভয় তরজমা গ্রহণযোগ্য।
'কিন্তু তোমরা তো আমলেই আনতে না'– এটি অনেক দূরবর্তী তরজমা, অর্থাৎ জেনেও নাজানার ভান করে থাকতে।

(ঘ) فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم (তো সেদিন উপকার দেবে না তাদেরকে যারা যুলুম করেছে, তাদের ওযর পেশ করা) বিকল্প তরজমা, 'সেদিন কিন্তু যালিমদের ওযর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না'। অতিরিক্ত إذ ও তানবীন দ্বারা যে জোরালোতা আসে তার জন্য কিন্তু শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

(ঙ) ولا يستعتبون (আর তাদেরকে সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ দেয়া হবে না); অন্য তরজমা– আল্লাহর অসন্তুষ্টি দূর করার....।

(চ) من كل مثل (সর্ব-উদাহরণ থেকে কিছু); এখানে مـــن অব্যয়টি আংশিকতাজ্ঞাপক। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'প্রত্যেক ধরণের উদাহরণ', তিনি من অব্যয়টিকে অতিরিক্ত ধরেছেন।
থানবী (রহ) লিখেছেন, 'সব ধরণের উত্তম বিষয়াদি আলোচনা করেছি।' অর্থাৎ من অব্যয়টিকে অতিরিক্ত ধরে আয়াতের আবহ থেকে مثل এর একটি ছিফাতও বিবেচনায় এনেছেন।

(ছ) إن وعـــد الله حـــق (অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য) শায়খুলহিন্দ (রহ) حـــق এর প্রতিশব্দ লিখেছেন, 'ঠিক'– কিন্তু এটি খুব হালকা শব্দ।

أسئلة

١– اشرح كلمة معذرة .

٢– ما معنى خف واستخف ؟

٣– أعرب قوله : غير ساعة .

٤– اذكر أصل العبارة في قوله تعالى : فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم.

٥– يقسم المجرمون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦– من كل مثل এর আশরাফী তরজমা পর্যালোচনা কর

(٧) وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ
ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ
﴿٦﴾ وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِ ءَايَٰتُنَا وَلَّىٰ مُسۡتَكۡبِرٗا كَأَن لَّمۡ
يَسۡمَعۡهَا كَأَنَّ فِيٓ أُذُنَيۡهِ وَقۡرٗاۖ فَبَشِّرۡهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلنَّعِيمِ
﴿٨﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَاۖ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقّٗاۚ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ
﴿٩﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيۡرِ عَمَدٖ تَرَوۡنَهَاۖ وَأَلۡقَىٰ فِي ٱلۡأَرۡضِ
رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمۡ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٖۚ وَأَنزَلۡنَا مِنَ
ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجٖ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَٰذَا
خَلۡقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ بَلِ
ٱلظَّٰلِمُونَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ ﴿١١﴾ (لقمن : ٣١ : ٦ – ١١)

بيان اللغة

لهو الحديث : اللهو كل باطلٍ أَلْهَىٰ عن الخير، فالكلام الذي يُلْهِي عن الخير فهو لهو الحديث، مثل الغناء وفضول الكلام، وما لا ينبغي التكلم به .

وقرا : الثِّقَل في الأذن والصَّمَمُ

ماد : (ض، مَيْدًا) : تحرك واضطرب؛ مادت به الأرض، اضطربت به .

بيان الإعراب

ومن الناس من يشتري لهو الحديث : من الناس خبر مقدم، ومن مبتدأ مؤخر، وهو مفرد لفظا، جمع معنى، روعي لفظها أولا في ثلاثة

ضمائر، وهي : يشتري ويضل ويتخذ؛ و روعي معناها في موضعين : وهما اولئك و لهم، ثم رجع إلى اللفظ في خمسة ضمائر، وهي: إذا تتلى عليه .... إلى آخر الآية

بغير علم : حال من فاعل يشتري، أي : يشتري غير عالم بحال ما يشتريه، ويجوز أن يتعلق بـ : يضل .

و يتخذها : منصوب عطفا على : يضل، وقرئ بالرفع عطفا على يشتري، والضمير للسبيل، لأنها مؤنثة .

هزوا : مفعول ثان لـ : يتخذ

كأن لم يسمعها : كأن حرف تشبيه ونصب، مخفف من الثقيلة، والجملة في موضع نصب على الحال من فاعل ولى؛ وجملة كأن في أذنيه وقرا حال أيضا من فاعل لم يسمعها؛ أو بدل من جملة كأن لم يسمعها .

وأجاز الزمخشري أن تكون جملتا التشبيه استئنافيتين .

خلدين : حال من ضمير لهم .

وعد الله حقا : مصدران مؤكدان؛ الأول مؤكد لنفسه، والثاني مؤكد لغيره، لأن قوله لهم جنت نعيم في معنى : وعدهم الله بها، فأكد معنى الوعد بالوعد؛ وحقا دال على معنى الثبات، أكد به معنى الوعد .

وعاملهما مختلف، فالتقدير: وعد الله ذلك وعدا، وحق ذلك حقا، ومؤكدهما واحد، وهو قوله : لهم جنت نعيم .

بغير عمد : في موضع نصب على الحال، أي خالية من عمد .

رواسي : أي جبالا رواسي، أقيمت الصفة مقام الموصوف المحذوف .

أن تميد بكم: مفعول لأجله، أي ألا تميد بكم، أو كراهية أن تميد بكم

الترجمة

আর লোকদের মধ্য হতে এমনও রয়েছে যে না বুঝেই খরিদ করে গাফলত সৃষ্টিকারী কথা, (তা দ্বারা মানুষকে) ভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর রাস্তা হতে এবং আল্লাহর রাস্তাকে পরিহাসের বিষয় বানানোর জন্য। ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আর যখন তিলাওয়াত করা হয় তার সামনে আমার আয়াতসমূহ তখন মুখ ফিরিয়ে নেয় সে, যেন শুনতে পায়নি সে তা, যেন তার দুই কানে রয়েছে বধিরতা। তো সুসংবাদ দিন তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের।

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাদের জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশের বাগবাগিচা, যাতে তারা চিরকাল থাকবে; ওয়াদা করেছেন আল্লাহ, সত্য ওয়াদা। আর তিনিই তো মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়।

সৃষ্টি করেছেন তিনি আকাশমণ্ডলী এমন সকল স্তম্ভ ছাড়া যা তোমরা দেখতে পাবে। আর ফেলে রেখেছেন পৃথিবীতে অবিচল পাহাড়-পর্বত, যেন পৃথিবী 'নড়বড়' না করে তোমাদের নিয়ে। আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে সর্বপ্রকার প্রাণী। আর নামিয়েছি আমি আসমান হতে পানি, অনন্তর অঙ্কুরিত করেছি তাতে সর্বপ্রকার উত্তম (উদ্ভিদ)।

এ হল আল্লাহর সৃষ্টি, সুতরাং দেখাও দেখি তোমরা আমাকে, কী সৃষ্টি করেছে, তিনি ছাড়া যারা আছে তারা? বরং এই যালিমরা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ومن الناس من يشتري (আর লোকদের মধ্য হতে এমনও রয়েছে যে খরিদ করে); এটি পূর্ণ তারকীবানুগ ও শব্দানুগ তরজমা।

বিকল্প তরজমা, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা খরিদদার সাজে বাজে/ বেহুদা কথার।'

يشتري শব্দটির রূপক অর্থে তরজমা করা হয়, 'আহরণ/ গ্রহণ করে।' لهو الحديث এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, '*এমন সব কথা যা গাফিল করে দেয়।*' শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, '*খেলতামাশা জাতীয় কথা।*' দুটোই শব্দানুগ তরজমা।

'*অসার বাক্য/ অবান্তর কথা/ বেহুদা কথা*', এগুলো ভাব তরজমা।

بغير علم এর তরজমা শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'নাবুঝে'। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'না বুঝে শুনে'।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'অজ্ঞতাবশতঃ'; এটি গ্রহণযোগ্য। অন্য তরজমায় রয়েছে, 'অন্ধভাবে'; মূল শব্দ থেকে সরে এসে এরূপ তরজমা করার প্রয়োজন নেই।

(খ) كأن في أذنيه وقرا (যেন তার দুই কানে রয়েছে বধিরতা) এটি থানবী (রহ) এর মূল তারকীবানুগ তরজমা।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, যেন তার দুই কান বধির। এটি মূল তারকীব থেকে ভিন্ন, তবে সহজ। 'যেন সে একেবারে বধির', এ তরজমা আরো সহজ।

(গ) وعد الله حقا (ওয়াদা করেছেন আল্লাহ্ সত্য ওয়াদা) এখানে মূল তারকীব অনুসরণ করে তরজমা করা সহজ নয়, তাই সকলেই মর্মানুগ তরজমা করেছেন। যেমন–
(ক) থানবী (রহ), 'এটা আল্লাহ্ সত্য ওয়াদা করেছেন'।
(খ) শায়খুলহিন্দ (রহ), 'ওয়াদা হয়ে গেছে আল্লাহর সত্য'।
(গ) 'আল্লাহর ওয়াদা সত্য/ যথার্থ/ অবধারিত'।
মূল তারকীবের অনুগামী তরজমা হবে– '(ওয়াদা করা হয়েছে) আল্লাহর ওয়াদা (সত্য সাব্যস্ত করা হয়েছে তা) সত্য সাব্যস্ত করা'।
একটি সরল তরজমা, 'এটা আল্লাহর চিরসত্য ওয়াদা'।

(ঘ) بغير عمد (এমন সকল স্তম্ভ ছাড়া) এ তরজমা বহুবচন হিসাবে। শুধু 'স্তম্ভ ছাড়া/ খুঁটি ছাড়া, তরজমা হতে পারে।

(ঙ) ترونها (যা তোমরা দেখতে পাবে–) অর্থাৎ এটি عمد এর صفة যার অর্থ হলো, তোমাদের দৃষ্টিগোচর স্তম্ভ নেই, তবে এমন স্তম্ভ রয়েছে যা তোমরা দেখতে পাও না।
শায়খায়ন লিখেছেন, 'তিনি আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন স্তম্ভসমূহ ছাড়া; তা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। অর্থাৎ স্তম্ভহীন আসমান তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ। এটা স্বতন্ত্র বাক্যের তরজমা।
একটি তরজমায় আছে, 'তোমাদের দৃষ্টিগোচর স্তম্ভ ছাড়া', এটি সুসংক্ষেপিত তরজমা।

(চ) ألقى (ফেলে রেখেছেন) এটি থানবী (রহ) এর শব্দানুগ তরজমা।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, রেখে দিয়েছেন/ স্থাপন করেছেন। ألقى দ্বারা মূলত এখানে এটাই উদ্দেশ্য।

(ছ) رواسي (অবিচল পাহাড়-পর্বত); এর তরজমা শায়খায়ন করেছেন 'পাহাড়'। কারণ এটি ছিফাত হলেও এখানে তা موصـــوف এর স্থলবর্তী। কিন্তু এতে رواسي এর মূল অর্থটি বাদ পড়ে যায়। তাই কিতাবে এ তরজমা করা হয়েছে।

(জ) أن تميد بكـــم (যেন তা নড়বড় না করে তোমাদের নিয়ে) অন্যান্য তরজমা, (ক) যেন তা ঢলে না পড়ে (খ) যেন তা টালমাটাল না হয় (গ) যেন তা দুলতে না থাকে।

أسئلة

١- اشرح كلمة هزوا .

٢- ما معنى بث ؟

٣- أعرب قوله هزوا .

٤- ما محل إعراب الجملة : كأن لم يسمعها ؟

٥- كأن في أذنيه وقرا এর কী কী তরজমা হতে পারে? বল

٦- رواسي এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٨) أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي
ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُۥ ظَٰهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ
ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا
كِتَٰبٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ
بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ
يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى

ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ
إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ
ٱلصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ
غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ (لقمن : ٣١ : ٢٠ – ٢٤)

بيان اللغة

سبغ الشيءُ (ن، سُبوغا) : تم، طال، اتسع، كثر .

أسبغ الوضوءَ : أتمه، وفّى كل عضو حقه في الغسل

أسبغ الله عليه النعمة : أكملها وأتمها

العروة الوثقى : الحبل المتين الذي لا انقطاع له .

اضطره إلى ... : أَحْوَجَه وأَلْجَأه

بيان الإعراب

أولو كان الشيطان : الهمزة للاستفهام الإنكاري التوبيخي، والواو حالية، والجملة الفعلية في محل نصب حال من فاعل جملة محذوفة، أي : أ يتبعون الشيطان ولو كان يدعوهم ...

وجواب لو محذوف لتقدم معناه، أي : ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير يتبعونه؛ فلو هنا للمستقبل؛ ويحسن أن تكون لو مصدرية بمعنى مع .

إلى الله : متعلق بـ : يسلم، ويسلم يتعدى باللام، وعدي هنا بـ : إلى ليكون معناه من أسلَم نفسَه إلى الله كما يُسْلَم المتاعُ إلى المشتري؛ والمراد التوكل عليه والتفويض إليه .

الترجمة

দেখোনি কি তোমরা যে, আল্লাহ্ নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু (রয়েছে) আসমানসমূহে এবং যা কিছু (রয়েছে) যমিনে, আর তিনি পূর্ণ করেছেন তোমাদের উপর তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ।

আর মানুষের মধ্য হতে এমন একদল রয়েছে যারা বিতর্ক করে আল্লাহ্ সম্পর্কে জ্ঞান ছাড়া এবং প্রমাণ ছাড়া এবং সমুজ্জ্বল কিতাব ছাড়া। আর যখন বলা হয় তাদেরকে, অনুসরণ কর তোমরা যা নাযিল করেছেন আল্লাহ্, তখন বলে তারা, বরং অনুসরণ করব আমরা ঐ বিষয় যার উপর পেয়েছি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষকে। আচ্ছা, শয়তান যদি ডাকে তাদের বড়দেরকে জ্বলন্ত আগুনের আযাবের দিকে, তবু কি?

আর যে সমর্পণ করে নিজেকে আল্লাহ্র সমীপে এমন অবস্থায় যে সে সৎকর্মশীল, তো সে তো দৃঢ়ভাবে ধারণ করল অত্যন্ত শক্ত রজ্জু। আর আল্লাহ্রই অভিমুখী হয় সকল বিষয়ে শেষ পরিণাম।

আর যে কুফুরি করে, যেন ক্লিষ্ট না করে আপনাকে তার কুফুরি। (কারণ) আমারই দিকে হবে তাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর অবহিত করব আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। অবশ্যই আল্লাহ্ অবগত অন্তরের সুপ্ত বিষয়াদি সম্পর্কে। আয়েশ করাব আমি তাদেরকে সামান্য (আয়েশ করান) তারপর টেনে নিয়ে যাব তাদেরকে এক কঠিন আযাবের দিকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ألم تـروا أن الله سـخر لكـم (দেখনি কি তোমরা যে, আল্লাহ্ নিয়োজিত করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু [রয়েছে] আসমান -সমূহে এবং যা কিছু [রয়েছে] যমিনে।
বিকল্প তরজমা, 'তোমরা কি দেখনি যে, আল্লাহ্ তোমাদের অনুগত/ বশীভূত করে দিয়েছেন আসমান-যমীনের সবকিছু ?
থানবী (রহ) ألم تروا এর তরজমা করেছেন, তোমাদের এ কথা জানা হয়নি যে,.... এটি হচ্ছে মর্মানুগ তরজমা।

(খ) ظاهرة وباطنة – মূল তারকীবে এটি حال কিন্তু সকলেই তরজমা করেছেন ছিফাতরূপে এবং এটাই সাবলীলতার দাবী; তবে এরূপ তরজমা হতে পারে–

(ক) 'তিনি পূর্ণ করেছেন তোমাদের উপর তাঁর নেয়ামতসমূহ, এমন অবস্থায় যে তা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত।' কিন্তু এখানে মুফরাদের তরজমা বাক্য দ্বারা করা হয়েছে।
(খ) '....তাঁর নেয়ামতসমূহ প্রকাশিত অবস্থায় ও অপ্রকাশিত অবস্থায়', এতে মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।
(গ) '...হোক তা প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত', এটি গ্রহণযোগ্য তরজমা।

(গ) ومن الناس من يجادل (আর মানুষের মধ্য হতে এমন একটি দল রয়েছে যারা বিতর্ক করে) সহজ তরজমা, 'আর একদল লোক বিতর্ক করে।

في الله এর তরজমা শায়খুলহিন্দ (রহ) করেছেন, 'আল্লাহর বাণী সম্পর্কে'। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আল্লাহ সম্পর্কে'। তারপর ব্যাখ্যা-বন্ধনী দিয়েছেন (আল্লাহর তাওহীদ ও একত্ব সম্পর্কে।)

ولا هـدى এর তরজমা থানবী (রহ) লিখেছেন, 'এবং কোন প্রমাণ ছাড়া'।

শায়খুলহিন্দ (রহ) بغير علـم ولا هـدى ولا كـتـاب مـنـير এর তরজমায় লিখেছেন, (তারা) না বুঝ রাখে, না বোধ, না আলোকিত কিতাব।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে। তাদের না আছে পথনির্দেশক, আর না আছে কোন দিপ্তিমান কিতাব।'

এখানে بغير علم এর মূল তারকীব অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। তারপর لا এর তাকীদটুকু রক্ষার জন্য তারকীব পরিবর্তন করে স্বতন্ত্র বাক্যরূপে তরজমা করা হয়েছে। তারকীব থেকে এত দূরে সরে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।
'দিপ্তিমান'-এর সঙ্গে কিতাব না হয়ে গ্রন্থ হওয়া ভালো।

(ঘ) يـدعوهـم (ডাকে তাদের বড়দেরকে) এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। তিনি যমীরের বিভ্রাট দূর করার জন্য এটা করেছেন।

(ঙ) ومن يسلم وجهه إلى الله (আর যে সমর্পণ করে নিজেকে আল্লাহর সমীপে) এখানে إلى এর দিকে লক্ষ্য রেখে يـسـلـم এর তরজমা করা হয়েছে সমর্পণ করা ।

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আর যে নিজের অভিমুখ আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়।'

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'যে অনুগামী/ অনুগত করে নিজের মুখ/ চেহারা আল্লাহর দিকে।'

একটি বাংলা তরজমা– 'আর যে সৎকর্মপরায়ণ হয়ে স্বীয় মুখমণ্ডলকে আল্লাহর অভিমুখী করে.... ।'

(চ) بالعروة الوثقى শায়খায়ন তরজমা করেছেন, সে তো ধরে ফেলেছে বড় মযবুত হাতল। عروة শব্দের এটিই মূল অর্থ। তবে রজ্জু অর্থেও এর ব্যবহার রয়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة سبغ وأسبغ .

٢- اشرح كلمة باطنة .

٣- أعرب قوله : ظاهرة وباطنة .

٤- أعرب قوله : قليلا

٥- ظاهرة وباطنة এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير এর কথিত বাংলা তরজমাটি উল্লেখ কর এবং তা পর্যালোচনা কর

(৯) أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيۡلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي
ٱلَّيۡلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ كُلّٞ يَجۡرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى
وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ﴿٢٩﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ
ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدۡعُونَ مِن دُونِهِ ٱلۡبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ
ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمۡ تَرَ أَنَّ ٱلۡفُلۡكَ تَجۡرِي فِي ٱلۡبَحۡرِ
بِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنۡ ءَايَٰتِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّكُلِّ

صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ
الْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ
غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾ (لقمن : ٣١ : ٢٩ – ٣٤)

بيان اللغة

مقتصد : اقتصد في أمره : تَوَسَّطَ ، فلمْ يُفْرِط و لم يُفَرِّط

ختار : خَتَرَ فلانًا : غدر به أقبح الغدر، فهو خاتر وختار. (ن، خَتْرًا)

بيان الإعراب

ذلك بأن الله هو الحق : أي : ما شاهدتموه من عجائب قدرة الله ثابت بسبب كون الله هو الحقّ، وبطلانِ ما يدعونه .

من دونه : حال من العائد المحذوف

بنعمة الله : حال، أي مصحوبة أو متلبسة بنعمة الله، أو متعلق بـ : تجري .

ليريكم من آياته : أي : بعض آياته

ولا مولود هو جاز عن والده شيئا : الواو حرف عطف، ولا زائدة لتاكيد النفي، ومولود عطف على والد؛ والجملة الاسمية بعدها صفة لـ : مولود، مؤكدة للمعنى السابق .

شيئا : مفعول به لـ : يجزي أو جاز، فالمسألة من باب التنازع؛ أو هو مفعول مطلق نائب عن المصدر، أي جاز جزاء قليلا .

عنده علم الساعة : الجملة خبر إن؛ وينزل عطف على جملة الخبر، وكذلك الجملة التالية .

الترجمة

(হে সম্বোধিত) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করেন রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবিষ্ট করেন দিনকে রাতের মধ্যে। আর নিয়োজিত রেখেছেন তিনি সূর্যকে এবং চাঁদকে। প্রতিটি চলমান থাকবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত। আর (তুমি কি জানো না) যে, আল্লাহ্ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত।

ঐগুলো সাব্যস্ত হয়েছে এ কারণে যে, আল্লাহ্ই চিরসত্য, আর তারা যেগুলোকে ডাকে আল্লাহ্র পরিবর্তে সেগুলো মিথ্যা। আর আল্লাহ্, তিনিই সমুচ্চ, মহান।

তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো সমুদ্রে চলে আল্লাহ্র অনুগ্রহে, যেন প্রদর্শন করেন তিনি তোমাদেরকে তার কতিপয় নিদর্শন। অতিঅবশ্যই তাতে রয়েছে বিভিন্ন নিদর্শন প্রত্যেক সদাধৈর্যশীল ও সদাকৃতজ্ঞ বান্দার জন্য।

আর যখন ঢেকে ফেলে তাদেরকে মেঘচ্ছায়ার মত বিরাট বিরাট ঢেউ তখন ডাকে তারা আল্লাহ্কে তার জন্য আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে, অনন্তর যখন উদ্ধার করে আনেন তিনি তাদেরকে স্থলে তখন তাদের এক দল হয় মধ্যপন্থী। আর প্রত্যাখ্যান করে না আমার নিদর্শনাবলী, বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন ছাড়া (অন্য কেউ)।

হে লোকসকল! ভয় কর তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে এবং শঙ্কা কর এমন একদিনের যখন সামান্যতম দায় শোধ করতে পারবে না কোন পিতা আপন পুত্রের পক্ষ হতে, আর না আছে কোন পুত্র যে সামান্য দায় শোধ করতে সক্ষম আপন পিতার পক্ষ হতে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য। সুতরাং কিছুতেই যেন প্রতারিত

না করে তোমাদেরকে পার্থিব জীবন এবং কিছুতেই যেন প্রবঞ্চিত না করে তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে সেই প্রবঞ্চক।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ, তাঁরই নিকটে রয়েছে কিয়ামতের জ্ঞান। আর বর্ষণ করেন তিনি বৃষ্টি। এবং জানেন তিনি যা রয়েছে জরায়ুতে। আর জানে না কোন ব্যক্তি, কী অর্জন করবে সে আগামীকাল। আর জানে না কোন ব্যক্তি, কোন্ ভূমিতে মৃত্যুবরণ করবে সে। অবশ্যই আল্লাহ পূর্ণ অবগত, পূর্ণ অবহিত।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ألم تر أن الله يولج (দেখনি কি তুমি যে, আল্লাহ প্রবিষ্ট করেন রাতকে দিনের মধ্যে এবং প্রবিষ্ট করেন দিনকে রাতের মধ্যে) فعل এর তাকরার ছাড়া তরজমা করা যায়। কিন্তু তাকরারের উদ্দেশ্য হল উভয় রূপটি আলাদা করে তুলে ধরা। সেটা তাতে অর্জিত হয় না।

একটি বাংলা তরজমা, 'আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত করেন।' এ তরজমা ঠিক নয়, কারণ এখানে দিন-রাতের আবর্তনের কথা বলা হয়নি, বরং দিন-রাতের ক্রমান্বয়ে ছোট বড় হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে মনে হতে পারে, রাতের কিছু অংশ দিনের ভিতরে, আবার দিনের কিছু অংশ রাতের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে পড়েছে। إيلاج শব্দের অর্থ প্রবেশ করানো।

(খ) كل يجري إلى أجل مسمى (প্রতিটি চলমান থাকবে একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত) অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত; এটি আশরাফী তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, প্রতিটি চলতে থাকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। (অর্থাৎ উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত); উভয় তরজমার অবকাশ রয়েছে।

(গ) ذلك بأن الله هو الحق (ঐগুলি [সাব্যস্ত হয়েছে] এ কারণে যে, আল্লাহই চিরসত্য); বন্ধনীটি ব্যাকরণের প্রয়োজনে এসেছে। যদি তরজমা করা হয়–

(ক) এইগুলি প্রমাণ যে, আল্লাহই সত্য।

(খ) এগুলো প্রমাণ করে যে,....।

তাতে আয়াতের মর্ম ঠিক থাকলেও তারকীব তা সমর্থন করে না।

'এগুলো এজন্য (বলা হল) যে, আল্লাহ তিনিই সঠিক', এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা, যা কিতাবে অনুসৃত হয়েছে। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আল্লাহই সত্তার দিক থেকে পূর্ণ', এটি মূল শব্দ ও তারকীব থেকে দূরবর্তী, তবে মূল ভাব ও মর্মের নিকটবর্তী বিধায় গ্রহণযোগ্য।

(ঘ) صبار شكور (সদাধৈর্যশীল ও সদাকৃতজ্ঞ); থানবী (রহ) লিখেছেন صابر شاكر কারণ অতিশয়তার জন্য উর্দূতে একক শব্দ নেই। কিতাবে অতিশয়তার দিকটি বিবেচনা করা হয়েছে।
শায়খুলহিন্দ (রহ), ধৈর্যরক্ষাকারী ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারকারী।

(ঙ) اخشوا ও اتقوا উভয়ের তরজমা 'ভয় করো' হলে মর্ম রক্ষা হয় না, তাই কিতাবে যথাক্রমে ভয় ও শঙ্কা ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়বস্তু হিসাবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শঙ্কা শব্দটি অধিক উপযোগী।

(চ) 'ঐ প্রবঞ্চক' এতরজমায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, الغرور এর ال হচ্ছে অতি বিশিষ্টতাজ্ঞাপক এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে শয়তান।

(ছ) بـأي أرض (কোন্ ভূমিতে); কোন্ স্থানে/ দেশে– এ তরজমা শব্দানুগ নয়।
কেউ কেউ লিখেছেন, কোথায় মারা যাবে। এতে بأي أرض এর ভাবগম্ভীরতা উঠে আসে না।

(জ) مـاذا تكسـب (কী অর্জন করবে) অর্থাৎ কি কাজ সে করবে। এখানে 'উপার্জন করবে' তরজমা করা ঠিক নয়।

أسئلة

١– اشرح كلمة ختار .

٢– ما معنى غر؟

٣– بم يتعلق قوله : بنعمة الله؟

٤– كيف جاز أن يكون مولود مبتدأ مع كونه نكرة؟

٥– كل يجري إلى أجل مسمى এখানে শায়খায়নের তরজমাদু'টি উল্লেখ কর

٦– بأي أرض تموت এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ فَلَا تَكُن فِى مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِۦ ۖ وَجَعَلْنَٰهُ هُدًى لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَٰكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَٰتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِۦ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَٰمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِيمَٰنُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾ (السجدة : ٣٢ : ٢٣ — ٣٠)

بيان اللغة

مرية : شك و ريبة .

إلى الأرض الجرز : إلى الأرض اليابسة الجَدْبَة .

بيان الإعراب

فلا تكن في مرية من لقائه : الفاء الفصيحة، أي إن علمت هذا فلا تمتر في لقائك القرآن . ويجوز أن تكون اعتراضية بين الجملتين.

من لقائه : متعلق بصفة لمرية، والضمير يعود على القرآن .

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا : أئمة مفعول جعلنا الأول، ومنهم مفعوله الثاني، أي جعلنا الأئمة معدودين منهم، أو هو قائم مقام المفعول الأول، لأن من تبعيضية، أي جعلنا بعضهم أئمة؛ وبأمرنا متعلق بـ : يهدون، أو بحال، أي : متلبسين بأمرنا .

لما صبروا : في محل نصب على الظرفية الزمانية، أي : جعلناهم أئمة حين صبرهم وإيقانهم بالآيات .

أو لم يهد لهم : أي : أ غفلوا و لم يهد لهم؛ والضمير المجرور يعود على أهل مكة، وفاعل يهد ما دل عليه كم أهلكنا، أي كثرة إهلاكنا، وجملة أهلكنا استئنافية بيانية ، أو تفسير للفاعل

من قبلهم : يتعلق بـ : أهلكنا، ومن القرون تمييز كم .

يمشون : حال من ضمير لهم، وضمير مساكنهم يعود على القرون؛ أو هي جملة مستأنفة .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই দান করেছি আমি মূসাকে কিতাব। সুতরাং থাকবেন না আপনি সন্দেহের মধ্যে কোরআন লাভ করার বিষয়ে। আর বানিয়েছি আমি একে পথপ্রদর্শক বনী ইসরাঈলের জন্য। আর বানিয়েছি আমি তাদের মধ্য হতে বহু নেতা, যারা পথপ্রদর্শন করত আমার আদেশে। (বানিয়ে ছিলাম) যখন ছবর করেছিল তারা এবং (যখন) বিশ্বাস করত তারা আমার আয়াতসমূহকে।

নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকই বিচার করবেন তাদের মাঝে কেয়ামতের দিন ঐ সকল বিষয়ে যাতে মতবিরোধ করত তারা।

আচ্ছা, পথপ্রদর্শন কি করল না তাদেরকে এ বিষয়টি যে, ধ্বংস করেছি আমি তাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠী! তারা চলাচল করে থাকে তাদের বাসভূমিগুলোতে। নিঃসন্দেহে তাতে রয়েছে বড় বড় নিদর্শন। সুতরাং তারা কি শোনবে না!

আচ্ছা, দেখেনি কি তারা যে, আমি টেনে নিয়ে যাই পানি ঊষর ভূমিতে, অনন্তর উদ্গাত করি তা দ্বারা শস্য যা থেকে আহার করে তাদের গবাদিপশু এবং তারা নিজেরা। তবু কি তারা দেখবে না (উপলব্ধির দেখা)।

আর বলে তারা কবে (হবে) এই ফায়ছালা? যদি হও সত্যবাদী তোমরা (বল তাহলে)। বলুন আপনি, ফায়ছালার দিন উপকার করবে না যারা কুফুরি করেছে তাদেরকে তাদের ঈমান, আর না তাদের অবকাশ দেয়া হবে। সুতরাং এড়িয়ে চলুন আপনি তাদের, আর অপেক্ষা করুন, নি:সন্দেহে তারাও অপেক্ষা করবে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فلا تكن في مرية (সুতরাং থাকবেন না আপনি কোনরূপ সন্দেহের মধ্যে); একটি তরজমায় আছে, সুতরাং তুমি সন্দেহ করো না.... আয়াতে নিষেধের যে জোরালোতা রয়েছে তা এ তরজমায় নেই। সুতরাং মূলের اسلوب থেকে সরে আসার কোন সার্থকতা পাওয়া গেল না। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তো আপনি কোন সন্দেহ করবেন না, এতেও জোরালোতা নেই, যদি বলা হয়, 'কিছুমাত্র সন্দেহ করবেন না', তাহলে অবশ্য জোরালোতা সৃষ্টি হয়।

من لقائه (কোরআন লাভ করার বিষয়ে); কোরআন প্রাপ্তির বিষয়ে, এটিও গ্রহণযোগ্য। থানবী (রহ) যমীর বহাল রেখে বন্ধনীতে 'কিতাব' যোগ করেছেন।

(খ) لما صبروا ([বানিয়ে দিলাম] যখন ছবর করেছিল তারা) বন্ধনীযুক্ত করা হয়েছে فعل ও তার ظرف এর মাঝে দূরত্বের কারণে। একটি বাংলা তরজমায় আছে, যেহেতু তারা ছবর করেছিল, অর্থাৎ এটি যেন ইমাম মনোনীত করার হেতু, তো মর্মগত দিক থেকে এ তরজমা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু তারকীব তা সমর্থন করে না। কারণ এটি لما صبروا নয়, অর্থাৎ حرف الجر এবং ما المصدرية নয়।

(গ) نسوق الماء (টেনে নিয়ে যাই পানি) থানবী (রহ) লিখেছেন, পানি পৌঁছে দেই। শায়খুলহিন্দ (রহ) পূর্ণ শাব্দিকতা রক্ষা

করে লিখেছেন, 'পানি হাঁকাই/ হাঁকিয়ে নিয়ে যাই।'
فنخرج بــه زرعــا (অনন্তর উদ্গাত করি তা দ্বারা শস্য) বিকল্প তরজমা– অনন্তর তা দ্বারা বিভিন্ন ফসল ফলাই।

أسئلة

١- اشرح كلمة أنعام .

٢- ما معنى الأرض الجرز .

٣- اشرح فاء فلا تكن في مرية .

٤- أعرب منهم في قوله : وجعلنا منهم أئمة .

٥- لما صبروا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- نخرج به زرعا এর দু'টি তরজমা উল্লেখ কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّآ أَن
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَـْٔنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ
ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِىَّ فَيَسْتَحْىِۦ مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا
يَسْتَحْىِۦ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ
مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا
كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ
أَزْوَٰجَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ
عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُواْ شَيْـًٔا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾ (الأحزاب : ٣٣ : ٥٣ – ٥٤)

بيان اللغة

إِنًى وأَنَى : وقت، والجمع آناء؛ قال تعالى : يتلون آيات الله آناء الليل .
غير ناظرين إناه : أي غير منتظرين وقت الطعام، أي وقت نضج الطعام؛
والإناء : الوعاء للطعام والشراب، جمعه آنية، وجمع الجمع أوانٍ .
استأنس إليه وبه : سَكَن إليه وذهبت به وحشتُه ووجد فيه الأُنْسَ .

آنسه إيناسا؛ وآنسه مؤانسة : لاطفه وأزال وحشته، والفاعل من الأول مؤنس، ومن الثاني مؤانس .

آنس نارا : أبصره؛ آنس منه رشدا، وجد فيه ذلك وعلم .

آنس صوتا : سمع

بيان الإعراب

إلا أن يؤذن لكم : إلا أداة حصر، والمصدر استثناء مفرغ من عموم الأحوال أو من عموم الظروف، أي : لا تدخلوها في حال من الأحوال إلا حال كونكم مأذونا لكم؛ أو لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن يؤذن لكم .

إلى طعام : يتعلق بـ : يؤذن، لأنه يتضمن معنى الدعاء، أي : إلا أن تدعون إلى طعام .

غير ناظرين إناه : حال من لا تدخلوا؛ وقد وقع الإستثناء على الظرف والحال معا، فالمعنى : لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن وإلا غير ناظرين إناه .

ولا مستأنسين لحديث : الواو عاطفة، و لا زائدة لتأكيد النفي، و مستأنسين عطف على ناظرين ،

ولحديث يتعلق بـ : مستأنسين، واللام للعلة، أي : لا يستأنس بعضكم ببعض لأجل أن يحدث بعضكم بعضا .

الترجمة

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, প্রবেশ করো না তোমরা নবীর গৃহসমূহে, তবে যখন ডাকা হয় তোমাদেরকে আহার গ্রহণের প্রতি, তবে খাবার তৈরীর অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় নয়, কিন্তু যখন ডাকা হয় তোমাদেরকে তখন প্রবেশ কর তোমরা, অনন্তর যখন আহার সম্পন্ন করবে তখন উঠে যেয়ো কোন আলাপে অনাকৃষ্ট অবস্থায়।

অবশ্যই তোমাদের এ আচরণ কষ্ট দেয় নবীকে, আর সঙ্কোচবোধ করেন তিনি তোমাদের প্রতি। অথচ আল্লাহ্ সঙ্কোচ করেন না সত্য বিষয়ে। আর যখন চাইবে তোমরা নবীর বিবিদের কাছে কোন বস্তু তখন চেয়ো তাদের কাছে পর্দার পিছন থেকে, সেটাই অধিকতর পবিত্রতাপূর্ণ তোমাদের হৃদয়ের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য। আর সঙ্গত নয় তোমাদের জন্য যে, কষ্ট দেবে তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলকে এবং (সঙ্গত) নয় যে, বিবাহ্ করবে তোমরা তাঁর স্ত্রীদেরকে তাঁর পরে কখনো। নিঃসন্দেহে তা আল্লাহ্‌র নিকট গুরুতর।

যদি প্রকাশ করো তোমরা কোন কিছু, কিংবা গোপন করো তা (আল্লাহ্ অবশ্যই তা জানবেন)। কেননা অবশ্যই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) غير ناظرين إناه এবং ولا مستأنسين لحديث এর তারকীবী জটিলতার কারণে এর তারকীবমুখী তরজমাও কিছুটা জটিল। তবে মূল তারকীব থেকে মুক্ত হয়ে সরল তরজমা এভাবে করা যায়—

যখন তখন তোমরা নবীগৃহে যেয়ো না; যখন খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয় তখনই শুধু যেয়ো, তখনো আগেই গিয়ে খাবার তৈরী হওয়ার অপেক্ষায় থেক না। তবে যখন তোমাদের ডাকা হয় তখন প্রবেশ করো, আর আহার শেষে পরস্পর আলাপে আকৃষ্ট না হয়ে উঠে চলে এসো।

(খ) إلا أن يؤذن لكم (তবে যখন ডাকা হয় তোমাদেরকে আহার গ্রহণের প্রতি) এখানে طعام কে مصدر ধরা হয়েছে। আর إلى يؤذن এর তাযমীনী অর্থ বিবেচনা করা হয়েছে। يؤذن এর মূল প্রতিশব্দ ব্যবহার করে বলা যায়, 'তবে যখন অনুমতি দেয়া হয় তোমাদেরকে আহার গ্রহণের প্রতি।'

(গ) فيستحي منكم (আর সঙ্কোচ বোধ করেন তিনি তোমাদের প্রতি) থানবী (রহ) লিখেছেন, তিনি তোমাদের লেহায করেন (মন রক্ষা করেন); এটি সুন্দর ভাবতরজমা। কেউ কেউ লিখেছেন, 'তিনি তোমাদের উঠিয়ে দিতে সঙ্কোচবোধ করেন।' এখানে উদ্দেশ্য ঠিক আছে, কিন্তু প্রচ্ছন্নতার সৌজন্য ক্ষুণ্ন হয়েছে।

والله لا يستحي من الحق কিন্তু আল্লাহ সত্য প্রকাশে/সত্য বলতে সঙ্কোচ করেন না, এ তরজমা গ্রহণযোগ্য।

(ঘ) من وراء حجاب (পর্দার পিছন থেকে) পর্দার আড়াল থেকে/ বাইরে থেকে– শব্দানুগ না হলেও এ তরজমাও সঠিক। পর্দা রক্ষা করে, এ তরজমা গ্রহণযোগ্য হলেও অপ্রয়োজনীয়।

أسئلة

١– اشرح كلمتي إنى وإناء .

٢– ما معنى بدا وأبدا ؟

٣– أعرب المصدر المؤول في قوله تعالى : ما كان لكم أن تؤذوا...

٤– أعرب قوله : إلا أن يؤذن لكم .

٥– يؤذن لكم এর তরজমা আলোচনা কর

٦– من وراء حجاب এর তরজমাগুলো আলোচনা কর

(٢) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأۡتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي
لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِ ۖ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ
أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ﴿٣﴾ لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ
﴿٤﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوۡ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ
مِّن رِّجۡزٍ أَلِيمٞ ﴿٥﴾ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ
إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلۡحَقَّ وَيَهۡدِيٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡحَمِيدِ ﴿٦﴾ (سبأ : ٣٤ : ٣ – ٦)

بيان اللغة

لا يعزب عنه : (أي: لا يغيب ولا يخفى عنه)، من باب نصر، عُزوبا

الرجز : سوء العذاب، كذا قال قتادة .

بيان الإعراب

علم الغيب : نعت أو بدل، وجواب القسم ليس بأجنبي .

لا يعزب عنه مثقال ذرة : الجملة في محل نصب حال من الضمير في عالم

الغيب أو من ربي؛ و في السموت متعلق بنعت لـــ : ذرة .

ولا أصغر من ذلك : لا نافية، وأصغر مبتدأ مرفوع، و خبره إلا في كتب

مبين؛ والجملة معطوفة على جملة لا يعزب .

ليجزي : متعلق بـــ : لتأتينكم .

الترجمة

আর বলে যারা কুফুরি করেছে, আসবে না আমাদের উপর কিয়ামত। বলুন আপনি, অবশ্যই (আসবে), শপথ আমার প্রতিপালকের, যিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী; অতিঅবশ্যই আসবে তা তোমাদের উপর। গোপন থাকে না তাঁর থেকে অণুপরিমাণ কিছু, যা (রয়েছে) আসমানসমূহে, আর না (গোপন থাকে) যা (রয়েছে) যমীনে।

আর তার চেয়ে ছোট ও বড় সকল কিছু অবশ্যই (সংরক্ষিত) রয়েছে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে। (আর কিয়ামত আসবে) যেন প্রতিদান দেন তিনি তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, ওরা, তাদেরই জন্য (রয়েছে) মাগফিরাত এবং মর্যাদাপূর্ণ রিযিক।

আর যারা অপচেষ্টা চালিয়েছে আমার আয়াতসমূহের বিষয়ে (সেগুলোকে) অকার্যকর করার জন্য, ওরা তাদেরই জন্য রয়েছে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

আর যাদের দান করা হয়েছে জ্ঞান তারা ঐ কোরআনকে সত্য বলে জানে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর পথপ্রদর্শন করে তা মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রশংসিত সত্তার পথের দিকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) لا تأتينا الساعة (আসবে না আমাদের উপর কেয়ামত) শায়খায়ন এভাবেই তরজমা করেছেন, তবে বক্তব্যের আবহ-এর দিকে লক্ষ্য করে তরজমা করা যায়, কিয়ামত আসতে পারে না...

কেউ কেউ লিখেছেন, 'আমাদের নিকট/কাছে কিয়ামত আসবে না', তরজমায় মূল তারকীবের পরিবর্তন অনিবার্য, তবে 'কাছে' এর চেয়ে উপর শব্দটি কিয়ামতের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। কারণ বিপদ কাছে নয়, উপরে আসে।

(খ) بلى (অবশ্যই [আসবে]), শায়খায়ন লিখেছেন, কেন নয়? بلى দ্বারা نفي এর إنكار কে জোরালো করা উদ্দেশ্য। সেটা উভয় তরজমাতেই বিবেচিত হয়েছে।

(গ) علم الغيب অধিকাংশ বাংলা তরজমায় রয়েছে, 'বল, আসবেই, শপথ আমার প্রতিপালকের, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আসবে, তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী'। এতে মূলের বিন্যাস রক্ষিত হয়েছে, তারকীব রক্ষিত হয়নি। কারণ علم الغيب স্বতন্ত্র বাক্য নয়।

থানবী (রহ) তারকীব রক্ষা করে তারতীব বদলেছেন, কিতাবে তা অনুসরণ করা হয়েছে।

(ঘ) ولا في الأرض (আর না [গোপন থাকে] যা রয়েছে যমীনে) তরজমাটিকে তারকীবানুগ করা হয়েছে। সরল তরজমা হলো, তাঁর কাছে গোপন থাকে না আসমানে ও যমীনে 'যাররা' পরিমাণ কিছু।

কেউ কেউ পুরো আয়াতটির তরজমা করেছেন, 'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচরে নয় অণুপরিমাণ কিছু কিংবা তার চেয়ে ক্ষুদ্র, অথবা বৃহৎ কিছু, সমস্তই আছে সুস্পষ্ট কিতাবে।' এটি মূলের তারকীব ও মর্ম থেকে বিচ্যুত।

(ঙ) والذين سعوا في ... (আর যারা অপচেষ্টা চালিয়েছে আমার আয়াতসমূহের বিষয়ে [সেগুলোকে] অকার্যকর করার উদ্দেশ্যে); এটি মূলানুগ, তবে معجزين এর তারকীব পরিবর্তিত হয়েছে। সরল তরজমা এরূপ– যারা আমার আয়াতগুলোকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা চালায়।

أسئلة

١- اشرح كلمة مثقال .

٢- ما معنى عزب ؟

٣- أعرب قوله علم الغيب .

٤- عين الفاعل في قوله تعالى : ويرى الذين أوتوا العلم....

٥- لا تأتينا الساعة এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- والذين سعوا في آيتنا معجزين এর সরল তরজমা বল

(٣) ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ
وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى
ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾
وَلِسُلَيْمَٰنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُۥ
عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۖ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۖ
وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾
يَعْمَلُونَ لَهُۥ مَا يَشَآءُ مِن مَّحَٰرِيبَ وَتَمَٰثِيلَ وَجِفَانٍ
كَٱلْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَٰتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ
ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ
مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ
ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾ (سبأ : ٣٤ : ١٠ – ١٤)

بيان اللغة

أوبي معه : سَبِّحي معه ورَجِّعي التسبيح إذا سبح .

سبغت : سبغ شيء (ن، سُبوغا) : تم، اِتَّسع؛ يقال : سَبغتِ الدِّرعُ، سبغ الوضوءُ، سبغَتِ النعمَةُ، (والدرع مؤنث وقد يذكر) .

أسبغ شيئا : أتم و وَسَّعَ

وقدر في السرد: أي وقدر في نَسْجِ الدُّروعِ بحيث تتناسب حَلَقاتُها، أي اجعل كل حَلْقة مساوية لأختها، لتكون جيدة خفيفة .

سَرَد الدرعَ (ن، سَرْدًا) : نَسَجها .

سرد الحديثَ : بين الحديث بيانا جيدا .

قَدَّر في أمر : تَمَهَّلَ وفكر في تَسويته .

قطر : نحاس مذاب؛ وقَطِران আলকাতরাজাতীয় পদার্থ

محاريب : مساكن وأبنية شريفة؛ سميت بذلك، لأنه يُذَبُّ عنها و يُحارَبُ عليها؛ ثم نقل إلى الطاق التي يقف الإمام فيها، والمفرد محراب .

جفان : جمع جَفْنَة : القَصْعَة الكبيرة .

جواب : جمع جابية، حوض كبير؛ سمي جابية لأن الماء يُجْبَى فيه و يُجْمَع.

راسيات : أي ثابتات لا تتحرك عن أماكنها .

منسائة : اسم آلة وزنه مفعلة، وهي عصا ينسأ بها، أي يطرد و يؤخر .

بيان الإعراب

والطير : عطف على محل المنادى، وهو النصب، أي : وقلنا يــا جبــال أوبي معه، ويا طير أوبِي معه، وقرئ بالرفع عطفا على اللفظ.

واعلم أن تابع المنادى إذا كان بدلا أو معطوفا مجردا من 'ال' عومل معاملة المنادى المستقل، كما تقول : يا أبا خالد سعيد، ويا خالد وسعيد، ويا عبد الله وسعيد؛ وإن تحلى المعطوف بـــ : ال جاز فيه

العطف على اللفظ وعلى المحل .

ويجوز أن يكون الطير مفعولا به لفعل محذوف، أي وسخرنا الطير.

أن اعمل سابغات : أي دروعا سابغات؛ وأن هذه تفسيرية بتقدير فعل قبلها فيه معنى القول، أي وأمرناه أن اعمل .

ولسليمن : أي وسخرنا له، وجملة غدوها شهر حال من الريح؛ وقيل هي مستأنفة .

ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه : خبر مقدم و مبتدأ مؤخر .

يعملون له ما يشاء من ... : الجملة بدل من يعمل لتفصيل عملهم .

شكرا : أي لأجل الشكر؛ أو اشكروا شكرا؛ أو اعملوا شاكرين .

تبينت الجن أن لو كانوا .... أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن؛ وأن و مدخولها بدل اشتمال من الجن، كقولك : تبين زيد جهله .

وقال أبو البقاء : هو بدل من محذوف، أي تبين أمر الجن ، وهو أهم لو كانوا يعلمون الغيب ...

هذا إذا كان تبين لازما؛ وإذا كان متعديا بمعنى علم فـ : أن ومدخولها في موضع النصب .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই দান করেছি আমি দাউদকে আমার পক্ষ হতে অনুগ্রহ। (আর বলেছি) হে পাহাড়-পর্বত, তাসবীহ পড়তে থাক তার সঙ্গে। আর (একই আদেশ করেছি) পক্ষীদলকে। আর মোলায়েম করেছি তার জন্য লোহা। (এবং আদেশ করেছি) এই মর্মে যে, তৈরী কর তুমি পূর্ণ বর্মসমূহ এবং মাপ ঠিক রাখ (কড়াগুলোর) বুননের ক্ষেত্রে। আর সম্পন্ন কর তোমরা সৎকর্ম। অবশ্যই আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে পূর্ণদর্শী।

আর (অনুগত করেছি) সোলায়মানের জন্য বায়ুকে, (ফলে) বাতাসের প্রাতঃকালীন প্রবাহ ছিল এক মাস (পরিমাণ) এবং

বৈকালিক প্রবাহ ছিল এক মাস। আর প্রবাহিত করেছি তার জন্য তাম্রের প্রস্রবণ।
আর জ্বিনদের মধ্য হতে (ছিল) এমন একদল যারা কাজ করত তার সামনে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। আর যারা বিচ্যুত হবে তাদের মধ্য হতে আমার আদেশ থেকে, আস্বাদন করাব আমি তাদের, জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। তৈরী করত তারা তার জন্য যা সে ইচ্ছা করত, অর্থাৎ বড় বড় প্রাসাদ এবং ভাস্কর্য এবং জলাধারের মত (বৃহদাকার) পাত্র এবং (চুল্লির উপর) অনড় ডেগসমূহ।
(আর আমি আদেশ করেছিলাম) আমল করতে থাক তোমরা হে দাউদ-পরিবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ। বস্তুত আমার বান্দাদের মধ্য হতে অল্পই প্রকৃত কৃতজ্ঞ।
অনন্তর যখন ফায়ছালা করলাম আমি তার উপর মৃত্যুর, তখন জানায়নি তাদেরকে তার মৃত্যুর কথা, (কেউ) তবে ভূমির কীট[১] যা খেয়ে চলেছিল তার লাঠি। অনন্তর যখন পড়ে গেল সে (তখন) পরিষ্কার বুঝতে পারল জ্বিনেরা যে, যদি জানত তারা গায়ব (তাহলে) পড়ে থাকত না (এই) লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أوبي معه (তাসবীহ্ পড়তে থাক তার সঙ্গে) أوب এর মূল অর্থ, আওয়ায পুনঃধ্বনিত করা। এখানে উদ্দেশ্য হলো তাসবীহের আওয়ায। তো উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তাসবীহ্ ও অব্যাহততার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। 'আমার পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাক', এ তরজমাও হতে পারে।

(খ) والطير (আর [একই আদেশ করেছি] পক্ষীদলকে) থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন الطير কে উহ্য ফেয়েলের মফঊল ধরে। পক্ষান্তরে عطف على المنادى হিসাবে কেউ কেউ তরজমা করেছেন 'এবং হে পক্ষীকুল!' তোমরাও তা কর।

(গ) ألنا (মোলায়েম করেছি) বিকল্প শব্দ– নমনীয়/ কোমল/ নরম করেছি। তবে মোলায়েম শব্দটি অধিকতর উপযোগী। কেউ কেউ 'দ্রবীভূত করেছি' তরজমা করেছেন, যার আরবী প্রতিশব্দ হল أذبنا সুতরাং এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

---

[১]। উই পোকা।

(ঘ) أن اعمل ([এবং আদেশ করেছি] এই মর্মে যে); أن المفسرة এর ব্যাকরণগত দিক বিবেচনা করে উপবুক্ত বন্ধনীযোগে তরজমা করা হয়েছে। অন্য একটি তরজমা হলো, 'যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম বানাতে পার'। أن المصدرية এর ভিত্তিতে এ তরজমা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে أن تعمل হওয়া সঙ্গত ছিল।

(ঙ) غدوها شهر و .... ([ফলে] বাতাসের প্রাতকালীন প্রবাহ ছিল এক মাস [পরিমাণ] এবং বৈকালিক প্রবাহ ছিল এক মাস।)
যেহেতু এই দ্রুততা হচ্ছে বাতাসকে অনুগত করার ফলশ্রুতি, সেহেতু বন্ধনীটি যোগ করা হয়েছে।
আরবীতে هـا যামীরের উদ্দেশ্য পরিষ্কার কিন্তু বাংলায় সর্বনাম বিভ্রান্তির কারণ হতে পারে। তাই তা পরিহার করা হয়েছে।
কেউ কেউ এরূপ সরল ও সম্প্রসারিত তরজমা করেছেন, যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করিত এবং .....।
غدو এর মূল অর্থ হল সকালের চলা এবং رواح এর মূল অর্থ হল বিকালের চলা, তবে এখানে বাতাসের উপযোগীরূপে প্রবাহ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে, কেউ কেউ গতি শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

(চ) عين القطر এর অর্থ কারো কারো মতে গলিত তামার ঝরণা। গলিত শব্দটি যোগ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। থানবী (রহ) করেননি। শায়খুলহিন্দ (রহ) অবশ্য করেছেন।

(ছ) ومن يزغ منهم عن أمرنا (আর যারা বিচ্যুত হবে তাদের মধ্য হতে আমার আদেশ হতে)
বিকল্প তরজমা- আর তাদের মধ্য হতে যারা আমার আদেশ অমান্য করবে/ আমার আদেশ থেকে ফিরে যাবে।

(জ) يعملون له ما ... অন্য তরজমা- তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ..... তৈরী করত।

(ঝ) شكور শব্দের মাঝে অতিশয়তার যে ভাব রয়েছে সে জন্য 'প্রকৃত কৃতজ্ঞ' তরজমা করা হয়েছে।

(ঞ) قضينا عليه الموت কিতাবের তরজমাটি পূর্ণ শব্দানুগ- বিকল্প তরজমা- আর যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম।

أسئلة

١- اشرح كلمة سرد ٠

٢- اشرح كلمة المحاريب ٠

٣- أعرب قوله : أن اعمل سابغات ٠

٤- أعرب قوله : شكرا ٠

٥- ألنا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- شكور এর তরজমা 'প্রকৃত কৃতজ্ঞ' করা হয়েছে কেন?

(٤) لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ
وَشِمَالٍ ۖ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ
وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ
وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ
مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا ۖ وَهَلْ نُجَازِي
إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا
فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا
ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ (سبأ : ٣٤ : ١٥ - ١٩)

بيان اللغة

العرم : جمع عَرِمَة، وهو سَدٌّ يمسك الماء ويمنعه من أن يطغى على القرية،

فأرسل الله على أهل السبإ سيل الماء الذي كان وراء السدود، وحين طغى الماء انهدمت السدود، فأغرقهم وخرب جنتيهم .

ذواتي : مثنى ذات، وهو مؤنث ذو، وأصله ذوي، فالواو عين الكلمة والياء لامها ،

وأصل ذات ذوية (بفتح الذال والواو والياء)؛ ولما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، فصار ذوات ... وقد حذفت الواو تخفيفا فأصبح ذات، وفي التثنية يصح ذاتان بالنظر إلى اللفظ، وذواتان بالنظر إلى الأصل .

أكل خمط : الأكل الثمر أو ما يؤكل؛ والخمط المر؛ والأثل شجر طويل مستقيم جيد الخشب كثير الأغصان، والواحدة أَثْلَة .

بيان الإعراب

في مسكنهم : حال من سبأ، أي حال كونهم في مسكنهم .

جنتان : بدل من آية ؛ أو خبر لمبتدأ محذوف، أي وتلك الآية جنتان .

عن يمين وشمال : متعلق بنعت محذوف لـ : جنتان، أي ظاهرتان عن يمين وشمال .

بلدة طيبة : خبر مبتدأ محذوف، أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة؛ و رب غفور، أي وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور .

ذواتي أكل : نعت لـ : جنتين

ذلك : مفعول ثان لـ : جزيناهم ، مقدم عليه ، لأنه ينصب مفعولين : أي جزيناهم ذلك التبديل بكفرهم .

كل ممزق : كل مفعول مطلق نائب عن المصدر، والممزق مصدر مزق .

الترجمة

অতিঅবশ্যই ছিল সাবা সম্প্রদায়ের জন্য তাদের বাসভূমিতে নিদর্শন, (অর্থাৎ) দু'টি উদ্যান ডানে ও বামে। (আর তাদের বলা হয়েছিল) আহার কর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের রিযিক থেকে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তাঁর প্রতি। (কারণ এই নগরী হল) উত্তম নগরী। আর (তোমাদের প্রতিপালক হলেন) ক্ষমাশীল প্রতিপালক। অনন্তর মুখ ফিরিয়ে নিল তারা (কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য হতে।), ফলে পাঠালাম আমি তাদের উপর বাঁধের ঢল এবং দিলাম তাদেরকে তাদের বাগান দু'টির পরিবর্তে দু'টি বাগান তিক্ত ফল এবং ঝাউগাছ এবং অতিসামান্য কুলবৃক্ষবিশিষ্ট।

আর ঐ শাস্তি দিয়েছিলাম আমি তাদেরকে তাদের কুফুরি করার কারণে। আর আমি তো বদলা দেই না তবে শুধু কৃতঘ্নকে।

আর স্থাপন করেছিলাম আমি তাদের মাঝে এবং ঐ সকল জনপদের মাঝে যেগুলোতে বরকত দান করেছিলাম, (উভয়ের মাঝে আমি স্থাপন করেছিলাম) দৃশ্যমান বহু জনপদ। আর পরিমাপমত করেছিলাম আমি ঐ জনপদে ভ্রমণকে, (আর তাদেরকে বলেছিলাম,) ভ্রমণ কর তাতে কতিপয় রাতে এবং অল্প দিনে নিরাপদে।

অনন্তর তারা বলল, (হে) আমাদের প্রতিপালক, দূরত্ব বৃদ্ধি করুন আমাদের সফরগুলোতে, আর তারা অবিচার করেছিল নিজেদের প্রতি, ফলে বানালাম আমি তাদেরকে বিভিন্ন কাহিনী এবং ছিন্ন ভিন্ন করলাম তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে। নিঃসন্দেহে রয়েছে তাতে নিদর্শন প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞপ্রাণ ব্যক্তির জন্য।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) جنتين ([অর্থাৎ] দু'টি উদ্যান) বন্ধনীটি দ্বারা মূল তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(খ) من رزق ربكم (তোমাদের প্রতিপালকের রিযিক থেকে) من অব্যয়টি আংশিকতাজ্ঞাপক, তরজমায় তা বিবেচনা করা হয়েছে। সরলায়নের জন্য বলা যায়, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া কিছু রিযিক ভোগ কর।

(গ) سيل العرم (বাঁধের ঢল) এটি শব্দানুগ তরজমা। কেউ কেউ লিখেছেন 'বাঁধভাঙ্গা ঢল/প্রবল বন্যা' এগুলো শব্দানুগ না হলেও গ্রহণযোগ্য।

আশরাফী তরজমা, আমি ছেড়ে দিলাম তাদের উপর বাঁধের ঢল। إرسال এর মূল অর্থ এটাই। অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত করা।
কেউ কেউ লিখেছেন, প্রবাহিত করলাম, এটাও গ্রহণযোগ্য।

(ঘ) ذواتي أكل... কিতাবের তরজমাটি শব্দানুগ এবং তারকীবানুগ। সহজ ও সরল তরজমা এই– এমন দু'টি উদ্যান যাতে উৎপন্ন হত শুধু কিছু তিক্ত/ বিস্বাদ ফল, ঝাউগাছ এবং কুলগাছ।

(ঙ) وهـل نجـازي إلا... (আর আমি বদলা দেই না, তবে শুধু কৃতঘ্নকে) অন্যান্য তরজমা, আমি কৃতঘ্ন ছাড়া কাউকে এমন শাস্তি দেই না,/ আমি কি এমন সাজা দেই কৃতঘ্ন ছাড়া (কাউকে)?

(চ) وقـدرنا فيهـا السـير (আর পরিমাপমত করেছিলাম ঐ জনপদগুলোতে ভ্রমণকে); এটি পূর্ণ শব্দানুগ তরজমা, কিন্তু প্রাঞ্জল নয়। ভ্রমণের পরিবর্তে চলাচল/ যাতায়াত শব্দটি ব্যবহার করা যায়।
সরলায়নের জন্য কেউ কেউ তরজমা করেছেন, আমি ঐ জনপদগুলোর মাঝে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলাম।
অথবা– আমি ঐ জনপদগুলোর মাঝে চলাচলের সঠিক দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলাম।

(ছ) ليالي و أياما অর্থাৎ অল্প কয়েকদিনেই সফর করা সম্ভব ছিল।

(জ) فجعلنـهم أحاديـث (ফলে বানালাম আমি তাদেরকে বিভিন্ন কাহিনী) এটি তারকীবানুগ তরজমা, সরল তরজমা এরূপ– ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম।

أسئلة

١– اشرح كلمة العرم .

٢– ما معنى مزق وتمزق ؟

٣– أعرب قوله : جنتان عن يمين وشمال .

٤– أعرب قوله : كل ممزق .

٥– أرسلنا عليهم سيل العرم এর তরজমা আলোচনা কর

٦– فجعلنهم أحاديث এর তারকীবানুগ ও সরল তরজমা কর

(٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا
بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ
عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ
ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا
مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓاْ
أَنَحْنُ صَدَدْنَٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم
مُّجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ
مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ
أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا
ٱلْأَغْلَٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ
يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ (سبأ : ٣٤ : ٣١ – ٣٣)

بيان اللغة

غل : طَوْقٌ من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في أيديهما، والجمع أَغْلال .

والغِلّ : العداوة والحِقْد الكامل، قال تعالى : ونزعنا ما في صدورهم من غل .

وقف الرجلُ (ض، وُقُوفًا) : سكن عن المشي .

وقفتُ الرجلَ (ض، وَقْفًا) : جعلتُه يقف؛ فالفعل لازم، ومتعد على اختلاف المصدر .

وقفتُ الرجلَ عن شيء منعتُه منه، والموقوف : المحبوس عن شيء .

بيان الإعراب

ولو ترى : أي : ولو ترى وقت حبسهم عند ربهم لرأيت عجبا .

يرجع بعضهم إلى بعض القول : الجملة حال من ضمير موقوفون؛ والمعنى : يتلاومون؛ الأول يلوم الثاني، وهو يرد اللوم على الأول؛ وجملة يقول الذين ... بدل من يرجع بعضهم

بل مكر الليل والنهار : بل للإضراب عن الكلام السابق، أي : لم نكن مجرمين، بل كنتم مجرمين، و لم يصدنا إجرامنا، بل صدنا مكركم علينا بالليل والنهار؛ فمكر الليل على هذا الوجه فاعل فعل محذوف،

ويجوز أن يكون مبتدأ لخبر محذوف، وعلى العكس، أي : لم يكن سبب الضلال إجرامنا، بل سبب ذلك مكركم علينا في الليل والنهار، أو بل مكركم سبب ذلك .

الترجمة

আর বলে যারা কুফুরি করেছে, কিছুতেই না ঈমান আনব আমরা এই কোরআনের প্রতি, আর না ঐ কিতাবের প্রতি যা (রয়েছে) তার পূর্বে।

আর (হে নবী! অথবা হে সম্বোধিত ব্যক্তি,) যদি দেখতে তুমি (ঐ সময়টি) যখন যালিমরা আটক থাকবে তাদের প্রতিপালকের নিকট, আর ফিরিয়ে দেবে তাদের একে অপরের দিকে অভিযোগের বাক্য (তাহলে অবাক কাণ্ডই দেখতে)।

(অর্থাৎ) বলবে তারা যাদের দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে যারা বড়ত্ব ফলিয়েছে, যদি তোমরা না হতে তাহলে অবশ্যই হতাম আমরা মুমিন।

বলবে যারা বড়ত্ব ফলিয়েছে তাদেরকে যাদের দুর্বল মনে করা হত, আমরা কি ফিরিয়ে রেখেছি তোমাদেরকে হেদায়াত হতে তোমাদের কাছে তা আসার পর, (না) বরং তোমরাই ছিলে অপরাধী। আর বলবে তারা যাদের দুর্বল মনে করা হতো, তাদেরকে যারা বড়ত্ব

ফলিয়েছে, বরং (আমাদের সর্বনাশ করেছে তোমাদের) রাত দিনের চক্রান্ত, যখন আদেশ করতে তোমরা আমাদেরকে যেন কুফুরি করি আমরা আল্লাহর প্রতি এবং নির্ধারণ করি তার জন্য সমকক্ষ।

আর তারা গোপন রাখতে চাইবে (তাদের) অনুতাপ, যখন দেখবে আযাব। আর পরাব আমি বেড়ী তাদের গলদেশে যারা কুফুরি করেছে। তাদেরকে তো তাদের কৃতকর্মেরই ফল দেয়া হবে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) عند ربهم (তাদের প্রতিপালকের নিকট) এর তরজমা হতে পারে, 'তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে/ সমীপে। সরল তরজমা এই– তুমি যদি দেখতে ঐ সময়ের দৃশ্য যখন যালিমদেরকে হিসাবের জন্য তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড় করান হবে!

(খ) يرجع بعضهم إلى بعض القول (আর ফিরিয়ে দেবে তাদের একে অপরের দিকে অভিযোগের বাক্য) এখানে প্রথমত حال কে عطف রূপে তরজমা করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ القول এর ال কে مضاف إليه এর স্থলবর্তী ধরা হয়েছে। এটি মূলত শব্দানুগ তরজমা; সরল তরজমা এই– আর তারা পরস্পর বাদানুবাদ/ কথা কাটাকাটি/ বাদপ্রতিবাদ/ দোষারোপ করবে।

আর তারা অভিযোগ বিনিময় করবে।

(গ) وقال الذين استضعفوا কিতাবে শব্দানুগ তরজমা করা হয়েছে। সরল তরজমা এই– দুর্বলেরা/ অনুগতরা/ অধীনস্থরা তাদের নেতাদের/ তাদের বড়দের বলবে....

কতিপয় বাংলা তরজমায়, 'তুমি যদি দেখতে যালিমদেরকে যখন তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, তখন তারা পরস্পর বাদানুবাদ করবে।' অর্থাৎ إذ কে إذا এবং يرجع কে তার جواب ভাবা হয়েছে। এটা ব্যাকরণগত ও অর্থগত বিচ্যুতি।

(ঘ) وأسروا الندامة لما رأوا العذاب (আর তারা গোপন রাখতে চাইবে [তাদের] অনুতাপ যখন ...)

একটি বাংলা তরজমায় আছে, আর তারা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন মনের অনুতাপ মনেই চেপে রাখবে, শব্দস্ফীতি ঘটলেও এ তরজমার কিছুটা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

'আযাব দেখার পর তারা লজ্জায় মরে যাবে'/ যখন তারা... 'তখন অনুতাপে নির্বাক হয়ে যাবে' এ তরজমা সুন্দর মনে হলেও অপ্রয়োজনীয়।

(ঙ) نحن صددناكم । আমরা তো তোমাদের ফিরিয়ে/ সরিয়ে রাখিনি– উদ্দেশ্যের দিক থেকে এটা ঠিক আছে। তবে এই পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

أسئلة

١- اشرح كلمة غل.

٢- ما معنى وقف ؟

٣- أعرب قوله : بل مكر الليل والنهار

٤- أعرب قوله : أن نكفر بالله

٥- القول–'অভিযোগের বাক্য', এ তরজমার সূত্র উল্লেখ কর

٦- وأسروا الندامة لما رأوا العذاب এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) وَمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُم بِٱلَّتِى تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰٓ
إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ
بِمَا عَمِلُوا۟ وَهُمْ فِى ٱلْغُرُفَـٰتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ
فِىٓ ءَايَـٰتِنَا مُعَـٰجِزِينَ أُو۟لَـٰٓئِكَ فِى ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ
وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ
ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ
أَهَـٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ

وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم
مُّؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا
ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِى كُنتُم
بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالُوا۟ مَا
هَٰذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ
وَقَالُوا۟ مَا هَٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلْحَقِّ
لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَآ ءَاتَيْنَٰهُم مِّن
كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ۖ وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿٤٤﴾
وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا۟ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ
فَكَذَّبُوا۟ رُسُلِى ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ (سبأ : ٣٤ : ٣٧ – ٤٥)

بيان اللغة

زلفى : القُرْبَة، المنزِلَة، وهو هنا في معنى مصدر قَرَّبَ؛ قال تعالى : إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليقربونا إلى الله تقريبا .

أزلفتَه : قَرَّبْتَه؛ قال تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين .

المعشار : جزء من عشرة، والجمع مَعاشير .

بيان الإعراب

زلفى : مفعول مطلق لـ : تقرب على المعنى ، أي تقربكم تقريبا

إلا من آمن .... : إلا بمعنى لكن ، فالاستثناء منقطع ، لأن الخطاب للكفار، ومن آمن ليس منهم .

فأولئك .... : الفاء رابطة لما في الموصول من معنى الشرط ، والإشارة

إلى: من، والجمع باعتبار معناها، كما أن إفراد الفعلين باعتبار لفظها .

جزاء الضعف : ومعنى الضعف أن تتضاعف حسناتهم، الواحدة عشـــرا.

وهذا من إضافة المصدر إلى المفعول، فالمعنى يجازيهم الله الضـــعف؛

أو من أضافة الموصوف إلى صفته، فالمعنى : لهم الجزاء المضاعف .

من دونهم : أي كائنين من دونهم

وما آتينهم من كتب يدرسونها : من زائدة، وكتب مجرور لفظا منصوب

محلا، وجملة يدرسونها صفة .

الترجمة

আর নয় তোমাদের ধনসম্পদ এবং নয় তোমাদের সন্তানসন্ততি এমন বস্তু যা নৈকট্য দান করবে তোমাদেরকে আমার সমীপে অতি নৈকট্যদান। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তো ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে বহু গুণ প্রতিদান তাদের নেক আমলের কারণে, আর তারা থাকবে প্রাসাদসমূহে নিরাপদে।

আর যারা অপচেষ্টা চালাবে আমার আয়াতসমূহের ক্ষেত্রে (সেগুলোকে) অক্ষম করার জন্য, ওরাই হবে আযাবে উপস্থিতকৃত। বলুন আপনি, নিঃসন্দেহে আমার প্রতিপালক প্রশস্ত করেন রিযিক যার জন্য ইচ্ছা করেন তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে এবং সঙ্কুচিত করেন তার জন্য।

আর যা কিছু খরচ করবে তোমরা, যে কোন বস্তু হতে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

আর (স্মরণ কর ঐ দিনকে) যেদিন একত্র করবেন তিনি তাদেরকে সকলকে, তারপর বলবেন ফিরেশতাদের, এরাই কি তোমাদেরই পূজা করত?

বলবে তারা, (আমরা পবিত্রতা বর্ণনা করি) আপনার পবিত্রতা, আপনি আমাদের প্রতিপালক তাদের পরিবর্তে। বরং তারা তো জ্বিনদের পূজা করত। তাদের অধিকাংশ তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং আজ অধিকারী হবে না তোমাদের একে অপরের উপকার করার, আর না ক্ষতি করার। আর বলবো আমি তাদের যারা যুলুম করেছে, আস্বাদন কর তোমরা আগুনের আযাব যা তোমরা ঝুটলাতে।

আর যখন তেলাওয়াত করা হয় তাদের উপর আমার আয়াতসমূহ এমন অবস্থায় যে, তা সুস্পষ্ট তখন বলে তারা, ইনি তো শুধু এমন ব্যক্তি যিনি চান যে, তোমাদের ফিরিয়ে রাখবেন ঐ উপাস্য হতে যাদের পূজা করত তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। আর বলে তারা, এটা উদ্ভাবিত মিথ্যা ছাড়া কিছু নয়।

আর বলে যারা কুফুরি করেছে, সত্য সম্পর্কে যখন সত্য তাদের কাছে আসে, (বলে,) নয় এটা সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া (কিছু)।

আর আমি তো দেইনি তাদেরকে (আহলে মক্কাকে) কোন কিতাব যা তারা অধ্যয়ন করে এবং প্রেরণ করিনি তাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্ককারী।

আর ঝুটলিয়েছে তারা যারা ছিল তাদের পূর্বে। আর উপনীত হয়নি এরা ঐবস্তুর দশমাংশেও যা দিয়েছিলাম তাদের। তো ঝুটলিয়েছিল তারা আমার রাসূলদের, তখন কেমন ছিল আমার সাজা!

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى কিতাবে তারকীবানুগ তরজমা করা হয়েছে। সরল তরজমা এই– তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কিন্তু তোমাদেরকে মোটেও আমার নৈকট্য দান করবে না।

لا يقربكم أموالكم ولا أولادكم এর পরিবর্তে আয়াতের অনুসৃত তারকীবে জোরালোতা রয়েছে, সেজন্য 'কিন্তু' যুক্ত হয়েছে। আর মোটেও শব্দটি হচ্ছে مفعول مطلق এর বিকল্পরূপে।

(খ) أولئك في العذاب محضرون (ওরাই হবে আযাবে উপস্থিকৃত) এটি শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা। কেউ কেউ লিখেছেন–

(ক) তাদেরকেই আযাবে পাকড়াও/ নিক্ষেপ করা হবে।

(খ) তারা আযাবে 'গেরেফতার' হবে।

(গ) তারা আযাব ভোগ করতে থাকবে।

এগুলো আযাবের ভাব ও মর্মকে ধারণ করে, তাই মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। তবে তৃতীয় তরজমাটিতে অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন রয়েছে।

(গ) ويقدر له (এবং সঙ্কুচিত করেন তার জন্য); এটি অতিশাব্দিক তরজমা এবং অপ্রাঞ্জল, যেহেতু যমীরের مرجع হচ্ছে من يشاء

সেহেতু থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'আর যার জন্য ইচ্ছা করেন রিযিক সঙ্কুচিত করেন।' এটি প্রাঞ্জল তরজমা।

(ঘ) وما أنفقتم من شيء (আর যা কিছু খরচ করবে তোমরা যে কোন বস্তু হতে) সরল তরজমা, আর যা কিছু তোমরা খরচ কর না কেন.....

(ঙ) فاليوم لا يملك ... *(সুতরাং আজ অধিকারী হবে না তোমাদের একে অপরের উপকার করার, আর না ক্ষতি করার)*; সরল তরজমা, 'সুতরাং আজ তোমরা কেউ কারো কোন উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখ না।'

(চ) وما بلغوا معشار ما آتينهم *(আর উপনীত হয়নি এরা ঐবস্তুর দশমাংশেও যা দিয়েছিলাম তাদের)*

সহজ তরজমা, *'আর তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এরা তো তার দশমাংশেও উপনীত হয়নি)*; আরো সহজ তরজমা, *'তাদের যে সম্পদ ও শক্তি দান করেছি এরা তো তার ভগ্নাংশও/ দশমাংশও প্রাপ্ত হয়নি'*।

أسئلة

١- اشرح كلمة زلفى .

٢- ما معنى قدر ؟

٣- أعرب قوله : زلفى .

٤- أعرب من كتب في قوله تعالى : وما آتينهم من كتب .

٥- أولئك في العذاب محضرون এর বিভিন্ন তরজমা উল্লেখ কর

٦- وما بلغوا معشار ما آتينهم এর তরজমা আলোচনা কর

(٧) وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ
وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ
لِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾ يُولِجُ

ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ
وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ
لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ
مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ
سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ
بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾ (فاطر : ٣٥ : ١٢ - ١٤)

بيان اللغة

عذب الطعام والشراب (ك، عُذوبَة) : ساغ وطاب .

العَذْبُ : السائغ من الطعام والشراب وغيرهما .

يقال : هو عذب اللسان وعذب الكلام ، والجمع عِذاب

الفرات : الشديد العذوبة، يقال : ماء فرات، نَهْر فرات، عذب فرات .

سائغ : ساغ الشيءُ (سَوْغًا، سَوَاغا، ن) : طاب؛ جاز .

ساغ الشراب والطعام في الحَلْق : سهُل انحداره ومدخَلُه فيه

ساغ شيء : جاز

ملح : مَلُح الطعام والماء (مُلُوحَةً ومَلاحَةً، ك) : صار مِلْحًا، وهو مَليح أيضا ومالح . فالمِلْح هو الشيء الأبيض ، والمِلْح ماء ألقي فيه المِلْحُ

ملح الشيء (ك، مَلاحة) حَسُنَ منظره، فهو مَليح، والجمع مِلاح .

أجاج : ما يَلْدَغ الفمَ بمرارته أو ملوحته؛ أَجَّ الماء (ن، أُجوجًا) : مَلُح ومَرَّ؛

مواخر : مخرت السفينة (ن، مَخْرًا، مُخورًا) : جرت تَشُقُّ الماءَ.

الماخرة : السفينة، لأنها تمخر وتشق الماء، والجمع مَواخِر .

بيان الإعراب

ومن كل : يتعلق بـــ : تأكلون، أي : تأكلون لحوم الأسماك مـــن المـــاء العذب والمالح كليهما .

فيه مواخر : حرف الجر يتعلق بـــ : مواخر، ومواخر حال (أي : وترى الفلك حال كونها تمخر وتشق المياه) .

لتبتغوا من فضله : يتعلق حرف التعليل بـــ : مواخر، وهي ماخرة، أي جارية، والمعنى : وترى السفن تجري في البحر وتشق المياه لتبتغـــوا بركوبكم هذه السفن من فضله، أي بعض فضل الله .

ذلكم الله ربكم : ذلك مبتدأ، ولفظ الجلالة خبر، وربكم خبر ثـــان أو بدل من لفظ الجلالة .

من قطمير : حرف الجر زائد، أي : لا يملكون شيئا قليلا .

الترجمة

দু'টি দরিয়া সমান হয় না। (কারণ) এটি সুমিষ্ট তৃষ্ণানিবারক সুপেয়, আর এটি নোনা, খর। আর প্রত্যেক (দরিয়া) হতে আহার কর তোমরা তাজা গোশত। আর বের করে আন তোমরা (তা থেকে) অলঙ্কার (মুক্তা) যা পরিধান কর তোমরা। আর দেখে থাক তুমি জলযানকে তাতে জল কেটে চলে, যাতে অন্বেষণ করতে পার তোমরা তাঁর কিছু অনুগ্রহ এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (তাঁর প্রতি)।

প্রবিষ্ট করেন তিনি রাত্রকে দিবসে এবং প্রবিষ্ট করেন দিবসকে রাত্রতে। আর বশীভূত করেছেন তিনি সূর্যকে ও চন্দ্রকে। প্রতিটি চলতে থাকবে একটি নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। তিনিই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, তাঁরই জন্য রয়েছে রাজত্ব। আর যাদের ডাক তোমরা তাঁর পরিবর্তে, অধিকারী নয় তারা (তুচ্ছ) খেজুর আঁটির আবরণেরও।

যদি ডাক তোমরা তাদের, শোনবে না তারা তোমাদের ডাক। আর যদিও বা শুনত, সাড়া দিত না তারা তোমাদের অনুকূলে। আর কেয়ামতের অস্বীকার করবে তারা তোমাদের শির্ক করাকে। আর অবহিত করতে পারে না তোমাকে (কেউ) একজন সুবিজ্ঞের ন্যায়।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وما يستوي البحران (দু'টি দরিয়া সমান হতে পারে না); প্রথমত শায়খায়ন এখানে 'সমুদ্র' এর পরিবর্তে দরিয়া ব্যবহার করেছেন। কারণ সমুদ্রের পানি নোনা ও মিষ্ট নয়, সবই নোনা। সুতরাং বাংলায় 'সমুদ্র' ব্যবহার করা ভুল।

দ্বিতীয়ত থানবী (রহ) লিখেছেন, دونــون دريـــا উভয় দরিয়া। তিনি ال কে নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক সাব্যস্ত করেছেন।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, دو دريـــا দুই দরিয়া, ال কে তিনি শ্রেণী ও জাতিবাচক ধরেছেন। কিতাবে তাঁর তরজমা অনুসরণ করা হয়েছে। 'দু'টি সমুদ্র এক নয়'– এ তরজমা ঠিক নয়।

(খ) هذا عذب فرات سائغ شرابه (এটি সুমিষ্ট তৃষ্ণানিবারক, সুপেয়); এখানে هـــذا এর যথার্থ প্রতিশব্দ এসেছে, আর তিনটি শব্দের জন্য তিনটি প্রতিশব্দ আনা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে শায়খুলহিন্দ (রহ) কে অনুসরণ করা হয়েছে।

থানবী (রহ) লিখেছেন, একটি তো সুমিষ্ট তৃষ্ণানিবারক, অন্যটি....

سائغ شرابه এর তরজমা হতে পারে, যা পান করা তৃপ্তিপূর্ণ।

কেউ কেউ লিখেছেন, একটির পানি... অপরটির পানি....

'পানি' শব্দটি অপ্রয়োজনীয়।

(গ) تســتخرجون (বের করে আন তোমরা) বিকল্প শব্দ, 'আহরণ কর'; 'আহার কর' এরপর 'আহরণ কর' এর ব্যবহার ভালো।

(ঘ) ترى الفلك فيه مواخر (তুমি দেখতে পাও জলযানকে, জল কেটে চলাচল করে) এ তরজমা যেমন শব্দানুগ এবং তারকীবানুগ, তেমনি বাংলায় গ্রহণযোগ্য। সুতরাং 'তোমরা দেখ, তার বুক চিরে নৌযান চলাচল করে', এরূপ তরজমার প্রয়োজন নেই।

(ঙ) سخر (বশীভূত করেছেন) অন্যান্য তরজমা–

নিয়মাধীন/ নিয়ন্ত্রিত করেছেন/ কর্মে নিযুক্ত করেছেন।

(চ) ولا ينبئك مثـــل خـــبير (আর অবহিত করতে পারে না তোমাকে [কেউ] একজন সুবিজ্ঞের ন্যায়) শায়খায়ন এরূপ তরজমা করেছেন। এটি মূলত একটি প্রবচন, যার মর্মার্থ হল, প্রকৃত

বিষয় জানতে হলে অজ্ঞের কাছ থেকে নয়, বিজ্ঞের কাছ থেকে নেনে নাও। কিছু তরজমায় আছে, 'সর্বজ্ঞের/ আল্লাহর ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করতে পারে না।' বস্তুত خبير দ্বারা সর্বজ্ঞ আল্লাহ উদ্দেশ্য হলে এটি মারেফা হত, নাকেরা নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة سائغ .

٢- اشرح كلمة مواخر .

٣- أعرب قوله : شرابه .

٤- أعرب قوله : ما يملكون من قطمير .

٥- هذا عذب فرات سائغ شرابه এর তরজমা আলোচনা কর

٦- ولا ينبئك مثل خبير এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٨) وَٱلَّذِىٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ هُوَ ٱلۡحَقُّ مُصَدِّقٗا لِّمَا
بَيۡنَ يَدَيۡهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِۦ لَخَبِيرُۢ بَصِيرٞ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوۡرَثۡنَا
ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِينَ ٱصۡطَفَيۡنَا مِنۡ عِبَادِنَاۖ فَمِنۡهُمۡ ظَالِمٞ
لِّنَفۡسِهِۦ وَمِنۡهُم مُّقۡتَصِدٞ وَمِنۡهُمۡ سَابِقُۢ بِٱلۡخَيۡرَٰتِ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۚ
ذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَضۡلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّٰتُ عَدۡنٖ
يَدۡخُلُونَهَا يُحَلَّوۡنَ فِيهَا مِنۡ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٖ وَلُؤۡلُؤٗاۖ
وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٞ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَذۡهَبَ
عَنَّا ٱلۡحَزَنَۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٞ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِىٓ أَحَلَّنَا
دَارَ ٱلۡمُقَامَةِ مِن فَضۡلِهِۦ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٞ وَلَا
يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٞ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ نَارُ جَهَنَّمَ لَا

يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا۟ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ۚ
كَذَٰلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا
رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَٰلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ
أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ
فَذُوقُوا۟ فَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾ (فاطر : ٣٥ : ٣١ – ٣٧)

بيان اللغة

مقتصد : اقتصد في أمره : تَوَسَّط فلم يُفْرِط ويُفَرِّطْ؛ ويقال : اقتصد في النفَقة، لم يُسْرِف و لم يَقْتُرْ .

النصب : التعَب؛ نَصِب (س ، نَصَبًا) : تعِبَ .

اللغوب : شدة التعب، لغب فلان (ف، لُغوبا) ولغب (س، لَغَبًا) : تعب أشدَّ التعب .

بيان الإعراب

هو الحق : هو مبتدأ ، أو ضمير فصل؛ و مصدقا : حال مؤكدة لـــــ : الحق، لأن الحق لا ينفك عن هذا التصديق .

أورثنا الذين اصطفينا : اسم ا لموصول في محل نصب مفعول به ثان لــ : أورثنا؛ والعائد محذوف، أي اصطفيناهم .

من عبادنا : متعلق بـــ : اصطفينا؛ أو حال كونهم من عبادنا .

جنت عدن : مبتدأ، وجملة يدخلونها خبر .

من أساور من ذهب : الأولى للتبعيض و الثانية للبيـــان ، أي : بعـــض أساور مصنوعة من ذهب؛ ولؤلؤا معطوف على أساور محلا .

الذي أحلنا : بدل من السابق؛ و دار المقامة مفعول به ثان لــ : أحل .

لا يمسنا : حال من مفعول أحل الأول .

لا يخفف من عذابها : من زائدة، وعذابها نائب الفاعل .

كذلك نجزي ... : أي : نجزي جزاء مثل ذلك الجزاء كل كفور.

أو لم نعمركم : الجملة مقول قول محذوف، أي : فيقول لهم ربهم، والهمزة توبيخ من الله سبحانه، والواو زائدة .

ما يتذكر : ما موصولة، في محل جر بحرف جر مقدر، والمعنى ألم نعمركم إلى القدر الذي يتذكر فيه من يريد أن يتذكر؟!

جاءكم النذير : عطف على معنى أو لم نعمركم، لأنه استخبار لفظا وإخبار معنى، كأنه قيل : قد عمرناكم وجاءكم النذير .

الترجمة

আর যে কিতাব অহীরূপে পাঠিয়েছি আমি আপনার কাছে, সেটাই সত্য এবং সত্যায়নকারী ঐ সকল কিতাবকে যা রয়েছে তার পূর্বে। অতিঅবশ্যই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের বিষয়ে পূর্ণ অবগত, পূর্ণ দর্শী। তারপর কিতাবের অধিকারী করেছি আমি ঐ লোকদেরকে যাদেরকে মনোনীত করেছি আমি আমার বান্দাদের মধ্য হতে। তো তাদের মধ্য হতে একদল (হল) অবিচারকারী নিজের প্রতি, আর তাদের মধ্য হতে একদল (হল) মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। আর তাদের মধ্য হতে একদল অগ্রগামী কল্যাণের বিষয়ে আল্লাহর হুকুমে। (আল্লাহর হুকুমে কল্যাণের পথে অগ্রগামী); সেটাই তো মহাঅনুগ্রহ।
চিরস্থায়ী বসবাসের জান্নাত, প্রবেশ করবে তারা তাতে, (আর) পরানো হবে তাদের তাতে কঙ্কন সোনার তৈরী, আর মুক্তা (খচিত অলঙ্কার)। আর তাদের লেবাস, (হবে) তাতে রেশম। আর বলবে তারা, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর (জন্য,) যিনি দূর করেছেন আমাদের থেকে দুঃখ। অতিঅবশ্যই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম সমাদরকারী; যিনি স্থান দিয়েছেন আমাদের চিরবাসের গৃহে আপন অনুগ্রহে। স্পর্শ করবে না আমাদের তাতে কোন ক্লান্তি এবং স্পর্শ করবে না আমাদের তাতে কোন শ্রান্তি।
আর যারা কুফুরি করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। (মৃত্যুর) ফায়ছালা আরোপ করা হবে না তাদের উপর, যাতে তারা

মৃত্যুবরণ করে, আর লঘু করা হবে না তাদের থেকে জাহান্নামের আযাব। সেভাবেই সাজা দিয়ে থাকি আমি প্রত্যেক কৃতঘ্নকে।
আর তারা আর্তচিৎকার করবে তাতে (এবং বলবে, হে) আমাদের প্রতিপালক, বের করুন আমাদেরকে (জাহান্নামের আযাব থেকে) আমরা নেক আমল করব, যা তা থেকে ভিন্ন যা (পূর্বে) করতাম।[২]
(তখন তাদের বলা হবে) আমি কি দান করিনি তোমাদেরকে এতটা বয়স, যাতে চিন্তা করতে পারে যে চিন্তা করতে চায়, আর তোমাদের কাছে তো এসেছে সতর্ককারী। সুতরাং আস্বাদন কর তোমরা, কারণ নেই যালিমদের জন্য কোনই সাহায্যকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) هو الحق مصدقا لما بين يديه (সেটাই সত্য এবং সত্যায়নকারী ঐ সকল কিতাবকে যা তার পূর্বে রয়েছে)
সহজায়নের জন্য عطف এর তরজমা করা হয়েছে। হালের তরজমা এই, *'সেটাই সত্য এমন অবস্থায় যে, তা সত্যায়নকারী'*।
لما بين يديه এর শব্দানুগ তরজমা, ঐ বস্তুকে যা তার দুই হাতের মাঝে রয়েছে; ব্যবহৃত অর্থ, যা তার সামনে রয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য যা তার পূর্বে রয়েছে। কিতাবে উদ্দেশ্যভিত্তিক তরজমা করা হয়েছে। পূর্ণ সরল তরজমা, 'সেটাই সত্য এবং পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়নকারী।'

(খ) يحلون فيها من أساور.... (পরান হবে তাদের তাতে/ সেখানে কঙ্কন সোনার তৈরী এবং মুক্তা) এটি তারকীবানুগ তরজমা।
يحلون এর প্রতিশব্দ হল, 'সজ্জিত/অলংকৃত করা হবে', তখন তরজমা হবে, 'অলংকৃত করা হবে তাদের সেখানে সোনার তৈরী কঙ্কন এবং মুক্তা দ্বারা'।
একজন লিখেছেন, 'তথায় তারা স্বর্ণনির্মিত মুক্তাখচিত কঙ্কন দ্বারা অলংকৃত হবে।' এটি সঠিক তরজমা নয়। কারণ আয়াতে বলা হয়নি যে, কঙ্কনগুলো মুক্তাখচিত হবে, শুধু বলা হয়েছে, তাদেরকে মুক্তা পরান হবে।

(গ) شكور (পরম সমাদরকারী), বা পরম গুণগ্রাহী/কদরকারী।

---

[২]। যা আমাদের অতীতের দুষ্কর্ম থেকে ভিন্ন হবে।

الحمد لله – থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আল্লাহর লাখ লাখ শোকর'। মূল থেকে এত দূরবর্তী তরজমার প্রয়োজন নেই।

(ঘ) نصب ও لغوب এর প্রতিশব্দ কেউ কেউ লিখেছেন, কষ্ট ও ক্লান্তি/ ক্লেশ ও ক্লান্তি। এটা গ্রহণযোগ্য।

অভিধানগত দিক থেকে نصب এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে لغوب তাই ক্লান্তি ও শ্রান্তি শব্দদু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। তা ছাড়া এতে অভিন্ন কাঠামোগত সৌন্দর্য রয়েছে।

(ঙ) نعمل صالحا... কিতাবের তরজমাটি তারকীবানুগ তবে প্রাঞ্জল নয়। প্রাঞ্জলায়নের জন্য কেউ কেউ তরজমা করেছেন, 'আমরা সৎকর্ম করবো, পূর্বে যা করতাম তা করব না।'

أسئلة

١- اشرح كلمتي نصب ولغوب.

٢- ما معنى : حل وأحل .

٣- أعرب قوله : من عبادنا .

٤- ما هو محل إعراب قوله تعالى : ما يتذكر ؟

٥- نصب ও لغوب এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- يحلون এর শব্দানুগ তরজমা কেন বাদ দেয়া হয়েছে, বল

(٩) إِنَّ ٱللَّهَ عَٰلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ
بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ فِى
ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۥ ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ
كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ
إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن
دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِى مَاذَا خَلَقُوا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِى

ٱلسَّمَٰوَٰتِ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن
يَعِدُ ٱلظَّٰلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ ۞ إِنَّ
ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا
غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ
نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ
نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ ٱسْتِكْبَارًا فِى ٱلْأَرْضِ
وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ
يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ
تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ (فاطر: ٣٥ : ٣٨ - ٤٣)

بيان اللغة

خلائف : قال الزمخشري : يقال للمستخلَف خَليفة وخَليف، فالخليفة جمعه خَلائِفُ، والخليف جمعه خُلَفاءُ.

مقتا : مقَت فلانا (ن، مَقْتاً) : أبغضه أشد البغض .

جهد في الأمر (ف، جَهْدًا) : جَدَّ، أي بذل أقصى جُهْدِهِ وسعى سعيا بالغا؛ والجَهْد، المشقة؛ والجَهْد والجُهْد، الوُسْع والطاقة .

أقسموا بالله ... : أي حلفوا بالله وعظموا الحلف بذكر اسم الله.

بيان الإعراب

في الأرض : يتعلق بـ : جعل ، أو بـ : خلائف ، أو بصفة محذوفة لـ : خلائف ، أي : خلائف كائنة في الأرض .

فعليه كفره : الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، والمعنى : فجزاء كفره عائد عليه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .

أروني : هذه الجملة معترضة

على بينة منه : أي : على بينة مأخوذة من الكتب

إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إلا غرورا : بعضهم بدل من الفاعل؛ وبعضا مفعول يعد؛ إلا أداة حصر لا عمل لها، وغرورا منصوب بنزع الخافض، أي : ما يعدوهم إلا بالباطل؛ أو إلا وعدا باطلا؛ أو يغر البعض بعضا غرورا .

أن تزولا : أي كراهةَ أن تزولا، فقد حذف المفعول لأجله وأقيم معموله مقامه؛ أو هو في محل نصب بترع الخافض على التضمين؛ فالمعنى : إن الله يمسكهما من الزوال؛ أو هو بدل اشتمال من السموت والأرض، أي : إن الله يمسك زوالهما .

ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده : اللام موطئة للقسم المحذوف؛ و إن الأولى شرطية، والثانية نافية؛ والمجرور الأول فاعل محلا، والثاني صفة لـ : أحد بمعنى غيره، أي : لا يمسكهما أحد غيره؛ والجملة جواب القسم، وهو يدل على جواب الشرط المحذوف؛ أو هي تسد مسد الجوابين كما عرفت فيما سبق .

جهد أيمانهم : أي جهدوا أيمانهم جهدا؛ أو أقسموا بالله جاهدين أيمانهم .

ومكر السيء : وأصل العبارة المكر السيء، مفعول لأجله .

الترجمة

নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবগত আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়। নিঃসন্দেহে তিনি সবিশেষ অবগত বুকের সংরক্ষিত বিষয় সম্পর্কে। তিনিই ঐ সত্তা যিনি বানিয়েছেন তোমাদেরকে প্রতিনিধি পৃথিবীতে। সুতরাং যে কুফুরি করবে, তারই উপর (প্রত্যাবর্তিত হবে) তার কুফুরি

(র ফল)। আর বৃদ্ধি করে না কাফিরদেরকে তাদের কুফুরি তাদের প্রতিপালকের নিকট, (প্রতিপালকের) আক্রোশ ছাড়া (আর কিছু)। আর বৃদ্ধি করে না তাদের কুফুরি (তাদের) ক্ষতি ছাড়া (আর কিছু)
বলুন আপনি, দেখেছ কি তোমরা তোমাদের শরীকদেরকে যাদের ডাক তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে; দেখাও দেখি তোমরা আমাকে, কী সৃষ্টি করেছে তারা পৃথিবী থেকে? নাকি তাদের জন্য রয়েছে শরীকানা আসমানসমূহের? নাকি দিয়েছি আমি তাদের কোন কিতাব, ফলে তারা (প্রতিষ্ঠিত রয়েছে) কোন প্রমাণের উপর, যা উক্ত কিতাব থেকে (লব্ধ)। বরঞ্চ প্রতিশ্রুতি প্রদান করে না যালিমরা একে অপরকে তবে প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি।
নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধারণ করে রেখেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীকে বিচ্যুত হওয়া থেকে। আর যদি এগুলো বিচ্যুত হয়ই তাহলে সেগুলো ধারণ করতে পারবে না কেউ তিনি ছাড়া। অবশ্যই তিনি পরম সহনশীল, ক্ষমাশীল।
আর (নবুয়তের পূর্বে) কসম করেছিল তারা আল্লাহর নামে সুদৃঢ়ভাবে (এই মর্মে যে,) যদি এসেই যান তাদের কাছে কোন সতর্ককারী তবে অবশ্যই হবে তারা সৎপথের অধিক অনুসারী অন্যান্য জাতির যে কোনটির চেয়ে। অনন্তর যখন এল তাদের কাছে একজন সতর্ককারী তখন তা বাড়িয়ে দিল না তাদেরকে বিমুখতা ছাড়া (আর কিছু)।
(এটা হল) ঔদ্ধত্য প্রকাশের কারণে পৃথিবীতে এবং কুচক্র করার কারণে, আর ঘিরে ধরে না কুচক্র (কাউকে), তবে কুচক্রের হোতাদেরই। তবে কি অপেক্ষা করছে তারা পূর্ববর্তীদের (সাথে কৃত) আচরণের? তো কিছুতেই পাবে না তুমি আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন এবং কিছুতেই পাবে না তুমি আল্লাহর বিধানের ক্ষেত্রে কোন বিচ্যুতি।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ولا يزيد الكافرين كفرهم .... *(আর বৃদ্ধি করে না কাফিরদেরকে তাদের কুফুরি তাদের প্রতিপালকের নিকট আক্রোশ ছাড়া [আর কিছু)*; এটি তারকীবানুগ তরজমা, তবে সহজবোধ্য নয়। সরল তরজমা এই, 'আর কাফিরদের কুফুরি তাদের প্রতিপালকের আক্রোশই শুধু বৃদ্ধি করে।'

ক্রোধ হল غيظ ও غضب এর প্রতি শব্দ; এর চেয়ে গুরুতর হল مقت যার সঠিক প্রতিশব্দ হবে 'আক্রোশ'।

থানবী (রহ) এর ব্যবহৃত শব্দ হল, ناراضى বা অসন্তুষ্টি। হয়ত তাঁর কাছে আল্লাহর শানে ঐ শব্দটির ব্যবহার শোভন মনে হয়নি। শায়খুলহিন্দ (রহ)ও 'অসন্তোষ' ব্যবহার করেছেন।

(খ) ماذا خلقـــوا مـــن الأرض (কী সৃষ্টি করেছে তারা পৃথিবী থেকে) শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, কী বানিয়েছে তারা পৃথিবীতে? এটি নিখুঁত তরজমা নয়। থানবী (রহ) مـــن এর আংশিকতা নির্দেশ করে লিখেছেন, 'আমাকে বলো দেখি, যমীনের কোন অংশটি তারা বানিয়েছে'? 'আমাকে দেখাও দেখি' হতে পারে। একটি তরজমা, 'তারা পৃথিবীতে কিছু বানিয়ে থাকলে আমাকে দেখাও'। তারকীবে এরূপ পরিবর্তন অসঙ্গত, তা ছাড়া প্রশ্নের জোরালোতা এখানে অনুপস্থিত।

(গ) فهم على بينة منه (ফলে তারা [প্রতিষ্ঠিত] রয়েছে কোন প্রমাণের উপর, যা কিতাব থেকে [লব্ধ]) এটি পূর্ণ তারকীবানুগ তরজমা, তবে সহজবোধ্য নয়। সরল তরজমা, 'নাকি আমি তাদের কোন কিতাব দিয়েছি, আর তারা কিতাবের দলিলের উপর নির্ভর করছে?!'

(ঘ) أقسموا بالله جهـــد أيمـــانهم (কসম করেছিল তারা আল্লাহর নামে দৃঢ়তার সঙ্গে); কোন বাংলা তরজমায় আছে, 'তারা জোরালো-ভাবে কসম করে বলত'। قـــول শব্দটি আয়াতে নেই তাই শায়খায়ন তরজমা করেছেন– তারা আল্লাহর নামে কসম করতো 'তাকীদের কসম' যে,....

'তাকীদের কসম' এটি অধিক শব্দানুগ ও তারকীবানুগ।

أسئلة

١- اشرح كلمة مقتا .

٢- ما معنى زال وأزال ؟

٣- أعرب قوله : بعضهم بعضا .

٤- اذكر أصل العبارة في قوله تعالى : جهد أيمانهم .

٥- مقت এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর

٦- لئن جاءهم এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) يسٓ ﴿١﴾ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾
عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ
قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَٰفِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ
عَلَىٰٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ
أَغْلَٰلًا فَهِىَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنۢ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكْرَ وَخَشِىَ ٱلرَّحْمَٰنَ
بِٱلْغَيْبِ ۖ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْىِ
ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا۟ وَءَاثَٰرَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَىْءٍ
أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ (يس : ٣٦ : ١ – ١٢)

بيان اللغة

مقمحون : أقمح الرجلُ : رفع رأسَه وغض بصَرَه من الذل (لازم)
أقمح الغُلُّ الأسيرَ : ضاق على عنقه فاضطره إلى رفع رأسه؛ فهو مُقْمَح (متعد)

بيان الإعراب

على صراط : خبر ثان لـ : إن ، وأجاء الزمخشري أن يتعلق بالمرسلين، أي : من الذين أرسلوا على صراط مستقيم .

تنزيل : مفعول مطلق لفعل محذوف، أي : نزل القرآن تنزيل العزيز؛ أضيف المصدر لفاعله؛ ويجوز أن يكون منصوبا بفعل محذوف ، وهو أعني أوأمدح .

لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم : اللام يتعلق بـــ : تنـــزيل؛ أو بمعنى قولـــه :
من المرسلين، أي إنك مرسل لتنذر ...؛ وما أنذر صفة لـــ : قوما؛
وقريش قوم لم ينذر آباؤهم، لعدم البعثة فيهم قبل البعثة النبوية .

فهم غفلون : الفاء تعليلية، فعدم إنذارهم هو سبب غفلتهم .

فهم لا يؤمنون : الفاء تعليلية أيضا، والمعنى : والله لقد ثبت القول عليهم بسبب إصرارهم على الكفر والإنكار.

فبشره : الفاء فصيحية، أي : إذا أنذرت الذي يتبع الذكر ويخشى الرحمن فبشره ....

الترجمة

ইয়াসীন। শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের। অতিঅবশ্যই আপনি প্রেরিতদের একজন, সরল পথের উপর (অবিচল)। (এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে) মহাপরাক্রমশালী পরম দয়াময়ের অবতারণ, যেন সতর্ক করেন আপনি এমন সম্প্রদায়কে, সতর্ক করা হয়নি যাদের পিতৃপুরুষদের, ফলে তারা (ভীষণভাবে) গাফেল।

অতিঅবশ্যই অবধারিত হয়ে গেছে (তাকদীরের) ফায়ছালা তাদের অধিকাংশের উপর; ফলে তারা ঈমান আনবে না।

অবশ্যই আমি পরিয়েছি তাদের গর্দানে বেড়ী, আর তা (পৌঁছেছে) চিবুক পর্যন্ত, ফলে তারা মস্তক-উর্ধ্বমুখী।

আর স্থাপন করেছি আমি তাদের সম্মুখ দিক থেকে প্রাচীর এবং তাদের পিছন দিক থেকে প্রাচীর। অনন্তর ঢেকে দিয়েছি তাদেরকে (উপর থেকে), ফলে দেখতে পায় না তারা (কোন কিছু)।

আর সমান তাদের ক্ষেত্রে, আপনার সতর্ক করা তাদেরকে এবং সতর্ক না করা তাদেরকে; তারা তো ঈমান আনবে না।

আপনি তো সতর্ক করতে পারেন শুধু তাকে যে অনুসরণ করে উপদেশ এবং ভয় করে রহমানকে অদৃশ্যে। সুতরাং সুসংবাদ দিন আপনি তাকে পরম ক্ষমার এবং সম্মানজনক প্রতিদানের।

আমরাই তো জীবনদান করব মৃতদের, আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রবর্তী করেছে এবং (লিখে রাখি) তাদের 'কর্মচিহ্ন'সমূহ। আর প্রতিটি জিনিস, সংরক্ষণ করে রেখেছি আমি তা এক সুস্পষ্ট কিতাবে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) والقرآن الحكيم (শপথ প্রজ্ঞাময় কোরআনের) জ্ঞানগর্ভ শব্দটি গ্রহণযোগ্য, তবে علم ও حكمة এর পার্থক্য বিবেচনায় থাকা দরকার। তাছাড়া প্রজ্ঞাময় শব্দটি অধিকতর ভাবগম্ভীরতাপূর্ণ।

(খ) تنزيل العزيز الرحيم *(এই কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মহাপরাক্রমশালী পরম দয়াময়ের অবতারণ)*; এটি তারকীবানুগ তরজমা। 'কোরআন মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ', এটি সরল, তবে কসম অনুপস্থিত।

(গ) فهم غفلون (ফলে তারা [ভীষণভাবে] গাফেল) বন্ধনীটি আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাবটি তুলে ধরার জন্য। অর্থাৎ যে সম্প্রদায় বংশ-পরম্পরায় নবুয়তের সঙ্গে অপরিচিত, তাদের গাফলত-মূর্খতা স্বভাবতই হবে গুরুতর এবং তাদের জাগ্রত করা হবে সুকঠিন। সেই সুকঠিন দায়িত্বই আপনার উপর অর্পিত হয়েছে।

(ঘ) إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان (অবশ্যই আমি পরিয়েছি তাদের গর্দানে বেড়ী আর তা [পৌঁছেছে] চিবুক পর্যন্ত ফলে তারা....)

অধিকাংশ তরজমা এরূপ, 'আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ী পরিয়েছি', অথচ আয়াতে উপমার প্রতিটি অংশের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার জন্য স্বতন্ত্র বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। শায়খায়ন বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

مقمحون এর শব্দানুগ তরজমা করা হয়েছে শায়খায়নের অনুসরণে। উদ্দেশ্য হলো, চক্ষু ঊর্ধ্বমুখী হয়ে যাওয়ার কারণে তারা সামনের পথ দেখতে পায় না। তো উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে তরজমা হতে পারে– 'ফলে তার পথহারা'।

(চ) فبشره بمغفرة (সুসংবাদ দিন তাকে পরম ক্ষমার)

مغفرة কে نكرة রূপে আনার উদ্দেশ্য মাগফিরাতের বিরাটত্ব বোঝানো। সেটা কিতাবের তরজমায় বিবেচনা করা হয়েছে।

(জ) أجر كريم (সম্মানজনক প্রতিদানের); থানবী (রহ) লিখেছেন, উত্তম প্রতিদানের। কোন কোন বাংলা মুতারজিম লিখেছেন, মহাপুরস্কারের।

বস্তুত كـــريم এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিদানের অশেষ মর্যাদা বোঝান। তাই শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, عزت كا ثواب

(ঝ) ونكتب ما قـــدموا وآثـــارهم (আর লিখে রাখি যা তারা অগ্রবর্তী করেছে এবং [লিখে রাখি] তাদের কর্মচিহ্নসমূহ)

থানবী (রহ) লিখেছেন, আমরা লিখে রাখি তাদের ঐ আমল যা তারা সামনে পাঠিয়ে যায় এবং তাদের ঐ আমলও যা তারা পিছনে রেখে যায়।

তরজমাটি যথেষ্ট প্রলম্বিত হওয়ার পরও উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়নি। তাই তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, ما قدموا দ্বারা উদ্দেশ্য হল তাদের নিজেদের কৃত কর্ম, আর آثـــارهم দ্বারা উদ্দেশ্য হল মৃত্যুর পরও তাদের যে কর্ম মানুষ অনুসরণ করে।

কিতাবে শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুসরণে চিহ্ন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে অতিরিক্ত একটি শব্দসহ যাতে উদ্দেশ্য কিছুটা পরিষ্কার হয়।

একটি বাংলা তারজমায় আছে, 'তাদের কর্ম ও কীর্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করে রাখি। তরজমাটি চিন্তাসমৃদ্ধ, তবে সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কীর্তি সাধারণত উত্তম ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। মন্দ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় কটাক্ষার্থে। তাছাড়া কীর্তি দ্বারা নিজের কর্ম বোঝা গেলেও অনুসারীর কর্ম বোঝায় না। সুতরাং চিহ্ন শব্দটি এখানে ব্যবহার করা জরুরী।

أسئلة

(١) ما معنى أقمح؟

(٢) ما معنى الأغلال والأذقان؟

(٣) أعرب قوله : تنزيل العزيز الرحيم .

(٤) اشرح فاء فبشره .

(٥) فهم غفلون এর তরজমায় [ভীষণভাবে] এই বন্ধনীটি কেন?

(٦) وأجر كريم এর তরজমা আলোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ
مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى
لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَٱلْقَمَرَ
قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا
ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ
وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾ وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ
فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا
يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ
يُنقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ (يس ٣٦ : ٣٦ - ٤٤)

بيان اللغة

سَلخ الجلد (ف، سَلْخا) : نزعه؛ سلخ الله النهار من الليل أو الليل من النهار، كشفه وفصله ونزعه منه .

سلخ الشهرُ ونحوه (سُلوخًا، ف، ن)، وانسلخ : مضى؛ قال تعالى : فإذا انسلخ الأشهر الحرم .

الأزواج : الأصناف والأنواع .

العرجون على وزن فُعْلُون، أصل العِذْق الذي يَعْوَج ويبقى على النخل يابسا بعد أن تقطع عنه الشماريخ .

খেজুরের ছড়ার মূলটুকু যা বাঁকা হয়ে থাকে; এবং ছড়াকে তার থেকে কেটে নেয়ার পর যা শুকনো অবস্থায় খেজুরবৃক্ষের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

مستقر : المكان الذي يَسْتَقِرّ فيه؛ هو هنا المستقَرّ المكاني، والثاني هو المستقر الزماني، أي مُنْتهى سيرها، وهو يوم القيامة، حيث يبطل سيرها وتسكن حركتها .

صريخ : مغيث و مستغيث، فهو من الأضداد؛ وهو مصدر بمعنى الإغاثة.

بيان الإعراب

مما تنبت الأرض : متعلق بحال محذوفة؛ وقد أحاطت الآية بالأمور الثلاثة التي لا يخرج عنها شيء من أصناف المخلوقات ، وهي :

(١) ما تنبته الأرض من الحبوب وأصناف الشجر .

(٢) الذكر والأنثى من الإنسان .

(٣) من أزواج لم يُطلِع الله عبادَه عليها .

آية لهم الليل : آية خبر مقدم، ولهم متعلق بصفة محذوفة، الليل مبتدأ مؤخر، وجملة نسلخ حالية .

لمستقر لها : أي تجري لمستقر ثابت لها .

والقمر : منصوب على الاشتغال؛ ومنازل ظرف، أي قدرنا سيره في منازل؛ أو مفعول به ثان، أي جعلنا سيره منازل .

حتى عاد كالعرجون القديم : حتىَ للغاية، يتعلق بـ : قدرنا؛ وعاد ناقصة بمعنى صار؛ والكاف اسم بمعنى مثل خبر عاد؛ وهي في محل نصب على الحال إن اعتبرت عاد تامة .

لا الشمس ينبغي لها أن ... : لا نافية؛ الشمس مبتدأ والجملة خبرها؛ و معنى إدراك الشمس للقمر، الإخلالُ بالسيرِ المقدَّرِ.

كل : مبتدأ، وساغ الابتداء به، لمعنى العموم الذي فيه، ولأن التنـــوين عوض عن كلمة مضافة، أي كل واحد مـــن الشـــمس والقمـــر والنجوم والكواكب .

يسبحون : نزل الفاعل منـــزلة العقلاء، لأن السباحة من أوصافهم .

من مثله ما يركبون : أي خلقنا لهم ما يركبون معدودا من مثل الفلك؛ والمراد بالمثل ما اصطنعوه بعد ذلك من وسائل الركوب .

إلا رحمة منا : إلا أداة حصر، ورحمة مفعول لأجله فهو استثناء مفرغ من أعم العلل، أي : لا ينقذون لعلة من العلل إلا لعلة الرحمة .

ومتاعا (ثابتا) إلى حين : عطف على : رحمة

الترجمة

ঐ সত্তার পবিত্রতা (বর্ণনা করি) যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল জোড়া, ঐ সকল বস্তু হতে যা ভূমি উৎপন্ন করে এবং তাদের নিজেদের মধ্য হতে এবং ঐ সকল বস্তু হতে যা জানে না তারা।

আর একটি নিদর্শন হলো তাদের জন্য রাত্র, টেনে সরাই আমি তা থেকে দিবসকে, ফলে দেখতে দেখতে তারা হয়ে পড়ে অন্ধকারগ্রস্ত। আর সূর্য পরিভ্রমণ করে একটি গন্তব্যের দিকে, যা (নির্ধারণকৃত রয়েছে) তার জন্য। তা (হল) মহাপরাক্রমশালী, পরম বিজ্ঞের সুনির্ধারণ। আর (সুনিয়ন্ত্রিত করেছি) চাঁদকে, (অর্থাৎ) নির্ধারণ করেছি তার জন্য বিভিন্ন কক্ষপথ। এমনকি (একসময়) হয়ে পড়ে তা পুরোনো (শুকনো) খেজুরশাখার ন্যায়।

না সূর্য, সম্ভব হতে পারে তার জন্য চাঁদকে ধরে ফেলা, আর না রাত্র দিবসের অগ্রবর্তী হতে পারে। আর প্রত্যেকে ভিন্ন একটি নভোপথে সন্তরণ করছে।

আর একটি নিদর্শন তাদের জন্য এই যে, আরোহণ করিয়েছি আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে। আর সৃষ্টি করেছি আমি তাদের জন্য তার সদৃশ বাহন যাতে আরোহণ করে তারা।

যদি ইচ্ছা করি আমি (তাহলে) নিমজ্জিত করতে পারি তাদেরকে, তখন থাকবে না কোন আর্তনাদশ্রবণকারী তাদের জন্য, আর না উদ্ধার করা হবে তাদের, তবে আমার রহমতের কারণে এবং উপভোগ করানোর জন্য একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون (যিনি সৃষ্টি করেছেন সকল জোড়া ঐ সকল বস্তু হতে যা ভূমি উৎপন্ন করে এবং তাদের নিজেদের মধ্য হতে এবং ঐ সকল বস্তু হতে যা জানে না তারা।)

তারকীবানুগতার কারণে তরজমাটি জটিল। তাই কেউ কেউ সরল তরজমা করেছেন– 'যিনি ভূমি থেকে উৎপন্ন উদ্ভিদকে এবং স্বয়ং তাদেরকে এবং যা তারা জানে না সেগুলোর প্রত্যেককে জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন।

'তিনিই সকল জোড়া সৃষ্টি করেছেন অঙ্কুরিত উদ্ভিদের এবং স্বয়ং তাদের এবং যা তারা জানে না সেগুলোর'; এটি মূল তারকীবের নিকটবর্তী, আবার সহজ।

(খ) نسلخ منه النهار (টেনে সরাই তা থেকে দিবসকে) سلخ এর মূল অর্থ হল, বকরীর চামড়া ছাড়িয়ে নেয়া, তো দিবসের আলো যেন রাতের আবরণ, যা সরিয়ে নিয়ে রাত হয়, এই উপমার ভিত্তিতে এখানে শব্দটি এসেছে।

(গ) (দেখতে দেখতে); এটি إذا الفجائية এর প্রতিশব্দ।

(ঘ) والشمس تجري لمستقر لها (আর সূর্য পরিভ্রমণ করে একটি গন্তব্যের দিকে [যা নির্ধারণকৃত রয়েছে] তার জন্য); অর্থাৎ ঐ বিন্দুর দিকে যেখান থেকে বার্ষিক গতিবলে যাত্রা করে আবার সেখানেই উপনীত হয়। তদ্রূপ ঐ বিন্দুপানে, আহ্নিক গতিবলে যেখান থেকে যাত্রা করে আবার সেখানেই উপনীত হয়।

আশরাফী তরজমা, *'সূর্য চলতে থাকে তার (নির্ধারিত) ঠিকানায়।'*

একটি তরজমা, 'আর সূর্য চলছেই তার স্থিতি লাভের স্থানের দিকে।'

এটি সূর্যের তৃতীয় গতি, অর্থাৎ সূর্য সমগ্র সৌরজগতসহ এক অজনা লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছে; সেখানে গিয়ে তা স্থিতি লাভ করবে, এবং গতি থেমে যাবে এবং কেয়ামত হবে।

মোটকথা, مستقر এর দু'টি ব্যাখ্যা অনুসারে দু'রকম তরজমা করা হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যার ভিত্তিতে একটি বাংলা তরজমা, 'সূর্য নিজের নির্ধারিত গণ্ডীতে আবর্তন করছে।'

(ঙ) والقمر قدرناه منازل *(আর [সুনিয়ন্ত্রিত করেছি] চাঁদকে [অর্থাৎ] নির্ধারণ করেছি তার জন্য বিভিন্ন কক্ষপথ)*; এটি তারকীবানুগ তরজমা। قدرناه কে قدرنا له এর অনুরূপ তরজমা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

(চ) لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر *(না সূর্য, সম্ভব/ সঙ্গত হতে পারে তার জন্য চাঁদকে ধরে ফেলা)*; সরল তরজমা, '*না সূর্যের পক্ষে সম্ভব চাঁদকে ধরে ফেলা/ না সূর্য চাঁদের নাগাল পেতে পারে।*'

أسئلة

١- اشرح كلمة العرجون .

٢- ما معنى سلخ .

٣- أعرب قوله : مما تنبت الأرض .

٤- أعرب القمر مفصلا .

٥- نسلخ منه النهار এর তরজমা আলোচনা কর

٦- لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر এর সরল তরজমা কর

(٢) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٤٨﴾ مَا
يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩﴾
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾
وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا
مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتْ

إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ
﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ
﴿٥٨﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ ۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ
يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
﴿٦٠﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ
مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ
الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ
تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ (يس : ٣٦ : ٤٨ — ٦٤)

بيان اللغة

يخصمون : اصله يختصمون، فأدغمت التاء في الصاد وأخذت الخاء الكسرة لجوار الياء .

جَدث : والجمع أجداث، كفرس وأفراس؛ من الأجداث : من قبورهم .

ينسلون : نَسل (ض، نَسْلا) : أسرع في المشي .

شغل : بضم الغين وسكونها ، والجمع أشغال، ضد الفراغ

فكهون : ناعمون، ومتلذذون في النعمة، من فكه الرجل : تنعم وطاب عيشه (س، فَكَهاً) .

الأرائك : جمع أريكة، وهي سرير مُريح .

يدعون : مضارع ادعى؛ أي افتعل من دعا يدعو، وفيه معنى التمني .

ألم أعهد إليكم : الاستفهام للتوبيخ، أي : ألم أوصكم وآمركم؟
جبلا : جمع جبلة، طائفة من الخلق، أقلها عشرة آلاف، ولا نهاية لكثرتها.

بيان الإعراب

من الأجداث وإلى ربهم يتعلقان بـــ : ينسلون

يا ويلنا : ويل منادى مضاف من النداء المجازي، لإظهار الأسف والحسرة والحيرة، أي يا ويل احضر، فهذا أوانك؛ والمرقد مصدر ميمي، أي من رقادنا؛ أو هو اسم مكانٍ، وقد أقيم المفرد مقام الجمع .

هذا ما وعد الرحمن : هذا مبتدأ، والموصول خبر؛ وأصل الصلة : وعدكم به الرحمن؛ أو هذا وعد الرحمن؛ وعلى الإعرابين يكون الوقف على مرقدنا تاما .

وأجاز الزمخشري أن يكون اسم الإشارة في محل جر تابعا لـــــ : مرقدنا؛ فيكون الوقف بعد 'هذا'؛ وعلى هـــذا الوجـــه يكـــون الموصول أو المصدر المؤول خبرا محذوفَ المبتدأِ، أي : الحق ما وعد الرحمن؛ أو مبتدأٌ محذوفَ الخبر، أي : ما وعد الرحمن حق .

إن كانت إلا صيحة واحدة : اسم كان ضمير مستتر يعود على الصيحة المفهومة من قبل .

جميع : خبر أول، ولدينا متعلق بالخبر الثاني .

شيئا : نائب عن المصدر، أي ظلما قليلا .

إن أصحب الجنة اليوم ... : الظرف متعلق بحال : أي لابثين اليوم؛ وفي شغل خبر بمعنى مشتغلون بالتنعم؛ وفكهون خبر ثان .

سلام قولا من رب رحيم : اختلفت أقوال المعربين في إعراب هذه الآية؛ منها أن سلام مبتدأ خبره الناصب لـــ : قولا، أي : سلام يقال لهم قولا؛ ومن رب صفة لـــ : قولا .

الترجمة

আর বলে তারা, কবে (পূর্ণ হবে) এই ওয়াদা, যদি হও তোমরা সত্যবাদী (তা হলে বল তো!)। (আসলে) অপেক্ষা করছে এরা শুধু এক বিকট গর্জনের, যা পাকড়াও করবে তাদেরকে এমন অবস্থায় যে, তারা বাদানুবাদ করছে। ফলে পারবে না তারা কোন ওছিয়ত করতে, আর না নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরতে পারবে। আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন হঠাৎ তারা কবর থেকে তাদের প্রতিপালকের পানে ছুটতে শুরু করবে। বলবে তারা, হায় আমাদের দুর্ভোগ, কে উত্থিত করল আমাদেরকে আমাদের নিদ্রা/নিদ্রাস্থল থেকে!

(জবাবে বলা হবে), এ তো সেটাই যার ওয়াদা করেছিলেন রহমান তোমাদেরকে। এবং সত্য খবর দিয়েছিলেন রাসূলগণ। এটা তো হবে শুধু এক বিকট গর্জন, ফলে হঠাৎ তারা সকলে আমাদের সমীপে উপস্থিতকৃত হবে।

তো আজ যুলুম করা হবে না কোন ব্যক্তির প্রতি সামান্য (যুলুম);

আর প্রতিদান দেয়া হবে না তোমাদেরকে, তবে তোমরা যা করতে। জান্নাতের অধিবাসীরা আজ বিভিন্ন বিনোদন-কর্মে প্রফুল্ল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা বিস্তৃত ছায়ায় থাকবে, তাকিয়ায় হেলান দেয়া অবস্থায়। (থাকবে) তাদের জন্য তাতে (সর্ব-) প্রকার ফল, এবং থাকবে তাদের জন্য যা কিছু তারা চাইবে। আর সালাম বলা হবে (তাদেরকে) এক দয়াময় প্রতিপালকের পক্ষ হতে।

আর (জাহান্নামীদের বলা হবে) পৃথক হয়ে যাও তোমরা আজ হে অপরাধীরা! আমি কি তাকিদ করিনি তোমাদের প্রতি হে বনী আদম! যে, দাসত্ব কর না তোমরা শয়তানের। (কারণ) সে তো তোমাদের খোল্লমখোল্লা দুশমন। এবং (তাকিদ করিনি কি?) যে, ইবাদত কর তোমরা আমার। এটাই হল সরল পথ।

আর অতিঅবশ্যই ভ্রষ্ট করেছে সে তোমাদের মধ্য হতে এক বিরাট সংখ্যককে। তো তোমরা কি বোধ রাখতে না?

এই তো জাহান্নাম যার ওয়াদা করা হত তোমাদেরকে। ঝলসে যাও তোমরা তাতে আজ তোমাদের কৃত কুফুরের কারণে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) صيحة واحدة (এক বিরাট গর্জনের) তানবীন এখানে ভয়াবহতা

বোঝানোর জন্য। তরজমায় সেটা বিবেচনা করা হয়েছে।
'আওয়ায/শব্দ'র চেয়ে 'গর্জন' অধিক উপযোগী। তবে যেহেতু এটি অতিবিশেষ আওয়ায সেহেতু একটি তরজমায় অতিবিশেষ শব্দরূপে 'মহানাদ' এসেছে। এটা গ্রহণযোগ্য, কিন্তু তাতে অন্তরে ভয়াবহতার ধারণা জাগে না, যেমন 'বিকট/ভয়ংকর গর্জন' থেকে জাগে ।

(খ) تأخذهم (পকাড়াও করবে তাদেরকে); এটি শায়খায়নের অনুসরণে শব্দানুগ তরজমা। একজন লিখেছেন, 'আঘাত করবে'। বাংলায় এটি উপযোগী শব্দ। পরিণতি বিবেচনা করে একজন লিখেছেন, 'বিপর্যস্ত করবে। এটিও চলতে পারে।

(গ) وهم يخصمون অনেকে ظرف এর তরজমা করে লিখেছেন, তাদেরকে আঘাত করবে তাদের পরস্পর বাদানুবাদকালে, এটা চলতে পারে। কারণ حال বা ظرف উভয় তরজমা উদ্দেশ্যের দিক থেকে অভিন্ন।

(ঘ) فلا يستطيعون توصية *(ফলে পারবে না তারা কোন অছিয়ত করতে)*; আশরাফী তরজমা, *'ফলে না অছিয়ত করার সুযোগ হবে, আর না....'।* এতে অক্ষমতার প্রকাশ প্রকট হয়েছে, তাই তা গ্রহণযোগ্য, তবে তা মূল তারকীবের অনুগামী নয়।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, *'না পারবে এটা যে, কিছু বলেটলেই মরবে ...'*। এতে তাদের অসহায়ত্বের প্রতি তাচ্ছিল্যের প্রকাশ রয়েছে, তবে মূল থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছে।
ভাবতরজমা হিসাবে হযরত থানবী (রহ) এর তরজমাটি সুন্দর।

(ঙ) في شغل فاكهون (বিভিন্ন বিনোদনকর্মে প্রফুল্ল থাকবে)
'আনন্দে মশগুল/মগ্ন থাকবে', ভাবতরজমা হিসাবে এটা চলে। কিতাবের তরজমায় 'কর্ম' বাদ দিয়ে 'বিভিন্ন বিনোদনে' বলা যায়। شغل শব্দটি একবচন হলেও তানবীন দ্বারা كثرة ও বৈচিত্র বোঝানো হয়েছে; তাই বিভিন্ন/বিচিত্র বিনোদন লেখাই উত্তম।

(চ) في ظلال (বিস্তৃত ছায়ায়) বহুবচনের উদ্দেশ্যগত দিকটি বিবেচনায় এনে তরজমা করা হয়েছে।
শায়খায়নের তরজমা, 'ছায়াসমূহে'। অর্থাৎ ছায়া বিভিন্ন রকম হতে থাকবে, হালকা, গভীর, শীতল, স্নিগ্ধ ইত্যাদি এবং প্রতিটি

ছায়ার সুখানুভূতি হবে আলাদা। সে হিসাবে তরজমা করা যায়, 'বিভিন্ন ছায়ায়'।

(ছ) ما يدعون (যা কিছু তারা চাইবে) ভিন্ন তরজমা- তাদের চাহিদামত সবকিছু/ তাদের পছন্দের সবকিছু।

(জ) ألم أعهد إليكم (তাকিদ করিনি কি আমি তোমাদের প্রতি); এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আমি কি বলে রাখিনি তোমাদেরকে।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ/ আদেশ দেইনি', এগুলো চলতে পারে; তবে থানবী (রহ) এর তরজমাটি মূল শব্দের কাছাকাছি।

আরো শব্দানুগ হয় যদি বলা হয়, 'আমি কি প্রতিশ্রুতি নেইনি তোমাদের থেকে', কিন্তু এতে إليكم এর ক্ষেত্রে শব্দ পরিবর্তন ঘটে যায়।

(ঝ) وامتازوا (আর পৃথক হয়ে যাও তোমরা); কেউ কেউ লিখেছেন, 'সরে যাও/ হটে যাও', এটা চলতে পারে।

(ঞ) اصلوها (ঝলসে যাও তোমরা তাতে) শব্দটিতে ادخلوا এর অর্থ রয়েছে বলে তরজমা করা হয়, 'জাহান্নামে দাখেল হও/ প্রবেশ কর।'

কিতাবে শব্দানুগতা রক্ষা করা হয়েছে। তা ছাড়া এতে ভয়াবহতার ছাপ রয়েছে।

অন্তর্ভুক্ত অর্থকে বিবেচনায় রেখে তরজমা করা যায়, 'আজ তোমরা জাহান্নামে গিয়ে ঝলসে যাও।

أسئلة

١- اشرح كلمة يخصمون .

٢- اشرح كلمة فاكهون .

٣- أعرب قوله : هذا ما وعد الرحمن .

٤- أعرب قولا : في قوله تعالى : سلام قولا من رب رحيم .

٥- صيحة واحدة এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- في ظلال এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٣) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُۥ ۖ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَٰمَ وَهِيَ
رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِىٓ أَنشَأَهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا
فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّٰقُ
ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن
فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ (يس : ٣٦ : ٧٨ — ٨٣)

بيان اللغة

رميم : بالية؛ رَمَّ (ض) : بَلِيَ؛ وهو اسم لا صفة، ولذلك لم يؤنث مع كونه خبرا لمؤنث، وكان في الأصل صفة انسلخ عنها، وغلبت عليه الإسمية، أي : صار اسما لما بلي من العظام .

بيان الإعراب

ضرب : الضمير يعود على الإنسان المخاصم؛ ونسي خلقه : أي خلقنا إياه؛ الواو للعطف على ضرب؛ والأوجه أن تكون حالية بتقدير قد .

أول مرة : ظرف منصوب لـــ : أنشأ

الذي : خبر لمبتدأ محذوف، أي هو، وقيل : بدل من : الذي السابق .

من الشجر الأخضر: حال من نارا، لأنه كان في الأصل صفة لـــ : نارا .

أمره : أي : شأنه، مبتدأ، وأن يقول له كن : خبره .

وإذا الشرطية متعلقة بجوابها، وجوابها محذوف دل عليه ما بعد، أي : إذا أراد شيئا قال له : كن؛ وفاء فيكون استئنافية أو فصيحية .

الترجمة

উত্থাপন করে সে আমার শানে অদ্ভুত এক প্রসঙ্গ, অথচ ভুলে যায় নিজের সৃষ্টি (প্রসঙ্গ)। সে বলে, কে জীবিত করবে 'হাড়অস্থিকে' তা জীর্ণ হওয়া অবস্থায়।

বলুন আপনি, জীবিত করবেন তা ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তা প্রথমবার; আর তিনি সর্বপ্রকার সৃজন সম্পর্কে পূর্ণ অবগত।

তিনি ঐ সত্তা যিনি উৎপন্ন করেন তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে আগুন। তারপর দপ করে তোমরা তা থেকে (আগুন) প্রজ্বলিত কর।

যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি আসলেই সক্ষম নন সৃষ্টি করতে তাদের অনুরূপ (মানুষ)? অবশ্যই (সক্ষম), কারণ তিনিই তো মহাস্রষ্টা, মহাজ্ঞানী।

তাঁর শান তো এই যে, যখন ইচ্ছা করেন তিনি কোন কিছু তখন বলে দেন সেটাকে (যে,) হও, তখন হয়ে যায় তা।

সুতরাং পবিত্রতা বর্ণনা কর ঐ সত্তার যার হাতে (রয়েছে) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ/ক্ষমতা সকল কিছুর; আর তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করানো হবে তোমাদের।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ضرب لنا مثلا *(উত্থাপন করে সে আমার শানে অদ্ভুত এক প্রসঙ্গ)*;

'উপমা রচনা করে।' এটা ঠিক নয়। কারণ مثلا এর একটি প্রতিশব্দ উপমা যদিও, কিন্তু এখানে উপমা নেই, আছে একটি প্রসঙ্গ বা প্রশ্ন, তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, সে আমার শানে এক অদ্ভুত বিষয়বস্তু বর্ণনা করেছে।

'বর্ণনা'র চেয়ে 'উত্থাপন' অধিক উপযোগী। আর 'আমার সম্পর্কে/সম্বন্ধে' এর চেয়ে 'আমার শানে' অধিক উত্তম। কারণ তাতে আযমত ও মর্যাদা প্রকাশ পায়।

(খ) من يحيي العظام (কে জীবিত করবে 'হাড়-অস্থি'); বহুবচনের জন্য 'অস্থিসমূহ' এর স্থানে 'হাড়-অস্থি' অধিক উত্তম।

একজন লিখেছেন, কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে, এটি চলে, তবে মূল তারকীবের অনুগামী নয়।

وهي رميم (তা জীর্ণ হওয়া অবস্থায়) এটি মূল তারকীবের অনুগামী। কেউ কেউ লিখেছেন, 'যখন তা পচে গলে যাবে'—

এটি ظـرف এর তারকীব, তবে উদ্দেশ্যগত অভিন্নতার কারণে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু গোশতের ক্ষেত্রে 'পচাগলা' ব্যবহৃত হলেও হাড়ের ক্ষেত্রে হয় না।

(গ) بكل خلق عليم (সর্বপ্রকার সৃজন সম্পর্কে পূর্ণ অবগত)
কেউ কেউ লিখেছেন, 'সর্বপ্রকার/প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।' এটা ঠিক নয়। কারণ 'সৃষ্টিসমগ্র' এখানে প্রসঙ্গ নয়, বরং প্রসঙ্গ হল, প্রথম সৃজন ও পুনঃসৃজন, উভয় প্রকার সৃজন। অর্থাৎ خلق শব্দটি এখানে মাছদার, اسم مصدر নয়। শায়খায়ন লিখেছেন, পয়দা করা/ বানানো।

(গ) 'দপ করে' এটি إذا الفجائية এর তরজমা।

(ঘ) 'আসলেই কি সক্ষম নন', এ তরজমা الباء الزائدة এর কারণে।

أسئلة

١- اشرح كلمة رميم .

٢- اشرح كلمة ملكوت .

٣- أعرب قوله : من الشجر الأخضر .

٤- أعرب قوله : وهو الخلق العليم .

٥- ضرب لنا مثلا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- بكل خلق عظيم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٤) وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٥﴾
بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوٓاْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٨﴾
قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن
سُلْطَٰنٍ ۖ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ

إِنَّا لَذَآئِقُونَ (٣١) فَأَغْوَيْنَـٰكُمْ إِنَّا كُنَّا غَـٰوِينَ (٣٢) فَإِنَّهُمْ
يَوْمَئِذٍ فِى ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣) إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِٱلْمُجْرِمِينَ (٣٤) إِنَّهُمْ كَانُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوٓا۟ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ
مَّجْنُونٍ (٣٦) بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣٧) إِنَّكُمْ
لَذَآئِقُوا۟ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ (٣٨) وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (٤٠) أُو۟لَـٰٓئِكَ
لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (٤١) فَوَٰكِهُ ۖ وَهُم مُّكْرَمُونَ (٤٢) فِى جَنَّـٰتِ
ٱلنَّعِيمِ (٤٣) عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَـٰبِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ
مِّن مَّعِينٍ (٤٥) بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّـٰرِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا
هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (٤٧) (الصافات : ٣٧ : ٢٤ — ٤٧)

بيان اللغة

معين (من مادة عين)، وهو صفة للماء، أي : ماء جار من العيون؛ وصف به خمر الجنة، لأنها تجري من نهر من أنهار الجنة كالماء .

غول : ما يغتال العقول ويفسده؛ والغول صداع الرأس

ينــزفون : نزف فلان (فعل مجهول) : ذهب عقله بِسُكْرٍ .

بيان الإعراب

لا تناصرون : حال من الضمير المجرور .

اليوم : متعلق بـــ : مستسلمون .

عن اليمين : حال من فاعل تأتوننا .

إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون : كلمة التوحيد مقـــول
قول محذوف، أي : قولوا لا إله إلا الله؛ وجواب إذا محـــذوف دل
عليه خبر كانوا، أي استكبروا وقالوا.

إلا ما كنتم تعملون : أي إلا جزاء ما كنتم تعملون .

إلا عباد الله المخلصين : إلا أداة استثناء بمعنى لكن، لأن الاستثناء منقطع؛
وعباد الله مستثنى من الواو في تجزون .

فواكه : بدل كل، أو عطف بيان؛ وهم مكرمون، معطوف أو حال؛
وفي جنت النعيم : أي مكرمون في ....، أو ساكنين في ....، أو
أو ساكنون في ....

على سرر : متعلق مقدم .

لذة : مصدر وصفت بها الكأس مبالغة؛ أو الأصل، ذات لذة .

الترجمة

আর থামাও তাদের; (কারণ) তারা জিজ্ঞাসিত হবে (যে,) কী হল তোমাদের যে, পরস্পর সাহায্য কর না! বস্তুত তারা আজ 'অধঃবদন' হবে। আর অভিমুখী হবে তাদের একদল অপর দলের এবং পরস্পর জিজ্ঞাসা করবে, বলবে তারা (অনুগতরা নেতৃস্থানীয়দের), তোমরা তো আসতে আমাদের কাছে বড় জোরদারভাবে।

বলবে তারা, (নেতৃস্থানীয়রা) আসলে ছিলে না তোমরা মুমিন। আর ছিল না তো আমাদের, তোমাদের উপর কোন ক্ষমতা/ কর্তৃত্ব, বরং ছিলে তোমরা দুর্বিনীত সম্প্রদায়। ফলে অনিবার্য হয়ে গেছে আমাদের (উভয় পক্ষের) উপর আমাদের প্রতিপালকের ফায়ছালা যে, অবশ্যই আমরা (শাস্তি) আস্বাদন করব। তাই ভ্রষ্ট করেছি আমরা তোমাদের, (আর) আমরা নিজেরাও ছিলাম ভ্রষ্ট। তো অবশ্যই তারা ঐ সেদিন আযাবে অংশীদার হবে। আমি তো এমনই করে থাকি অপরাধীদের সঙ্গে।

নিঃসন্দেহে তারা, যখন বলা হত তাদের, (বল) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (তখন) বড়াই দেখাত আর বলত, আমরা কি ছেড়েই দেব আমাদের ইলাহদের এক উম্মাদ কবির জন্য।

(ইনি কবি নন), বরং এসেছেন তিনি সত্য নিয়ে এবং সত্যায়ন করেছেন রাসূলদের।

অতিঅবশ্যই তোমরা আস্বাদন করবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর প্রতিদান দেয়া হবে না তোমাদের, তবে তোমরা যা করতে তার (প্রতিদান)। তবে আল্লাহর মুখলিছ বান্দাদের বিষয়টি ভিন্ন। ওরা, তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত রিযিক, অর্থাৎ ফলফলাদি। আর তাদের সম্মান করা হবে নেয়ামতপূর্ণ বাগবাগিচায় এবং বিভিন্ন গদীতে মুখামুখি হয়ে আসীন থাকবে। তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করান হবে বহমান শরাবের পেয়ালা, যা শুভ্র সুস্বাদু পানকারীদের জন্য। হবে না তাতে মাথাব্যথা, আর তাতে তারা নেশাগ্রস্ত হবে না।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) كنتم تأتوننا عن اليمين *(তোমরা তো আসতে আমাদের কাছে বড় জোরদারভাবে)*; এটি عن اليمين এর রূপকার্থ। মানে আমাদের জবরদস্তি গোমরাহীর পথে নিয়ে যেতে; বা জোরদারভাবে আমাদের কল্যাণ ও সফলতা লাভের ভরসা দিতে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) এর শাব্দিক তরজমা, 'তোমরা তো আমাদের কাছে আসতে ডান দিক হতে'। এতে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।

একটি বাংলা তরজমায়, 'প্রতাপ দেখিয়ে', এটিও গ্রহণযোগ্য।

(খ) فحق علينا قول ربنا *(ফলে অনিবার্য হয়ে গেছে আমাদের উপর আমাদের প্রতিপালকের ফায়ছালা)*

একটি তরজমায়, ফলে আমাদের বিরুদ্ধে/বিপক্ষে আমাদের প্রতিপালকের কথা/উক্তি সত্য হয়েছে।

علينا এর তরজমা 'আমাদের বিরুদ্ধে/বিপক্ষে' ঠিক আছে, কিন্তু 'প্রতিপালকের কথা/উক্তি সত্য হয়েছে' দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।

(গ) أإنا لتاركوا..... এখানে إن ও ل দ্বারা এবং استفهام দ্বারা আসলে ছেড়ে না দেয়ার বিষয়টি জোরালো করা উদ্দেশ্য। কিতাবের তরজমায় 'ছেড়েই দেবো' দ্বারা সেটাই করা হয়েছে।

(ঘ) يطاف عليهم بكأس ... *(তাদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করান হবে বহমান শরাবের পেয়ালা)* কিতাবের তরজমাটি শব্দানুগ ও তারকীবানুগ। থানবী (রহ) এর একটু সম্প্রসারিত তরজমা,

'আর তাদের কাছে এমন শরাবের পাত্র আনা হবে যা ভরা হবে প্রবহমান শরাব থেকে।'

একটি বাংলা তরজমা, ' ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে তাদের বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র।

এখানে বিশুদ্ধ শব্দটির ব্যবহার বোধগম্য নয়, অন্য তরজমায় আছে 'স্বচ্ছ', তবে معين এর প্রকৃত অর্থ, ঝর্ণা হতে প্রবাহিত।

أسئلة

١- اشرح كلمة معين .

٢- ما معنى نزف .

٣- اشرح استثناء إلا عباد الله .

٤- أعرب لذة .

٥- كنتم تأتوننا عن اليمين এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- 'খোল্লামখোলা' শব্দটির যথার্থতা আলোচনা কর

(٥) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿٩٥﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ
﴿٩٦﴾ قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرَادُوا۟
بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى
سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَـٰهُ
بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ
فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ
مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ
أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَـٰدَيْنَـٰهُ أَن يَـٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ
صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ

هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَـٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَـٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَـٰمٌ عَلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَـٰهُ بِإِسْحَـٰقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَـٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَـٰقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِۦ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾ (الصافات : ٣٧ : ٩٥ – ١١٣)

بيان اللغة

تله : تَلَّ (ن، تَلاًّ) : سقط؛ وتله : أسقطه على عنقه وخده .

جبين : هنا كلمتان، الجبين والجَبْهَة؛ فالجبهة ما بين الحاجبين إلى الناصية، والجمع جِباه؛ والجبين ما فوق الصُّدْغِ عن يمين الجبهة أو شمالها؛ وهما جبينان، والجمع أَجْبُنٌ وأَجْبِنَةٌ .

بيان الإعراب

والله خلقكم وما تعملون: حالية ثم عاطفة؛ وما موصولة أو مصدرية .

معه : لا يصح تعلق هذا الظرف بـ : بلغ، لأنهما لم يبلغا معا حد السعي، وهي يقتضي ذلك؛ ولا بـ : السعي، لأن صلة المصدر لا تتقدم عليه؛ فبقي أن يكون بيانا؛ كأنه لما قال : فلما بلغ السعي (أي : الحد الذي يقدر فيه على السعي) قيل : مع من؟ فقال مع أبيه، فهو متعلق بمحذوف، حالٌ من فاعل بلغ، أي : بلغ السعي لابنا مع أبيه .

فلما أسلما : أي استسلما وخضعا وانقادا لأمر الله .

وتله : عطف على أسلما؛ وجواب لما محذوف، أي رضينا عنهما .

نبيا : حال من اسحق، ومن الصلحين صفة لـ: نبيا، أو حال ثانية، وهذا على سبيل الثناء، لأن كل نبي لا بد أن يكون صالحا .

الترجمة

বললেন ইবরাহীম, তোমরা কি পূজা কর ঐ সবের যেগুলো খোদাই কর (খোদাই করে নির্মাণ কর) তোমরা নিজেরা, অথচ আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং ঐ সব মূর্তিকে যা নিমার্ণ কর তোমরা।
বলল তারা, তৈরী কর তোমরা তার জন্য একটি ইমারত/ প্রাচীরের ঘেরাও, অনন্তর নিক্ষেপ কর তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে। তো চেয়েছিল তারা তার বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্ত করতে, ফলে করে দিয়েছি আমি তাদেরই অতিশয় অধঃপতিত।
আর বললেন তিনি, আমি তো চললাম আমার প্রতিপাকলের পানে। অবশ্যই পথপ্রদর্শন করবেন তিনি আমাকে। (আর তিনি প্রার্থনা করলেন, হে) আমার প্রতিপালক, দান করুন আমাকে (একটি পুত্র, যা গণ্য) নেককারদের মধ্য হতে। তখন সুসংবাদ দিলাম আমি তাকে একটি সহনশীল পুত্রের।
তো যখন উপনীত হল সে ইবারাহীমের সঙ্গে কাজ করার বয়সে তখন বললেন তিনি, হে প্রিয় পুত্র, নিঃসন্দেহে দেখছি আমি স্বপ্নে যে, যবেহ করছি তোমাকে, সুতরাং ভেবে দেখো, কী ভালো মনে কর! বললেন ইসমাঈল, হে আব্বাজান, করুন আপনি, যা আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। অবশ্যই পাবেন আপনি আমাকে ইনশাআল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের মধ্য হতে।
যখন আনুগত্য প্রকাশ করলেন তারা (দু'জন) এবং তিনি তাকে কাত করে শোয়ালেন, (তখন আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলাম,) আর তাকে ডাক দিলাম যে, হে ইবরাহীম, অবশ্যই তুমি স্বপ্নকে সত্য করেছো। অবশ্যই আমি এভাবেই প্রতিদান দেই সৎকর্মশীলদের। অতিঅবশ্যই এটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আর মুক্ত করলাম আমি তাকে একটি মহান 'যাবীহা' দ্বারা। আর রেখে দিয়েছি আমি পরবর্তীদের মাঝে (এ কথা যে,) ইবরাহীমের উপর 'সালাম'। এভাবেই প্রতিদান দেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে। নিঃসন্দেহে তিনি আমার মুমিন বান্দাদের মধ্য হতে (গণ্য)।
আর সুসংবাদ দিয়েছি আমি তাকে ইসহাকের, যে তিনি নবী ও নেককার হবেন।

আর বরকত নাযিল করেছি তার উপর এবং ইসহাকের উপর। আর তাদের বংশধরদের মধ্য হতে কতিপয় সৎকর্মশীল, আর কতিপয় নিজের প্রতি সুস্পষ্ট অবিচারকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أتعبدون ما تنحتون *(তোমরা কি পূজা কর ঐ সবের যা খোদাই কর তোমরা নিজেরা)*; এটি আশরাফী তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'কেন পূজা কর, যেগুলোকে নিজেরা খোদাই কর।'; তিনি প্রশ্নে-হরফ বদল করে ধিক্কারের বিষয়টি সামনে আনতে চেয়েছেন। همزة الاستفهام এর প্রতিশব্দ দ্বারা, তা ততটা প্রকাশ পায় না বলে তিনি ভেবেছেন।

একটি বাংলা তরজমা, '*তোমরা স্বহস্ত-নির্মিত পাথরের পূজা কর কেন?*' এতে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে–

(ক) কেন? অব্যয়টি পরে আনলে প্রশ্নের অর্থ প্রকাশ পায়, নিন্দা বা তিরস্কারের অর্থ হলে সেটাকে শুরুতে আনা যুক্তিযুক্ত।

(খ) আয়াতে নির্মাণের প্রক্রিয়াটি বলা হয়েছে, অর্থাৎ খোদাই করা; 'স্বহস্ত' যুক্ত করার পরো নির্মাণ-প্রক্রিয়াটি বাদ পড়েছে।

(গ) পাথর খোদাই করে মূর্তি নির্মাণ করা হয়, সুতরাং নির্মিত বস্তুটি হচ্ছে মূর্তি, পাথর নয়।

সুন্দর তরজমা– '*কেন তোমরা নিজেদের গড়া মূর্তির পূজা কর।*'

একটি তরজমা– '*তোমরা নিজেরা যা খোদাই করে তৈরী কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর?* এখানে বিন্যাস অসুন্দর, এবং 'তোমরা'-এর পুনরুক্তি শ্রুতিকটু।

(খ) بنيانا এর সঠিক প্রতিশব্দ হল ইমারত/ভবন। বাস্তবে তৈরী করা হয়েছিল আগুন জ্বালানোর উপযোগী একটি দেয়ালঘেরা স্থান। তাই বলা ভাল, প্রাচীরের/দেয়ালের ঘেরাও।

থানবী (রহ) এর শব্দচয়ন আরো বাস্তবানুগ, 'অগ্নিকুণ্ড'।

(গ) أرادوا به كيدا (চেয়েছিল তারা তার বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্ত করতে); জঘন্যতার অর্থ নেয়া হয়েছে তানবীন থেকে।

একজন লিখেছেন, 'তারা তার বিরুদ্ধে মহাষড়যন্ত্র আঁটতে চাইল'। এটি চলে, তবে 'মহা' দ্বারা বিরাটত্ব, বিশালত্ব বোঝা যায়; ভীষণতা বা জঘন্যতা নয়।

أرادوا এর তরজমা 'সংকল্প করল' করা ঠিক নয়, কেননা তাতে

তাদের কর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায় না।

(ঘ) يهديني – শায়খুলহিন্দ (রহ), 'পথ দেখাবেন', থানবী (রহ), 'পৌঁছে দেবেন', তবে ইবরাহীম (আঃ) এর অন্তরের আকুতি দ্বিতীয় তরজমায় বেশী প্রকাশ পায়।

(ঙ) تله (কাত করে শোয়ালেন) এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'কাত করে ফেললেন', এটি শব্দানুগ হলেও তাতে বলপ্রয়োগের ধারণা হয়, যা ঠিক নয়।

(চ) وناديناه (আর তাকে ডাক দিলাম) অনেকে এটিকে لما এর جواب ভেবে লিখেছেন, *'তখন আমি তাকে ডাক দিলাম'*, এটি ঠিক নয়। কিতাবে ব্যাকরণের সঠিক অনুসরণ হয়েছে।

(ছ) إن هذا لهو البلاء ... থানবী (রহ), 'আসলে এটা ছিলোই এক বিরাট পরীক্ষা।' ভাব তরজমা হিসাবে এটি সুন্দর।

(জ) وفديناه بذبح عظيم – কিতাবে তারকীবানুগ ও শব্দানুগ তরজমা করা হয়েছে। অন্যরা লিখেছেন, 'আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্য এক মহান জন্তু', এখানে শব্দে ও তারকীবে অনাবশ্যক পরিবর্তন আনা হয়েছে।

(ঝ) قد صدقت الرؤيا (অবশ্যই সত্য করেছ তুমি স্বপ্নকে) এর তরজমা কেউ কেউ এভাবে করেছেন, তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে! এতে মনে হয়, তিনি যে স্বপ্নাদেশ পালন করবেন বা করতে পারবেন তা ভাবনায় ছিল না, বরং পারবেন না বলেই ধরে নেয়া হয়েছিল।

أسئلة

١- اشرح كلمتي جبين و جبهة .

٢- اشرح كلمة كيدا .

٣- أعرب 'معه' .

٤- أعرب قوله : الأسفلين .

٥- كيدا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- قد صدقت الرؤيا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٦) وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ
ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾
فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَآ أَنَّهُۥ كَانَ مِنَ
ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ ۞
فَنَبَذْنَٰهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن
يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَٰهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾
فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ
ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿١٤٩﴾ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ إِنَٰثًا
وَهُمْ شَٰهِدُونَ ﴿١٥٠﴾ أَلَآ إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ
﴿١٥١﴾ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى
ٱلْبَنِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٥٤﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٥﴾
أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا۟ بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ
صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾ (الصافات : ٣٧ : ١٣٩ – ١٥٧)

بيان اللغة

أبق : (ض، أَبْقًا، وإباقًا) وأَبِقَ (س، أَبَقًا) : هرب .

ساهم : ساهمه (مساهمة وسهاما) : غالبه وباراه .

ساهمه : قاسمه، أي : أخذ سهما ونصيبا معه .

ساهمه : قارعه أي : غالبه بِالقُرْعَةِ .

أدحضه : دفعه وأبعده، وغلبه؛ مِنَ المدحضين، أي من المغلوبين بالقرعة .

التقمه : ابتلعه؛ واللُّقْمة (ج) لُقَمٌ লোকমা, গ্রাস

مليم : ألام الرجل : أتى بما يلام عليه .

العراء : الفضاء لا يستتر فيه بشيء .

إناث : جمع الأنثى : خلاف الذكر من كل حيوان .

بيان الإعراب

إذ أبق: إذ ظرف للمرسلين، أي هو من المرسلين حتى في هذه الحالة .

فلولا أنه كان من المسبحين : لولا حرف امتناع لوجود، والمصدر المؤول مبتدأ خبره محذوف وجوبا، أي : لولا كونه مسبحا ثابت .

للبث : اللام واقعة في جواب لولا .

الترجمة

আর নিঃসন্দেহে ইউনুসও ছিলেন রাসূলদের মধ্য হতে (গণ্য) যখন পলায়ন করে পৌঁছলেন তিনি যাত্রীপূর্ণ জলযানের নিকট। পরে লটারিতে যোগ দিলেন, অনন্তর তিনি পরাভূতদের মধ্য হতে (গণ্য) হলেন। অনন্তর বড় মাছ গিলে ফেলল তাকে, এমন অবস্থায় যে তিনি নিন্দাযোগ্য কাজ করেছেন। তো যদি না হতেন তিনি তাসবীহ -কারীদের মধ্য হতে (গণ্য) তাহলে অবশ্যই অবস্থান করতেন মাছের পেটে লোকদেরকে পুনর্জীবিত করার দিন পর্যন্ত। তো নিক্ষেপ করলাম আমি তাকে, বৃক্ষ ছায়াহীন প্রান্তরে, এমন অবস্থায় যে তিনি (ছিলেন) অসুস্থ। আর উদগত করলাম আমি তার উপর একটি লাউগাছ।

আর প্রেরণ করলাম আমি তাকে একলক্ষ মানুষের নিকট, কিংবা (তার চেয়ে) বেশী হবে তারা।

অনন্তর ঈমান আনল তারা। অনন্তর ভোগ করালাম আমি তাদেরকে (একটি নির্ধারিত) সময় পর্যন্ত।

তো জিজ্ঞাসা করুন আপনি তাদের, আপনার প্রতিপালকের জন্যই কি কন্যাদল, আর তাদের জন্য পুত্রদল। নাকি সৃষ্টি করেছি আমি ফিরেশতাদের নারী, আর তারা (ছিল তা) প্রত্যক্ষকারী। শোন, অতি অবশ্যই তারা তাদের মনগড়া কথা থেকে বলে, (যে, সন্তান) জন্ম দান করেছেন আল্লাহ। নিশ্চিত ভাইবেই তারা মিথ্যাবাদী।

তবে কি নির্বাচন করলেন তিনি কন্যাদল, অবশেষে পুত্রদলের পরিবর্তে? কী হলো তোমাদের, কেমন বিচার করছ! তোমরা কি চিন্তাও কর না। নাকি রয়েছে তোমাদের অনুকূলে কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ। তাহলে আন তোমাদের কিতাব, যদি হয়ে থাক তোমরা সত্যবাদী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وإن يونس لمن المرسلين (আর নিঃসন্দেহে ইউনুসও ছিলেন রাসূলদের মধ্য হতে [গণ্য] / রাসূলদের একজন)
ব্যাকরণগত বা শব্দগতভাবে এখানে 'ও' যুক্ত করার সুযোগ নেই, তাই শায়খুলহিন্দ (রহ) তা করেননি। তবে যেহেতু এখানে একের পর এক নবী-রাসূলদের বর্ণনা চলছে সেহেতু অবস্থাগত দিক থেকে যোগ করা যায়। থানবী (রহ) তাই করেছেন।
শায়খুলহিন্দ (রহ), 'অবশ্যই ইউনুস হলেন রাসূলদের থেকে (গণ্য)।'
এ দ্বারা বোঝা যায়, ইউনুস (আঃ) এর রাসূল হওয়ার সাধারণ খবর দেয়া হয়েছে, অথচ এখানে উদ্দেশ্য হল এ কথা বলা যে, যখন তিনি জনপদ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তখনো তিনি রাসূলই ছিলেন। এ কারণে তখনো তাঁর রিসালাত খারিজ হয়নি। এদিক থেকে থানবী (রহ) এর তরজমাটি অধিকতর উত্তম।

(খ) أبق (পলায়ন করে পৌঁছলেন) পৌঁছার অর্থটি গ্রহণ করা হয়েছে إلى অব্যয় থেকে।

(গ) الفلك المشحون (যাত্রীপূর্ণ জলযান); অন্যরা লিখেছেন, 'বোঝাই নৌযানে'। এর চেয়ে কিতাবের তরজমাটি উত্তম। বোঝাই শব্দটি পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী।

(ঘ) فكان من المدحضين (অনন্তর তিনি পরাভূতদের মধ্য হতে [গণ্য] হলেন) শায়খায়ন, 'তখন তিনি অপরাধী প্রমাণিত হলেন।' এটি ভাব তরজমা, কিতাবের তরজমা শব্দানুগ।
কেউ কেউ লিখেছেন, তখন তার নাম উঠল। এখানে বক্তব্য ঠিক থাকলেও মূলানুগতা মোটেই রক্ষিত হয়নি।

(ঙ) وهـــو ملـــيم (এমন অবস্থায় যে, তিনি নিন্দাযোগ্য কাজ করেছিলেন); অন্য তরজমা, 'আর তিনি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন।' মূল শব্দটি উভয় অর্থকেই গ্রহণ করে। 'আর তিনি ছিলেন অপরাধী'। এটা ঠিক নয়।

(চ) مـــن إفكهـــم (মনগড়া কথা থেকে বলে) অর্থাৎ এটি তাদের অনেকগুলো মনগড়া কথার একটি। কেউ কেউ লিখেছেন, 'তাদের মিথ্যাচারের কারণে তারা বলে।'

প্রথম তরজমায় مـــن হচ্ছে আংশিকতাবাচক, আর দ্বিতীয়টিতে হেতুবাচক। দু'টোরই অবকাশ রয়েছে।

পক্ষান্তরে তারা মনগড়া কথা বলে যে,... এখানে مـــن এর অর্থগত অবস্থান সুস্পষ্ট নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة اللقمة.

٢- ما معنى أبق؟

٣- أعرب قوله: إذ أبق.

٤- أعرب قوله تعالى: إنهم من إفكهم ليقولون.

٥- أبق إلى الفلك المشحون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- وهو مليم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(৭) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾
إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٤﴾ وَمَا يَنظُرُ
هَٰٓؤُلَآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَٰحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿١٥﴾ وَقَالُوا۟
رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿١٦﴾ ٱصْبِرْ عَلَىٰ

مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾
إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿١٨﴾
وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُۥٓ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُۥ
وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ (ص : ٣٨ : ١٢ — ٢٠)

بيان اللغة

أوتاد : جمع وَتَدٍ، ما يُغْرَزُ أي يُثَبَّتُ في الأرض أو الحائط من خشَب أو حديد؛ أوتاد الأرض الجبال؛ و أوتاد البلاد رؤساؤها؛ و ذو الأوتاد : صاحب المُلْكِ الثابتِ :

فواق (بالفتح والضم) : ما بين الحَلْبَتَيْنِ من وقت؛ أي ما لها من توقفٍ قدرَ فواق ناقة .

القط : الحظ والنصيب .

شددنا : شَدَّ شيء (ض، شِدَّةً) : قوِي ومتُن، ثقُل .

شد على قلبه (ن، شَدًّا) : ختم؛ وفي التنـــزيل العزيز: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم .

شد فلانا : أوثقه وقواه .

يقال : شد رِحالَه : تهيأ للسفر؛ وشد مِئْزَرَه : اجتهد في العمل

فصل الخطاب : أي البيان الفاصل بين الحق والباطل .

بيان الإعراب

أولئك الأحزاب : جملة، وتحلى الخبر بـــ : ال لمعنى الحصر .

فواق : مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه ....، ولها خبر ما المقدم .

ذا الأيد : ذا القوة في الدين والقوة في البدن ، نعت لـــ : داود .

الترجمة

(রাসূলদের) ঝুটলিয়েছে এদের পূর্বে নূহের কাউম এবং আদ এবং বহু কীলকের অধিকারী ফিরআউন এবং ছামূদ এবং লূতের কাউম এবং আয়কার অধিবাসীরা। ওরাই তো হল শক্তিধর সম্প্রদায়। প্রত্যেকে রাসূলদের শুধু ঝুটলিয়েছিল, ফলে সাব্যস্ত হয়েছে (তাদের উপর) আমার সাজা। আর অপেক্ষা করছে এরা শুধু এমন এক বিকট গর্জনের, যার কোন বিরতি নেই।

আর বলে তারা (বিদ্রূপ করে), আমাদের প্রতিপালক! তরান্বিত করুন আমাদের জন্য আমাদের (প্রাপ্য শাস্তির) অংশ, হিসাবের দিনের পূর্বে।

ধৈর্য ধারণ করুন, আপনি তাদের পরিহাস কথনের উপর এবং স্মরণ করুন আমার বান্দা, ক্ষমতার অধিকারী দাউদকে। তিনি তো (ছিলেন) অতিশয় (আল্লাহ) অভিমুখী।

নিঃসন্দেহে আমি নিয়োজিত করেছিলাম পাহাড়-পর্বতকে, যেন তারা তার সঙ্গে তাসবীহ পড়ে সন্ধ্যায় ও উজ্জ্বাসকালে। এবং (নিয়োজিত করেছিলাম) পক্ষীকুলকে এমন অবস্থায় যে, তাদের একত্র করা হত (তার চার পাশে)। সকলেই তার (তাসবীহের) কারণে হত নিবেদিত। আর সুদৃঢ় করেছিলাম আমি তার রাজত্বকে, এবং দান করেছিলাম তাকে প্রজ্ঞা এবং (সত্য-মিথ্যার মাঝে) পার্থক্যকারী 'বাকযোগ্যতা'।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وفرعون ذو الأوتاد (এবং বহুকীলকের অধিকারী ফিরআউন)
এটি শব্দানুগ তরজমা, যা দ্বারা উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না। শব্দটিকে এখানে রূপকভাবে শক্তি, ক্ষমতা বা বাহিনী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং সরল তরজমা, বিশালবাহিনীর/বিরাট ক্ষমতার অধিকারী ফেরআউন।
থানবী (রহ) শব্দানুগতা রক্ষা করে অর্থকে স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন এভাবে, 'এবং ফেরআউন, যার খুঁটি ছিল শক্তভাবে পোঁতা/প্রোথিত।

(খ) إن كل إلا كذب الرسل (প্রত্যেকে রাসূলদের শুধু ঝুটলিয়েছে)
একটি তরজমা, '*এরা প্রত্যেকেই রাসূলদের ঝুটলিয়েছে*', অর্থাৎ কেউ তা বাদ দেয়নি, অথচ মতলব হল, রাসূলদের ঝুটলান ছাড়া এরা আর কোন অপরাধ করেনি। তাতেই তারা আযাব-

গ্রস্ত হয়েছে, তাহলে একই অপরাধে কোরাইশে মক্কার উপর আযাব আসবে না কেন?

এ সূক্ষ্ম বিষয়টি চিন্তা করেই থানবী (রহ) লিখেছেন, 'এরা সকলে শুধু রাসূলদের ঝুটলিয়েছিল', ব্যাকরণও এ তরজমাই দাবী করে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) উদ্দেশ্য আরো স্পষ্ট করার জন্য সম্প্রসারণ করে লিখেছেন, 'এরা যত সম্প্রদায় ছিল সকলে এই তো করেছিল যে, রাসূলদেরকে ঝুটলিয়েছিল।'

(গ) فحق عقاب (ফলে সাব্যস্ত হয়েছিল আমার শাস্তি) حق এর অর্থ 'অবধারিত/ আপতিত হয়েছিল', হতে পারে।

কেউ কেউ লিখেছেন, 'তাদের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি....' এখানে 'তাদের ক্ষেত্রে' অংশটি অতিরিক্ত, যার প্রয়োজন নেই। عقاب এর তরজমা কেউ করেছেন 'আমার পক্ষ হতে শাস্তি', এ সম্পর্কেও একই কথা।

(ঘ) ما لها من فواق (যার কোন বিরতি নেই); থানবী (রহ) লিখেছেন, 'যাতে দম ফেলার সুযোগ হবে না'। এটি ভাব তরজমা এবং গ্রহণযোগ্য। শায়খুলহিন্দ (রহ) অধিকতর শব্দানুগ তরজমা করেছেন, 'যা মাঝখানে বিরতি দেবে না।' কিতাবের তরজমা মূলের সবচেয়ে নিকটবর্তী।

(ঙ) عجل لنا قطنا قبـــل ... *(তরান্বিত করুন আমাদের জন্য আমাদের [প্রাপ্য শাস্তির] অংশ)*; সরল তরজমা, *'আমাদের প্রাপ্য শাস্তি আমাদেরকে হিসাব দিবসের আগে এখনই দিয়ে দিন।'*

بالعشـــي والإشـــراق শায়খায়ন তরজমা করেছেন 'সন্ধ্যায় ও সকালে'। অর্থাৎ তারা আয়াতের বিন্যাস রক্ষা করেছেন, যা বাঞ্ছনীয়। মূলের বিন্যাস ছেড়ে বাংলা বিন্যাস অনুসারে 'সকাল -সন্ধ্যা' লেখা ঠিক নয়।

কিতাবে 'সকাল' এর স্থলে 'উদ্ভাসকাল' তরজমা করা হয়েছে الإشراق এর মূল অর্থটি রক্ষা করার জন্য।

(চ) والطـــير محشـــورة (এবং পক্ষীকুলকে এমন অবস্থায় যে তাদের একত্র করা হতো) এটি পূর্ণ শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, এবং পক্ষীকুলও, যারা (তার চারপাশে) একত্র হয়ে যেতো।

একজন লিখেছেন, 'সমবেত পক্ষীকুলকেও', উভয় তরজমায় তারকীবের পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য, তবে اسم المفعول এর তরজমা اسم الفاعل দ্বারা ঠিক হয়নি। কারণ محشورة থেকে অদৃশ্য শক্তির ক্রিয়াশীলতা বোঝা যায়, যা তরজমায় উঠে আসেনি।

أسئلة

١- اشرح فصل الخطاب .

٢- ما معنى شد ؟

٣- أعرب قوله : ما لها من فواق .

٤- أعرب قوله : محشورة .

٥- ذو الأوتاد এর তরজমা আলোচনা কর

٦- إن كل إلا كذب الرسل এখানে তরজমাগুলোর ত্রুটি উল্লেখ কর

(٨) ۞ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبَؤُا۟ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا۟ ٱلْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ
دَخَلُوا۟ عَلَىٰ دَاوُۥدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ
بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ
وَٱهْدِنَآ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَٰطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَآ أَخِى لَهُۥ تِسْعٌ
وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَٰحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِى
فِى ٱلْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ
نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُۥ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ
وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٢٥﴾ (ص : ٣٨ : ٢١ — ٢٥)

بيان اللغة

تَسَوَّر الحائطَ أو السُّور: علاه وصعده وتسلّق .

تسوروا المحراب : أي تسور حائط المحراب .

لا تشطط : من الإشطاط، وهو تجاوز الحد؛ قال أبوعبيدة : شَطَّ في الحكم (ن، شَطَطًا) وأَشَطَّ : جار، فهو مما اتفق فيه فَعَلَ وأَفْعَلَ .

نعجة : الأنثى من الضأن؛ والضأن ذو الصوف من الغنم، والجمع نِعاج ونَعَجات .

أكفلنيها : أي اجعلني كافلها؛ والمراد ملكنيها .

كفل الرجلَ وبالرجلِ (ن، كَفْلاً وكَفالَةً) : ضَمِنه .

كفل الصغيرَ/ اليتيمَ: رباه وأنفق عليه .

أكفل فلانا مالَه ، أعطاه إياه ليكفُلَه ويرعاه .

كفل فلانا المال وأكفل : جعله يضمن المال .

كفل فلانا الصغيرَ : جعله كافلا له .

الكفل : النصيب؛ قال تعالى : ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها؛ والكفل : الضِّعْفُ؛ قال تعالى : ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته .

عَزَّ (ن، عَزًّا) : غلبه وقهره؛ عزني في الخطاب، أغلظ علي في القول .

بيان الإعراب

هل : حرف استفهام معناه هنا التشويق إلى المضمون الآتي .

إذ تسوروا : إذ ظرف لمضاف محذوف ، أي : نبأ تخاصم الخصم حين تسورهم ، ولا ينتصب بـ : أتاك، وهو ظاهر .

إذ دخلوا : بدل من إذ الأول .

قالوا لا تخف : الجملة مستأنفة؛ خصمان خبر لمبتدأ محذوف؛ و بغـــى : صفة لــ : خصمان؛ وفاء فاحكم فصيحة .

إلى نعاجه : متعلق بمحذوف ، أي : ليضمها

الترجمة

এসেছে কি আপনার কাছে (দুই) বিবাদকারীর খবর! যখন তারা 'ইবাদতখানার' দেয়াল টপকাল, যখন প্রবেশ করল দাউদের সন্নিকটে। আর ভীত হলেন তিনি তাদের কারণে, তারা বলল, ভয় পাবেন না, (আমরা) দুই বিবাদকারী। আমাদের একজন অপরজনের উপর যুলুম করেছে। সুতরাং বিচার করুন আমাদের মাঝে ন্যায়ভাবে, অবিচার করবেন না। আর পরিচালিত করুন আমাদের, সরল পথের দিকে। এ কিন্তু আমার ভাই। রয়েছে তার নিরানব্বইটি দুম্বী। আর রয়েছে আমার (মাত্র) একটি দুম্বী। তবু সে বলে, সেটাও তুমি আমাকে দিয়ে দাও। এমন কি কথাবার্তায়ও সে আমাকে চাপাচাপি করেছে।

বললেন তিনি, অতিঅবশ্যই যুলুম করেছে সে তোমার প্রতি, দুম্বীগুলোর সঙ্গে (যুক্ত করার উদ্দেশ্যে) তোমার দুম্বীটিকে দাবী করে। আর শরীকদের অনেকেই তো অবিচার চালায় একে অপরের উপর, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল (সম্পাদন) করেছে, তবে খুবই কম তারা।

আর ধারণা করল দাউদ যে, পরীক্ষা করেছি আমি তাঁকে। তাই ইসতিগফার করল সে তাঁর প্রতিপালকের নিকট এবং অবনত হয়ে লুটিয়ে পড়ল এবং (আল্লাহর) অভিমুখী হল। অনন্তর ক্ষমা করে দিলাম আমি তার অনুকূলে সেই ত্রুটি। আর নিঃসন্দেহে তার জন্য রয়েছে আমার কাছে সান্নিধ্য ও উত্তম পরিণাম/পরিণামের উত্তমতা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) هل أتك نبـــؤ الخصـــم *(এসেছে কি আপনার কাছে বিবাদকারীদের খবর)*; থানবী (রহ) লিখেছেন, আচ্ছা, আপনার কাছে কি মোকাদ্দামাওয়ালাদের খবরও পৌঁছেছে?

অর্থাৎ هل অব্যয়টির স্থানীয় অর্থটিও তিনি বিবেচনা করেছেন। আর ও অব্যয়টি যুক্ত করেছেন বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে। কারণ

বাস্তব এই যে, ইতিমধ্যে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বিগত যুগের অনেক খবর পৌঁছেছে।

(খ) محراب মূল ইবাদতখানার অংশ বিশেষ। এখানে অংশকে সমগ্রের অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। দেয়াল শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, মূলরূপটি হচ্ছে تسوروا حائط المحراب

(গ) دخلوا على داود এখানে على অব্যয়টির কারণে دخلوا এর অর্থ করা হয় উপস্থিত হল বা সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

(ঘ) ففزع منهم قالوا لا تخف (ভীত হলেন তিনি তাদের কারণে, বলল তারা, ভয় পাবেন না) আয়াতে ففزع এবং خوف এ দুটি শব্দ এসেছে। শায়খুলহিন্দ (রহ) উভয় স্থানে گھبرانا (ঘাবড়ান) ব্যবহার করেছেন। কিন্তু থানবী (রহ) লিখেছেন, তিনি তাদের দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তারা বলল, ভয় পাবেন না।
এ পার্থক্যের প্রয়োজনও রয়েছে। কারণ প্রথমটিতে দাউদ (আঃ) এর ভয় পাওয়ার মাত্রা বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয়টিতে শুধু ভয় না পাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

(ঙ) فاحكم (বিচার করুন আমাদের মাঝে ন্যায়ভাবে) এটি তারকীবী তরজমা। সরল তরজমা, আমাদের মাঝে ন্যায় বিচার করুন।

(চ) إن هذا أخي (এ কিন্তু আমার ভাই) এখানে إن দ্বারা তাকীদ করার কারণ এই যে, তার আচরণ ভাইয়ের মত নয়। বাংলায় 'কিন্তু' যোগ করে সেটা বোঝানো হয়েছে।

(ছ) نعجة – যেহেতু শব্দটি مؤنث সেহেতু থানবী (রহ) দুম্বা-এর পরিবর্তে দুম্বী তরজমা করেছেন।

(জ) عزني في الخطاب (এমন কি কথা বর্তায়ও সে আমাকে চাপাচাপি করেছে) তারকীবানুগতা রক্ষা করার জন্য এ তরজমা।
অন্যরা তরজমা করেছেন– এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করেছে/ আমার উপর বলপ্রয়োগ করেছে/ আমার প্রতি বাড়াবাড়ি করেছে।

(ঝ) لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه *(অতিঅবশ্যই যুলুম করেছে সে তোমার প্রতি, তার দুম্বীগুলোর সঙ্গে [যুক্ত করার উদ্দেশ্যে] তোমার দুম্বীটি দাবী করে)*; এটি তারকীবী তরজমা। অন্যরা লিখেছেন,

'তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলুম করেছে।'

এখানে বক্তব্য কাছাকাছি হলেও তারকীবগত বিচ্যুতি ঘটেছে। কারণ আয়াতে ভাইয়ের কাছে ভাইয়ের سؤال বা দাবীর مفعول হচ্ছে نعجتك – দুম্বাকে দুম্বাগুলোর সঙ্গে যুক্ত করাটা দাবী নয়, সেটা হচ্ছে দুম্বাকে দাবী করার ফল।

أسئلة

١- اشرح كلمة نعجة .

٢- ما معنى عز ؟

٣- عرف فاء فاحكم .

٤- بم يتعلق قوله : إلى نعاجه .

٥- محراب এর তরজমা ইবাদতখানা কীভাবে করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর

٦- إن هذا أخي এর তরজমা আলোচনা কর

(٩) وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَٰنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِۦ جَسَدًا ثُمَّ
أَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَنۢبَغِى
لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِىٓ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ
ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَٱلشَّيَٰطِينَ
كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ
﴿٣٨﴾ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾
وَإِنَّ لَهُۥ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَـَٔابٍ ﴿٤٠﴾ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ
أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ

وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَشَرَابٌ
﴿٤٢﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ
لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٤٣﴾ (ص : ٣٨ : ٣٤ – ٤٣)

بيان اللغة

رخاء : لينة طيبة؛ وأصاب : أي أراد وقصد .

غواص : غاص في الماء (ن، غَوْصًا) : نزل تحته .

قَرَّنَ الأسارى : شَدَّهم بالقُرُنِ (والقُرُن جمع قِرانٍ، وهو حبل يقاد به)

الأصفاد : الأغلال .

نصب : داء وبلاء .

ركض (ن، رَكْضًا) : عدا مسرعا و ضرب برجله .

ركض منه : فر وانهزم؛ قال تعالى : إذا منها يركضون .

بيان الإعراب

من بعدي : أي كائن من بعدي؛ أو هو زائد .

فسخرنا : الفاء عاطفة عطفت بها الجملة التالية على محذوف يفهم من مضمون الكلام ، أي : استجبنا له دعاءه و فسخرنا ...

رخاء : حال من الضمير في تجري؛ وحيث ظرف لـ : تجري، أي : تجري مكان إصابته وقصده .

كل بناء وغواص : بدل من الشيطين؛ وآخرين عطف على كل بناء .

بغير حساب : متعلق بـ : عطاؤنا، أي : أعطيناك بغير حساب؛ أو هو في محل النصب على الحال مما تقدم، أي حال كونك غير محاسب عليه

إذ نادى : الظرف بدل اشتمال من أيوب، أي: اذكر وقت ندائه ربه .

اركض : أي : وقيل له ... ومفعول اركض محذوف ، أي : الأرض

ومغتسل : اسم مكان للماء الذي يغتسل به؛ وسمي الماء باسم مكانه مجازا .

معهم : أي كائنا معهم؛ و رحمة (نازلة) منا مفعول لأجلـه؛ وذكـرى

عطف على رحمة؛ ولأولي الألباب : نعت لـ : ذكرى .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই পরীক্ষা করেছি আমি সোলায়মানকে এভাবে যে, নিক্ষেপ করলাম তার আসনের উপর একটি নিষ্প্রাণ দেহ। পরে তিনি (আমার) অভিমুখী হলেন। বললেন, (হে আমার)) প্রতিপালক ক্ষমা করুন আমাকে এবং দান করুন আমাকে এমন রাজত্ব যা সম্ভব না হয় কারো জন্য আমি ছাড়া। আপনিই তো পরম দাতা।

তখন বশীভূত করলাম তার জন্য বাতাসকে, যা প্রবাহিত হত তার আদেশে কোমলভাবে, তার অভিমুখী হওয়ার দিকে। আর জিন্নাতকেও (তার বশীভূত করলাম) অর্থাৎ (তাদের) সকল নির্মাণ কারিগরদেরকে এবং ডুবুরীদেরকে এবং আরো কতিপয়কে যাদেরকে বেঁধে রাখা হত শেকলে। এগুলো হল আমার দান। সুতরাং তুমি (তা) দান কর বা রেখে দাও, (তোমার থেকে) হিসাব গ্রহণ ছাড়া। আর অতিঅবশ্যই তার জন্য (রয়েছে) আমার কাছে সান্নিধ্য ও উত্তম পরিণাম।

আর স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ূবকে অর্থাৎ তিনি তার প্রতিপালককে এই বলে ডাকার সময়টিকে পৌছিয়েছে শয়তান আমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা। (আমি তাকে বললাম) আঘাত কর তুমি (ভূমিকে) তোমার পা দ্বারা। এই তো গোসলের সুশীতল পানি ও পানীয়।

আর দান করলাম আমি তাকে তার পরিবারবর্গ এবং তাদের সঙ্গে তাদের মত আরো। (এসব দান করেছি) আমার অনুগ্রহের কারণে এবং বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশরূপে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) (এভাবে যে,); পরবর্তী অংশে পরীক্ষার স্বরূপ বলা হয়েছে তাই واو العطف এর এরূপ তরজমা করা হয়েছে।

(খ) جسدا (একটি নিষ্প্রাণ দেহ) কেউ কেউ লিখেছেন একটি ধড়- (অসম্পূর্ণরূপে ভূমিষ্ঠ সন্তান) শব্দটি ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে শ্রুতি অসুন্দর বলে কিতাবে তা পরিহার করা হয়েছে। *(তিনি আশা করেছিলেন, তার এমন সন্তান হবে যে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে, কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলতে ভুলে গিয়েছিলেন)।*

(গ) لا ينبغي لأحد *(সম্ভব না হয় কারো জন্য)*; 'যা কারো জোটবে না'/ 'যা কেউ পাবে না', এগুলো চলে, তবে কিতাবের তরজমাটি মূলের কাছাকাছি।

একটি তরজমায় আছে, কাউকে দেয়া হবে না- মূল থেকে এত দূরবর্তিতার প্রয়োজন নেই।

من بعدي এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হল 'আমি ছাড়া'। থানবী (রহ) এর উদাহরণে فمن يهديه من بعد الله এই আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এখানে শাব্দিক তরজমাও হতে পারে। বাকি উদ্দেশ্য হবে 'আমি ছাড়া/আল্লাহ ছাড়া'।

(ঘ) إذ نادى – এখানে بدل الاشتمال এর তারকীবানুগ তরজমা করা হয়েছে। ظرف রূপে সরল তরজমা এভাবে করা যায়- স্মরণ করুন আমার বান্দা আইয়ূবকে যখন তিনি.....

(ঙ) مسني الشيطن (পৌঁছিয়েছে শয়তান আমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা) শাব্দিক ও তারকীবানুগ তরজমা এভাবে হতে পারে।
শয়তান আমাকে ছুঁয়েছে কষ্ট ও যন্ত্রণা দ্বারা।

أسئلة

١- اشرح كلمة رخاء

٢- ما معنى ركض ؟

٣- بم يتعلق قوله : بغير حساب

٤- أعرب قوله : إذ نادى ربه

٥- وألقينا এখানে واو এর তরজমা সম্পর্কে আলোচনা কর

٦- كل بناء وغواص এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْىَ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَـٰكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿٣١﴾ (الزمر : ٣٩ : ٢٥ — ٣١)

بيان اللغة

تشاكسا : تخالفا وتعاسرا وتغاضبا وتنازعا .

السلم : مصدر سلِم بمعنى اسم الفاعل، أي خالصا لرجل .

بيان الإعراب

(املأ الفراغ)

من قبلهم : متعلق بـــ ...

من حيث لايشعرون : متعلق بـــ ... وأصل العبارة ...

الخزي : ..... ثان؛ وفي الحياة الدنيا يتعلق بـــ .... أو بمحذوف، حال من المفعول الثاني .

لو كانوا يعلمون : أي عذابها؛ وجوابه محذوف دل عليه ...، أي : لــو كانوا يعلمون عذاب الآخرة لعلموا أنه أكبر .

ضربنا للناس في هذا القرآن : الفعل يتضمن معنى جعل؛ ومن كل مثل :

نعت لمفعول ضربنا (أي جعلنا) الأول، أي : مثلا كائنا من كل مثل؛ وللناس مفعول جعلنا الثاني .

وفي هذا القرآن : حال من مفعول ضربنا الأول؛ أي : ولقد ضربنا في هذا القرآن مثلا كائنا من كل مثل ثابتا للناس حال كون هذا المثل موجودا في القرآن .

قرآنا عربيا : قرآنا حال مؤطئة؛ ومن المعلوم أن الاسم الجامد لما وصف بما يجوز أن يكون حالا صلح أن يكون حالا؛ كقولك : جاءني زيد رجلا صالحا؛ فالنعت وطأه ليكون حالا؛ وهي حال من القرآن،

رجلا : بدل من مثل، و سلما نعت لـ : رجلا؛ ونعت بالمصدر على سبيل المبالغة؛ ولرجل، متعلق بالمصدر .

مثلا : تمييز محول عن الفاعل، أي لا يستوي مثلهما .

الترجمة

ঝুটলিয়েছে তারাও যারা (বিগত হয়েছে) তাদের পূর্বে। ফলে এসেছে তাদের কাছে আযাব, তাদের টের না পাওয়ার স্থান থেকে। বস্তুত চাখিয়েছেন তাদেরকে আল্লাহ্ লাঞ্ছনা দুনিয়ার জীবনে। আর অবশ্যই আখেরাতের আযাব আরো বড়। যদি (বিষয়টি) জানত তারা (তাহলে অবশ্যই সত্যকে গ্রহণ করত)। আর অতিঅবশ্যই উপস্থাপন করেছি আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত হতে (কিছু না কিছু দৃষ্টান্ত), যেন উপদেশ গ্রহণ করে তারা, এমন অবস্থায় যে তা আরবী ভাষার কোরআন, যা বক্রতাসম্পন্ন নয় যাতে তারা ভয় গ্রহণ করে।

উপস্থাপন করেছেন আল্লাহ্ এক (দাস) ব্যক্তির উদাহরণ যার মালিকানার ক্ষেত্রে পরস্পর রেষারেষিপূর্ণ কয়েকজন শরীক রয়েছে, এবং অন্য এক (দাস) ব্যক্তির উদাহরণ যে একজন মাত্র ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট। এ দুজনের উদাহরণ কি সমান হতে পারে? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র। তাবে তাদের অধিকাংশ জানে না। নিঃসন্দেহে আপনিও মরবেন, তারাও মরবে। তারপর অবশ্যই তোমরা কেয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিপালকের নিকট বিবাদ পেশ করবে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) من حيث لا يشعرون (তাদের টের না পাওয়ার স্থান থেকে); এটি শব্দানুগ ও ব্যাকরণানুগ তরজমা, তবে সাবলীল নয়। বিকল্প তরজমা থানবী (রহ) এভাবে করেছেন, 'তাদের উপর আযাব এমনভাবে এসেছে যে তাদের ধারণাও ছিল না'।
আরেকটি তরজমা, 'ফলে শাস্তি তাদেরকে এমনভাবে গ্রাস করল যে তারা ভাবতেও পারেনি।'
'তাদের ধারণাতীত স্থান থেকে তাদের উপর শাস্তি নেমে এলো।'
এই শেষ তরজমাটি মূলের অধিকতর নিকটবর্তী।

(খ) لو كانوا يعلمون কিতাবে لو অব্যয়টিকে شرطية ধরে তরজমা করা হয়েছে এবং বন্ধনীর মাধ্যমে ব্যাকরণগত প্রয়োজন পূর্ণ করা হয়েছে।
থানবী (রহ) لو অব্যয়টি تمني এর জন্য গ্রহণ করে তরজমা করেছেন, 'হায়, যদি তারা বুঝে যেতো!'

(গ) قرآنا عربيا.... ব্যাকরণগত দিক থেকে এটি حال হয়েছে। من هذا القرآن থেকে, বাংলায় এখানে ব্যাকরণনুগ অনুবাদ করা দুরূহ, তবু কিতাবে সেটাই করা হয়েছে।
সরলায়নের জন্য এটিকে স্বতন্ত্ররূপে তরজমা করা যায়–

'আরবী ভাষার এই কোরআন বক্রতামুক্ত।'

থানবী (রহ) কিছুটা তারকীমুখী তরজমা করেছেন এভাবে– '..... যার অবস্থা এই যে, তা আরবী কোরআন যাতে সামান্য বক্রতা নেই।'

(ঘ) مثلا رجلا (এক দাস ব্যক্তির উদাহরণ); দাস শব্দটি থানবী (রহ) বন্ধনীতে যুক্ত করেছেন বিষয়বস্তুকে স্পষ্ট করার জন্য। এখানে মূল তারকীবটি হচ্ছে بدل এর। কিতাবে এটিকে إضافة এর তারকীবে রূপান্তরিত করে তরজমা করা হয়েছে।
নীচের তরজমাটি মূল থেকে বেশ দূরবর্তী–
আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন; এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, যারা পরস্পর বিরুদ্ধাভাবাপন্ন ..... মূল থেকে এত দূরবর্তিতার প্রয়োজন নেই।

أسئلة

١- اشرح كلمة الخزي .

٢- ما معنى غير ذي عوج ؟

٣- أعرب قوله : لو كانوا يعلمون .

٤- أعرب قوله : هل يستويان مثلا .

٥- قرآنا عربيا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- مثلا رجلا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰٓ إِلَىٰٓ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾
أَمِ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا۟ لَا
يَمْلِكُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ۖ
لَّهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾
وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِٱلْأَخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
﴿٤٥﴾ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ
وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا۟ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ (الزمر : ٣٩ : ٤٢ — ٤٦)

بيان اللغة

تَوَفَّى فلان حقَّه (تَوَفِّياً) : أخذه وافيا كاملا؛ وتوفاه الله : قبض روحه

اشمأز بالأمر ومنه اشمئزازا : ضاق به ونفَرَ منه كراهةً .

استبشر : فرح وسر؛ يستبشرون بنعمة من الله وفضله .

بيان الإعراب

حين موتها : متعلق بـ : يتوفى .

التي لم تمت : معطوف على الأنفس، وفي منامها يتعلق بـ : يتوفى، والمعنى : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، كما قال تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل .

فيمسك : عطف على يتوفى .

اتخذوا : إن كان بمعنى جعلوا فـ : شفعاء مفعوله الأول، ومن دون الله في محل المفعول الثاني؛ وإن كان بمعنى أخذوا فـ : شفعاء مفعوله الواحد؛ ومن دونه متعلق به حال، لأنه في الأصل نعت لـ : شفعاء .

أولو كانوا : الهمزة للاستفهام الإنكاري، ومدخولها محذوف، أي: أ يشفعون؛ و الواو حالية؛ و لو مصدرية، في موضع نصب على الحال، والمعنى : أ يشفعون (حتى) حالة كونهم لا يملكون شيئا؟

الترجمة

আল্লাহই প্রাণসমূহ পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন সেগুলোর মৃত্যুর সময়। আর যে প্রাণগুলো মৃত্যুবরণ করেনি সেগুলোকে (পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন) সেগুলোর নিদ্রাকালে। অনন্তর ধরে রাখেন তিনি ঐ প্রাণগুলোকে, অবধারিত করেছেন যেগুলোর উপর মৃত্যু, আর অন্য প্রাণগুলোকে ছেড়ে দেন এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত। অতিঅবশ্যই তাতে রয়েছে নিদর্শনসমূহ ঐ সম্প্রদায়ের জন্য যারা (সত্যি) চিন্তা করে।

তো তারা কি গ্রহণ করেছে আল্লাহর পরিবর্তে কতিপয় সুফারিশ-কারী। বলুন আপনি, সুফারিশ করবে কি তারা (এমনকি) কোন কিছুর ক্ষমতা না রাখা এবং (কোন) বোধ না রাখা অবস্থায়ও?

বলুন আপনি, আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে সুফারিশ সমস্ত। তাঁরই জন্য রয়েছে আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবীর কর্তৃত্ব। তারপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন করানো হবে। আর যখন আলোচনা করা

হয় আল্লাহর কথা এককভাবে, তখন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে তাদের অন্তর, যারা বিশ্বাস রাখে না আখেরাতের প্রতি।
আর যখন আলোচনা করা হয় আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের তখন হঠাৎ তারা উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বলুন আপনি, হে আল্লাহ, (হে) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা (এবং) অদৃশ্য ও দৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই ফায়ছালা করবেন আপনার বান্দাদের মাঝে ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) الله يتوفى الأنفس (আল্লাহই পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন প্রাণসমূহকে);
الله এ মহান শব্দটিকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মকে তাঁর পবিত্র সত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধায়ন। তাই থানবী (রহ) তরজমায় 'ই' যোগ করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) ভেবেছেন, বাক্যের আবহ থেকেই حصر পরিস্ফুট হবে, সুতরাং 'হছর-অব্যয়' যোগ করার প্রয়োজন নেই। কিতাবে يتوفى এর শব্দানুগ তরজমা করা হয়েছে। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'কবয করেন'; শায়খুলহিন্দ (রহ); 'টেনে নেন'।
একটি বাংলা তরজমায়, 'প্রাণ হরণ করেন জীবনসমূহের'; এখানে প্রথমতঃ হরণ শব্দটি শান উপযোগী নয়, দ্বিতীয়ত শব্দবাহুল্য রয়েছে। এভাবে বললে কিছুটা ঠিক হত, 'হরণ করেন জীবসমূহের প্রাণ'
يمسك এর তরজমা 'রাখিয়া দেন' এর পরিবর্তে 'ধরিয়া রাখেন' করা উত্তম।

(খ) والتي لم تمت في منامها *(আর যে প্রাণগুলো মৃত্যুবরণ করেনি/ যে প্রাণগুলোর মৃত্যুর সময় হয়নি সেগুলোকে [পূর্ণরূপে গ্রহণ করেন] সেগুলোর নিদ্রায়/নিদ্রাকালে)*; একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'আর যে মরে না তার নিদ্রাকালে', এ তরজমা বিভ্রান্তিপূর্ণ।

(গ) والتي قضى عليها الموت (যেগুলোর উপর মৃত্যু অবধারিত করেছেন); শায়খায়ন على অব্যয়টিকে অক্ষুণ্ণ রেখে লিখেছেন– 'যেগুলোর উপর মৃত্যুর হুকুম করে ফেলেছেন/ যেগুলোর উপর মৃত্যু নির্ধারণ করেছেন।'
'যার সম্পর্কে মৃত্যুর ফায়ছালা করেছেন', এটাও গ্রহণযোগ্য।

(ঘ) لله الشفاعة جميعا সকল তরজমায় রয়েছে, 'সমস্ত সুফারিশ', শুধু থানবী (রহ) মূল তারকীবের প্রতি যত্নবান হয়ে লিখেছেন, سفارش تمام تــر (সুফারিশ সমস্ত), তার তরজমা হল, 'সুফারিশ তো সমস্তই আল্লাহর ইখতিয়ারে রয়েছে'।

(ঙ) إذا ذكر الله وحده *(যখন আলোচনা করা হয় আল্লাহর এককভাবে);* এখানে وحــده এর তারকীব বিবেচিত হয়েছে। সরল তরজমা, 'যখন আল্লাহর একক আলোচনা করা হয়/ যখন শুধু আল্লাহর আলোচনা করা হয়।' এটি থানবী (রহ) এর তরজমা।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন– আর যখন নাম নেয়া হবে শুধু আল্লাহর তখন থেমে যায় তাদের 'হৃৎপিণ্ড'; তিনি اشمأزت এর ভাব তরজমা করেছেন। আরো সুন্দর তরজমা হতে পারে এভাবে, 'যখন শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয় তখন তারা 'মনমরা' হয়ে যায়।

أسئلة

١- اشرح كلمة توفى

٢- ما معنى فاطر ؟

٣- بم يتعلق قوله : في منامها ؟

٤- أعرب قوله : اتخذوا من دون الله شفعاء

٥- يتوفى الأنفس – 'প্রাণ হরণ করেছেন জীবনসমূহের' মন্তব্যকর

٦- والتي لم تمت في منامها এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٢) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفْتَدَوْا۟ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا۟ يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُوا۟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

﴿١٨﴾ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَـٰهُ نِعْمَةً
مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍۭ ۚ بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَلَـٰكِنَّ
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ
أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا
كَسَبُوا۟ ۚ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّـَٔاتُ مَا
كَسَبُوا۟ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ (الزمر : ٣٩ : ٤٧ — ٥١)

بيان اللغة

لم يكونوا يحتسبون : لم يكن في حِسابهم وحُسْبانهم .

حاق بهم : أحاط بهم .

خولناه : أعطيناه تفضُّلا .

ضر (بالضم) : ما كان من سوء حال أو شدة في بدن .

بيان الإعراب

لو أن للذين ظلموا.... : المصدر المؤول فاعل... وأصل العبارة : لو ثبت ملك .... للظالمين لَـــ ....

جميعا : حال من اسم أن؛ ومثله عطف على اسم أن؛ ومعه ظرف متعلق بمحذوف حال من : مثله المعطوف على اسم أن .

يوم القيمة : ظرف الافتداء، أو حال من فاعل الافتداء .

أوتيــته : الضمير يعود على نعمة بمعنى الإحسان والعطاء؛ أي أوتيــت إياه، فحذف أداة الضمير المنصوب المنفصل .

وعلى علم متعلق بـــ: أوتيت، أي على علم وجدارة .

أو هو في محل الحال، أي حال كوني عالما بأني سأعطاه .

الترجمة

আর যদি থাকত তাদের জন্য যারা যুলুম করেছে, দুনিয়ার সকল কিছু এবং (থাকত) সেই পরিমাণ তার সঙ্গে তাহলে অবশ্যই মুক্তিপণরূপে দিত তারা তা, (বাঁচার জন্য) মন্দ আযাব থেকে কেয়ামতের দিন।

আর দেখা দেবে তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে এমন শাস্তি যা তারা কল্পনাও করত না।

আর প্রকাশ পাবে তাদের সামনে যা কিছু তারা 'কামাই' করেছে তার মন্দ ফলগুলো এবং ঘিরে ধরবে তাদেরকে ঐ আযাব যা নিয়ে তারা বিদ্রূপ করত।

বস্তুত যখন স্পর্শ করে মানুষকে কোন দুর্দশা তখন ডাকে সে আমাকে। তারপর যখন সানুগ্রহ দান করি তাকে আমার পক্ষ হতে (অবতীর্ণ) কোন নেয়ামত তখন বলে সে, আমি তো প্রদত্ত হয়েছি তা জ্ঞানগুণে। আসলে তা এক বিরাট পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) জানে না।

অবশ্যই বলেছে এসব কথা, তারা যারা বিগত হয়েছে তাদের পূর্বে, কিন্তু তাদের কোন কাজে আসেনি, যা কিছু তারা করত তা, বরং ঘায়েল করেছে তাদেরকে তারা যা কামাই করেছে তার মন্দ ফলগুলো।

আর যারা যুলুম করেছে এদের মধ্য হতে, অবশ্যই ঘায়েল করবে তাদেরকেও, তারা যা কামাই করেছে, তার মন্দ ফলগুলো। আর না তারা (আমাকে) অক্ষম করতে পারবে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ولـو أن مـا...., কিতাবের তরজমাটি পূর্ণ তারকীবানুগ, ফলে তাতে কিছুটা জটিলতা এসেছে। প্রাঞ্জল ও সরল তরজমা এই– *'যালিমরা যদি দুনিয়ার সকল সম্পদের এবং তার সমপরিমাণ আরো সম্পদের মালিক হত তাহলে অবশ্যই তারা কেয়ামতের কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য তা মুক্তিপণরূপে দিয়ে দিত।'*

(খ) ما لم يكونـوا يحتسـبون (যা কল্পনাও করত না তারা); অন্যান্য তরজমা, 'যা তাদের ধারণাও ছিল না/ যা তারা কল্পনাও করেনি/ করতে পারেনি/ যা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি।' শেষটিতে অপ্রয়োজনীয় শব্দ পরিবর্তন ঘটেছে।

(গ) سيئات ما كسبوا *(যা তারা 'কামাই' করেছে তার মন্দ ফলগুলো)*

থানবী (রহ) এক শব্দে সরল তরজমা করেছেন, 'তাদের সমস্ত মন্দ কর্ম'। তিনি আয়াতের স্বাভাবিক দাবী থেকে সমগ্রতার অর্থ গ্রহণ করেছেন।

(ঘ) على علم (জ্ঞানগুণে) যেহেতু অন্যত্র على علم عندي এসেছে সেই আলোকে থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'আমার নিজের চেষ্টা তদবীর দ্বারা', এটি অবশ্য علم এর ফলভিত্তিক প্রতিশব্দ। অর্থাৎ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফল হল চেষ্টা তদবীর।

(ঙ) ما كانوا يكسبون (যা কিছু তারা করত তা) অধিকাংশ তরজমা হল– 'তাদের দুষ্কর্ম/বদ আমল/ কৃতকর্ম', কিন্তু থানবী (রহ) এর তরজমা হল, 'তাদের দৌড়ঝাঁপ/ চেষ্টা তদবীর/ কর্মকাণ্ড/ পদক্ষেপ', বিষয়বস্তুর সাথে এটি অধিক সঙ্গতিপূর্ণ।
কিতাবের তরজমা দু'দিকেই যেতে পারে।

أسئلة

١- اشرح كلمة أغنى .

٢- ما معنى سوء العذاب ؟

٣- أعرب قوله : ومثله معه

٤- عين مرجع الضمير المنصوب في قوله : قد قالها

٥- على علم এর তরজমা আলোচনা কর

٦- ما كانوا يكسبون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(৩) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ
أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿١٠﴾
قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿١١﴾ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُۥٓ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ
وَحْدَهُۥ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِۦ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكْمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ

ٱلْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ
ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَٱدْعُوا۟ ٱللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ
ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ
مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُم بَٰرِزُونَ ۖ لَا
يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ۚ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ ٱلْوَٰحِدِ
ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ ۚ لَا ظُلْمَ
ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٧﴾ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْءَازِفَةِ
إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَٰظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ
وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى
ٱلصُّدُورُ ﴿١٩﴾ (غافر : ٤٠ : ١٠ — ١٩)

بيان اللغة

المقت : البغض الشديد .

الآزفة : القيامة؛ سميت بذلك لأُزوفها، أي قُربها .

أزف الرحيل (س، أَزَفاً) : قرُب؛ أزفت الآزفة : قربت ودنت .

الحناجر : حَنْجَرة ، الحُلقوم

خائنة الأعين : قيل، الخائنة موضوعة موضعَ المصدر، أي يعلم خيانة الأعين، ويحتمل أن تكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف.

بيان الإعراب

لمقت الله : أي إياكم؛ وإذ تدعون، يتعلق بـــ : مقت الله، وجاز أن

يتوسط بينهما الخبر، لأن الظروف فيها توسع؛ أو هو متعلق بفعل محذوف، أي مقتكم الله إذ تدعون؛ أو هي تعليلية .

وشرح الآية أن الكفار حينما يَكْتَوُون بنار جهنم يمقُتون أنفسهم ويتلاومون، فيناديهم الملائكة ويقولون : كان مقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم من جهة الأنبياء فما استجبتم، أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم .

اثنتين : مفعول مطلق ناب عن المصدر، أي إماتتين اثنتين، و إحياءتين اثنتين . قال أهل العلم : الموتة الأولى هي كونهم في العدم، والموتة الثانية هي موتهم في الدنيا؛ والحياة الأولى هي حياة الدنيا، والثانية هي حياة البعث يوم القيامة؛ يقولون ذلك توسلا إلى رضي الله .

ولو كره الكفرون : لو هذه مصدرية بمعنى مع، أي مع كراهة الكفار إخلاصكم أو دعوتكم .

(لا يخفى على الله) منهم شيء : حال، لأنه كان في الأصل ... (املأ الفراغ)

اليوم : ظرف متعلق بالخبر المحذوف .

(بالغة) لدى الحناجر : خبر القلوب، وكاظمين حال من القلوب .

الترجمة

নিঃসন্দেহে যারা কুফুরি করেছে নেদা করা হবে তাদেরকে (যে,) অবশ্যই (তোমাদের প্রতি) আল্লাহর ঘৃণা অনেক বেশী (ছিল) তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের (আজকের) ঘৃণা হতে। কেননা ডাকা হত তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি, আর করতে তোমরা কুফুরি।

তারা বলবে, (হে) আমাদের প্রতিপালক! মুরদা করেছেন আপনি আমাদেরকে দু'দফা এবং যিন্দা করেছেন দু'দফা। সুতরাং স্বীকার করছি আমরা আমাদের অন্যায়-অপরাধ। এখন আছে কি বের হয়ে যাওয়ার কোন না কোন পথ?

(তাদের বলা হবে, কোন পথ নেই, কারণ) তোমাদের ঐ আযাব এই কারণে যে, যখন শুধু আল্লাহকে ডাকা হতো তখন তোমরা কুফুরি

করতে, পক্ষান্তরে যদি শরীক করা হত তাঁর সঙ্গে তাহলে মেনে নিতে তোমরা। সুতরাং (তোমাদের দুষ্কর্মের) এই শাস্তি হচ্ছে সমুচ্চ মহান আল্লাহর (কৃত)।

তিনি তো ঐ সত্তা যিনি দেখান তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ, এবং নাযিল করেন তোমাদের জন্য আসমান থেকে রিযিক। আর উপদেশ তো গ্রহণ করে শুধু ঐ ব্যক্তি যে, (আল্লাহর) অভিমুখী হয়। সুতরাং ডাক তোমরা আল্লাহকে দ্বীনকে (আনুগত্যকে) তাঁর জন্য খালিছ করে। যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।

(তিনি) সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী আরশের অধিপতি। তিনি প্রক্ষেপণ করেন 'রহস্যকথা' অর্থাৎ তার আদেশ, যার প্রতি ইচ্ছা করেন তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে, যাতে সতর্ক করতে পারেন তিনি সাক্ষাৎদিবস সম্পর্কে, যেদিন তারা 'সপ্রকাশ' হবে; অপ্রকাশিত থাকবে না আল্লাহর সম্মুখে তাদের কোন কিছু, (আর জিজ্ঞাসা করা হবে) কার জন্য রাজত্ব আজ? (বলা হবে) এক (ও) পরাক্রমশালী আল্লাহর জন্য।

আজ প্রতিদান দেয়া হবে প্রতিটি ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের। কোন যুলুম নেই আজ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

আর সতর্ক করুন আপনি তাদের আসন্ন (বিপদের) দিন সম্পর্কে, যখন হৃদপিণ্ড কণ্ঠাগত হবে তা চেপে রাখা অবস্থায়। না থাকবে যালিমদের জন্য কোন সুহৃদ, আর না কোন সুফারিশকারী, যাকে গ্রাহ্য করা হয়। জানেন তিনি চোখের খেয়ানতকে এবং বক্ষসমূহ যা গোপন করে (সেগুলোকে)।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) مقت এর মূল অর্থ বিদ্বেষ। কিন্তু তা আল্লাহর শানোপযোগী নয় বলে ঘৃণা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষোভ/অপ্রসন্নতা /অসন্তোষ, এগুলো চলে, তবে مقت এর বিপরীতে তা লঘু।

(খ) من سبيل (কোন না কোন পথ); এ তরজমা من الزائدة এর কারণে, যা তাকীদের জন্য ব্যবহৃত ।

(গ) فالحكم لله العلي الكبير *(সুতরাং এই শাস্তি হচ্ছে সমুচ্চ মহান আল্লাহর [(কৃত)];* এ তরজমা থানবী (রহ) করেছেন ال কে নির্দিষ্টতাজ্ঞাপক ধরে। শায়খুলহিন্দ (রহ)ও তাই করেছেন। তিনি লিখেছেন, '*এখন বিচার হবে সেটাই যা আল্লাহ করেন... ।*

এটিকে অনুসরণ করে কেউ বাংলায় লিখেছেন, *'এখন আদেশ সেটাই যা আল্লাহ করবেন'*– এটি উর্দূ তরজমার ভুল বাংলা তরজমা। অন্য একটি তরজমা, *'বস্তুত সমুচ্চ মহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব।'* যেন সাধারণ নীতি বা বিধান-এর বর্ণনা হচ্ছে, অথচ এখানে এটা তা নয়।

(ঘ) يلقي الروح مـــن أمـــره *(তিনি প্রক্ষেপণ করেন 'রহস্যকথা'– অর্থাৎ তার আদেশ)*; কিতাবের তরজমা শব্দানুগ ও তারকীবানুগ। থানবী (রহ), *'তিনি আপন বান্দাদের মধ্য হতে যার প্রতি ইচ্ছা করেন অহী অর্থাৎ আপন বিধান প্রেরণ করেন।'*

من أمره কে الروح এর ব্যাখ্যা ধরে এ তরজমা করা হয়েছে।

একটি বাংলা তরজমা, *'অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ'*, অর্থাৎ অহী ও আদেশ ভিন্ন বিষয়, যা ঠিক নয়।

অন্য তরজমা, *'তত্ত্বপূর্ণ বিষয়াদি নাযিল করেন'*, এখানে من أمـــره অংশটি অনুপস্থিত।

(ঙ) يــوم الآزفـــة (আসন্ন [বিপদের] দিন); এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। কারণ الآزفـــة হচ্ছে উহ্য المصـــيبة এর ছিফাত। তবে তিনি বন্ধনী ব্যবহার করেননি।

'আসন্ন দিন' এই তরজমাটি পূর্ণ ব্যাকরণসম্মত নয়।

(চ) إذ القلوب لدى الحنـــاجر (যখন হৃদপিণ্ড কণ্ঠাগত হবে); থানবী (রহ) এর তরজমা, 'যখন কলিজা মুখে এসে পড়বে', এটি উর্দূ বাগধারাভিত্তিক তরজমা। ঘোর বিপদ ও ভীষণ ভীতি অর্থে এ বাগধারা ব্যবহৃত হয়।

كـــاظمين (তা চেপে রাখা অবস্থায়) অর্থাৎ হৃদপিণ্ড যেন বের হয়ে না আসে এজন্য তারা তা চেপে রাখতে চাইবে। থানবী (রহ) লিখেছেন– 'তারা 'দমবন্ধ' হয়ে যাবে', حـــال কে তিনি দ্বিতীয় খবররূপে তরজমা করেছেন, তাতে সমস্যা নেই, তবে এটি كاظمين এর ভাব তরজমা।

শায়খুলহিন্দ (রহ), *'যখন হৃদপিণ্ড কণ্ঠনালী পর্যন্তএসে যাবে তখন তারা হৃদপিণ্ডকে (দু'হাতে) চেপে রাখতে চেষ্টা করবে।'*

তরজমাটি সুন্দর, তবে এখানেও তারকীব পরিবর্তিত হয়েছে ।

একটি বাংলা তরজমা, *'যখন দুঃখেকষ্টে প্রাণ উষ্ঠাগত হবে'*।

এটি ভুল তরজমা, যদিও বক্তব্য তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

(ছ) خائنة الأعين এর তরজমা হতে পারে 'চক্ষুর অপব্যবহার/ চোখের চুরি বা চোরা চাহনী'।

موصوف ও صفة রূপে '*খেয়ানতকারী চক্ষুসমূহকে*', হতে পারে।

أسئلة

١- اشرح كلمة مقت .

٢- ما معنى قهر ؟

٣- أعرب قوله : أمتنا اثنتين .

٤- أعرب قوله : إلا من ينيب .

٥- لمقت الله أكبر من مقتكم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- خائنة الأعين এর তরজমা আলোচনা কর

(٤) وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ
ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنۢ
بَعْدِهِمْ ۚ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ
عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ
مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ
جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِى شَكٍّ مِّمَّا
جَآءَكُم بِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنۢ
بَعْدِهِۦ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ
﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ
كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ
ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ (غافر : ٤٠ : ٣٠ – ٣٥)

بيان اللغة

دأب : قال الإمام الراغب : العادة المستمرة دائما على حالة؛ قال تعالى : كدأب آل فرعون، أي كعادهم المستمرة .

يوم التناد : يوم القيامة، لأنه يكثر فيه نداء بعضهم بعضا؛ والتناد بحذف الياء وإثباتها لفظا، أما خطا فهو محذوفة في المصحف .

بيان الإعراب

في شك : أي واقعين في شك (كائن) مما جاءكم به .

من بعده : متعلق بـــ : لن يبعث، أو حال متقدمة من رسولا، لأنـــه في الأصل ...

كذلك يضل الله من هو مسرف : أصل العبارة .....

الذين يجادلون في : بدل من : من هو مسرف، لأن من هنا مفرد لفظـــا وجمع معنى، وفاعل كبر هو الضمير العائد على لفظ من .

ومقتا تمييز محول عن الفاعل ، وأصل العبارة .....

هذا الإعراب هو اختيار الزمخشري .

وقال غيره : (هم) الذين يجادلون ، والضمير عائد على معنى مـــن وفاعل كبر يعود على المصدر في : يجادلون .

عند الله : ظرف يتعلق بـــ : كبر .

الترجمة

আর বলল যে ঈমান এনেছে সে, হে আমার কাওম! আমি তো আংশকা করছি তোমাদের বিষয়ে (পূর্ববর্তী) সম্প্রদায়গুলোর (আযাবের) দিনের অনুরূপ কিছুর। অর্থাৎ কাওমে নূহ এবং আদ এবং ছামূদ এবং তাদের পরবর্তীদের অবস্থার অনুরূপ কিছুর। আর আল্লাহ তো চান না কোন প্রকার যুলুম করা বান্দার প্রতি।

আর হে আমার কাওম, আমি তো আশঙ্কা করি ডাকাডাকির দিনের,

যে দিন পলায়ন করবে তোমরা পেছন ফেরা অবস্থায়। থাকবে না তোমাদের জন্য আল্লাহ্ হতে কোন সাহায্যকারী। আর যাকে গোমরাহ্ করেন আল্লাহ্ নেই তার জন্য কোনই পথপ্রদর্শক।

আর অতিঅবশ্যই এসেছিলেন তোমাদের কাছে ইউসুফ পূর্বে নিদর্শনাদিসহ, কিন্তু লাগাতারভাবে ছিলে তোমরা সন্দেহে, ঐ বিষয়ে যা এনেছিলেন তিনি তোমাদের কাছে। এমন কি যখন তিনি মৃত্যু বরণ করলেন তখন বলতে লাগলে তোমরা, কিছুতেই প্রেরণ করবেন না আল্লাহ্ তাঁর পরে কোন রাসূল। এভাবেই বিভ্রান্ত করেন আল্লাহ্ তাকে যে সীমালংঘনকারী, সংশয়গ্রস্ত।

যারা বিবাদ ঘটায় আল্লাহর আয়াতগুলো সম্পর্কে তাদের কাছে আসা কোন প্রমাণ ছাড়া, তাদের এ কর্ম বড় গুরুতর ঘৃণ্যতার দিক থেকে আল্লাহর নিকট এবং তাদের নিকট যারা ঈমান এনেছে। এভাবেই মোহর মেরে দেন আল্লাহ্ প্রত্যেক অহঙ্কারী, স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির অন্তরে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أخاف عليكم (আমি আশংকা করছি তোমাদের বিষয়ে); 'তোমাদের জন্য' বলা ঠিক নয়।
'ভয় পাচ্ছি/ ভয় করছি' চলতে পারে, তবে আশঙ্কা শব্দটি অধিকতর উপযোগী।

(খ) مثل دأب قوم نوح তারকীবানুগতার জন্য কিতাবে بدل রূপে তরজমা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে থানবী (রহ) উপমাভিত্তিক তরজমা লিখেছেন, 'যেমন কাওমে নূহ্, এবং আদ এবং ছামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের হয়েছিল', এটি সহজবোধ্য তরজমা।

(গ) يوم التناد (ডাকাডাকির দিনের); বিভিন্ন তরজমায় এর বিভিন্ন প্রতিশব্দ এসেছে, যথা, 'হাঁকডাকের দিন/ আর্তনাদের দিন।'
থানবী (রহ) এর তরজমা, '*তোমাদের সম্পর্কে আমার ঐ দিনের আশংকা রয়েছে যাতে প্রচুর পরিমাণে ডাক চলতে থাকবে।*'
এখানে শব্দস্ফীতি ঘটেছে, অথচ সহজবোধ্য হয়নি।

(ঘ) كبر مقتا প্রাঞ্জল তরজমা, তাদের এ কাজ খুবই ঘৃণ্য...।

أسئلة

١- اشرح كلمة مرتاب .

٢- ما معنى شك ؟

٣- أعرب قوله : في شك مما جاءكم به .

٤- عين فاعل كبر وأعرب مقتا .

٥- يوم التناد এর প্রতিশব্দগুলো উল্লেখ কর

٦- كبر مقتا এর সরল তরজমা বল

(٥) وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُاْ لِلَّذِينَ
ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا
نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُلٌّ
فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي
ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ
ٱلْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ
قَالُواْ بَلَىٰ ۚ قَالُواْ فَٱدْعُواْ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُاْ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي
ضَلَـٰلٍ ﴿٥٠﴾ (غافر : ٤٠ : ٤٧ — ٥٠)

بيان اللغة

تبع (للواحد والجمع)؛ والجمع أتباع : تابع، من يتبع غيره .

الخَزْن : حفظ الشيء في الخزانة، ثم يعبر به عن كل حفظ، كحفظ السر ونحوه .خزن شيئا (ن، خَزْنا) : حفظه أو جعله في خِزانة؛ وخزن السر، كتمه وحفظه؛ وهو خازن، والجمع خَزَنة؛ وهي خازنة والجمع خَوازن؛ والمفعول مخزون وخزين (فعيل بمعنى مفعول) .

وفي صفة النار وصفة الجنة : قال لهم خزنتها، أي الملائكة الذين يحفظونها ويراقبون أمورها .

والخِزانَة مكان الخَزْن، والجمع خَزائِنُ؛ وقد يطلق على الأموال والأشياء المخزونة؛ قال تعالى : وإن من شيء إلا عندنا خزائنه

بيان الإعراب

إنا كنا لكم تبعا : لكم متعلق بمحذوف صفة لـ : تبعا ، أو هو متعلق بـ : تبعا إذا اعتبر مصدرا .

نصيبا : مفعول به لـ : مغنون الذي يدل على معنى الدفع ، أي : دافعون عنا نصيبا من النار.

يخفف عنا يوما من العذاب : يوما ظرف متعلق بـ : يخفف، ومن العذاب صفة لمحذوف، وهو مفعول يخفف، أي يخفف عنا شيئا كائنا من العذاب في يوم .

فادعوا : الفاء الفصيحة، أي إذا اعترفتم بجرمكم فادعوا ...

الترجمة

আর (স্মরণ করুন ঐ সময়কে) যখন পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে তারা জাহান্নামে, অর্থাৎ বলবে দুর্বল লোকেরা তাদেরকে যারা বড়াই করেছে, আমরা তো ছিলাম তোমাদের অনুগামী, তো তোমরা কি নিবারণ করবে আমাদের থেকে আগুনের কিয়দংশ?

বলবে তারা যারা বড়াই করেছে, আমরা সবাই তো জাহান্নামে পড়ে আছি। আল্লাহ তো ফায়ছালা করে ফেলেছেন বান্দাদের মাঝে। আর বলবে তারা যারা জাহান্নামে রয়েছে জাহান্নামের প্রহরীদেরকে, বল তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে যেন লাঘব করেন তিনি আমাদের থেকে একদিন সামান্য সাজা। বলবে তারা, তোমাদের কাছে কি আসতেন না তোমাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ? বলবে তারা, তা তো আসতেন। বলবে তারা, তাহলে আবেদন কর তোমরাই; আর কাফিরদের আবেদন তো ভ্রষ্টই হয়।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فيقـول (অর্থাৎ বলবে) ف অব্যয়যোগে বিতর্কের বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে, তাই এ তরজমা করেছেন থানবী (রহ)
একটি তরজমা, '*যখন বিতর্ক করবে তখন বলবে*', এটি ব্যাকরণ -সম্মত নয়। 'তারপর' বললে মনে হবে, এটি বিতর্ক শেষ হওয়ার পরের আলাপ।

(খ) مغنون *(নিবারণ করবে)* এর বিভিন্ন প্রতিশব্দ হতে পারে, যেমন, রোধ করবে/দূর করবে/সরাবে। এগুলো মূলত এখানে مغنـــون এর অন্তর্নিহিত অর্থ, যা مفعول به এর জন্য বিবেচিত হয়েছে।

نصيبا من النار *(আগুনের কিয়দংশ)*; '*জাহান্নামের আগুনের*' বলার প্রয়োজন নেই।

অন্য তরজমা, *জাহান্নামের আযাবের কিয়দংশ/ জাহান্নামের কিছু আযাব*', অর্থাৎ النـــار হচ্ছে জাহান্নামের সমার্থক, আর مضـــاف উহ্য রয়েছে। এটা ঠিক আছে।

(গ) إنا كل فيها *(আমরা সবাই তো জাহান্নামে পড়ে আছি)*; '*জাহান্নামে আছি*' বললে স্বাভাবিক অবস্থা বোঝায়। থানবী (রহ) অবশ্য তাই করেছেন, কিন্তু শায়খুলহিন্দ (রহ) '*পড়ে আছি*' লিখেছেন, তিনি অবশ্য فيها এর যামীরকে আগুন অর্থেই النـــار এর দিকে ফিরিয়েছেন। কারণ, তাদের আবেদন ছিল আগুনের কিয়দাংশ নিবারণ সম্পর্কে।

النـــار এর পারিভাষিক অর্থ জাহান্নাম, থানবী (রহ) সে অর্থেই যামীরকে النـــار এর দিকে ফিরিয়ে 'দোযখ' লিখেছেন। কারণ বিপদ শুধু আগুনের ছিলো না, জাহান্নামের যাবতীয় আযাবের ছিল। অর্থাৎ নেতাদের দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী, আর অনুগতদের দৃষ্টি ছিল তাৎক্ষণিকতায় আক্রান্ত।

(ঘ) ادعـــوا (বল তোমরা) এই 'বল' আবেদন কর অর্থে। এখানে প্রার্থনা/দু'আ ইত্যাদি শব্দ ঠিক নয়।

(ঙ) يخفف عنا يوما من العذاب *(যেন লাঘব করেন তিনি আমাদের থেকে একদিন সামান্য আযাব)*; এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা।

অর্থাৎ তাদের আবেদন সমগ্র দিনের আযাব নয়, বরং দিনের যে কোন সময় কিছু আযাবের লাঘবতা। নিরাশ মানুষের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক।

থানবী (রহ) লিখেছেন, কোন দিন তো আমাদের থেকে আযাব হালকা করে দিন। তিনি مـن কে অতিরিক্ত ধরেছেন, অর্থাৎ তাদের আবেদন হবে পুরো একদিনের আযাব হালকা করার। এখানেও নিরাশার দিক রয়েছে, কারণ প্রতিদিনের বা সারা জীবনের আবেদন জানাতে তাদের ভরসা হয়নি।

একটি বাংলা তরজমায়, 'একদিনের আযাব' এটি ঠিক হলেও ব্যাকরণের দিক থেকে সঠিক নয়।

(চ) إلا في ضـلـل ([লক্ষ্য থেকে] ভ্রষ্টই হয়) এটি ضـلال এর সঠিক প্রতিশব্দ যা শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেণ। থানবী (রহ) লিখেছেন, নিষ্ফল হয়। অন্যরা লিখেছেন ব্যর্থই/ বেকারই হয়। এগুলো ভাব অনুবাদ, তবে শেষটি তেমন গ্রহণযোগ্য নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة تبع .

٢- اشرح كلمة خزنة .

٣- أعرب قوله : من العذاب .

٤- أعرب قوله : إلا في ضلال .

٥- فيقول الضعفاء এর তরজমা আলোচনা কর

٦- مغنون عنا نصيبا من النار এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٦) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾
ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِٱلْكِتَٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِۦ رُسُلَنَا
فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَٰلُ فِىٓ أَعْنَٰقِهِمْ
وَٱلسَّلَٰسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِى ٱلنَّارِ

يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ
﴿٧٣﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟
مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذَٰلِكُم
بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ
تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾ ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ
فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۚ
فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ (غافر : ٤٠ : ٦٩ – ٧٧)

بيان اللغة

يسحبون : أي يجرون،(ف، سَحْبًا)؛ وأصل السحب الجر، كسَحْبِ الذَّيْلِ على الأرض .

حميم : الماء الشديدُ الحرارةِ؛ قال تعالى : يصب من فوق رؤوسهم الحميم؛ و الحميم، القريب المشفق؛ قال تعالى : لايسأل حميم حميما؛ وقال : فما لنا من شافعين ولاصديق حميم .

يسجرون (يوقدون)؛ من سجر التنُّورَ : ملأه بالوقود (ن، سَجْرًا) .

مرح (س، مَرَحًا) : فرح واشتد فرحه حتى تبختر .

بيان الإعراب

الذين كذبوا : بدل من الأولى .

إذ الأغلل : إذ ظرف يتعلق بـ : يعلمون، أي سوف يعلمون وقت وقوع الأغلل في أعناقهم (عاقبة معاصيهم) .

فإما نرينك بعض الذي نعدهم : هنا أدغمت إن الشرطية في ما الزائدة؛ ونرينك شرط جوابه محذوف، أي فهذا هو المطلوب .

أو نتوفينك : هذا شرط ثان، وجوابه فإلينا يرجعون .

الترجمة

তাকাননি কি আপনি তাদের দিকে যারা বিবাদে লিপ্ত হয় আল্লাহর আয়াতগুলো নিয়ে। কোথায় কোথায় বিপথগামী করা হচ্ছে তাদের! *(তাকাননি কি তাদের দিকে)* যারা ঝুটলিয়েছে কিতাবকে এবং ঐ সব -কিছুকে যা দিয়ে পাঠিয়েছি আমার রাসূলদেরকে। তো অচিরেই জানতে পারবে তারা *(তাদের ঝুটলানোর পরিণতি)* যখন বেড়ি পড়বে তাদের গর্দানে এবং শিকলও। টেনে নেয়া হবে তাদেরকে ফুটন্ত পানিতে, তারপর আগুনে ঠেসে দেয়া হবে। তারপর বলা হবে তাদেরকে, কোথায় তারা যাদেরকে শরীক করতে তোমরা, আল্লাহর পরিবর্তে?

বলবে তারা, নিখোঁজ হয়ে গেছে তারা আমাদের থেকে, বরং আমরা তো ডাকতামই না আগে কোন কিছুকে। এভাবেই ভ্রষ্ট করেন আল্লাহ কাফেরদেরকে। এই সাজা হল এ কারণে যে, ফুর্তি করতে তোমরা দুনিয়াতে অন্যায়ভাবে এবং এ কারণে যে, উল্লাস করতে। ঢুকে পড় তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে, চিরস্থায়ী হয়ে তাতে। তো কত না মন্দ দাম্ভিকদের আবাসস্থল। সুতরাং ধৈর্য ধরুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য। অনন্তর যদি দেখাই আপনাকে, তাদেরকে দেয়া আমার প্রতিশ্রুতির কিছু (তাহলে তো ভালো), কিংবা যদি কবয করি আপনাকে, তাহলে আমারই কাছে তো ফেরান হবে তাদের।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ألم تر إلى الذين এখানে إلى অব্যয়টি বিবেচনায় এনে 'তাকাননি' তরজমা করা হয়েছে। কারো কারো তরজমা হল, 'আপনি দেখেননি তাদেরকে যারা....?'

يجادلون এর আশরাফী তরজমা–

جو الله تعالى كی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں

(যারা আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহে বিবাদের অজুহাত খুঁজে বের করে)

এ তরজমার উদ্দেশ্য, তাদের বিবাদপ্রিয়তার দিকটি তুলে ধরা।

'ঝগড়া-ফেকড়া' বের করে' এই জোড়াশব্দ চলতে পারে।

(খ) في الحميم এর প্রতিশব্দ হল ফুটন্ত পানি, জ্বলন্তপানি নয়। কেউ কেউ শায়খুলহিন্দ (রহ) এর جلتا پانی থেকে এটা লিখেছেন, কিন্তু বাংলায় 'জ্বলন্তপানি' বলে না। উর্দূতে جلتا پانی মানে যে পানির পাত্রের নীচে আগুন জ্বলছে।

(গ) ثم في النار يسجرون *(তারপর টেনে নেয়া হবে তাদের ফুটন্ত পানিতে)*; একটি তরজমা, 'তাদের আগুনে দগ্ধ করা/ জ্বালানো হবে'। يحرقون হলে এ তরজমা ঠিক ছিল।

শায়খায়ন লিখেছেন, '*আগুনে তাদের ঝুঁকে দেয়া হবে*', (অর্থাৎ ঠেলে দেয়া হবে/ ঠেসে দেয়া হবে।); সুন্দর শব্দচয়ন।

(ঘ) ضلوا عنا *(নিখোঁজ হয়ে গেছে তারা আমাদের থেকে)*; কেউ কেউ লিখেছেন, 'উধাও হয়ে গেছে'; উধাও হওয়া/ গা ঢাকা দেয়া ইত্যাদি হয় উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্ষেত্রে; এখানে বিষয়টি তা নয়। 'তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে', এ তরজমা হতে পারে।

(ঙ) لم نكن ندعو (আমরা তো ডাকতামই না); এটি শব্দানুগ তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'পূজা করতাম না'। ডাকা দ্বারা অবশ্য এটাই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তিনি শব্দের উদ্দেশ্যগত দিকটিকে প্রাধান্যে এনেছেন।

(চ) ادخلوا أبواب جهنم *(ঢুকে পড় তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলো দিয়ে চিরস্থায়ী হয়ে)*; প্রবেশ কর/দাখেল হও ইত্যাদি শব্দ এখানে উপযোগী নয়। তাই অন্যরা ব্যবহার করলেও থানবী (রহ) লিখেছেন, 'ঢুকে পড়'।

أسئلة

١- اشرح كلمة الحميم.

٢- ما معنى سحب.

٣- أعرب قوله : إذ الأغلال في أعناقهم.

٤- اذكر أصل العبارة في قوله تعالى : كذلك يضل الله الكفرين.

٥- ألم تر إلى الذين يجادلون এর তরজমা সম্পর্কে আলোচনা কর

٦- ضلوا عنا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ
وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا
مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا
وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ
آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨١﴾ (غافر : ٤٠ : ٧٨ – ٨١)

بيان اللغة

المبطلون : أي : الذين يبطلون الحق .

النعم : جمعه أنعام، والنعَم مختص بالإبل؛ وتسميتها بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة، لكن الأنعام يقال للإبل والبقر والغنم؛ ولا يقال لها أنعام حتى يكون في جملتها الإبل .

بيان الإعراب

ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله : أي ما ينبغي له أن يفعل ذلك، ولا يقدر أن يفعل ذلك إلا أن يأذن الله له بذلك . إلا أداة حصر، وبإذن الله استثناء من عموم الأحوال، وأصل العبارة ....

قضى بالحق : أي قضى الأمر متلبسا بالحق

الله الذي جعل : الذي خبر

لتركبوا منها : أي بعضها ، فـ : من للتبعيض

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই প্রেরণ করেছি আমি বহু রাসূল আপনার পূর্বে। তাদের মধ্য হতে এমন কতিপয় রয়েছেন যাদের ঘটনা বিবৃত করেছি আপনাকে। আবার তাদের মধ্য হতে রয়েছেন এমন কিতপয় যাদের ঘটনা বিবৃত করিনি আপনাকে।
আর সম্ভব ছিল না কোন রাসূলের জন্য কোন নিদর্শন পেশ করা, আল্লাহর হুকুম ছাড়া। অনন্তর যখন আল্লাহর হুকুম আসবে তখন ফায়ছালা হয়ে যাবে ন্যায়ভাবে, আর ক্ষতিগ্রস্ত হবে তখন বাতিলপন্থীরা।
আল্লাহ ঐ মহান সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য গবাদি পশু, যেন আরোহণ করতে পারো সেগুলোর কোন কোনটিতে এবং সেগুলোর কোন কোনটিকে আহার করতে পার। আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যথেষ্ট উপকার। এবং (সৃষ্টি করেছেন) যেন উপনীত হতে পার তোমরা ঐগুলোর উপর (চড়ে) এমন কোন প্রয়োজনে যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে, আর সেগুলোর উপর এবং নৌযানের উপর বহনকৃত হও তোমরা। আর দেখান তিনি তোমাদের তাঁর নিদর্শনসমূহ। সুতরাং আল্লাহর নিদর্শনাবলীর কোনটিকে তুমি অস্বীকার করবে?

ملاحظات حول الترجمة

(ক) منهم من قصصنا عليك সরল তরজমা, 'তাদের কারো কারো ঘটনা বিবৃত করেছি আপনাকে।'

(খ) أنعام এর সঠিক প্রতিশব্দ চতুষ্পদ জন্তু নয়। কারণ أنعام হচ্ছে প্রধানত উট, তারপর গরু ও মেষ। এজন্য কেউ কেউ প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে আনআম শব্দটি রেখে দিয়েছেন।

(গ) لتركبوا *(যেন আরোহণ করতে পার সেগুলোর কোন কোনটিতে)*; এ তরজমার ভিত্তি এই যে, من অব্যয়টি হচ্ছে আংশিকতাজ্ঞাপক।

(ঘ) حاجة في صدوركم *(এমন কোন প্রয়োজনে যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে)* এখানে حاجة এর تنكير কে বিবেচনা করা হয়েছে। *'তোমাদের অন্তরে পোষণ করা প্রয়োজন'*, এ তরজমা হতে পারে। 'তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজন' এ তরজমা ঠিক নয়।

أسئلة

١- اشرح كلمة منافع.

٢- ما معنى خسر ؟

٣- أعرب قوله بالحق .

٤- أعرب قوله : لتركبوا منها .

٥- কিতাবে لتركبوا منها এর তরজমাটি কী এবং এর ভিত্তি কী?

٦- أنعام এর প্রতিশব্দরূপে চতুষ্পদ জন্তু ঠিক নয় কেন?

(٨) فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَٰعِقَةً مِّثْلَ صَٰعِقَةِ عَادٍ
وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ
خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ
مَلَٰٓئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ
فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ
أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۖ
وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا فِىٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ
ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ
فَأَخَذَتْهُمْ صَٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾
وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾ (فصلت : ٤١ : ١٣ – ١٨)

بيان اللغة

صرصرا : ريح صرصر : شديدة البرد أو شديدة الصوت .

نحسات : جمع نَحِسٍ (لغير العاقل) : مشؤوم .

نَحْسٌ : قلة حظ، شؤم؛ ويستعمل بمعنى النحِس .

نحس (ك، نَحاسة، نُحوسة) : كان سيءَ الحظ .

بيان الإعراب

مثل صعقة : نعت لـــ : صاعقة .

إذ جاءت : الظرف متعلق بـــ : صاعقة، لأنها بمعنى العذاب .

من بين أيديهم و .. : يتعلق بـــ : جاء، أي جاؤوهم من جميع جوانبهم.

ألا تعبدوا : أن مفسرة، لأن مجيء الرسل يحمل معنى القول .

في أيام نحسات : نعت ثان لـــ : ريحا، أو حال من ريحا الموصوفة .

على الهدى : متعلق بـــ : استحبوا، لأنه في معنى آثروا .

الترجمة

অনন্তর যদি (তাওহীদকে) এড়িয়ে যায় তারা তো বলুন আপনি, সতর্ক করলাম আমি তোমাদের এমন এক ভীষণ বিপদ সম্পর্কে যা আদ ও ছামূদের ভীষণ বিপদের অনুরূপ, যখন এসেছিলেন তাদের কাছে রাসূলগণ তাদের সম্মুখ থেকে এবং তাদের পশ্চাৎ থেকে এই মর্মে যে, ইবাদত কর না তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো।
বলল তারা, যদি এটা ইচ্ছা করতেন আমাদের প্রতিপালক তাহলে অবশ্যই নাযিল করতেন কতিপয় ফিরেশতা। যাক এখন আমরা (ঐ তাওহীদকেও) অস্বীকার করছি যা দিয়ে পাঠান হয়েছে তোমাদের।
আর (তাদের মধ্য হতে) আদজাতি, তো বড়াই করল তারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে। আর বলল, কে ভীষণ আমাদের চেয়ে শক্তির দিক থেকে। তারা কি দেখেনি যে, আল্লাহ, যিনি সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তিনিই অধিক ভীষণ তাদের চেয়ে শক্তির দিক থেকে। আর তারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত।

ফলে পাঠালাম আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু কতিপয় অশুভদিনে, আস্বাদন করানোর জন্য তাদেরকে লাঞ্ছনার আযাব পার্থিব জীবনে। আর আখেরাতের আযাব তো আরো লাঞ্ছনাকর। কারণ তাদের সাহায্য করা হবে না।

আর ছামূদ, তো পথপ্রদর্শন করেছিলাম আমি তাদেরকে। অনন্তর পছন্দ করল তারা অন্ধ হয়ে থাকাকে সৎপথে চলার পরিবর্তে। ফলে পাকড়াও করল তাদেরকে অপদস্থতার আযাবের বিপদ, সেই কারণে যা তারা কামাই করত। আর নাজাত দিলাম আমি তাদের যারা ঈমান এনেছে, এবং (যারা) ভয় করত (আমাকে)।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن أعرضوا *(যদি এড়িয়ে যায়)*; এটি 'যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়' এর চেয়ে ভালো, এজন্য যে, এখানে মুখ শব্দটি অতিরিক্ত নেই।

(খ) أنذرتكم *(সতর্ক করলাম আমি তোমাদের)* এসব ক্ষেত্রে শায়খুল-হিন্দ (রহ) শব্দানুগ তরজমা করে থাকেন। পক্ষান্তরে থানবী (রহ) ক্রিয়াকালে পরিবর্তন এনে থাকেন। যেমন এখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি তোমাদের সতর্ক করছি'।

(গ) صعقة এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন বিপদ। শায়খুলহিন্দ করেছেন কঠিন বিপদ। বাংলা তরজমায় কঠোর/ধ্বংসকর/মারাত্মক/ভয়ানক শাস্তি।

صعقة এর মাদ্দাহগত বৈশিষ্ট্যের কারণে 'ভীষণ বিপদ' অধিকতর উপযোগী মনে হয়।

একজন লিখেছেন, '*আমি তো তোমাদের এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করেছি যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আদ ও ছামূদ।*' এটি ব্যাকরণসম্মত নয়, তবে বক্তব্যটি মূলের অনুকূল।

(ঘ) من بين أيديهم ومن خلفهم *(তাদের সম্মুখ দিক থেকেও এবং তাদের পশ্চাৎ দিক থেকেও)* এটি আশরাফী তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) هم যামীরটি বাদ দিয়েছেন। একটি বাংলা তরজমায়, '*তাদের সম্মুখ ও পিছন থেকে*', এগুলো অনাবশ্যক পরিবর্তন; তবে এখানে ভাবতরজমাই হবে অধিকতর উপযোগী। যেমন– 'তাদের কাছে এসেছেন রাসূলগণ সর্বাত্মক মেহনত করা অবস্থায়।'

একটি তরজমায়, *'কোন কোন রাসূল তাদের সম্মুখ দিকের অঞ্চল থেকে এসেছিলেন, আবার কোন কোন রাসূল এসেছিলেন তাদের পশ্চাদভাগের এলাকা থেকে';* এটা হতে পারে, তবে তখন শব্দানুগতাই উত্তম হবে।

(ঙ) من أشد منا قوة *(কে ভীষণ আমাদের চেয়ে শক্তির দিক থেকে);* 'শক্তির বিচারে/শক্তিতে' বললেও تمييز এর তরজমা আদায় হয়ে যায়। সরল তরজমা এভাবে করা যায়–

'কে আমাদের চেয়ে শক্তিধর!'

'আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে?' এখানে প্রশ্ন-অব্যয়কে পরে আনা হয়েছে, যা সাধারণ প্রশ্নের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া, সুতরাং এটি গ্রহণযোগ্য নয়।

(চ) وهم لا ينصرون *(কারণ তাদেরকে সাহায্য করা হবে না);* মূল তারকীবটি হচ্ছে হাল, তবে উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরো অধিক লাঞ্ছনাকর হওয়ার কারণ বর্ণনা করা। সেজন্য এই তরজমা।

(ছ) فاستحبوا العمى على الهدى *(পছন্দ করল তারা অন্ধ হয়ে থাকাকে সৎপথে চলার পরিবর্তে);* শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দদু'টিকে مصدر ধরে শব্দানুগ তরজমা করেছেন। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তারা হেদায়েতের মোকাবেলায় ভ্রষ্টতাকে পছন্দ করল।' অর্থাৎ শব্দদু'টিকে তিনি اسم রূপে গ্রহণ করেছেন। এটা ঠিক আছে, কিন্তু العمى কে রূপক অর্থে পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য কী? আয়াতে الضلالة ব্যবহার করা হলো না কেন?

আসলে ضلالة কে কখনো ظلمة (অন্ধকার) কখনো عمى (অন্ধত্ব) বলা হয় ضلالة এর ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য। শায়খুলহিন্দ (রহ) সেটা বিবেচনা করেছেন।

একজন মুতারজিম লিখেছেন, 'তারা সৎপথের পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল।'

এখানে বিনা কারণে একটিকে اسم এবং একটিকে مصدر রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। 'তারা সৎপথে চলার পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল', এভাবে বললেই ভাল হত।

أسئلة

١- اشرح كلمة صاعقة .

٢- ما معنى هان ؟

٣- أعرب قوله : مثل صاعقة .

٤- أعرب قوله : ألا تعبدوا إلا الله .

٥- ان اعرضوا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- من بين أيديهم ومن خلفهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّىٰٓ
إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَٰرُهُمْ وَجُلُودُهُم
بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُوا۟ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا
قَالُوٓا۟ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ
عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ
ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى
ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن
يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ
ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾ (فصلت : ٤١ : ١٩ — ٢٤)

بيان اللغة

يوزعون أي : يُحبَسون أوّلهم على آخِرهم حتى يجتمعوا .

أوزع بمعنى وزَع، أي منع و حبس .

و أوزع بينهم : فرق وقسم بينهم .

و أوزع فلانا شيئا : أولعه به وحببه إليه، كما في القرآن الكريم :

رب أوزعني أن أشكر نعمتك، أي أولعني بشكر نعمتك .

استتر : طلب الستر، استخفى.

أردى فلانا : أهلكه

بيان الإعراب

فهم يوزعون : الفاء عاطفة .

حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم... : حتى : ابتدائيـــة؛ وإذا متضـــمن معنى الشرط؛ وما زائدة لتوكيد الشهادة .

أن يشهد عليكم : نصب بنـــزع الخافض، أي مـــن أن يشـــهد، لأن الاستتار لا يتعدى بنفسه

ذلكم ظنكم : مبتدأ وخبر، والذي ... أو بدل؛ وجملة أرداكم خبر ثان .

الترجمة

(স্মরণ কর) ঐ দিনকে যখন জড়ো করা হবে আল্লাহর দুশমনদের জাহান্নামের দিকে, অনন্তর আটকে রাখা হবে তাদের (যাতে পরবর্তীরাও এসে একত্র হতে পারে)। এমনকি যখন হাজির হবে তারা জাহান্নামের কাছে তখন সাক্ষ্য দেবে তাদের বিপক্ষে তাদের কান এবং তাদের চক্ষু এবং তাদের ত্বক ঐ বিষয়ে যা তারা করত। আর বলবে তারা তাদের ত্বককে, কেন সাক্ষ্য দিলে তোমরা আমাদের বিপক্ষে? বলবে ঐ ত্বকেরা, সবাক করেছেন আমাদেরকে আল্লাহ, যিনি বাকশক্তি দান করেছেন প্রতিটি (সবাক) বস্তুকে আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের প্রথমবার; আর তাঁরই দিকে ফেরান হবে তোমাদের। আর তোমরা তো পর্দা করতে না এ বিষয় থেকে যে, সাক্ষ্য দেবে তোমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের কান এবং তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক। বস্তুত তোমরা ধারণা করেছিলে যে, আল্লাহ জানেন না অনেক বিষয় যা তোমরা কর। সেটাই ছিল তোমাদের ধারণা, যা পোষণ করেছ তোমরা তোমাদের প্রতিপালক

সম্পর্কে, ধ্বংস করেছে এই ধারণা তোমাদের; ফলে (আজ) হয়ে পড়েছ তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। তো যদি ধৈর্য ধারণ করে তারা তাহলেও জাহান্নামই (হবে) ঠিকানা তাদের জন্য, আর যদি মিনতি করে, তাহলেও হবে না তারা মিনতিগ্রহণকৃতদের থেকে (গণ্য)

ملاحظات حول الترجمة

(ক) يحشر .... إلى النار (জড়ো করা হবে....জাহান্নামের দিকে) إلى অব্যয়টি يحشر এর মধ্যে যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তা চিন্তা করে থানবী (রহ) লিখেছেন, 'জড়ো করে নিয়ে যাওয়া হবে।'

(খ) فهم يوزعون (অনন্তর তাদের আটকে রাখা হবে) অর্থাৎ প্রথমে যাদেরকে আনা হবে তাদের আটকে রাখা হবে যাতে পরবর্তীরা এসে একত্র হতে পারে। এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে। শব্দটিতে উভয় অর্থের অবকাশ রয়েছে।

(গ) قالوا لجلودهم (বলবে তারা তাদের চামড়াগুলোকে) এটি শায়খুল-হিন্দ (রহ) এর শব্দানুগ তরজমা। থানবী (রহ), *'বলবে তারা তাদের অঙ্গগুলোকে'*, তাঁর যুক্তি, جلود কে রূপকভাবে أعضاء অর্থে নিতে হবে (ত্বক সর্বঅঙ্গকে বেষ্টন করে, এই সূত্রে)। রূপকতার কারণ, সাক্ষ্য চামড়ার সঙ্গে কান-চক্ষুও দিয়েছে। তাই অনুযোগ সবার ক্ষেত্রেই হওয়ার কথা।

(ঘ) أنطقنا الله শায়খুলহিন্দ (রহ) উভয় স্থানে লিখেছেন, 'সবাক করেছেন'। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'বাকশক্তি দান করেছেন'। কিতাবে প্রথম ক্ষেত্রে 'সবাক' বলার কারণ, সেখানে বিষয় হল তাদের সাক্ষ্য দান করা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ কোন কথা উদ্দেশ্য নয়, মূল বাকশক্তির উল্লেখ করাই উদ্দেশ্য।

(ঙ) فإن يستعتبوا فما هم من المعتبين (আর যদি মিনতি করে, তাহলেও হবে না তারা মিনতিগ্রহণকৃতদের থেকে [গণ্য]); এটি মূলত শায়খুলহিন্দ (র) এর তরজমা, তিনি লিখেছেন, اگر وه منانا چاهے تو ان کو کوئی نہیں مانتا (যদি তারা [মিনতি করে] মানাতে চায়, তো কেউ মানবে না), কিতাবে শেষ অংশটিকে তারকীবানুগ করা হয়েছে। থানবী (রহ), 'আর যদি তারা ওযর পেশ করতে চায় তাহলেও গ্রহণযোগ্য হবে না।'

أسئلة

١- اشرح كلمة يوزعون .

٢- ما معنى نطق وأنطق ؟

٣- أعرب قوله : أول مرة .

٤- أعرب قوله : أن يشهد عليكم .

٥- يحشر إلى النار এর তরজমা আলোচনা কর

٦- قالوا لجلودهم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(١٠) وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًا وَقَالَ
إِنَّنِى مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ
ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ
كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَمَا
يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَـٰنِ
نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ
ءَايَـٰتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا۟
لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُوا۟ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن
كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ (فصلت : ٤١ : ٣٣ — ٣٧)

بيان اللغة

يُلَقَّىٰها : أي يعطاها .

نزغ (ف، نَزْغاً) بين القوم : أفسد وحمل بعضهم على بعض .

نَزَغَ فلاناً : طعنه بيد أو رمح .

بيان الإعراب

ادفع بالتي : أي ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن، وهي الحسنة .

فإذا الذي بينك ... الفاء فصيحة ، أي : إذا دفعت بالتي هي أحسن فإذا الذي ...

إذا للمفاجأة، والموصول مبتدأ، وجملة كأنه ولي حميم خبر .

يلقها : الضمير عائد على الخصلة الحسنة، أي : مقابلة السيئة بالحسنة

إما : ادغمت هنا إن الشرطية في ما الزائدة

من الشيطان : صفة لـــ : نزغ، فتقدمت وأصبحت حالا....

الترجمة

কে উত্তম, কথায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে ডাকে আল্লাহর দিকে এবং সম্পাদন করে সৎকর্ম, আর বলে, আমি তো আত্মসমর্পণ-কারীদের মধ্য হতে গণ্য। আর সমান হতে পারেই না উত্তম (আচরণ) ও মন্দ (আচরণ)। রোধ করুন আপনি (লোকদের মন্দ আচরণকে) উত্তম (আচরণ) দ্বারা। তখন দেখবেন কী! আপনার মাঝে এবং যার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, যেন সে সুহৃদ বন্ধু। এমন চরিত্র দান করা হয় না তাদেরকে ছাড়া, যারা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর দান করা হয় না তা বিরাট ভাগ্যের অধিকারী ছাড়া (কাউকে)

আর যদি বিদ্ধ করেই আপনাকে শয়তানের পক্ষ হতে কোন কুমন্ত্রণা তাহলে আশ্রয় গ্রহণ করুন আল্লাহর। (কারণ) তিনিই তো পূর্ণ শ্রোতা, পূর্ণ অবগত।

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্য হতে গণ্য হল রাত ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। সিজদা কর না তোমরা, না সূর্যকে না চাঁদকে, বরং সিজদা কর আল্লাহকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে। যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করতে চাও।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ومن أحسن قولا ممن دعا *(আর কে হবে উত্তম কথায় ঐ ব্যক্তির চেয়ে যে ...)*; থানবী (রহ), তার চেয়ে উত্তম কার কথা হতে পারে যে,.....

এটি পূর্ণ তারকীবানুগ নয়, তবে তাতে মূলের বিন্যাস রক্ষিত হয়েছে যা নীচের বাংলা তরজমায় রক্ষিত হয়নি।
'যে আল্লাহর দিকে.... তার কথা অপেক্ষা কার কথা উত্তম?
তবে এ তরজমাও গ্রহণযোগ্য।

(খ) لا تستوي الحسنة ولا السيئة *(সমান হতেই পারে না, উত্তম [আচরণ] ও মন্দ [আচরণ])*; অতিরিক্ত لا এর তাকীদ তুলে আনার জন্য 'ই' যোগ করা হয়েছে। বন্ধনীতে উহ্য মাওছূফের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

(গ) هي أحسن যেহেতু এটি سيئة এর বিপরীত সেহেতু এখানে أحسن দ্বারা শুধু حسنة উদ্দেশ্য। কারণ ভালো ও মন্দের মাঝে তুলনামূলক উত্তমতা সাব্যস্ত হয় না।
তবে أحسن দ্বারা অতিউত্তম বোঝানো হয়ে থাকতে পারে।

(ঘ) وإما ينزغنك (আর যদি বিদ্ধ করেই) এটি শব্দানুগ তরজমা। অতিরিক্ত ما এর কারণে বক্তব্যে এই আবহ সৃষ্টি হয়েছে যে, এর সম্ভাবনা তো নেই, তবে হয়েই যদি যায়।
থানবী (রহ) লিখেছেন, 'যদি শয়তানের পক্ষ হতে আপনার কাছে কোন ওয়াসওয়াসা আসতে থাকে।' অব্যাহততার ভাবটি এখানে আছে বলে মনে হয় না।
'যদি আপনি শয়তানের পক্ষ হতে কোন কুমন্ত্রণা অনুভব করেন।'/'যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে।'
তারকীবানুগ না হলে শেষ দু'টি তরজমাও গ্রহণযোগ্য।

أسئلة

١– اشرح كلمة حميم .

٢– ما معنى نزغ ؟

٣– اشرح فاء فإذا الذي .

٤– اذكر جواب الشرط في قوله : إن كنتم إياه تعبدون .

٥– ومن أحسن قولا... এখানে থানবী (রহ) এর তরজমাটি সম্পর্কে আলোচনা কর

٦– هي أحسن এর তরজমা পর্যালোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيۡهِمۡ وَمَآ
أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٖ ﴿٦﴾ وَكَذَٰلِكَ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا
لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلۡقُرَىٰ وَمَنۡ حَوۡلَهَا وَتُنذِرَ يَوۡمَ ٱلۡجَمۡعِ لَا رَيۡبَ
فِيهِۚ فَرِيقٞ فِي ٱلۡجَنَّةِ وَفَرِيقٞ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴿٧﴾ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ
لَجَعَلَهُمۡ أُمَّةٗ وَٰحِدَةٗ وَلَٰكِن يُدۡخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِۦۚ
وَٱلظَّٰلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيّٖ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن
دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۖ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡوَلِيُّ وَهُوَ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ
كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ﴿٩﴾ وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى
ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ جَعَلَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَمِنَ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ أَزۡوَٰجٗاۖ يَذۡرَؤُكُمۡ فِيهِۚ لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ﴿١١﴾ (الشورى : ٤٢ : ٦ – ١١)

ببيان اللغة

فَطَر : قال الإمام الراغب : أصل الفَطْر الشقّ طولا؛ فطر الشيءَ (ن، فَطْرا) : شقه؛ فطر النباتُ : شق الأرضَ ونبت منها .

فطر الله العالم : أوجده من العدم .

الفَطْر : الشَّقّ، والجمع فُطور؛ قال تعالى : فارجع البصر، هل ترى من فطور؟

الفِطرة : هي الخلقة التي يكون عليها كلُّ موجودٍ أوَّلَ خلقِه .

وقوله تعالى : فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإشارة إلى ما أودع في الناس في أول خلقه من القدرة على معرفة الله؛ كما قال تعالى : ولئن سألتهم من خلقهم، ليقولن الله . وقد جاء في الحديث الشريف : كل مولود يولد على الفطرة، أي على معرفة الله .

أزواجا : يقال لكل واحد من القرينين زوج، كالذكر والأنثى في الحيوانات، كما قال تعالى : وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؛ وقال : ومن كل شيء خلقنا زوجين .

ذرأ : أي خلق؛ كثر، وهو المراد هنا .

بيان الإعراب

والذين اتخذوا من دونه أولياء : اتخذ إذا كان بمعنى جعل وصير، تعدى إلى مفعولين، فالمفعول الأول هو أولياء، و (كائنين) من دونه، في محل المفعول الثاني؛ وإذا كان بمعنى قبل فـ : أولياء هو المفعول الواحد، و (كائنين) من دونه في محل الحال . والموصول مبتدأ، وعين أنت الخبر .

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا : أي أوحينا إليك إيحاء مثل ذلك الإيحاء؛ قال الزمخشري : الإشارة إلى معنى الآية التي قبلها، وقرآنا مفعول به لـ : أوحينا.

ويجوز أن تكون الكاف في محل نصب مفعول به لـ : أوحينا، وقرآنا عربيا حال من المفعول به، والمعنى : أوحينا اليك مثل ذلك وهو قرآن عربي .

لتنذر أم القرى : أي عذاب الله، وتنذر يوم الجمع : أي : تنذر النــاس عذاب يوم الجمع؛ فحذف المفعول الثــاني مــن الإنــذار الأول، والمفعول الأول من الإنذار الثاني .

أم اتخذوا من دونه أولياء : أم هذه منقطعة بمعنى بل .

وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله : من شيء حال من ضمير فيه؛ والفاء رابطة لتضمن الموصول معنى الشرط؛ و (مفــوض) إلى الله خبر .

فاطر السموت : خبر بعد خبر لـــ : ذلكم .

من أنفسكم : صفة لأزواجا، تقدمت عليه فاصبحت حالا منه .

يذرؤكم فيه : حال من فاعل جعل، وضمير فيه يعود على مصدر جعل، والمعنى يكثركم في هذا الجعل، أي بهذا الجعل .

الترجمة

আর যারা বানিয়ে রেখেছে আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন অভিভাবক, আল্লাহ তাদের উপর নযরদার, আর নন আপনি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

আর এভাবেই অহী করেছি আমি আপনার প্রতি আরবী কোরআন, যেন সতর্ক করতে পারেন আপনি উম্মুল কোরা (ওয়ালাদের)কে এবং তাদেরকে যারা (রয়েছে) তার চারপাশে এবং সতর্ক করতে পারেন সমবেত করার দিবস সম্পর্কে, কোন সন্দেহ নেই ঐ দিন সম্পর্কে। (সেদিন) একদল (যাবে) জান্নাতে, আর একদল (যাবে) জাহান্নামে।

আর যদি ইচ্ছা করতেন আল্লাহ তাহলে অবশ্যই বানাতেন তিনি সকল মানুষকে অভিন্ন উম্মাহ, কিন্তু (ঘটনা এই যে,) দাখেল করেন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন আপন রহমতের মাঝে। আর যালিমরা, নেই তাদের জন্য কোন বন্ধু এবং নেই কোন সাহায্যকারী।

আসলে বানিয়ে রেখেছে তারা আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন অভিভাবক, কিন্তু আল্লাহই হলেন অভিভাবক এবং তিনিই জীবন দান করেন মৃতদেরকে, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আর যে কোন বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর, তার ফায়ছালা তো

আল্লাহরই কাছে (অর্পিত)। তিনিই আল্লাহ, আমার প্রতিপালক, তাঁরই উপর নির্ভর করেছি আমি, এবং তাঁরই দিকে অভিমুখ করি আমি।

(তিনি) সৃষ্টিকর্তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর। বানিয়েছেন তিনি তোমাদের নিজেদের থেকে বিভিন্ন জোড়া এবং চতুষ্পদ জন্তুসমূহ থেকে বিভিন্ন জোড়া। তাতে বংশ বিস্তার করেন তিনি তোমাদের। নেই তাঁর সদৃশ-উপযোগী কোন কিছু। তিনিই পূর্ণ শ্রোতা, পূর্ণ দ্রষ্টা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) والذين اتخذوا من دونه أولياء *(আর যারা বানিয়ে রেখেছে আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন অভিভাবক)*; কিংবা একদল অভিভাবক, কিংবা অভিভাবকদল। এখানে أولياء দ্বারা মুশরিকদের বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে। তরজমায় বহুবচনত্ব রক্ষা না করলে তা ক্ষুণ্ন হয়।

اتخذوا এর তরজমায় فعل ماضي বিবেচিত হয়েছে। বানিয়েছে- এর স্থলে বানিয়ে রেখেছে বলে থানবী (রহ) বুঝিয়েছেন যে, আয়াতে শিরকের প্রতি তাদের অনড়তার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। 'যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে', এটি তারকীবানুগ নয় এবং উপরের বিষয়গুলো এখানে রক্ষিত হয়নি।

(খ) الله حفيظ عليهم (আল্লাহ তাদের উপর নযরদার) থানবী (রহ), 'আল্লাহ তাদের দেখভাল/নযরদারি করছেন।', শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ আছে', এটি ভাব তরজমা, তবে আয়াতের ভাবটি পূর্ণরূপে উঠে আসেনি।

'আল্লাহ তাদেরকে চোখে চোখে রাখছেন', এটি সার্থক ভাব তরজমা।

(গ) وما أنت عليهم بوكيل (আর নন আপনি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত); এটি থানবী (রহ) এর তরজমা। وكيل শব্দের আভিধানিক অর্থই হল ক্ষমতাধারীর পক্ষ হতে কোন বিষয়ে কোন হস্তক্ষেপের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আপনার উপর তাদের দায়দায়িত্ব নেই।' একটি বাংলা তরজমায়, 'আপনি তাদের কর্মবিধায়ক নন'।

আয়াতের মূল অর্থটি হচ্ছে, তাদের বিষয়ে আপনার আর কিছু করার নেই, এখন যা দেখার আমি দেখবো। শায়খুল হিন্দ রহ এর তরজমায় সেটা ফুটে উঠেছে।

(ঘ) لتنذر أم القـــرى 'যাতে আপনি সতর্ক করেন' এর চেয়ে 'সতর্ক করতে পারেন' অধিকতর উপযোগী।

أم القـــرى এর প্রতিশব্দরূপে 'মক্কা' ঠিক নয়। 'উম্মুল কুরা'এর প্রচল ঘটানোই ভালো। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'বড় গ্রাম'কে।

(ঙ) لجعلـــهم থানবী (রহ), 'তাদের সকলকে'; শায়খুলহিন্দ (রহ), 'সকল মানুষকে'; অর্থাৎ যমীরের তরজমা ভিন্ন হলেও উভয়ে 'সামগ্রিকতা' বিবেচনায় রেখেছেন। একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'মানুষকে'।

(চ) ولكن يدخل من يشاء في رحمته *(কিন্তু [ঘটনা এই যে,] দাখেল করেন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন আপন রহমতের মাঝে)*; এটি শায়খায়নের তারকীবানুগ ও শব্দানুগ তরজমা, তবে বন্ধনীটি কিতাবের নিজস্ব। এটা لكن বা 'কিন্তু' এর সম্প্রসারণ।

'তিনি যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় রহমতের অধিকারী করেন/ রহমত দান করেন', এই পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়।

(ছ) ليس كمثله شيء (তার সদৃশ-উপযোগী কিছু নেই); অতিরিক্ত كـــاف এর জন্য এ তরজমা, অর্থাৎ তাঁর সদৃশ যেমন নেই, সদৃশ হওয়ার উপযোগিতাও কোন কিছুর মধ্যেই নেই।

أسئلة

١- اشرح كلمة أزواجا .

٢- ما معنى فطر؟

٣- أعرب قوله : اتخذ من دونه أولياء .

٤- بم يتعلق حرف الجر في قوله تعالى : فحكمه إلى الله ؟

٥- الله حفيظ এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- قرآنا عربيا এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٢) أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ
بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ
ٱلظَّـٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى ٱلظَّـٰلِمِينَ
مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ۗ وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ فِى رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۖ لَهُم مَّا
يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَٰلِكَ
ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ ۗ
قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن
يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُۥ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ
﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ
عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَـٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ
عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٢٤﴾ (الشورى : ٤٢ : ٢١ – ٢٤)

بيان اللغة

شرع الله الدينَ (ف، شَرْعا) : سَنَّ و بَيَّنَ প্রবর্তন করলেন

شرع الأمرَ : جعله مشروعا ومباحا .

أشفق منه : خافه وحذر منه؛ أشفق عليه، عطف وخاف عليه .

اقترف ذنبا : ارتكبه

اقترف المال : اقتناه وجمعه

قال الإمام الراغب : الاقتراف في الأصل قَشْرُ اللِّحاء عن الشجرة
(গাছ থেকে ছাল চেঁছে তোলা)

ثم استعير للاكتساب حُسْنًا كان أو سُوْءًا، والاقتراف في الإساءة أكثر استعمالا .

بيان الإعراب

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما ... : أم هذه منقطعة بمعنى بل؛ وشركاء مبتدأ مؤخر؛ والجملة التاليه نعتٍ له؛ ولهم خبر مقدم .

من الدين : متعلق بمحذوف حال من : ما، وهو لبيان معنى الموصول .

ما يشاؤون : الموصول مبتدأ مؤخر؛ (ومستقر) لهم خبر مقدم؛ وعند ربهم ظرف للاستقرار .

ذلك الذي : مبتدأ وخبر؛ والذين آمنوا نعت لـ : عباده .

إلا المودة في القربى : إلا أداة استثناء، وهو استثناء متصل، أي : لا أسألكم أجرا إلا هذا، فهو أجري إن أردتم أن تعطوني أجرا على عمل الدعوة .

ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، أي : لا أسألكم أجرا، ولكني أسألكم أن تودوني في حق القربى؛ والقربى مصدر بمعنى القرابة .

الترجمة

নাকি রয়েছে তাদের জন্য (খোদায়িত্বের) এমন কিছু অংশীদার যারা প্রবর্তন করেছে তাদের জন্য এমন ধর্ম যার অনুমতি দেননি আল্লাহ! যদি না হত ফায়ছালার ঘোষণা (পূর্ব সাব্যস্তকৃত) তাহলে অবশ্যই বিচার করে দেয়া হত তাদের মাঝে।
আসলে যালিমরা, অবশ্যই তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।
দেখতে পাবেন আপনি যালিমদেরকে সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের কৃতকর্মের কারণে। আর তা আপতিত হবেই তাদের উপর।
আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে (থাকবে) তারা জান্নাতসমূহের বাগবাগিচায়। যা কিছু চাইবে তারা তা (বিদ্যমান থাকবে) তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট। সেটাই তো বড় অনুগ্রহ। সেটাই হচ্ছে ঐ বিষয় যার সুসংবাদ দান করেছেন আল্লাহ

তার বান্দাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক নেক আমল করেছে। বলুন আপনি, চাই না আমি তোমাদের কাছে এর উপর কোন প্রতিদান আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ছাড়া।
আর যে অর্জন করবে কোন পুণ্যকর্ম, বাড়িয়ে দেব আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, কৃতজ্ঞ।
নাকি বলে তারা আরোপ করেছেন তিনি আল্লাহ্র নামে মিথ্যা (অপবাদ)। তো আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করেন মোহর লাগিয়ে দিতে পারেন আপনার হৃদয়ের উপর। আর মুছে দেন আল্লাহ্ বাতিলকে এবং হককে সুসাব্যস্ত করেন আপন কালিমাসমূহ দ্বারা। নিঃন্দেহে তিনি পূর্ণ অবগত হৃদয়ের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) شركاء এর প্রতিশব্দ দেবতা নয়; অংশীদার, তবে মর্মগত দিক থেকে তা গ্রহণযোগ্য। شــرعوا এর সঠিক প্রতিশব্দ হলো, 'প্রবর্তন করেছে', তবে 'নির্ধারণ করেছে' হতে পারে।
لم يأذن অনুমতি দেননি বা অনুমোদন দেননি।
به এর মূলরূপ باتباعه ধরে নিয়ে তরজমা করা যায়, 'যা পালন/ অনুসরণ করার আদেশ/ অনুমতি দেননি।

(খ) كلمة الفصل (ফায়ছালার ঘোষণা); অর্থাৎ বিচারের যে ফায়ছালা হবে তার ঘোষণা। এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তারকীবানুগ তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, যদি (দুনিয়াতে শাস্তি না দেয়ার) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হতো।

(গ) ... مما كسبوا (কৃতকর্মের কারণে); অর্থাৎ من হচ্ছে سببية। থানবী (রহ) লিখেছেন, আমলের পরিণাম সম্পর্কে, তিনি মূল مجــرور কে উহ্য ধরেছেন, অর্থাৎ من وبال ما.. আর من কে عــن অর্থে গ্রহণ করেছেন। আর مما كسبوا এর মূল ভাবটি من أعمالهم দ্বারা আদায় হয় না।

(ঘ) عملوا الصــلحت (নেক নেক আমল করেছে); বহুবচনের দিকটি বিবেচনায় এনে এ তরজমা করা হয়েছে।

(ঙ) في روضت الجنت (জান্নাতসমূহের বাগবাগিচায়) অন্য তরজমা– বিভিন্ন জান্নাতের বিভিন্ন বাগবাগিচায়। এখানে জান্নাতের

মর্যাদাগত বিভিন্ন স্তর বোঝানো উদ্দেশ্য। সুতরাং জান্নাতের উদ্যানে বা জান্নাতের মনোরম স্থানে– এ তরজমা মর্মানুগ নয়।

(চ) الفضل الكبير কেউ তরজমা করেছেন, 'মহাপুরস্কার', কেউ লিখেছেন, 'বিরাট মর্যাদা'; প্রথমটি শব্দানুগ নয়।

(ছ) شكور এর প্রতিশব্দ হতে পারে গুণগ্রাহী বা সমাদরকারী।

(জ) بكلمته (আপন কালিমাসমূহ) অর্থাৎ আপন বিধানসমূহ দ্বারা, অর্থাৎ প্রমাণাদি দ্বারা, অথবা বাণীসমূহ দ্বারা।
'আপন বাক্য/কথা দ্বারা' এ তরজমা সুন্দর নয়।

أسئلة

١- ما معنى شرع ؟

٢- اذكر قول الإمام الراغب في كلمة الاقتراف .

٣- بم يتعلق قوله : من الدين ، وما هو أصل العبارة ؟

٤- ما إعراب قوله : عند ربهم ؟

৫– عملوا الصالحات (যারা মুমিন এবং সৎকর্মী) এ তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য কর

৬– في روضت الجنت এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٣) وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن وَلِيٍّ مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَتَرَى
ٱلظَّٰلِمِينَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن
سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ
يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِىٍّ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ
ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّٰلِمِينَ فِى عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُم
مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا

لَهُۥ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا۟ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَٰغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ ﴿٤٨﴾ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ (الشورى : ٤٢ : ٤٤ — ٤٩)

بيان اللغة

إلى مرد : أي إلى رجوع، مصدر من رد .

من طرف خفي : أي من عين يخفى نظرُها .

نكير : هو مصدر أنكر على غير قياس، أي : لا تقدرون أن تنكروا الذنوب التي اقترفتموها ، وفي التهذيب : النكير اسم الإنكار .

بيان الإعراب

ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده : من شرطية في محل نصب مفعول مقدم؛ والفاء رابطة؛ ومن بعده صفة لولي . واختلف أهل الحجاز وبنو تميم في عمل ما هذه .

وترى الظلمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل : لما حينية، أي تراهم حين مشاهدهم العذاب؛ وجملة يقولون حالية؛ وسبيل مرفوع محلا، وعين أنت السبب .

من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله : أي لامرد من الله (ثابت) له؛ أو لامرد (ثابت) له من الله؛ أو من قبل أن يأتي من الله يوم لايقدر أحد على رده .

وترهم يعرضون عليها خشعين من الذل ينظرون من طرف خفي :
علام يعود ضمير المؤنث؟ وكيف جاز هنا الإضمار قبل الذكر؟
عين الأحوال (النحوية) الثلاث في هذه الآية .
من الذل : من سببية تتعلق بـ : خشعين .

أهليهم يوم القيمة : عطف على أنفسهم، و الظرف متعلق بخسروا؛ وأجاز الزمخشري أن يتعلق بـ : قال، أي يقولون يوم القيامة إذا رأوهم على تلك الصفة .

ما لكم من ملجأ يومئذ : يومئذ ظرف زمان مضاف إلى الظرف الزائد؛ وتنوين إذ عوض عن جملة، أي يوم (إذ) يأتي العذاب .

فإن الإنسن كفور : لا محل لها ، تعليل للجواب المقدر، أي : إن تصبهم سيئة كفروا بالنعمة، لأن الإنسان كفور، وكذلك قوله : فما أرسلناك عليهم حفيظا .

الترجمة

আর যাকে গোমরাহ করেন আল্লাহ, তো নেই তার জন্য কোনই অভিভাবক আল্লাহর পরে। আর দেখবে তুমি অবিচারকারীদের, যখন প্রত্যক্ষ করবে তারা আযাব, বলবে তারা, আছে কি ফিরে যাওয়ার কোন পথ/ উপায়?
আর দেখবে তুমি তাদের এমন অবস্থায় যে, মেলে ধরা হবে তাদেরকে জাহান্নামের উপর, আর হবে তারা অধঃমুখ লাঞ্ছনার কারণে, আর তাকাবে তারা চোরা চোখে।
আর বলবে যারা ঈমান এনেছে তারা, নিঃসন্দেহে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত যারা বরবাদ করেছে নিজেদেরকে এবং আপন পরিবার পরিজনকে কেয়ামতের দিন। শোনো, নিঃসন্দেহে অবিচারকারীরা থাকবে স্থায়ী

আযাবের মধ্যে। আর থাকবে না তাদের জন্য কোনই সাহায্যকারী-দল, যারা সাহায্য করবে তাদেরকে আল্লাহর মোকাবেলায়। আর যাকে গোমরাহ করেন আল্লাহ, তো নেই তার জন্য (বাঁচার) কোনই উপায়/ পথ।

আর সাড়া দাও তোমরা তোমাদের রবের ডাকে এমন দিন আসার পূর্বে, যাকে রোধকারী কিছু নেই আল্লাহর পক্ষ হতে। না থাকবে তোমাদের জন্য কোন আশ্রয়স্থল ঐ দিন, আর না থাকবে তোমাদের জন্য কোন অস্বীকার করার উপায়।

অনন্তর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা তাহলে (আপনি চিন্তিত হবেন না, কারণ) প্রেরণ করিনি আমি আপনাকে তাদের উপর নযরদার-রূপে, নেই কোন দায়িত্ব আপনার উপর পৌঁছে দেয়া ছাড়া।

আর আমরা যখন আস্বাদন করাই মানুষকে আমাদের পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ (তখন) সে উল্লসিত হয় তা নিয়ে। আর যদি আক্রান্ত করে তাদেরকে কোন 'মন্দ' ঐ সকল কর্মের কারণে যা তারা অগ্রবর্তী করেছে (তখন তারা নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়,) কারণ মানুষ (স্বভাবগতভাবেই) অকৃতজ্ঞ।

আল্লাহরই জন্য (রয়েছে) রাজত্ব আকাশমণ্ডলীর এবং পৃথিবীর। সৃষ্টি করেন তিনি যা ইচ্ছা করেন। দান করেন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন কন্যাদল, আর দান করেন যাকে ইচ্ছা করেন পুত্রদল।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) من بعده (আল্লাহর পরে); থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তার পরে'। সম্ভবত তিনি إضلال কে যামীরের مرجع সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে গোমরাহ করার পর তাকে পথ দেখাবার আর কেউ নেই।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'তিনি ছাড়া'। অর্থাৎ শুধু আল্লাহ যদি করেন তবেই সে পুনরায় পথপ্রাপ্ত হতে পারে।

প্রথম তরজমাটিই অধিকতর স্থানোপযোগী। আল্লাহর পরে, অর্থাৎ আল্লাহর গোমরাহ করার পরে।

(খ) يعرضون عليها (মেলে ধরা হবে তাদেরকে জাহান্নামের উপর) যেমন আস্ত বকরী সেঁকার জন্য মেলে ধরা হয় আগুনের উপর। عرض শব্দটি এই ভাব ও মর্ম ধারণ করে।

অন্যরা তরজমা করেছেন, '*তাদেরকে জাহান্নামের সামনে উপস্থিত*

করা হয়'। এটা চলবে, তবে শব্দের মূল ভাবটি এখানে নেই।

(গ) من طرف خفي (চোরা চোখে/ চাহনিতে); এতে তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ পায়। অপাঙ্গে/ আড় চোখে/ লুকোনো দৃষ্টিতে, এসবে তা প্রকাশ পায় না, আর 'অপাঙ্গে' শব্দটি সাধারণত অনুরাগের ক্ষেত্রে হয়। 'অর্ধনিমিলিত দৃষ্টিতে' এটি এখানে উপযোগী নয়।

থানবী (রহ) লিখেছেন 'ঘোলা চোখে', এটি সুন্দর তরজমা।

একটি তরজমায়, 'কাচুমাচুভাবে', এটি দৃষ্টির অভিব্যক্তি নয়, শারীরিক অভিব্যক্তি।

(ঘ) يوم القيمة কিতাবের তরজমায় এটিকে خسروا এর ظرف ধরা হয়েছে শায়খদ্বয়ের অনুকরণে। একটি তরজমায়, 'কেয়ামতের দিন তারাই ক্ষতিগ্রস্ত', অর্থাৎ يوم القيمة হচ্ছে الخسرين এর ظرف আর কেউ লিখেছেন, 'আর মুমিনগণ কিয়ামতের দিন বলবে', এ দুটি তরজমা ব্যাকরণগত দিক থেকে দুর্বল।

(ঙ) استجيبوا لربكم (সাড়া দাও তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আহ্বানের) শায়খায়ন লিখেছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের আদেশ/ বিধান মান্য কর/ গ্রহণ কর– এটি ভাব তরজমা।

(চ) يوم لا مرد له من الله *(এমন দিন যাকে রোধকারী কিছু নেই আল্লাহর পক্ষ হতে)* এখানে মাছদারকে اسم الفاعل ধরা হয়েছে।

থানবী (রহ) লিখেছেন, এমন দিন যার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে অপসারণ/অপসরণ নেই।

أسئلة

١- اشرح كلمة نكير .

٢- ما معنى من طرف خفي ؟

٣- بم يتعلق قوله : إلى مرد ؟

٤- أعرب قوله : منا رحمة .

٥- يعرضون عليها এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- من طرف خفي এর কোন তরজমাটি অধিকতর সুন্দর ?

(٤) . وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا۟
خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا۟ لَوْ شَآءَ
ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم ۗ مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ
إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ
مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾ وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن
قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ
ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ ۞
قَٰلَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ ۖ
قَالُوٓا۟ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۖ
فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ (الزخرف : ٤٣ : ١٩ — ٢٥)

بيان اللغة

يخرصون : أي يكذبون، أو يقولون عن ظن وتخمين .

أمــة : الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين واحد أو زمان واحــد أو مكان واحد، وجمعها أمم؛ والأمة أيضا الطريقة والدين، كما في الآية .

وفي القرآن : وادكر بعد أمة : أي : بعد حين ومدة؛ وأصل المعنى : بعد انقضاء أهل عصر .

ومعنى قوله تعالى : إن إبراهم كان أمة قانتا لله أنه كان قائما مقام جماعة في عبادة الله .

بيان الإعراب

من قبله : يتعلق بصفة لـــ : كتابا .

كذلك : أي قولهم الآتي ثابت كذلك؛ والإشارة إلى خرصهم .

إلا : أداة حصر لا عمل لها؛ والاستثناء من عموم الأحوال، أي ما أرسلنا نذيرا في حال من الأحوال إلا حال قول المترفين .

الترجمة

আর সাব্যস্ত করেছে তারা ফিরেশতাদেরকে, যারা রহমানের বান্দা, নারী। *(আর ফিরেশতাদের তারা নারী সাব্যস্ত করেছে, অথচ তারা হল রহমানের বান্দা)* তারা কি প্রত্যক্ষ করেছিল ফিরেশতাদের সৃজন করা? অবশ্যই লিপিবদ্ধ করা হবে তাদের মন্তব্য, আর জিজ্ঞাসা করা হবে তাদেরকে।

আর বলে তারা, যদি ইচ্ছা করতেন রহমান (তাহলে তো) পূজা করতাম না আমরা তাদের। (আসলে) নেই তাদের ঐ বিষয়ে কোন জ্ঞান। তারা তো শুধু মনগড়া কথা বলে।

নাকি দান করেছি আমি তাদের, কোন কিতাব কোরআনের পূর্বে, যার কারণে তারা সেটাকেই আকড়ে আছে! বরং তারা বলে, আমরা তো পেয়েছি আমাদের পূর্ববর্তীদের, একটি ধর্মের উপর (অবিচল) আর আমরাও তাদের পিছনে পিছনে পথ চলছি। আর (সামনের বিষয়টি) তেমনি (অর্থাৎ এই মুশরিকদের আন্দাযে কথার মতই)।

প্রেরণ করিনি আমরা আপনার পূর্বে কোন জনপদে কোন সতর্ককারী, তবে ঐ জনপদের সচ্ছলরা বলেছে, আমরা তো পেয়েছি আমাদের পূর্ববর্তীদের একটি ধর্মের উপর, আর আমরাও তাদের পদচিহ্নের অনুসরণ করবো।

তিনি (সতর্ককারী) বলতেন, যদি আনি আমি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উত্তম কোন পথ যার উপর পেয়েছো তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের (তবু কি তোমরা পূর্বপুরুষদের পথ অনুসরণ করবে?) বলত তারা, যা দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তোমাদের, আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অনন্তর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছি আমি তাদের থেকে; তো দেখো, কেমন ছিল 'ঝুটলানেওয়ালা'দের পরিণাম।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وجعلوا الملائكة *(আর সাব্যস্ত করেছে তারা ফিরেশতাদের, যারা রহমানের বান্দা, নারী);* এখানে তারকীবী তরজমা বেশ দুর্বোধ্য, তাই সরল তরজমা করতে হবে এভাবে–

(ক) আর ফিরেশতাদের তারা নারী সাব্যস্ত করেছে, অথচ তারা হল রহমানের বান্দা। *(এখানে صفة কে حال রূপে তরজমা করা হয়েছে।)*

(খ) আর তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফিরেশতাদের নারী সাব্যস্ত করেছে।

(খ) أشهدوا خلقهم *(তারা কি প্রত্যক্ষ করেছে ফিরেশতাদের সৃজন করা?);* এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা। 'তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে', এ তরজমা অস্পষ্ট।

থানবী (রহ), 'তারা কি উপস্থিত ছিলো তাদের সৃষ্টির সময়?', এটি ভাব তরজমা।

(গ) لو شاء الرحمن ما عبدناهم (যদি ইচ্ছা করতেন রহমান [তাদের পূজা না করার] তাহলে পূজা করতাম না আমরা তাদের)

বন্ধনীতে شاء এর مفعول به উল্লেখ করা হয়েছে স্পষ্টায়নের জন্য।

'দয়াময় আল্লাহ চাইলে/ইচ্ছা করলে আমরা তাদের পূজা করতাম না', আয়াতে আছে রহমান, হয় তা অক্ষুণ্ণ রাখ, কিংবা এর প্রতিশব্দ আন। এখানে لفظ الجلالة আনয়ন করার সুযোগ নেই। তাছাড়া সম্প্রসারিত তারকীবকে সঙ্কোচিত করা এখানে ঠিক নয়।

(ঘ) يخرصون (মনগড়া কথা বলে) অনুমানে/ অনুমানের উপর কথা বলে। মিথ্যা কথা বলে। আন্দাযে ঢিল ছোঁড়ে।

শেষ তরজমাটি কিঞ্চিৎ লঘু প্রকৃতির।

(ঙ) كتاب من قبله (কোন কিতাব কোরআনের পূর্বে)

অন্য তরজমা– কোরআন ছাড়া অন্য কোন কিতাব।

এটি মর্মগত দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।

(চ) على آثارهم مهتدون এবং على آثارهم مقتدون উভয় স্থানে অভিন্ন তরজমা, 'আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব' হতে পারে। থানবী (রহ) এর অনুসরে কিতাবে ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة أمة .
٢- أعرب قوله : إناثا .
٣- أعرب قوله : من قبله .
٤- اذكر جواب لو .
٥- وجعلوا الملائكة الذين এর সরল তরজমা লেখো
٦- أ شهدوا خلقهم এর তরজমা আলোচনা কর

(٥) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ
قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم
مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَٰلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ
إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ
ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ
﴿٤٠﴾ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤١﴾ أَوْ
نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدْنَٰهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾
فَٱسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِىٓ أُوحِىَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَٰطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ
﴿٤٤﴾ وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن
دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٥﴾ (الزخرف : ٤٣ : ٣٦ — ٤٥)

بيان اللغة

عشا عنه (ن، عَشْوًا) : أعرض عنه وعمي .

قيض الله له كذا : هيأه له وقدره له .

قرين : قرن شيئا بشيء، وقرنهما (قَرْنا، ض) : جمعهما و وصَلَه به .

اقترن شيء بشيء : اتصل به والتصق؛ قال تعالى : أو جاء معه الملائكة مقترنين؛ و قَرَّن بمعنى قَرَنَ على التكثير، قال تعالى : وآخرين مقرنين في الأصفاد .

و القرين : المجالس، والمصاحب الصديق، والجمع قُرَناء .

بيان الإعراب

فهو له قرين : الفاء عاطفة أو استئنافية، تفيد هنا التعليل؛ و له يتعلق بالخبر، أو بمحذوف كان في الأصل صفة لـ : قرين فتقدمت عليه وأصبحت حالا منه .

ويحسبون أنهم : الواو حالية، أي وهم يحسبون؛ أو عاطفة، وهو الأظهر .

حتى إذا جاءنا قال : حتى حرف ابتداء؛ وإذا متضمن معنى الشرط، خافض للشرط، متعلق بجوابه .

فبئس القرين : الفاء الفصيحة، أي هي رابطة لجواب شرط مقدر، أي : إن كنت اتخذتك قرينا فبئس القرين أنت .

إذ ظلمتم : يتعلق بـ : ينفع؛ فإن قيل : كيف صح التعليق بـ : ينفع، لأنه للمستقبل وإذ للماضي؟ قلت : المعنى إذ تبين ظلمكم، وهو في الآخرة؛ و يجوز أن يكون إذ للتعليل .

إنكم في العذاب مشتركون : فاعل لن ينفع، أي : لن ينفعكم اشتراككم في العذاب، كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه.

الترجمة

আর যে রহমানের উপদেশ থেকে অন্ধ সেজে থাকে তার জন্য আমি নিযুক্ত করি একটি শয়তান, অনন্তর সে-ই হয় তার সহচর। আর ঐ শয়তানেরা বাধা দিয়ে রাখে এদেরকে সত্যপথ থেকে, অথচ ভাবতে থাকে এরা যে, এরা সত্যপথপ্রাপ্ত। এমনকি যখন আসবে সে আমার কাছে (তখন) বলবে, হায় যদি হতো আমার মাঝে এবং তোমার মাঝে দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের। কারণ (তুমি তো) বড় মন্দ সঙ্গী। আর কোনই কাজ দেবে না তোমাদেরকে আজ এ বিষয়টি যে, তোমরা[১] আযাবে শরীক রয়েছ। কারণ (দুনিয়াতে) যুলুম করেছ তোমরা।

তো আপনি কি শোনাতে পারবেন বধিরদের, কিংবা পথ দেখাতে পারবেন অন্ধদের এবং (তাদের) যারা সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় রয়েছে। অনন্তর যদি নিয়েও যাই আপনাকে (দুনিয়া হতে) তবু আমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নেব। কিংবা (যদি) আপনাকে দেখাতে চাই ঐ আযাব যার হুঁশিয়ারি এদের দিয়েছি তাহলে (অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ) আমরা তো তাদের উপর ক্ষমতাবান।

সুতরাং সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করুন আপনি ঐ বিধান যা অহীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে আপনার প্রতি। নিঃসন্দেহে আপনি (রয়েছেন) সরল পথের উপর।

আর নিঃসন্দেহে এই কোরআন হচ্ছে মর্যাদার বিষয় আপনার জন্য এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য। আর অতিসত্বর জিজ্ঞাসিত হবে তোমরা।

আর জিজ্ঞাসা করুন যাদেরকে প্রেরণ করেছি আপনার পূর্বে আমার রাসূলদের মধ্য হতে, (জিজ্ঞাসা করুন যে,) আমি কি নির্ধারণ করেছি রহমানের পরিবর্তে কতিপয় উপাস্য, যাদের পূজা করা হয়।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ومن يعش عن ذكر الرحمن *(আর যে রহমানের উপদেশ থেকে অন্ধ সেজে থাকে)*; এটি থানবী (রহ) এর তরজমা, যিকির বা উপদেশ অর্থ অহী ও কোরআন। অন্ধ সেজে থাকা মানা জেনেশুনেই কোরআন থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা।

১। মানুষ ও শয়তান

একটি তরজমা, *'আর যারা রহমানের স্মরণ থেকে চোখ সরিয়ে রাখে'*, এক্ষেত্রে মুখ ফিরিয়ে রাখে বলা অধিকতর উপযোগী।

(খ) نقيض له *(তার জন্য নিযুক্ত করবো একটি শয়তান)*; এই তারকীবী তরজমার স্থলে থানবী (রহ) লিখেছেন, *'তার উপর চাপিয়ে দেব'*। قيض এর অর্থ, ব্যবস্থা করল; সে হিসাবে তরজমা হতে পারে, 'আমি তার জন্য ব্যবস্থা করবো একটি শয়তানের'।

(গ) ويحسبون أنهم مهتدون (অথচ তারা ভাবে যে তারা সত্যপথপ্রাপ্ত) শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তারা ভাবে যে, আমরা সত্যপথপ্রাপ্ত', এই পরিবর্তনের তেমন প্রয়োজন নেই।

(ঘ) بعد المشرقين (পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব) এখানে শব্দানুগ তরজমার সুযোগ নেই, কারণ مشرق ও مغرب একত্রে হচ্ছে مشرقين। আরবীতে এটা প্রচলিত; যেমন মা-বাবা একত্রে হলেন أبوان

(ঙ) فبئس القرين পূর্ব-কারীনা থেকে বোঝা যায়, এখানে مخصوص بالذم হচ্ছে أنت তাই 'কত না মন্দ সঙ্গী সে/শয়তান' এ তরজমা ভুল।

(চ) ولن ينفعكم اليوم ... এখানে মূল বক্তব্য হল, দুনিয়াতে সবার উপর একত্র-বিপদ সহনীয় মনে হয়, কিন্তু আখেরাতে যালিম সাব্যস্ত হওয়ার পর একত্রে আযাব ভোগ করার কারণে তা সহনীয় হয়ে যাবে না।

এই মূল ভাব ও ব্যাকরণ-জটিলতা বুঝতে না পেরে কেউ কেউ তরজমা করেছেন, *'আর আজ তোমাদের এ অনুতাপ তোমাদের কোন কাজেই আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী ছিলে। তোমরা তো সকলেই শাস্তিতে শরীক'*।

أسئلة

١- اذكر معنى عشا .

٢- اشرح كلمة قرين .

٣- بم يتعلق الجار في قوله : فهو له قرين ؟

٤- ما هو فاعل لن ينفعكم ؟

٥- ومن يعش عن ذكر الرحمن এর তরজমা আলোচনা কর

٦- بعد المشرقين এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ
فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٦﴾ فَلَمَّا جَآءَهُم بِـَٔايَٰتِنَآ
إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِىَ
أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَٰهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
﴿٤٨﴾ وَقَالُوا۟ يَٰٓأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ
إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ
يَنكُثُونَ ﴿٥٠﴾ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِۦ قَالَ يَٰقَوْمِ
أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ ٱلْأَنْهَٰرُ تَجْرِى مِن تَحْتِىٓ ۖ
أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾ أَمْ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ مَهِينٌ
وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ
جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ
فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا
ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُمْ
سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْءَاخِرِينَ ﴿٥٦﴾ (الزخرف : ٤٣ : ٤٦ — ٥٦)

بيان اللغة

بما عهد عندك : أي بالعَهْد الذي أعطاك إياه مِنِ اسْتِجابة دُعائِك .

استخف قومه : أزالهم عَنِ الحق والصَّوابِ، واستَجْهلَهم ، أي حَمَلَهم على الجهل .

آسفونا : أغضبونا وغاظونا .

سلفنا : السلف اسم جمع لا مفرد له من لفظه بمعنى السابقين؛ والمراد هنا القدوة، أي : جعلنا قوم فرعون قدوة لمن بعدهم من الكفـار في استحقاق العذاب، ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك .

بيان الإعراب

فلما جاءهم .... الفاء عاطفة على مقدر، أي فطلبوا منه الآيات الدالـة على صدقه فلما ...

وإذا هذه فجائية جاءت في جواب لما .

بما عهد عندك : أي بالعهد الذي عهده عندك؛ أو بعهده عندك .

قال يقوم ... الجملة تفيسرية لـ : نادى .

وهذه الأنهار : الواو حالية، والجملة في محل نصب على الحال؛ أو هـي عاطفة تعطف اسم الاشارة على ملك؛ والأنهـار بـدل مـن الإشارة؛ وجملة تجري حال، ومن تحتي متعلق بـ : تجري، أو بحال من فاعل تجري .

أم أنا خير من هذا : أي بل أنا خير من هذا .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই প্রেরণ করেছি আমি মূসাকে আমার নিদর্শনা-বলীসহ ফেরআউন ও তার পরিষদবর্গের কাছে। অনন্তর তিনি বললেন, অবশ্যই আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত (রাসূল)।
অনন্তর যখন এলেন তিনি তাদের কাছে আমার নিদর্শনাবলীসহ, হঠাৎ দেখা গেল, তারা তা নিয়ে হাস্যপরিহাস করছে।
আর দেখাতাম আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই সেটাই হতো তার সমগত্রীয় (পূর্ববর্তী নিদর্শন) এর চেয়ে বড়। আর পাকড়াও করেছিলাম আমি তাদেরকে আযাব দ্বারা যেন তারা ফিরে আসে।
আর বলল তারা, ওহে যাদুগর! ডাক তুমি আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে ঐ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি

তোমাকে। (তাহলে) অতিঅবশ্যই আমরা সত্যপথপ্রাপ্ত হব।
অনন্তর যখন বিদূরিত করলাম তাদের থেকে আযাব, হঠাৎ দেখা গেল, অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে তারা।
আর ঘোষণা করল ফিরআউন তার সম্প্রদায়ের মাঝে, বলল, হে আমার সম্প্রদায়, নয় কি আমার জন্য মিশরের রাজত্ব এবং এই নহরসমূহ যা প্রবাহিত হচ্ছে আমার (প্রাসাদের) পাদদেশ দিয়ে, তো তোমরা কি দেখছ না?
বস্তুত আমি তো শ্রেষ্ঠ এই লোকটি থেকে যে (সকল দিক থেকে) তুচ্ছ, আর প্রায় পারে না ব্যক্ত করতে।
তো কেন নিক্ষেপ করা হল না তার উপর স্বর্ণবলয়, অথবা এল না তার সঙ্গে ফিরেশতাগণ দলবেঁধে।
অনন্তর সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে ফেলল, আর তারা তাকে মেনে নিল, আসলে ছিলই তারা পাপাচারী সম্প্রদায়।
অনন্তর যখন ক্রোধান্বিত করল তারা আমাকে, প্রতিশোধ নিলাম আমি তাদের থেকে; আর ডুবিয়ে দিলাম তাদেরকে সকলকে। অনন্তর বানালাম আমি তাদেরকে অতীতসম্প্রদায় এবং দৃষ্টান্ত পরবর্তীদের জন্য।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) منها يضحكون (তা নিয়ে হাস্যপরিহাস করছে); 'হাসাহাসি/তামাশা/হাসিতামাশা করছে', এগুলো গ্রহণযোগ্য।
'সেগুলোকে হাসির খোরাক বানিয়েছে', এরূপ মূলবিমুখতা গ্রহণযোগ্য নয়।

(খ) وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها (আর দেখাতাম আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই সেটাই হত তার সমগত্রীয় [পূর্ববর্তী নিদর্শ] থেকে বড়। অন্য তরজমা–
(ক) আর দেখাতাম না আমি তাদেরকে কোন নিদর্শন, কিন্তু সেটা হতো তার সমগোত্রীয় থেকে বড়।
(খ) আর দেখাতাম না আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন যা তার অনুরূপ নিদর্শন থেকে শ্রেষ্ঠ নয়।
এই তরজমাতিনটি তারকীবানুগ, তবে তাতে মূল বক্তব্যটি স্পষ্ট নয়। সরল তরজমা এই, '*আর আমি যত নিদর্শন তাদের দেখিয়েছি সেগুলো ছিল একটির চে' একটি বড়/ একটির চেয়ে একটি তাক লাগান।*'

(গ) بما عهد عندك (ঐ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি তোমাকে); অর্থাৎ দু'আ কবুল করার প্রতিশ্রুতি। এখানে عندك এর শব্দানুগ তরজমা করার সুযোগ নেই।

শায়খুলহিন্দ (রহ), '(ঐ তরীকায়) যা তিনি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন।' একটি বাংলা তরজমায়, 'ঐ প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সঙ্গে অঙ্গিকার করেছেন'।

মূলত এখানে بـ এর স্থানীয় অর্থ নির্ধারণে বিভিন্নতা এসেছে এবং এগুলো গ্রহণযোগ্য।

(ঘ) ولا يكاد يبين (আর সে প্রায় পারে না ব্যক্ত করতে) এখানে مقاربة এর ভাবটি উঠে এসেছে যা নীচের তরজমায় নেই– 'এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম/ এবং কথা বলতে পারে না।'

(ঙ) استخف قومه (সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে ফেলল); হতবুদ্ধি করে দিল/সে তার সম্প্রদায়ের বুদ্ধি গুলিয়ে দিল।

أسئلة

١– ما معنى استخف القوم ؟

٢– اشرح كلمة نكث ؛

٣– اشرح قوله : بما عهد عندك موصولة و مصدرية .

٤– أعرب قوله : وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها .

٥– من يضحكون এর তরজমা আলোচনা কর

٦– لا يكاد يبين এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٧) حمٓ ۝١ وَٱلۡكِتَٰبِ ٱلۡمُبِينِ ۝٢ إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةٖ مُّبَٰرَكَةٍۚ
إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفۡرَقُ كُلُّ أَمۡرٍ حَكِيمٍ ۝٤ أَمۡرٗا مِّنۡ
عِندِنَآۚ إِنَّا كُنَّا مُرۡسِلِينَ ۝٥ رَحۡمَةٗ مِّن رَّبِّكَۚ إِنَّهُۥ هُوَ
ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ۝٦ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَآۖ

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ
رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ
يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِى ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾
يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا
ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ
رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا
كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ
ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَىٰٓ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ (الدخان : ٤٤ : ١ — ١٦)

بيان اللغة

يفرق : فَرَقَ بينهما (ن، فَرْقًا) : فَصَل، سواء كان الفصل مُدرَكا بالبصر أو بالبصيرة؛ قال تعالى : فافرُقْ بيننا وبين القوم الفاسقين .

وقال تعالى : فالفارقات فرقا، يعني الملائكة الذين يفصلون بين الأعمال الصالحة والسيئة .

وقال تعالى : وقرآنا فرقناه، أي بينا فيه الأحكام وفصلنا .

يغشي : غَشِي الليل (س، غَشاً) : أظلم؛ قال تعالى : والليل إذا يغشى .

غشي الأمرُ فلانا : غطاه؛ يقال : غشيه النعاس/ الموج/ العذاب/الموت (س، غَشْياً) .

تولوا عنه : أي انصرفوا عنه .

بيان الإعراب

إنا أنزلناه في ليلة ... : الجملة جواب القسم، والجملتان بعدها تفسير لها، كأنه قيل : أنزلناه لأن من شأننا الإنذار؛ وكان إنزالنا في هذه الليلة

خصوصا، لأن إنزال القرآن من الأمور الحكيمة، وهذه الليلة يفرق ويفصل فيها كل أمر حكيم .

أمرا من عندنا : في نصب أمرا أوجه؛ منها أنه مفعول منذرين، كقوله تعالى : لينذر بأسا شديدا؛ ومنها أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي أمرنا أمرا .

ومن عندنا صفة لـ : أمرا، أي صادرا من ...

رحمة من ربك : رحمة مفعول لأجله، والعامل فيه إما أنزلنا وإما يفرق؛ أو هو مصدر منصوب بفعل مقدر، أي رحمنا رحمة .

من ربك صفة لـ : رحمة؛ أو متعلق بنفس الرحمة .

رب السموت ... بدل من ربك .

أني لهم الذكرى : الظرف المكاني متعلق بالخبر المقدم المحذوف .

يوم نبطش : الظرف متعلق بمحذوف دل عليه القرينة، أي ننتقم يوم ....

الترجمة

হামীম, কসম সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তো নাযিল করেছি এটিকে এক বরকতময় রাত্রে। (কারণ) আমি তো সতর্ক করতে মনস্থ করেছিলাম। ঐ রাত্রে নির্ধারিত হয় প্রতিটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়, আমার আদেশক্রমে। নিঃসন্দেহে আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি, রহমতস্বরূপ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। যিনি আসমানসমূহের ও যমীনের এবং যা কিছু উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে সেগুলোর প্রতিপালক। যদি বিশ্বাস স্থাপন করতে চাও, (তাহলে বিশ্বাস স্থাপন কর।)

কোন ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া। জীবন দান করেন তিনি এবং মৃত্যু দান করেন। (তিনি) তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের আদি পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক। বরং তারা রয়েছে সন্দেহে এবং খেলাধূলা করছে।

সুতরাং অপেক্ষা করুন ঐ দিনের যেদিন আনয়ন করবে আকাশ সুস্পষ্ট ধোঁয়া, যা লোকদের ঢেকে ফেলবে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক

শাস্তি। (তখন তারা বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক, বিদূরিত করুন আমাদের থেকে আযাবকে। (তাহলে) অবশ্যই আমরা ঈমান আনব। কোত্থেকে (আসবে) তাদের জন্য উপদেশ অথচ এসেছিল তাদের কাছে স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল। তারপর মুখ ফিরিয়ে ছিল তারা তার থেকে। আর বলেছিল, তিনি তো (অন্যের কাছ থেকে) শিক্ষাপ্রাপ্ত, পাগল।

(যাই হোক) আমরা আযাবকে সরাব সামান্য, (কিন্তু) তোমরা তো ফিরে যাবে (তোমাদের পূর্বের অবস্থায়)।

যেদিন পাকড়াও করব আমি কঠিনতম পাকড়াও সেদিন অবশ্যই আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) في ليلة مباركة (এক বরকতময় রাত্রে); এ তরজমা থানবী (রহ) এর। শায়খুলহিন্দ (রহ) পরিবর্তিত তারকীবে তরজমা করেছেন 'বরকতের রাতে', কিন্তু এর প্রয়োজন নেই।

(খ) 'কারণ'– এই বন্ধনী যোগ করে থানবী (রহ) বুঝিয়েছেন– إنا كنا منذرين হচ্ছে হেতুবাচক বাক্য।

(গ) إنا كنا مرسلين.. (নিঃসন্দেহে আমি তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি...) এখানে একটি সাধারণ নিয়ম বলা হচ্ছে যে, কোন জাতির মাঝে যখনই রাসূল প্রেরণ করা হয়েছে তার কারণ ছিল আমার দয়া।

থানবী (রহ) এর তরজমা, 'আমি (আপনাকে) প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে রহমত-স্বরূপ। অর্থাৎ এখানে বিশেষভাবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের কারণ বলা হচ্ছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে – وما أرسلناك إلا رحمة للعلمين উভয় তরজমার এখানে অবকাশ রয়েছে।

(ঘ) بل هم في شك يلعبون *(বরং তারা সন্দেহে পড়ে আছে এবং খেলাধূলায় মগ্ন রয়েছে)*; এটি থানবী (রহ) এর তরজমা, অর্থাৎ তিনি يلعبون কে দ্বিতীয় খবর ধরেছেন এবং عطف এর তরজমা করেছেন। আর يلعبون কে দুনিয়ার খেলাধূলা ও গাফলত অর্থে গ্রহণ করেছেন।

একটি বাংলা তরজমায়, 'বরং তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসিঠাট্টা করছে'। এখানে في شك কে يلعبون এর فاعــل থেকে حال ধরা হয়েছে, আর يلعبــون কে কোরআন সম্পর্কে উপহাস পরিহাস অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। এটা হতে পারে।

(ঙ) يوم تأتي السماء بدخان مبين এর সরল তরজমা হল–
যে দিন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে।
থানবী (রহ) লিখেছেন, যেদিন আকাশের দিক থেকে পরিষ্কার ধোঁয়া দেখা দেবে।

(চ) أني لهم الذكرى (কোত্থেকে আসবে তাদের জন্য উপদেশ) এটি তারকীবানুগ, তবে সাবলীল নয়। থানবী (রহ) লিখেছেন, কীভাবে তারা (এই সব আযাব থেকে) উপদেশ গ্রহণ করবে।

(ছ) رسول مــبين থানবী (রহ), 'সুস্পষ্ট মুজিযার অধিকারী রাসূল', শায়খুলহিন্দ (রহ), 'সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল'।

أسئلة

١- اشرح كلمة يفرق .

٢- ما معنى يغشى ؟

٣- أعرب قوله : أمرا من عندنا .

٤- أعرب قوله : يوم نبطش .

٥- في ليلة مباركة এর কী তরজমা করেছেন, বল শায়খায়ন

٦- يوم تأتي... بدخان مبين এর তারকীবানুগ ও সাবলীল তরজমা বল

(٨) ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ
﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَن لَّا
تَعْلُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ۖ إِنِّىٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿١٩﴾ وَإِنِّى عُذْتُ
بِرَبِّى وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ﴿٢٠﴾ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى فَٱعْتَزِلُونِ

﴿٢١﴾ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢﴾ فَأَسْرِ بِعِبَادِى
لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ
مُّغْرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَٰكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَٰلِكَ
وَأَوْرَثْنَٰهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ
وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُوا۟ مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿٣٠﴾ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَالِيًا مِّنَ
ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ (الدخان : ٤٤ : ١٧ – ٣١)

بيان اللغة

فتنا : أي اختبرنا؛ أصل الفَتْنِ إدخالُ الذهَبِ النارَ لتظهر جودته من رداءته؛ واستعمل في إدخال الإنسان النار تعذيبا، ثم استعمل في التعذيب المطلق .

أدوا إليّ عباد الله : أي : ادفعوهم إليّ وأطلقوهم من العذاب وأرسلوهم معي .

رهوا : أي ساكنا؛ وقيل طريقا واسعا منفرجا . لما جاوز موسى ومعه بنو اسرائيل البحر، وكان فرعون ورآءهم، أراد موسى أن يضرب البحر بعصاه فينطبِقَ، فأمره الله أن يتركه ساكنا منفرجا ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه .

فاكهين : أي متنعمين ومتمتعين ومرتاحين؛ وقيل : أصحاب فاكهة، كـ : تامر، أي صاحب تمر .

فكه (س، فكها وفكاهة) : تنعم وتمتع وارتاح .

بيان الإعراب

أن أدوا ... : هي مفسرة، لأن مجيء الرسل متضمن معنى القول .

وعباد الله مفعول أدوا وهم بنوا اسرائيل؛ أو هو منادى منصوب حذف منه حرف النداء، ومفعول أدوا محذوف، أي يا عباد الله (وهم قوم فرعون) أدوا إليّ بني اسرائيل .

أن ترجمون : أي من أن ترجمون، فهو في محل نصب بنزع الخافض .

فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون : الكلام معطوف على مقدر، أي : فلم يتركوه ولم يعتزلوه فدعا ربه؛ وأن هؤلاء في محل نصب بنزع الخافض، وهو باء الملابسة، أي : دعا متلبسا بهذا القول .

فأسر بعبادي : أي إن كان الأمر كما تقول فأسر، والإسراء هو السير في الليل ، فالظرف للتوكيد .

أو هي عاطفة على حذف، أي فأوحينا إليه وقلنا له : أسر ،

رهوا : حال

كم تركوا من جنات : كم خبرية، في محل نصب مفعول به مقدم لـ : تركوا، ومن جنات تمييز .

كذلك : أي الأمر ثابت كذلك، والإشارة إلى البيان السابق .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই পরীক্ষা করেছি আমি তাদের পূর্বে ফিরআউনের কাউমকে, আর এসেছিলেন তাদের কাছে একজন সম্মানিত রাসূল, এই মর্মে যে, অর্পণ কর তোমরা আমার কাছে আল্লাহর বান্দাদের। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল, আর (রাসূল এসেছেন) এই মর্মে যে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ কর না তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে। অবশ্যই আমি আনয়ন করছি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ।

আর নিঃসন্দেহে আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আমার প্রতিপালকের এবং

তোমাদের প্রতিপালকের, তোমরা আমাকে হত্যা করা হতে। আর যদি ঈমান আনতে না পার তোমরা আমার প্রতি তাহলে ত্যাগ কর আমাকে কষ্ট দান করা।

অনন্তর দু'আ করলেন তিনি আপন প্রতিপালকের নিকট এই বলে যে, এরা তো অপরাধী সম্প্রদায়। (তখন আমি অহী পাঠালাম যে, এই যদি হয় অবস্থা) তাহলে নৈশ যাত্রা কর আমার বান্দাদের নিয়ে, (কারণ) তোমাদের ধাওয়া করা হবে।

আর ছেড়ে দাও সমুদ্রকে স্থির অবস্থায়, (কারণ) তারা হল এমন বাহিনী যাদের ডোবানো হবে।

ছেড়ে গিয়েছিল তারা কত উদ্যান ও ঝরনা, এবং (কত) শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য স্থান এবং (কত) বিলাস-উপকরণ যাতে তারা বিনোদন করত।

এমনই হয়েছিল, আর মালিক বানিয়েছিলাম আমি এগুলোর অন্য কাউমকে। অনন্তর কাঁদেনি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী, আর ছিল না তারা অবকাশপ্রদত্ত।

আর অতিঅবশ্যই নাজাত দিয়েছিলাম আমি বনী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাকর নির্যাতন থেকে, অর্থাৎ ফিরআউনের জোরযুলুম থেকে, নিঃসন্দেহে ছিল সে উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারীদের থেকে গণ্য।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أدوا إليّ (আমার কাছে অর্পণ কর); 'আমার হাওয়ালা কর/ আমার হাতে তুলে দাও/ আমার সঙ্গে দিয়ে দাও।' (এগুলো সবই গ্রহণযোগ্য।)

(খ) وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون *(আর অবশ্যই আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার প্রতিপালকের এবং তোমাদের প্রতিপালকের, তোমরা আমাকে হত্যা করা হতে)*

رجم এর মূল অর্থ হল পাথর মেরে হত্যা করা। থানবী (রহ) বলেছেন, এখানে বিশেষ শব্দকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

তার ভাষায় أطلق المقيد على المطلق - অর্থাৎ رجم এর অর্থ হল قتل সেটা পাথর মেরে হোক বা অন্যভাবে।

বাংলা তরজমায় আছে, তোমরা যাতে আমাকে হত্যা করতে না পার সেজন্য আমি...... এর শরণাপন্ন হয়েছি।

এটি তারকীবানুগ না হলেও সাবলীল।

(গ) فاعتزلون (তাহলে ত্যাগ কর আমাকে কষ্ট দান করা) উহ্য মুযাফকে উল্লেখ করে তরজমা করা হয়েছে; অর্থাৎ فاعتزلوا إيـذائي অন্যথায় আয়াতের মর্ম পরিষ্কার হয় না, যেমন কেউ কেউ লিখেছেন– তবে আমার কাছ থেকে দূরে থাক/ তবে আমাকে পরিত্যাগ কর।

(ঘ) فأسر بعبادي ليلا থানবী (রহ) লিখেছেন, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে রাতে বের হয়ে পড়। এ তরজমায় বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন হয়েছে।

(ঙ) إنهم جند مغرقـون (তারা এমন বাহিনী যাদের ডোবানো হবে) এতে অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতি প্রতিফলিত হয়েছে। থানবী (রহ) এ তরজমা করেছেন।
শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা হল, অবশ্যই ঐ বাহিনী ডুবতে যাচ্ছে। এটি مغرقون এর যথার্থ তরজমা নয়।

(চ) وما كانوا منظرين (এবং ছিল না তারা অবকাশপ্রদত্ত) কেউ কেউ তরজমা করেছেন 'এবং তারা অবকাশ পায়নি'– এখানেও একই কথা।

(ছ) من العـذاب المهـين (লাঞ্ছনাকর নির্যাতন থেকে) থানবী (রহ) পরিবর্তিত তারকীবে তরজমা করেছেন, লাঞ্ছনার শাস্তি থেকে/ যিল্লতির আযাব থেকে।
(এর তেমন প্রয়োজন ছিল না)

أسئلة

١– اشرح كلمة فتنا.

٢– ما معنى رهوا ؟

٣– أعرب قوله عباد الله ،

٤– أعرب قوله من فرعون ،

٥– مغرقون এর তরজমা আলোচনা কর

٦– فاعتزلون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٩) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَـٰتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى
مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْـًٔا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَن
رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾ إِنَّ شَجَرَتَ
ٱلزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَٱلْمُهْلِ يَغْلِى فِى ٱلْبُطُونِ
﴿٤٥﴾ كَغَلْىِ ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾ خُذُوهُ فَٱعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ
ٱلْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّوا۟ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ
﴿٤٨﴾ ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾ إِنَّ هَـٰذَا مَا
كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِى
جَنَّـٰتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ
مُّتَقَـٰبِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾
يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُوقُونَ
فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ۖ وَوَقَىٰهُمْ عَذَابَ
ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ
﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَـٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾
فَٱرْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾ (الدخان : ٤٤ : ٤٠ — ٥٩)

بيان اللغة

شجرة الزقوم : عبارة عن أطعمة كريهة في النار .

المهل : الزيت الرقيق؛ القَيْح أو صديد الميِّت .

فاعتلوه : العَتْلُ الأخذ بِقَهْرٍ وجرُّه بِعُنْفٍ، كعتل البعير .

سندس : الديباج الرقيق .

استبرق : الديباج الغليظ .

بيان الإعراب

يوم لا يغني : بدل من يوم الفصل؛ أو ظرف لما دل عليه الفصل، أي : يفصل بينهم يوم لا يغني .

إلا من رحم الله : إلا أداة حصر، ومن في محل رفع بدل من واو ينصرون، أي هولاء هم المنصورن؛ أو هي أداة استثناء ومن مستثنى من واو ينصرون .

كالمهل : أي مثل المهل، خبر ثان لـ : إن

يغلي : حال من الزقوم أو طعام الأثيم .

كغلي الحميم : نعت لمصدر محذوف، أي يغلى غَلَيانا مِثْلَ غلَيانِ الحميم .

الترجمة

নিঃসন্দেহে ফায়ছালার দিন হচ্ছে নির্ধারিত সময় তাদের সকলের, যেদিন উপকার করতে পারবে না কোন বন্ধু কোন বন্ধুর কিছুই, আর না তাদের সাহায্য করা হবে, তবে যাকে রহম করেন আল্লাহ। নিঃসন্দেহে তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

নিঃসন্দেহে যাক্কুম বৃক্ষ হচ্ছে বড় অপরাধীদের খাদ্য, তেলের গাদের মত টগবগ করবে তাদের উদরে অত্যুষ্ণ পানির মত।

(আর ফিরেশতাদের হুকুম দেয়া হবে যে,) পাকড়াও কর তাকে, অনন্তর টেনে নিয়ে যাও তাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। তারপর ঢেলে দাও তার মাথার উপরে ফুটন্ত পানির কিছু শাস্তি। (আর উপহাস করে বলা হবে,) আস্বাদন কর, তুমি তো বড় মর্যাদাবন, অভিজাত। এটা তো সেই আযাব যার সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ প্রকাশ করতে।

নিঃসন্দেহে মুত্তাকীগণ থাকবে নিরাপদ স্থানে (অর্থাৎ) বাগবাগিচায় এবং ঝর্ণাসমূহের মাঝে। পরিধান করবে তারা চিকন রেশমী বস্ত্র এবং মোটা রেশমী বস্ত্র, সামনাসামনি বসা অবস্থায়। বিষয়টি এমনই, আর সঙ্গিনী দান করব আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুর।

ডাক দেবে তারা সেখানে সর্বপ্রকার ফল আনতে স্বস্তিতে থাকা অবস্থায়। আস্বাদন করবে না সেখানে তারা মৃত্যুকে, (দুনিয়ার) প্রথম মৃত্যুটি ছাড়া, আর রক্ষা করবেন আল্লাহ তাদের জাহান্নামের আযাব থেকে। (এটা হবে) দয়া হিসাবে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর সেটাই হল বিরাট সফলতা।

বস্তুত সহজ করে দিয়েছি আমি কোরআনকে আপনার যবানে, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। সুতরাং আপনি অপেক্ষা করুন, নিঃসন্দেহে তারা অপেক্ষা করছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) طعام الأثيم (বড় অপরাধীদের খাদ্য) أثـيم অতিশয়ী শব্দ, তাই থানবী (রহ) 'বড় অপরাধী' লিখেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) 'গোনাহগার' লিখেছেন। পূর্বাপর অবশ্য অপরাধী শব্দটাই দাবী করে, কারণ এ ধরণের সাজা সাধারণ গোনাহগারের নয়।

(খ) مهل শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন 'গলিত তামা'; থানবী (রহ) লিখেছেন 'তেলের গাদ'; আরেকটি অর্থ হলো পুজ।

(গ) كغلي الحميم একটি তরজমা, *'ফুটতে থাকবে যেমন ফুটে পানি'*। حـمـيـم শুধু 'পানি' নয়, অত্যুষ্ণ পানি। শায়খায়ন তাই 'গরম পানি' লিখেছেন।

كغلي الحمـيـم এর তারকীবানুগ তরজমা হলো 'অত্যুষ্ণ পানির টগবগানির মত'। শায়খায়ন ভাব তরজমা করেছেন, 'টগবগ করবে যেমন টগবগ করে গরম পানি'।

(ঘ) ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم *(তারপর ঢেলে দাও তার মাথার উপরে একটু খানি গরম পানির আযাব)*

শায়খায়ন من কে زائدة ধরে লিখেছেন, 'গরম পানির আযাব'। কিতাবে مـن কে تبعيضـيـة ধরা হয়েছে, যাতে কটাক্ষের আবহ তৈরী হয়। আর সেটাই আলোচ্য স্থানের উপযোগী।

যেমন, মাথায় ঢেলে দাও, আর মাথার উপর ঢেলে দাও– এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, এজন্যই على এর পরিবর্তে فوق এসেছে।

(ঙ) ذق إنك أنت العزيز الكريم (আস্বাদন কর, তুমি তো বড় মর্যাদাবান, *অভিজাত*); কটাক্ষকে আরো প্রকট করার জন্য বলা যায়, তুমি তো বড় 'মান্যগণ্য'।

শায়খায়ন তাচ্ছিল্যের দিকটি বিবেচনা করে 'তুই' দ্বারা এভাবে তরজমা করেছেন, নে চেখে দেখ, তুই তো......

একটি বাংলা তরজমায়, 'তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত', অর্থাৎ দুনিয়ায়। তবে আয়াতে সে ইঙ্গিত নেই; তাই শায়খায়ন তরজমা করেছেন আখেরাতের হিসাবে, অর্থাৎ ফিরেশতাগণ বলবেন, তুমি তো আমাদের কাছে খুব সমাদরযোগ্য ব্যক্তি, আয়াতের আবহের সঙ্গে এটাই অধিকতর উপযোগী।

فضلا من ربك *([এটা হবে] অনুগ্রহরূপে আপনার প্রতিপালকের পক্ষ হতে)*; একটি তরজমায়, *'আপনার প্রতিপালকের কৃপায় এটাই মহাসাফল্য'*। তাতে فضلا من ربك এর ব্যাকরণগত সম্পর্ক হয় ذلك هو الفوز العظيم এর সঙ্গে, কিন্তু এটা নিয়মসম্মত নয়।

আরেকটি তরজমায়, *'তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন আপনার প্রতিপালক নিজ অনুগ্রহে'*, সে হিসাবে فضلا من ربك হচ্ছে وقى এর হেতুবাচক مفعول

এটি বক্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও ব্যাকরণসম্মত নয়। কারণ وقى এর ফায়েল হচ্ছে যামীর, সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী অংশ হবে فضلا منه

এটা বিবেচনা করেই থানবী (রহ) লিখেছেন, (এসবকিছু হবে) আপনার প্রতিপালকের দয়াগুণে, অর্থাৎ فضلا কে তিনি উহ্য فعل এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধরেছেন, এটা সর্বদিক থেকে গ্রহণযোগ্য তরজমা।

أسئلة

١- اشرح كلمة المهل .

٢- ما معنى السندس و الاستبرق؟

٣- أعرب كغلي الحميم .

٤- أعرب قوله : فضلا من ربك .

٥- الأثيم এর তরজমা পর্যালোচনা কর

٦- من عذاب الحميم এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) حمٓ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّ فِى
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ وَفِى خَلْقِكُمْ وَمَا
يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ
وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ
ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَٰحِ ءَايَٰتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
﴿٥﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍ
بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾
يَسْمَعُ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ
يَسْمَعْهَا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَٰتِنَا
شَيْـًٔا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِّن
وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۖ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا كَسَبُوا۟ شَيْـًٔا وَلَا مَا
ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَٰذَا
هُدًى ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ
أَلِيمٌ ﴿١١﴾ (الجاثية : ٤٥ : ١ – ١١)

بيان اللغة

بث الخبر (ن، بَثًّا) : أذاعه ونشره؛ وبث شيئا، فرقه؛ وبث الله الخلق، نشرهم في الأرض وأكثرهم .

إِنبَثَّ : تفرق وانتشر فهو مُنْبَثٌّ؛ قال تعالى : فكانت هباء منبثا .

البث : أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه .

المرض الشديد الذي لا يصبر عليه صاحبه .

قال الإمام الراغب في مفرداته : أصل البث التفريق والإثارة؛ والبث الغم ، مصدر بمعنى مفعول أو فاعل ، لأن الرجل يبثه أو لأنه يبث فكره .

رجز : أصل الرجز الاضطراب؛ وقوله تعالى : عذاب من رِجْزٍ أليم ، أي عذاب من زلزلة .

والرُّجز بمعنى الرِّجْزِ ، والرُّجز الذنب والقذَر، قال تعالى : والرجز فاهجر؛ و رِجْزَ الشيطان أي قذَرُ الشهوة؛ أو وسوسة الشيطان؛ وقيل ما يدعو إليه الشيطان من الفكر والفساد .

بيان الإعراب

تنزيل الكتب : مبتدأ، ومن الله خبره؛ ويجوز أن يكون التنزيل خبرا لمبتدأ محذوف، ومن الله متعلق به .

للمؤمنين : صفة لـ : آيات، وكذلك لقوم يوقنون ويعقلون .

ما يبث : معطوف على : خلقكم المجرور .

من دابة : بيان للموصول، أي ما يبثه معدودا من دابة .

آيت لقوم يوقنون : مبتدأ مؤخر، وفي خلقكم خبر مقدم .

واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيت لقوم يعقلون :

اختلاف الليل والنهار عطف على : خلقكم .

وما أنزل الله عطف على اختلاف الليل .

ومن السماء متعلق بـ : أنزل، ومن رزق متعلق بمحذوف، حال، أي ما أنزل من السماء (معدودا) من رزق .

فأحيا عطف على أنزل؛ وتصريف الرياح عطف على اختلاف .

وآيات لقوم يعقلون مبتدأ مؤخر .

يسمع آيت الله مستكبرا : هي جملة مستأنفة .

كأن لم يسمعها : كأن مخففة من التقيلة، واسمها ضمير الشان؛ والجملة حال ثانية من ضمير يصر، أي يُصِرُّ حال كونه مثل غير السامع .

ما كسبوا : فاعل لا يغني؛ ولا ما اتخذوا، عطف على الفاعـــل؛ و مـــا موصولة أومصدرية .

ومن دون الله حال مقدمة، لأنه كان في الأصل صفة لــ : أولياء .

من رجز : متعلق بمحذوف صفة لــ : عذاب ، وأليم صفة ثانية له .

اتخذها هزوا : وعود الضمير المؤنث إلى شيء للاشعار بـــأن الاســـتهزاء كان يشمل جميع الآيات، و لم يقتصر على هذا الشيء من الكـــلام الذي سمعه .

الترجمة

হামীম, অবতারণ এই কিতাবের আল্লাহর পক্ষ হতে সাব্যস্ত, যিনি মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময়। নিঃসন্দেহে আসমানসমূহে এবং যমীনে বহু নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্য। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং ঐ সকল প্রাণীর সৃষ্টিতে যা তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন, নিদর্শনাবলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বিশ্বাস পোষণ করে। আর রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং ঐ 'রিযিক উৎসে' যা তিনি বর্ষণ করেন আসমান থেকে, অনন্তর সজীব করেন তা দ্বারা ভূমিকে তার বিশুষ্কতার পর এবং বায়ুসমূহের পরিবর্তনে নিদর্শনা -বলী রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা বুদ্ধি রাখে।

এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহ, পড়ে শোনাই আমি তা আপনাকে সত্যভাবে। তো আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহের পর কোন্ কথার উপর তারা ঈমান আনবে? বরবাদি হোক প্রত্যেক মিথ্যাচারী ও পাপাচারীর জন্য, যে শ্রবণ করে আল্লাহর আয়াতসমূহ, যা তিলাওয়াত করে শোনান হয় তাকে, তারপর জেদ ধরে সে অহঙ্কারী হয়ে যেন সে তা শুনেইনি; তো খোশখবর দিন তাকে 'দরদনাক' আযাবের।

আর যখন জানতে পায় সে আমার আয়াত হতে কিছু (তখন) বানায় সে সেটিকে উপহাসের বিষয়। ওরা, তাদেরই জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম। আর (তখন) তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের অর্জিত সম্পদ বা কর্ম, আর না (কাজে আসবে ঐ সব কিছু) যেগুলোকে গ্রহণ করেছে তারা বন্ধুরূপে। আর তাদের জন্য রয়েছে বিরাট আযাব।

এই কোরআন আগাগোড়া হেদায়াত, আর যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী, তাদের জন্য রয়েছে অতিশয় মর্মন্তুদ শাস্তি।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) تنـــزيل الكتـــب *(অবতারণ এই কিতাবের সাব্যস্ত রয়েছে আল্লাহর পক্ষ হতে)*; এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর শব্দানুগ তরজমা, তিনি تنـــزيل الكتب من الله কে মুবতাদা-খবর ধরেছেন। থানবী (রহ), *'এটি আল্লাহর পক্ষ হতে অবতারিত কিতাব'*, তিনি تنـــزيل الكتب مـــن اللهকে উহ্য মুবতাদার খবর ধরেছেন, এবং تنـــزيل الكتب কে كتب منـــزل এ রূপান্তরিত করেছেন।

(খ) مـــن رزق (রিযিকের উৎস) এটি সুপ্রাজ্ঞ আশরাফী তরজমা। রিযিকের উৎস হচ্ছে বৃষ্টি যা আল্লাহ আকাশ থেকে বর্ষণ করেন। তিনি مضـــاف উহ্য ধরেছেন। কেউ কেউ লিখেছেন, 'আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) বর্ষণ করেন', বন্ধনী দ্বারা رزق এর রূপক অর্থটি চিহ্নিত হয়েছে, যা এখানে উদ্দেশ্য। অন্য তরজমায় আছে, 'আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন', অর্থাৎ এখানে সরাসরি রূপক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

(গ) كـــأن لم يســـمعها (যেন সে তা শুনেইনি); উপমাটির মধ্যে অতিশয়তার ভাব রয়েছে, যা তরজমায় প্রকাশ করা হয়েছে। 'যেন সে তা শুনেনি'– এ তরজমা পূর্ণ নিখুঁত নয়।

(ঘ) وإذا علم مـــن آيتنـــا شـــيئا (আর যখন জানতে পায় সে আমার আয়াতসমূহ হতে কিছু); এটি পূর্ণ তারকীবানুগ তরজমা, সরল তরজমা এই, আর যখন সে আমার কোন আয়াত সম্পর্কে অবগত হয়।

اتخذها هزوا *আশরাফী তরজমা, 'সে ঐ আয়াতের মযাক ওড়ায়।'*

(ঙ) من ورائهم (তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম)

এখানে وراء এর মূল প্রতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, থানবী (রহ) লিখেছেন, তাদের অগ্রে রয়েছে জাহান্নাম। কেউ কেউ 'সামনে' ব্যবহার করেছেন। এখানে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের পরবর্তী জীবনে, وراء শব্দটির ব্যবহারে ব্যাপকতা রয়েছে।

(চ) هدى এখানে مصدر কে اسم الفاعل অর্থে ব্যবহার করার মধ্যে যে জোরালোতা রয়েছে তা প্রকাশ করার জন্য থানবী (রহ) 'আগাগোড়া' হিদায়াত লিখেছেন। বাংলায় কেউ কেউ 'হিদায়াতের/সৎপথের দিশারী' দ্বারা জোরালোতার ভাবটি রক্ষা করেছেন।

أسئلة

١- اذكر ما تعرف عن كلمة رجز .

٢- كيف يدل البث على معنى الغم ؟

٣- أعرب قوله : كأن لم يسمعها .

٤- أعرب قوله 'من رجز' .

٥- দুটি তারকীব অনুসারে এর তরজমা কর تنزيل الكتب

٦- কিতাবের তরজমা এবং থানবী (রহ) এর তরজমার পার্থক্যটি বল

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ إِحْسَٰنًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ
أَشُدَّهُۥ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَٰلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَٰلِحًا
تَرْضَىٰهُ وَأَصْلِحْ لِى فِى ذُرِّيَّتِىٓ ۖ إِنِّى تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّى مِنَ
ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا۟
وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ فِىٓ أَصْحَٰبِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ
ٱلَّذِى كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ
أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِى وَهُمَا
يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا
هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ
ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ
كَانُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ
أَعْمَٰلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ (الأحقاف : ٤٦ : ١٥ — ١٩)

بيان اللغة

كره : قيل الكُرْه والكَرْه واحد، مثل الضُّعف والضَّعف، وهي المشقة التي يكرهها الإنسان؛ وقيل هو بالضم ما أكرهت نفسك عليه، وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه .

فصاله : الفصال هو الفطام، أي فصل الولد عن الرضاع .

بلغ أشده : أي بلغ السن التي تكتمل فيها القوة ويكتمل العقل، وهي ما بين الثمانيَ عَشْرَةَ سنة إلى الثلاثين .

أوزعني : الهمني وأحبب إلي ووفقني .

أفٌّ : اسم فعل بمعنى اتضجر واتكرّه؛ و أفٌّ له : اتضجّر منه .

بيان الإعراب

إحسانا : مصدر منصوب بفعل محذوف؛ وهذا الفعل بعد تأويله مفعول به ثان، والأصل : وصيناه أن يحسن إليهما إحسانا .

وقيل هو مفعول به على تضمين معنى ألزمنا، فيكون مفعولا ثانيا .

حملته أمه كرها : الجملة لا محل لها من الإعراب، وهي علة الوصية المذكورة .

وكرها منصوب على الحال من الفاعل، أي : كارهة

في ذريتي : في هنا ظرف، أي اجعل الصلاح فيهم .

صالحا : مفعول به، أو صفة لمصدر محذوف، وترضاه صفة لـ : صالحا

في أصحب الجنة : حال، أي كائنين ومعدودين في أصحاب الجنة؛ أو هو في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف، أي هم في أصحب الجنة .

وعد الصدق : مصدر منصوب بفعله المقدر، أي وعدهم الله وعد الصدق، أي وعدا صادقا؛ أو هو مفعول لأجله لفعل محذوف .

والذي قال لوالديه : الموصول مبتدأ، وخبره أولئك الذين .

أف لكما : حرف الجر متعلق باسم الفعل، واللام تعليلية .

ويلك : قال أبو البقاء : ويل مصدر لم يستعمل فعله؛ فهو مفعول مطلق لفعل محذوف مهمل؛ وقيل هو مفعول به، أي وألزمك الله ويلك .

في أمم : حال من مجرور على، أي حق عليهم القول كائنين في أمم .

من الجن : صفة ثانية لـ : أمم ، أو هي حال من فاعل خلت .

وليوفهم أعمالهم : الواو عاطفة عطف بها محذوف على محذوف، والجار متعلق بـفعل محذوف، أي حاسبهم و جازاهم ليوفهم أعمالهم .

الترجمة

আর আদেশ করেছি আমি মানুষকে তার মা-বাবার সঙ্গে সদাচার করার। (কারণ) ধারণ করেছে তাকে তার মা বড় কষ্ট করে এবং প্রসব করেছে তাকে বড় কষ্ট করে। আর তাকে ধারণ করা ও তার দুধ ছাড়ানোর সময় হল ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন উপনীত হয় সে প্রাপ্তবয়স্কতায় এবং উপনীত হয় চল্লিশ বছর বয়সসীমায় (তখন) বলে সে, (হে আমার) প্রতিপালক, তাওফীক দান করুন আমাকে যেন শোকর করি আমি আপনার ঐ নেয়ামতের যা দান করেছেন আপনি আমাকে এবং আমার মা-বাবাকে এবং যেন এমন নেক আমল করি যা আপনি পছন্দ করেন। এবং সৎকর্ম-শীলতা সৃষ্টি করুন আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে। অবশ্যই অভিমুখী হলাম আমি আপনার প্রতি, এবং অবশ্যই আমি অন্তর্ভুক্ত হলাম আত্মসমর্পণকারীদের।

ওরাই ঐ লোক, গ্রহণ করব আমি যাদের পক্ষ হতে তাদের সর্বোত্তম কর্মগুলো এবং এড়িয়ে যাব তাদের মন্দকর্মগুলো এমন অবস্থায় যে, তারা জান্নাতের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবে (এ সব কিছু হবে) ঐ সত্য ওয়াদার কারণে যে ওয়াদা তাদের সঙ্গে করা হত।

আর যে বলে তার মা-বাবকে, ধিক তোমাদের জন্য, তোমরা কি ওয়াদা দিচ্ছ আমাকে যে, (কবর থেকে) বের করা হবে আমাকে,

অথচ বিগত হয়েছে বহু জাতি আমার পূর্বে! আর তারা দু'জন ফরিয়াদ করছে আল্লাহকে (আর সন্তানকে তিরস্কার করে বলছে) মরণ হোক তোর, ঈমান আন্। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, না এগুলো (কিছু নয়) পূর্ববর্তীদের কল্পকথা ছাড়া। ওরাই ঐ সমস্ত লোক, অবশ্যই সাব্যস্ত হয়েছে যাদের উপর (আযাবের) ফায়ছালা, ঐ সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, মানব ও জ্বিন জাতির মধ্য হতে। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ছিলো।

আর (তাদের) প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আলাদা মরতবা, তাদের কৃতকর্মের কারণে, আর (তিনি তাদের বিচার করবেন) যেন পূর্ণ করে দেন আল্লাহ তাদেরকে তাদের আমলের প্রতিদান, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا (আর আদেশ করেছি আমি মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি সদাচার করার); মূল তারকীবে بوالديه হচ্ছে وصينا এর সঙ্গে متعلق কিন্তু তরজমায় তার تعلق হচ্ছে إحسانا এর সঙ্গে। মূল তারকীব অনুসরণ করে তরজমা করা যায় এভাবে, 'আর মানুষকে আমি আদেশ করেছি তার মা-বাবার বিষয়ে, সদাচার করার'।

أمرنا এর পরিবর্তে وصينا ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো গুরুত্ব আরোপ করা, তাই তরজমা করা উচিত– অছিয়ত করেছি/ কঠোর আদেশ দিয়েছি/জোর তাকিদ করেছি।

(খ) حملته أمه যেহেতু এটি পূর্ববর্তী আদেশের হেতু- প্রকাশক বাক্য সেহেতু তার পূর্বে বন্ধনীতে (কারণ) শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, তার মা তাকে পেটে রেখেছে, যেহেতু আয়াতে শুধু حمل শব্দটি রয়েছে, بطن (পেট, উদর, গর্ভ) নেই সেহেতু তরজমায় সেটা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সুরুচিরও সেটাই দাবী। বাংলা তরজমায় 'পেট' শব্দটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। 'উদর' মোটামুটি চলে, গর্ভ শব্দটি গ্রহণযোগ্য, তবে শুধু 'ধারণ করেছে' বলাই অধিক সঙ্গত।

(গ) وحمله وفصاله ثلثون شهرا (তাকে ধারণ করার ও তার দুধ ছাড়ানর সময় ত্রিশ মাস); একটি مضاف উহ্য হলে তরজমাটি তারকীবের কাছাকাছি হয়। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তাকে পেটে রাখা এবং তার দুধ ছাড়ান ত্রিশ মাসের মধ্যে হয়'। এর অনুসরণে বাংলা তরজমা করা হয়েছে, 'তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য/দুধ ছাড়াতে লেগেছে/ লাগে ত্রিশ মাস।'

মূলের নিকটবর্তী থাকা সম্ভব হলে দূরে সরা সঙ্গত নয়।

(ঘ) حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين (অবশেষে যখন উপনীত হয় সে প্রাপ্তবয়স্কতায় এবং [তারপর] উপনীত হয় চল্লিশ বছরের সীমায়); একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'অবশেষে যখন সে শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে'।

بلغ শব্দটির তাকরারে বোঝা যায়, প্রাপ্তবয়স্কতা ও চল্লিশ বছর আলাদা সময়, আরেকটি তরজমায় আছে, 'ক্রমে সে যখন পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বৎসরে উপনীত হয় তখন.....'

এখানে بلغ এর تكرار বর্জন করা ঠিক নয়। মোট কথা, উভয় তরজমা থেকে মনে হতে পারে, بلوغ الأشد এবং بلوغ الأربعين বুঝি একই বিষয়, অথচ তা নয়। একারণে থানবী (রহ) بلوغ এর تكرار রক্ষা করেছেন, সেই সঙ্গে 'এবং' এর পর বন্ধনীতে (তারপর) ব্যবহার করেছেন।

এবং-এর স্থলে 'তারপর' ব্যবহার করা যেত। কারণ হরফুল আতফ وَ একত্রায়ণের তিনটি প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করে, অর্থাৎ جاء خالد وماجد এখানে একসঙ্গে, পরপর ও মধ্যবর্তী বিলম্বসহ আসা, তিনটিরই সম্ভাবনা রয়েছে। আয়াতের পূর্বাপরও বলে, এখানে و অর্থ ثم, কিন্তু তারপরো থানবী (রহ) মূলের সঙ্গে সদৃশতার জন্য و বাদ দেননি, বরং و এর পর বন্ধনীতে ثم দ্বারা উদ্দেশ্য পরিষ্কার করেছেন, جزاه الله أحسن الجزاء

(ঙ) أوزعني... (আমাকে তাওফীক দান করুন); একজন লিখেছেন, '*আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর যাতে...*' এটি মূলত শায়খুলহিন্দ (রহ) এর অনুসরণ। অন্যজন লিখেছেন, '*আমাকে সামর্থ্য দাও*',

এখানে তাওফীক শব্দটির নিজস্ব ধার ও ভার রয়েছে।

মূল শব্দটিতে স্থায়িত্ব লাভের যে, আকুতি রয়েছে, থানবী (রহ) এর অন্তর্দৃষ্টিতে তা এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন, '*আমাকে এর উপর দাওয়াম/স্থায়িত্ব দান করুন যে*', তবে শব্দস্ফীতির কারণে কিতাবে শুধু 'তাওফীক' শব্দটি আনা হয়েছে, বাকি স্থায়িত্বের প্রার্থনা বক্তব্যের আবহেই রয়েছে ।

(চ) أصلح لي في ذريتي *(আমার জন্য আমার সন্তানদের মধ্যে সৎকর্মশীলতা সৃষ্টি করুন)*; أصلح لي ذريتي এর পরিবর্তে في ذريتي বলাটা অকারণে হতে পারে না। এখানে ذرية কে إصلاح বা صلاح এর ظرف করা হয়েছে এর প্রতি প্রার্থনাকারীর আকুতি প্রকাশ করার জন্য। তাছাড়া এতে এ আকাঙ্ক্ষাও সুপ্ত রয়েছে যে, তাদের সৎকর্মশীলতা মৃত্যুর পরো যেন আমার উপকারে আসে।

আমার সন্তানকে দয়ালু করুন এবং আমার সন্তানের মধ্যে দয়া-মায়া দান করুন, এক নয়। সুতরাং তরজমায় ظرف এর দিকটি বিবেচনা করতে হবে। থানবী (রহ) তা করেছেন।

أسئلة

١- ماذا تعرف عن معنى الكُره والكَره ؟

٢- اشرح كلمة أف .

٣- أعرب قوله : إحسانا .

٤- ما إعراب قوله : وعد الصدق ؟

٥- حملته أمه كرها এর তরজমা আলোচনা কর

٦- أصلح لي في ذريتي এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٢) ۞ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ
ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا

عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴿٢٢﴾
قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَـٰكِنِّىٓ
أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ
أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا۟ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم
بِهِۦ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا
فَأَصْبَحُوا۟ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَـٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ
ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَـٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
وَلَآ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ
بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ
أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٢٧﴾ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ
قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟
يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ (الأحقاف : ٤٦ : ٢١ – ٢٨)

بيان اللغة

الأحقاف : الحِقف (بالكسر) : رَمْل مستطيل مرتفع فيه اعْوِجاج وانْحِناء، وجمعه أحقاف، وهي ديار عاد باليمن في حَضْرَمَوْتَ .

نذر : هذا جمع نذير، المنذر الذي ينذر قومه؛ وقيل : يقع على كل شيء فيه إنذار، إنسانا كان أو غيره .

قال تعالى : هذا نذير من النذر الأولى، أي من جنس ما أنذر بـــه الذين تقدموا؛ وقال تعالى : كذبت ثمود بالنذر .

عارضا : العارض، الذي بدا عَرضُه، والعرض خلاف الطول؛ أريد به هنا السحاب العارض في أفق السماء .

قربانا : القربان ما يتقرب به إلى الله، ثم صار في العرف اسما للذبيحة التي تذبح تقربا إلى الله .

وقربان الملك من يتقرب بخدمته إلى الملك، وهو للواحد والجمـــع؛ والقربان في هذه الآية من قربان الملك؛ ولكونه هنا جمعا قيل آلهة .

بيان الإعراب

إذ : ظرف لما مضى، بدل اشتمال من أخا عاد، أي اذكر زمن إنــذار أخي عاد؛ وليس بظرف لـــ : اذكر، لأن الذكر لا يكون في ذلك الزمان .

وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه : الواو اعتراضـــية، والجملـــة معترضة اعترضت بين الفعل وتفسيره؛ وأن في ألا تعبدوا تفسيرية .

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم : الضمير يعود إلى العذاب بصـــورة السحاب، وعارضا حال، لأن الرؤية بصرية، وهي لا تحتـــاج إلى مفعول ثان، ومستقبل أوديتهم نعت؛ وجاز وقوع المضاف نعتـــا للنكرة، لأن الإضافة لفظية لم تفد التعريف؛ والمعنى : رأوه عارضا متوجها إلى أوديتهم .

ممطرنا : نعت لعارض، وجاز، لأن إضافة شبه الفعل إلى مفعوله لفظية .

كذلك نجزي القوم المجرمين : كذلك نعت لمصدر محذوف ، أي نجـــزي جزاء مثل ذلك العذاب .

ريح : بدل من ما؛ أو هي ريح؛ والجملة التي بعدها نعت لـــ : ريح .

فيما إن مكنكم : يتعلق بـــ : مكنهم؛ وما موصول، أو نكرة موصوفة .
وإن شرطية محذوفةُ الجوابِ؛ والأصل : لقد مكناهم في أمـــور إن
مكناكم فيها غويتم أو طغيتم؛ أو هي نافية بمعنى ما

فلولا نصرهم ... : لولا حرف توبيخ؛ والموصول فاعل نصر، ومفعول
اتخذوا الأول محذوف، وهو العائد؛ وآلـــهة مفعول به ثان؛ وقربانا
حال منه، وكذا من دون الله، لأنهما في الأصل نعتان لـــ : آلـــهة

الترجمة

আর আলোচনায় আনুন আপনি আদ সম্প্রদায়ের ভাই (হুদ) কে, যখন সতর্ক করেছেন তিনি আপন সম্প্রদায়কে আহকাফে, আর তাঁর পূর্বে ও তার পরে সতর্ককারীরা বিগত হয়েছিল, (সতর্ক করেছিলেন এই মর্মে) যে, ইবাদত কর না তোমরা আল্লাহকে ছাড়া; আমি ভয় করি তোমাদের বিষয়ে এক বিরাট দিনের আযাবের। বলল তারা, এসেছ কি তুমি আমাদের কাছে, সরানর জন্য আমাদেরকে আমাদের ইলাহদের থেকে? তবে আনয়ন কর আমাদের উপর ঐ আযাব যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছ তুমি আমাদেরকে, যদি হও তুমি সত্যবাদীদের মধ্য হতে (গণ্য)।

বললেন তিনি, পূর্ণ ইলম তো (রয়েছে) শুধু আল্লাহর নিকট। আর আমি পৌঁছে দেই ঐ সব বার্তা যা দিয়ে প্রেরিত হয়েছি আমি, তবে দেখতে পাচ্ছি আমি তোমাদেরকে এমন সম্প্রদায় যারা মূর্খতাপূর্ণ কথা বলে। অনন্তর যখন দেখল তারা ঐ আযাবকে এক মেঘরূপে যা এগিয়ে আসছে তাদের উপত্যকাগুলোর দিকে তখন বলল তারা এ তো মেঘ, যা আমাদের উপর বর্ষণ করবে।

(তিনি বললেন,) বরং তা ঐবস্তু যা নিয়ে তাড়াহুড়া করেছ তোমরা; অর্থাৎ এমন এক বাতাস যাতে রয়েছে 'দরদনাক' আযাব, যা ধ্বংস করে দেবে সবকিছু আপন প্রতিপালকের আদেশে। ফলে হয়ে গেল তারা এমন যে, দেখা যাচ্ছিল না (কোনকিছু) তাদের বসস্থানগুলো ছাড়া। এভাবেই বদলা দেই আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে।

কসম (আল্লাহর), অতিঅবশ্যই ক্ষমতা দিয়েছিলাম আমি তাদেরকে ঐ বিষয়ে যে বিষয়ে ক্ষমতা দেইনি তোমাদেরকে। আর নির্ধারণ করেছিলাম আমি তাদের জন্য কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়, কিন্তু তাদের কাজে

এল না তাদের কর্ণ এবং তাদের চক্ষু এবং তাদের হৃদয় সামান্য কাজেও আসা। কেননা অস্বীকার করত তারা আল্লাহর নিদর্শনা-বলী আর ঘিরে ধরেছিল তাদের, ঐ আযাব যা নিয়ে তারা হাসিঠাট্টা করত।

কসম (আল্লাহর) অতিঅবশ্যই হালাক করেছি আমি ঐসব জনপদ যা রয়েছে তোমাদের চারপাশে। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি আমি নিদর্শনসমূহ যাতে তারা ফিরে আসে। তো কেন সাহায্য করল না তাদেরকে ঐসব বস্তু যেগুলোকে তারা সান্নিধ্য লাভের জন্য আল্লাহর পরিবর্তে উপাস্য বানিয়েছিল, বরং তারা তো তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল, আসলে তা ছিল তাদের মিথ্যা রটনা এবং মনগড়া কথা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) فأتنا بما تعدنا (তাহলে আনয়ন কর আমাদের উপর ঐ আযাব যার হুঁশিয়ারি দিচ্ছ তুমি আমাদেরকে)

প্রায় সবাই তরজমা করেছেন وعد وعدا রূপে, অথচ وعد وعيدا রূপে তরজমা করাই অধিক যুক্তিযুক্ত।

একটি বাংলা তরজমা, 'তুমি সত্যবাদী হইলে আমাদিগকে যাহার ভয় দেখাইতেছ তাহা আনয়ন কর'। এখানে فأت এর مفعول به তরজমায় বাদ গেছে।

একজন লিখেছেন, 'আমাদের কাছে আনয়ন কর'; শায়খায়ন লিখেছেন, 'আমাদের উপর'; ب কে যখন সরাতেই হবে তখন 'কাছে'র চেয়ে 'উপরে' অধিক যুক্তিযুক্ত, কারণ আযাব কাছে আসে না, উপরে আসে।

(খ) إنما العلم عند الله (পূর্ণ ইলম তো রয়েছে শুধু আল্লাহর নিকট) একটি বাংলা তরজমা, 'এর ইলম তো আল্লাহরই নিকটে রয়েছে', অর্থাৎ ال কে عوض عن المضاف إليه ধরে علم العذاب এর তরজমা করা হয়েছে। কিতাবের তরজমাটি থানবী (রহ) এর। তিনি ال কে বিশেষত্ব- জ্ঞাপক ধরেছেন।

(গ) أراكم قوما تجهلون (*দেখতে পাচ্ছি আমি তোমাদেরকে এমন সম্প্রদায় যারা মূর্খতাপূর্ণ কথা বল*) এটি তারকীবানুগ তরজমা। থানবী (রহ) এর সরল তরজমা, '*কিন্তু আমি তোমাদের দেখতে*

পাচ্ছি যে, তোমরা মূর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা বলছ।'

تجهلون কে তিনি বাক্যই রেখেছেন। অবশ্য এভাবে আরো সরল তরজমা হয়, *'কিন্তু আমি দেখছি তোমরা মূর্খের মত কথা বলছ।'* বাংলা তরজমাগুলো এরকম, কিন্তু আমি দেখছি তোমরা এক মূর্খ/মূঢ় সম্প্রদায়।

অর্থাৎ جهلة কে মুফরাদে বদল করা হয়েছে। তবে খুঁত এই যে, এখানে শুধু বিশেষণ এসেছে, বিশেষণটির আচরণগত বা কর্মগত প্রকাশটি আসেনি, অথচ تجهلون এ সেটি রয়েছে।

(ঘ) فلمـــا رأوه عارضـــا .. (অনন্তর যখন দেখল তারা ঐ আযাবকে এক মেঘরূপে, যা এগিয়ে আসছে তাদের ....) এটি তারকীবানুগ তরজমা। সরল তরজমা এই, 'যখন একটি মেঘকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখলো...'

بل هو ما اســـتعجلتم ... কিতাবের তরজমাটি পূর্ণ তারকীবানুগ। সরল তরজমা এই, 'বরং এটা তো সেই ঝড় যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে, যাতে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।

অথবা, বরং এটা তো সেই 'দরদনাক' তুফানি আযাব/ বেদনাদায়ক' ঝড়ো আযাব, যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে। একটি তরজমা, বরং এটা সেই বস্তু যা তোমরা তাড়াতাড়ি চেয়েছিলে, এটা বায়ু, এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

এখানে ريح কে উহ্য মুবতাদার খবর, আর فيها عذاب ألـــيم কে ريـــح এর صـــفة এর পরিবর্তে স্বতন্ত্র বাক্য ধরা হয়েছে, কিন্তু এখানে গতিময়তা নষ্ট হয়েছে।

أسئلة

١- اذكر ما تعرف عن النذر .

٢- ما معنى القربان، و ما المعنى المراد هنا؟

٣- أعرب قوله إذ أنذر به قومه .

٤- أعرب قوله مستقبل أوديتهم .

٥- لما تعدنا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- أراكم قوما تجهلون এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٣) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيٓ
أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُم
﴿١٤﴾ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَآ أَنْهَٰرٌ مِّن مَّآءٍ
غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَٰرٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُۥ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ
لَّذَّةٍ لِّلشَّٰرِبِينَ وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ
ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَٰلِدٌ فِي ٱلنَّارِ
وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴿١٥﴾ وَمِنْهُم مَّن
يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰٓ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ
أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ
قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهْوَآءَهُمْ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ
هُدًى وَءَاتَىٰهُمْ تَقْوَىٰهُمْ ﴿١٧﴾ (محمد : ٤٧ : ١٣ - ١٧)

بيان اللغة

كأين : اسم مركب من كاف التشبيه وأيٍّ المنوَّنة، يفيد تكثير العدد مثل كم الخبرية؛ ويكتب تنوينه نونا، مثل كأين رجلا لقيت، وكأين من رجل لقيت؛ ويكثر إدخال من بعده .

آسن : أسن الماء (س، أسنا) : تغير فلا يصلح للشرب .

ماء آسن : متغير وفاسد لا يصلح للشرب .

مصفى : منقى؛ صفاه (تصفية) أزال عنه القذى والكدرة، ونقاه مما يشوبه.

معى والجمع أمعاء নাড়ি, অন্ত্র

بيان الإعراب

كأين : محلها الرفع على الابتداء ، وأهلكناهم خبر كأين، ومن قرية تمييز لـ : كأين ، وجملة هي أشد نعت لـ : قرية .

أ فمن كان على بينة من ربه كم زين له سوء عمله :

الهمزة للإنكار، والفاء زائدة تزيينية؛ من ربه يتعلق بصفة محذوفة لـ : بينة، أي على بينة وحجة ظاهرة من ربه؛ وكاف كمن اسم بمعنى مثل، مبني على الفتح في محل رفع خبر من الأولى .

واتبعوا أهواءهم : عطف على زين؛ وحد الضمير في ثلاث مواضع نظرا إلى لفظ الموصول، وجمع في واتبعوا أهواءهم نظرا إلى معنى الموصول .

مثل الجنة التي وعد المتقون : أي وعد بها المتقون؛ مثل مبتدأ؛ وسيأتي الكلام على خبره إن شاء الله تعالى .

وأنهار من خمر : من خمر هنا صفة لـ : أنهار؛ ولذة مصدر وقع صفة، بعد تأويلها بالمشتق، ليصح النعت بها، كما في 'زيد عدل'؛ و يجوز أن تكون مؤنث لذ، بمعنى لذيذ .

ولهم فيها من كل الثمرات : المبتدأ هنا محذوف، وأصل العبارة :

و أصناف كائنة من كل الثمرات ثابتة لهم فيها .

ومغفرة من ربهم :

مغفرة، عطف على المبتدأ المحذوف، وهو أصناف، وأصل العبارة : أصناف من كل الثمرات ومغفرة ثابتتان لهم فيها .

و يجوز أن يكون اللفظ مبتدأ، والخبر مقدم محذوف ، أي : ولهم مغفرة من ربهم .

كمن هو خالد في النار : كمن خبر لمبتدأ محذوف، أي أفمن هو خالد في هذه الجنة كمن هو خالد في النار ؟

وعلى هذا يكون خبر مثل الجنة مقدرا، أي: مثل الجنة ما تسمعون.

و يجوز أن يكون الخبر كمن هو خالد في النار، كأنه قيل : أ مثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار .

الترجمة

আর কত জনপদ, তা প্রবলতর ছিল শক্তিতে আপনার জনপদ থেকে যারা আপনাকে বের করেছে; ধ্বংস করেছি আমি তাদের; তখন কোন সাহায্যকারী ছিল না তাদের। তো যারা ছিল তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে (প্রেরিত) সুস্পষ্ট পথের উপর, তারা কি ঐ লোকদের মত হতে পারে, সজ্জিত করে দেয়া হয়েছে যাদের জন্য তাদের মন্দ আমলকে, আর অনুসরণ করেছে তারা নিজেদের খাহেশাত!

ঐ জান্নাতের উদাহরণ যার ওয়াদা করা হয়েছে মুত্তাকীদের সঙ্গে (তা বড়ই আনন্দদায়ক)। তাতে রয়েছে বিভিন্ন নহর নির্মল পানির এবং এমন কিছু দুধের নহর যার স্বাদ নষ্ট হয়নি; আর রয়েছে এমন কিছু শরাবের নহর, যা পানকারিদের জন্য অতিসুস্বাদু; আর রয়েছে পরিশোধিত মধুর কিছু নহর; আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে সর্বপ্রকার ফলের বিপুল পরিমাণ এবং (রয়েছে) তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত।

(মুত্তাকীরা কি হতে পারে) ঐলোকদের মত যারা জাহান্নামে চিরস্থায়ী হবে, আর যাদের পান করান হবে অত্যুষ্ণ পানি, অনন্তর তা ছিন্নভিন্ন করবে তাদের নাড়িভুঁড়ি।

আর তাদের মধ্য হতে একদল এমন যে, তোমার কথা শ্রবণ করে; পরে যখন বের হয় তারা তোমার নিকট হতে তখন বলে তারা তাদেরকে লক্ষ্য করে, দান করা হয়েছে যাদেরকে ইলম, কী বললেন ইনি এই মাত্র? ওরাই ঐ লোক, মোহর মেরে দিয়েছেন আল্লাহ যাদের অন্তরে, আর অনুসরণ করেছে তারা নিজেদের খাহেশাত। আর যারা হিদায়াত গ্রহণ করেছে, বাড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাদের হেদায়াত, আর দান করেছেন তাদেরকে তাদের তাকওয়া ।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وكأين من قرية (আর কত জনপদ); এটি كأين এর প্রত্যক্ষ প্রতিশব্দ যা শায়খুলহিন্দ (রহ) গ্রহণ করেছেন। থানবী (রহ) উদ্দেশ্যগত প্রতিশব্দরূপে, 'বহু' লিখেছেন। আয়াতে অতীত-বাচক শব্দ না থাকলেও বাস্তবতার কারণে উভয়ে 'ছিল' যুক্ত করেছেন।

أخرجتك (বের করে দিয়েছে); বহিষ্কার/বিতাড়িত করেছে, ঘর থেকে বেঘর করে দিয়েছে, গৃহছাড়া করেছে। শেষেরটি থানবী (রহ) গ্রহণ করেছেন জুলুমের প্রকটতা প্রকাশ করার জন্য। তবে শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমাটি শব্দানুগ, যা কিতাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

একটি বাংলা তরজমায়, 'উহারা তোমার যে জনপদ হইতে তোমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অতিশক্তিশালী কতজনপদ ছিল, আমি উহাদিগকে ধ্বংস করিয়াছি'।

এ তরজমার প্রধান ত্রুটি এই যে, من قريتك এর تعلق হচ্ছে أشد এর সঙ্গে, অথচ তরজমায় তার تعلق হয়েছে أخرجتك এর সঙ্গে। দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, আয়াতে إخراج এর إسناد হচ্ছে قريتك এর দিকে, আর أهلكنا এর مفعول হচ্ছে أهل القرية, এর নিজস্ব বালাগতি সৌন্দর্য রয়েছে যা রক্ষা করা দরকার।

আরেকটি তরজমায়, 'যে জনপদ আপনাকে বহিষ্কার করেছে তার চেয়ে কত শক্তিশালী জনপদ আমি ধ্বংস করেছি', এখানে শব্দসংখ্যা অকেক্ষাকৃত কম, এবং إخراج এর إسناد অক্ষুণ্ন রয়েছে, কিন্তু إهلاك এর مفعول পরিবর্তিত হয়ে গেছে। থানবী (রহ)ও إخراج এর إسناد রক্ষা করেননি।

(খ) فمن كان على بينة। এখানে من এর শব্দগত ও অর্থগত তারতম্য তরজমায় রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কারণ তাতে আয়াতের বক্তব্যে অস্পষ্টতা আসে, সুতরাং كان ও اتبعوا উভয় ক্ষেত্রে হয় من এর শব্দগত দিক, কিংবা অর্থগত দিক রক্ষা করতে হবে। থানবী (রহ) অর্থগত দিক রক্ষা করেছেন। একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার পক্ষ হতে আগত

নিদর্শন অনুসরণ করে সে কি তার সমান যার কাছে তার মন্দ কর্মকে শোভনীয় করা হয়েছে'। এখানে শব্দগত দিক রক্ষিত হলেও على بينة এর تعلق হয়েছে উহ্য اتبع এর সঙ্গে, যা ঠিক নয়, কারণ এর ব্যবহার على যোগে নয়। মূলরূপটি হলা-

أفمن كان مستقيما أو ثابتا على بينة من ربه

(গ) مثل الجنة التي... তরজমায় কোন্ তারকীবটি অনুসৃত হয়েছে তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। أنهار এর বহুবচনত্ব বিবেচনা করা দরকার যেমন উভয় শায়খ তা রক্ষা করেছেন।

(ঘ) من كل الثمرات এর তরজমা কেউ করেছেন, 'বিবিধ ফলমূল'- তাতে ফলফলাদির বিভিন্নতা বোঝা যায়। আর কেউ করেছেন, রকমারি ফলমূল- তাতে প্রকারবৈচিত্র বোঝা যায়, কিন্তু সমগ্রতা বোঝা যায় না; উভয় শায়খ তা রক্ষা করেছেন।

(ঙ) فقطع أمعاءهم (অনন্তর তা ছিন্নভিন্ন করবে তাদের নাড়িভুঁড়ি) থানবী (রহ) লিখেছেন, 'টুকরো টুকরো করে ফেলবে', শায়খুল -হিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'কেটেকুটে ফেলবে'- এদু'টি মূলের অধিকতর নিকটবর্তী, তবে বাংলায় এক্ষেত্রে 'ছিন্নভিন্ন' শব্দটি অধিকতর ব্যবহৃত। 'ছিঁড়েছুঁড়ে ফেলবে' এটিও ব্যবহৃত।

(চ) وءاتهم تقواهم (আর দান করেন তাদেরকে তাদের তাকওয়া) এটি থানবী রহ-এর তরজমা। ইযাফাতের উদ্দেশ্য হল, জীবনে তাওকওয়ার অনিবার্যতা প্রকাশ করা। সেই সূত্রে কেউ লিখেছেন, দান করেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় তাকওয়া। এভাবে লিখলে উভয় দিক রক্ষা হয়, 'তাদের (প্রয়োজনীয়)...'

أسئلة

١- ماذا تعرف عن 'كأين'؟

٢- اشرح كلمة أين .

٣- أعرب قوله : كأين من قرية .

٤- اشرح قوله : ولهم فيها من كل الثمرات .

٥- قطع أمعاءهم এর তরজমা আলোচনা কর

٦- إسناد إخراج এর অক্ষুণ্ন রেখে এবং পরিবর্তন করে তরজমা কর

(٤) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ إِنَّ
ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَـٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
ٱلْهُدَى ۙ ٱلشَّيْطَـٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لِلَّذِينَ كَرِهُوا۟ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ
فِى بَعْضِ ٱلْأَمْرِ ۖ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا
تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ ﴿٢٧﴾
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُوا۟ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكَرِهُوا۟ رِضْوَٰنَهُۥ
فَأَحْبَطَ أَعْمَـٰلَهُمْ ﴿٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم
مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَـٰنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ
لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ
ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَـٰلَكُمْ ﴿٣٠﴾ (محمد : ٤٨ : ٢٤ – ٣٠)

بيان اللغة

سوّل له الشيطان كذا : زين له أن يفعل ذلك .

سوّلت له نفسه كذا : زينته له وسهلته له، و هوّنته ،

يقال : هذا من تسويلات النفس أو الشيطان: أي من تزييناته/ ها .

أملى : أملاه الله وله : أمهله (من الناقص الواوي) .

ضَغن ، ضِغن : الحقد الشديد، وجمعه أضغان

السيماء والسيمى : العلامة

لحن القول : اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري؛لحن في قراءته أو في كلامه : أخطأ في الإعراب وخالف وجه الصواب .

بيان الإعراب

الشيطن سول لهم : الجملة خبر الموصول .

أن لن يخرج الله أضغانهم : أن هذه مخففة من الثقيلة؛ واسمها ضمير الشأن، والجملة خبرها؛ وان وما في حيزها قامت مقام مفعولي حسب .

و لو نشاء : لو حرف امتناع لامتناع، نشاء مضارع بمعنى الماضي، واللام في لأرينكهم واقعة في جواب لو، واللام في لتعرفنهم واقعة في جواب قسم مقدر .

الترجمة

তো এরা কি ভাবে না কোরআনকে, নাকি অন্তরে রয়েছে অন্তরের তালা। নিঃসন্দহে যারা ফিরে গেছে আপন পৃষ্ঠদেশের উপর প্রকাশ পাওয়ার পর তাদের জন্য সরল পথ; শয়তান লোভনীয় করেছে (বিষয়টি) তাদের জন্য, এবং মিথ্যা আশা দেয় তাদেরকে।

এটা এজন্য (হয়েছে) যে, বলে তারা ঐ লোকদের উদ্দেশ্যে যারা (আল্লাহর বিধান) অপছন্দ করে, (বলে যে,) অবশ্যই আনুগত্য করব আমরা তোমাদের, কিছু বিষয়ে, কিন্তু আল্লাহ্ জানেন তাদের গোপন কথা বলা।

তো কেমন হবে যখন কবয্ করবেন তাদের (জান) ফিরেশতাগণ থাপড়াতে থাপড়াতে তাদের মুখে ও পিঠে! তা এজন্য (হবে) যে, তারা অনুসরণ করেছে ঐ (পথ ও পন্থা) যা রুষ্ট করে আল্লাহ্কে, আর অপছন্দ করেছে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি, ফলে বরবাদ করেছেন তিনি তাদের আমল।

না কি ধারণা করেছে ঐ লোকেরা যাদের অন্তরে রয়েছে ব্যাধি যে, কিছুতেই ফাঁস করবেন না আল্লাহ্ তাদের (অন্তরের) বিদ্বেষ। আর যদি চাইতাম আমি তাহলে অবশ্যই দেখিয়ে দিতাম আপনাকে তাদের (স্বরূপ) আর তখন অবশ্যই চিনতে পারতেন আপনি তাদেরকে তাদের মুখাবয়ব দ্বারা; তবে অবশ্যই চিনতে পারবেন আপনি তাদের বাক-ভঙ্গিতে। আর জানেন আল্লাহ্ তোমাদের আমলসমূহ।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أفلا يتدبرون القرآن (তো এরা কি ভাবে না কোরআনকে?)

শায়খায়ন القرآن এর তরজমায় مفعـــول এর কাঠামোটি অক্ষুণ্ণ রাখেননি, তারা লিখেছেন, তো এরা কি কোরআন সম্পর্কে/ সম্বন্ধে চিন্তা/ ধ্যান করে না।

মূল কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হলে সেটা করাই সঙ্গত, যেমন কিতাবে করা হয়েছে।

تدبر এর মধ্যে গভীরতা ও মনোনিবেশের দিক রয়েছে, এজন্য কোন কোন বাংলা তরজমায় আছে গভীরভাবে/ মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না?

তবে مطلق শব্দ إطـــلاق দ্বারাও সর্বোচ্চ স্তর প্রকাশ করে থাকে, বিশেষণের প্রয়োজন পড়ে না। অবশ্য এখানে বিশেষণ যোগ করার সুযোগ রয়েছে। 'কোরআন সম্পর্কে তাদাব্বুর করে না!' এরূপ তরজমাও হতে পারে।

أم على قلوب أقفالُها (নাকি অন্তরে রয়েছে অন্তরের তালা)

এখানে قلوب এর দিকে اقفـــال এর إضـــافة, এর মধ্যে সম্ভবত এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, দিলের কিছু অবস্থা বা حـــالات ই হচ্ছে দিলের তালা, যা দিলের মধ্যে কল্যাণের প্রবেশকে রোধ করে। তাই তরজমায় إضافة টি রক্ষা করা হয়েছে। তবে আরবীভাষার যমীর-সৌন্দর্য রক্ষা করা সম্ভব নয় বলে তদস্থলে দু'টি 'অন্তর' দ্বারা একটা ছন্দ-সৌন্দর্য তৈরীর চেষ্টা করা হয়েছে।

থানবী (রহ) লিখেছেন, নাকি দিলগুলোতে তালা লাগছে।

قلوب এর تنكير দ্বারা উদ্দেশ্য সম্ভবত তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা যে, এগুলো আসলে মানুষের দিলই নয়। অন্যভাষায় এমন সৌন্দর্য রক্ষা করার সুযোগ কম। *'নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ'*, এখানে আয়াতের বালাগাতি সৌন্দর্যে ছায়া পড়েনি।

(খ) إن الذين ارتدوا علـــى .... (নিঃসন্দেহে যারা ফিরে গেছে তাদের পৃষ্ঠদেশের উপর) এ তরজমা করা হয়েছে মূল তারকীব ও শব্দ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস থেকে। সরল তরজমা, *'যারা পিঠ দেখিয়ে সরে যায়, সরল পথ তাদের সামনে সুস্পষ্ট হওয়ার পরও...'*

একটি তরজমায় আছে, 'যারা সোজা/ সরল/সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে/ উহা পরিত্যাগ করে...

ارتداد على الأدبـار এর মূল কথাটি অবশ্য পরিত্যাগ করা, তবে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা বা পিঠ দেখিয়ে সরে যাওয়া- এর মধ্যে মূলের 'চিত্রকল্পটি' রক্ষিত হয়।

(গ) سول لهم وأملى لهـم *(শয়তান তাদের জন্য লোভনীয় করেছে এবং তাদের জন্য দুরাশা তৈরী করেছে);* 'তাদের জন্য স্বপ্নজাল বুনেছে', এটা হতে পারে।

لهـم কে পরিবর্তন করে তরজমা করা যায়, 'শয়তান তাদের 'ভালো' বুঝিয়েছে এবং দূরাশা দেখিয়েছে'।

একটি তরজমায় আছে, 'শয়তান তাদেরকে (তাদের কাজ) শোভনীয়/ সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।'

দ্বিতীয় অংশের একটি তরজমা, 'তাদেরকে আলোর আলেয়া দেখায়' কালামুল্লাহর তরজমায় এটা শোভন নয়।

(ঘ) .... فكيف إذا توفتهم (তো কেমন হবে যখন...)

লাঞ্ছনার দিকটি প্রকাশ করার জন্য 'থাপড়াতে থাপড়াতে' আনা হয়েছে। সুশীলতা রক্ষার জন্য বলা যায় 'আঘাত করে করে'। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তরজমা হতে পারে, 'কেমন হবে যখন ফিরেশতারা তাদের জান কবয করবে চরম যিল্লতি ও লাঞ্ছনার সঙ্গে....।

একজন লিখেছেন, কেমন হবে তাদের দশা...।

(ঙ) بسيماهم (তাদের মুখাবয়ব দ্বারা) থানবী (রহ) 'হুলিয়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) ব্যবহার করেছেন 'চেহারা' শব্দটি। বাংলা তরজমায় কেউ কেউ লক্ষণ শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

(চ) لأريـنكهم এর তরজমা 'পরিচয় করানো' দ্বারা করার দরকার নেই, শাব্দিকতা রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়, যেমন শায়খুলহিন্দ (রহ) করেছেন।

থানবী (রহ) লিখেছেন, তাদের 'পূর্ণ ঠিকানা' বলে দিতাম, কিন্তু এরূপ দূরবর্তী তরজমার প্রয়োজনীয়তা নেই।

أسئلة

١- اشرح كلمة سول .
٢- ماذا تعرف عن اللحن ؟
٣- الشيطن سول لهم ، ما هي مكانة هذه الجملة في الإعراب؟
٤- أن لن يخرج الله .... ما هي حقيقة أن هذه ؟
٥- ارتداد على الأدبار এর তরজমা আলোচনা কর
٦- سيماهم এর তরজমা কে কী করেছেন?

(٥) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴿١﴾ لِّيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن
ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا
مُّسْتَقِيمًا ﴿٢﴾ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿٣﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ
ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَٰنًا مَّعَ إِيمَٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ
جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾
لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ
خَٰلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عِندَ ٱللَّهِ
فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٥﴾ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ
وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ
عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾ (الفتح : ٤٨ : ١ — ٦)

بيان اللغة

عزيزا : عز (ض، عِزًّا ، عِزَّة) صار عزيزا، أي محبوبا و كريمـا؛ وصـار عزيزا، أي قويا ذا قوة وسَطْوة وغَلَبة .

عزيز : قوي ، ذو قوة وغلبة، الذي يَقْهَر ولا يُقهر .

العزة : الغلبة والقوة .

دائرة : التي تدور؛ وتسمى المصيبة دائرة، لأنها تدور بالإنسان .

بيان الإعراب

ليغفر : يتعلق بـــ : فتحنا، من ذنبك ، يتعلق بمحذوف، هو حال مـــن المفعول به الذي هو الموصول، وهو يبين المعنى المراد بالموصول .

مع إيمانهم : ظرف لمحذوف هو نعت لـــ : إيمانا، أي ليزدادوا إيمانا ثابتا مع إيمانهم .

لبدخل المؤمنين : قال أبو حيان : والذي يظهر أنها تتعلق بمحذوف يدل عليه الكلام، لأن قوله تعالى : ولله جنود السموت والأرض دليـــل على أنه تعالى يبتلي بتلك الجنود من شاء ليدخل المؤمنين جنـــات ويعذب الكفار؛ فاللام تتعلق بـــ : يبتلي هذه .

ظن السوء : هو مفعول مطلق لشبه الفعل الظانين. والسوء بفتح السين معناه الذم، وبضمها معناه العذاب والهزيمة والشر؛ وهو مصدر وقع نعتا، أي يظنون بالله ظنا سيئا؛ فهو في الأصل إضافة الموصوف إلى الصفة .

دائرة السوء : مبتدأ مؤخر، والجملة دعائية؛ والدائرة في الأصل الخـــط المحيط بالمركز، ثم استعملت في الحادثة المحيطة بالرجل . وإضـــافة الدائرة إلى السوء من إضافة العام إلى الخاص .

الترجمة

নিঃসন্দেহে আপনাকে আমি সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি, যাতে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ আপনাকে, আপনার ঐ সকল ত্রুটি যা অগ্রে ঘটেছে এবং যা পরে ঘটবে, এবং (যাতে) পূর্ণ করে দেন তিনি তাঁর নেয়ামত

আপনার প্রতি এবং (যেন) পরিচালিত করেন আপনাকে সরল পথে, এবং (যেন) সাহায্য করেন আল্লাহ্ আপনাকে প্রবল সাহায্য।
তিনিই ঐ সত্তা যিনি অবতারণ করেছেন মুমিনদের অন্তরে 'সাকীনা', যাতে সমৃদ্ধ হয় তারা তাদের ঈমানের সঙ্গে নতুন ঈমানের দিক থেকে। আর আল্লাহ্‌রই জন্য আসমানসমূহের এবং যমীনের সমস্ত লশকর। আর আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, মহাপ্রজ্ঞাময়।
(লশকর দ্বারা তিনি পরীক্ষা করেন) যাতে দাখেল করেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের (জান্নাতের) এমন বাগবাগিচায় যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, যেখানে চিরকাল থাকবে তারা, আর (যাতে) মুছে দেন তাদের (আমলনামা) থেকে তাদের বদআমলসমূহ, আর সেটাই আল্লাহর নিকট বিরাট কামিয়াবি। আর (যাতে) আযাব দেন তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদের এবং মুশরিক পুরুষ ও মুষরিক নারীদের যারা আল্লাহর বিষয়ে ধারণা রাখে মন্দ ধারণা। পড়ুক তাদের উপর অমঙ্গলের ঘেরাও; আর ক্রুদ্ধ হয়েছেন আল্লাহ তাদের উপর এবং অভিশাপ দিয়েছেন তাদেরকে এবং প্রস্তুত করেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম, আর তা কত না নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল!

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إنا فتحنا لك فتحا مبينا (নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি); এটি থানবী (রহ) এর তরজমা, তিনি 'খুল্লম খোল্লা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

فتح এর শাব্দিক অর্থ খুলে দেয়া, বিজয়ীর জন্য শহরের দরজা খুলে দেয়া হয় বলে فتح এর অন্য অর্থ হল বিজয়।

শায়খুলহিন্দ (রহ) তরজমা করেছেন, 'আমি ফায়ছালা করে দিয়েছি তোমার অনুকূলে পরিষ্কার ফায়ছালা।'

তিনি সম্ভবত ভেবেছেন, হোদায়বিয়ার সন্ধি দ্বারা আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়ের ফায়ছালা হয়েছে; বিজয় তখনো হয়নি; বিজয় তো অর্জিত হয়েছে পরবর্তীকালে মক্কায়। কিন্তু কোরআনে যেহেতু فتح শব্দটি এসেছে সেহেতু 'বিজয়' বলাই উত্তম।

(খ) ليغفر لك الله (যাতে ক্ষমা করে দেন আল্লাহ্ আপনাকে)
শাব্দিকতা বা তারকীবানুগতা রক্ষার জন্য বলা যায়, 'যাতে ক্ষমা করেন আল্লাহ আপনার অনুকূলে'।

(গ) ما تقدم من ذنبك وما تـأخر (আপনার ঐ সমস্ত ত্রুটি যা অগ্রে ঘটেছে এবং যা পরবর্তীকালে ঘটবে); এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তারকীবানুগ তরজমা। আরো তারকীবানুগ তরজমা হল, *'যাতে ক্ষমা করেন আল্লাহ আপনার জন্য যা অগ্রবর্তী হয়েছে আপনার ত্রুটি থেকে এবং যা পরবর্তী হয়েছে।'*

থানবী (রহ) সরল তরজমা করেছেন, 'যাতে আল্লাহ্ আপনার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ মাফ করে দেন।'

'আগিলা-পিছিলা গোনাহখাতা', এটি সুন্দর তরজমা। কিতাবের তরজমায় تقدم وتأخر এর কালগত পার্থক্য চিন্তা করার বিষয়।

(ঘ) وينصـرك الله نصـرا عزيـزا (আর যাতে সাহায্য করেন আল্লাহ আপনাকে প্রবল সাহায্য)

কেউ কেউ 'বলিষ্ঠ সাহায্য' লিখেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ), 'যাতে আল্লাহ তোমাকে মদদ করেন যবরদস্ত মদদ।'

থানবী (রহ), 'যাতে আল্লাহ আপনাকে এমন আধিপত্য দান করেন যাতে রয়েছে শুধু মর্যাদা, আর মর্যাদা, (কিংবা প্রতাপ আর প্রতাপ)।

এটি মূল থেকে দূরবর্তী তরজমা। আধিপত্য হচ্ছে نصـرة (বা মদদ ও সাহায্য)-এর ফল, মর্যাদা সম্পর্কেও একই কথা, অর্থাৎ সেটাও আল্লাহর পক্ষ হতে প্রবল সাহায্যের ফল।

(ঙ) ليـزدادوا (যাতে সমৃদ্ধ হয় তারা, তাদের ঈমানের সঙ্গে নতুন ঈমানের দিক থেকে)

إيمانـا শব্দটি মূলত ازديـاد এর فاعـل ছিলো, যাকে تمييـز এ রূপান্তরিত করা হয়েছে; তো তামীযের দিকটি বিবেচনা করে এ তরজমা করা হয়েছে। থানবী (রহ) মূল তারকীব অনুসারে লিখেছেন, 'যেন তাদের পূর্ববর্তী ঈমানের সঙ্গে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়।'

আরো সরল তরজমা, 'যেন তাদের পূর্ব থেকে বিদ্যমান ঈমান/ পূর্ববর্তী ঈমান আরো বেড়ে যায়।'

(চ) ويكفـر عنـهم ... থানবী (রহ) ভাব তরজমা করেছেন, 'যেন তাদের গোনাহ দূর করে দেন।'

'মুছে দেন/ মোচন করে দেন/ বিলুপ্ত করে দেন', এসব হতে পারে।

(ছ) عليهم دائرة السوء (তাদের উপর পড়ুক অমঙ্গলের ঘেরাও)
دائـــرة এর শাব্দিক অর্থ হলো কেন্দ্রকে বেষ্টনকারী বৃত্ত। তা থেকে এ তরজমা করা হয়েছে।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'তাদের উপর আসছে মন্দ সময়', এটি ভাব তরজমা।

أسئلة

(١) ما معنى دائرة الحقيقيّ والمجازي، وما الوجه الجامع بينهما؟
(٢) ما معنى ساء وسيئـــة؟
(٣) بم يتعلق قوله ليدخل المؤمنين؟
(٤) ما إعراب مصيرا؟
(٥) ما تقدم من ذنبك وما تأخر এর তরজমা আলোচনা কর
(٦) وينصرك الله نصرا عزيزا এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾ سَيَقُولُ
لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا
فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ
فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًۢا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۢا ﴿١١﴾ بَلْ
ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ
أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ
وَكُنتُمْ قَوْمًۢا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ

فَإِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ سَعِيرٗا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿١٤﴾ (الفتح : ٤٨ : ١٠ – ١٤)

بيان اللغة

نكث العهد أو اليمين (ن، نَكْثاً) : نَبذَ ونقَضَ .

خلف فلانا ، أَخَّرَه ، جعله خَلْفَه؛ جعله خليفَته .

أهلون : جمع أهل .

بورا : بار شيء (ن، بَوْرًا، بَوارًا) : هلك؛ كسد وتعطل

بارت الأرض : لم تُعمَر؛ أو تُرِكت سنة لِتُزرَعَ من قابل .

بار العمل : لم يتحقق المقصود منه .

و بُوّر يحتمل أن يكون مصدرا يوصف به المفرد المذكر والمؤنث والمثنى والجمع منهما؛ ويحتمل أن يكون جمعَ بائر .

بيان الإعراب

الذين يبايعونك ، الموصول اسم إن؛ وإنما كافة ومكفوفة، وجملة يبايعون الله خبر إن الأولى .

عليهُ الله : ضمت الهاء مع أنها تكسر مع الياء، لمجيء سكون بعدها، فيجوز الضم والكسر .

من الأعراب : متعلق بمحذوف حال من ضمير المخلفون .

والفاء في فاستغفر نتيجة وسببية جاءت لربط المسبب بالسبب .

ومفعول استغفر محذوف لأنه معلوم .

من الله: حال من فاعل يملك، أي من يملك لكم شيئا، مانعا إياكم من

الله؛ وجواب إن أراد محذوف دل عليه ما قبله، أي فمن يملك ...

بل كان الله... : بل حرف اضراب، للانتقال من موضوع إلى آخر .

بل ظننتم : بل حرف إضراب، أضرب (أي انتقل) عن بيان بطلان اعتذارهم إلى بيان ما حملهم على التخلف .

أن لن ينقلب : أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن .

ومن لم يؤمن بالله ورسوله : لم يؤمن بالله صلة وشرط ، والجواب محذوف، أي فهو خاسر؛ وفاء فإنا أعتدنا تعليلية؛ والجملة الشرطية خبر من؛ أو جواب الشرط هو الخبر .

الترجمة

নিঃসন্দেহে যারা আপনার হাতে বাই'আত করছে তারা তো আল্লাহরই হাতে বাই'আত করে। (কারণ) আল্লাহর হাত রয়েছে তাদের হাতের উপর। সুতরাং যে ভঙ্গ করবে (বাই'আত) মূলত ভঙ্গ করবে সে নিজেরই বিপক্ষে, আর যে ঐ বিষয়টি পূর্ণ করবে যার উপর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে আল্লাহকে, অতিসত্বর দান করবেন তিনি তাকে বিরাট আজর।

অচিরেই বলবে আপনাকে বেদুঈনদের মধ্য হতে 'পশ্চাতে নিক্ষিপ্তরা', ব্যস্ত রেখেছে আমাদেরকে আমাদের সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজন, সুতরাং ইসতিগফার করুন আমাদের জন্য। বলে এরা নিজেদের মুখে, যা নেই এদের অন্তরে।

বলুন আপনি, তাহলে কে কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে তোমাদের জন্য আল্লাহর মুকাবেলায়, যদি ইচ্ছা করেন তিনি তোমাদের বিষয়ে কোন ক্ষতি করার, কিংবা ইচ্ছা করেন তোমাদের বিষয়ে কোন উপকার করার? বরং আল্লাহ তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবগত; বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, কিছুতেই ফিরে আসবে না রাসূল ও মুমিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে কখনো, আর এ ধারণাটি শোভন করা হয়েছিল তোমাদের অন্তরে; আর তোমরা ধারণা করেছিলে মন্দ ধারণা; আর তোমরা হয়ে গেলে ধ্বংসমুখী সম্প্রদায়। আর যে আল্লাহর ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, (সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে,) কারণ আমি তৈরী করে রেখেছি কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত আগুন।

আর সমস্ত আসমান ও যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই জন্য, মাফ করেন তিনি যাকে ইচ্ছা করেন এবং আযাব দেন যাকে ইচ্ছা করেন, আর আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, বড় দয়াশীল।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن الذين يبايعونك (নিঃসন্দেহে যারা আপনার হাতে বাই'আত করছে তারা আসলে আল্লাহর হাতে বাই'আত করে)

يبايعون এর مفعول بـه কে তরজমায় অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব নয়। কোন না কোন শব্দ সংযোজন করতে হবে।

শায়খায় লিখেছেন যারা আপনার কাছে বাইআত করে.....

বাইআতের সঙ্গে হাতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, তাই কিতাবের তরজমায় 'হাতে' শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে।

إنما দ্বারা হাকীকতের দিকে ইশারা করা উদ্দেশ্য। তাই বাংলা তরজমায় 'আসলে' শব্দটি আনা হয়েছে।

থানবী (রহ) আসলে শব্দটি বন্ধনীতে এনেছেন, কিন্তু বন্ধনীর প্রয়োজন নেই। কারণ إنما থেকেই তা অনুভূত হয়।

(খ) فمن نكث فإنما ينكث على نفسه (সুতরাং যে ভঙ্গ করবে [বাই'আত], মূলত ভঙ্গ করবে সে নিজেরই বিপক্ষে); বন্ধনীতে ينكث এর مفعول بـه উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূরবর্তী কারীনার কারণে উহ্য রয়েছে। على বিপক্ষতা বোঝায়, তাই তরজমা করা হয়েছে যে, বাই'আত ভঙ্গ করার ফল তার বিপক্ষেই যাবে।

থানবী (রহ) এর তরজমা, '*তার শপথভঙ্গের পরিণতি তারই উপর আপতিত হবে*'। কেউ লিখেছেন, 'তার শপথভঙ্গের পরিণতি তাকেই ভোগ করতে হবে।' এ দু'টো ভাল তরজমা।

'*অতপর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণতি তাহারই*', মূল থেকে বিচ্যুতির পরো তরজমাটা স্পষ্ট হয়নি।

(গ) المخلفون من الأعراب (বেদুঈনদের মধ্য হতে পশ্চাতে নিক্ষিপ্তরা) এ তরজমা তারকীবানুগ। اسم المفعول থেকে বোঝা যায়, কোন অপশক্তি তাদের পিছনে রেখেছিল; তরজমায় তা উঠে এসেছে; থানবী (রহ) এর সরল তরজমা, যে বেদুঈনরা পিছনে রয়ে গেছে তারা.....

এভাবেও বলা যায়, 'পিছনে থেকে যাওয়া বেদুঈনরা.....'
একটি তরজমা, 'মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে...' মূলকে এভাবে পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা এখানে নেই।

(ঘ) يقولون بألسنتهم ما ليس في.. (বলে এরা নিজেদের মুখে যা নেই এদের অন্তরে); সরল তরজমা, এরা নিজেদের মুখে যা বলে তা এদের অন্তরে নেই।

একজন লিখেছেন, 'এদের মুখের কথা আর মনের কথা এক নয়', বক্তব্যটি ঠিক আছে, কিন্তু কালামুল্লাহর তরজমায় মূলের যথাসম্ভব অনুসরণ অপরিহার্য।

(ঙ) شغلتنا أموالنا... থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আমাদের 'ধনজন' আমাদেরকে ফুরসতই নিতে দেয়নি', مثبت এর তরজমা منفي দ্বারা করার তেমন প্রয়োজন ছিল না।

একটি তরজমা, ধন-জন আমাদের ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিল/ ব্যতিব্যস্ত রেখেছিল, দ্বিতীয় শব্দটি চলতে পারে।

একজন লিখেছেন, 'আমরা আমাদের ধনসম্পদ ও পরিবার পরিজনের তত্ত্বধানে ব্যস্ত ছিলাম, এই পরিবর্তনেরও প্রয়োজন ছিল না।

(চ) فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا *(তাহলে কে কোনকিছু করার ক্ষমতা রাখে তোমাদের জন্য আল্লাহর মোকাবেলায়, যদি ইচ্ছা করেন তিনি তোমাদের বিষয়ে কোন ক্ষতি করার, কিংবা ইচ্ছা করেন তোমাদের বিষয়ে কোন উপকার করার?)*

কতিপয় তরজমায় إن أراد بكم এর দীর্ঘ অংশটি আগে এনে বলা হয়েছে, *'আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি করতে বা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে পারে?'*

এ তরজমার কিছু ত্রুটি–

(১) আয়াতের তারতীবে অতিপরিবর্তন (২) أراد بكم এর تكرار বাদ যাওয়া,(অথচ এখানে এর নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে) (৩) لكم ও شيئا এর তরজমা বাদ যাওয়া।

তাছাড়া এখানে ভাষাগত ত্রুটিও রয়েছে। যেমন–

(৪) 'ক্ষতি করতে বা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করলে...' এখানে 'করতে' শব্দটি অতিরিক্ত। 'ক্ষতি বা মঙ্গল সাধন' অথবা 'ক্ষতিসাধন বা মঙ্গলসাধনের' হতে পারত। আর 'ক্ষতি'র বিপরীতে 'উপকার' অধিক উপযোগী ছিল।

أسئلة

١- اشرح كلمة نكث .

٢- ماذا تعرف عن كلمة بور .

٣- أعرب قوله فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ،

٤- ما إعراب من الله في قوله : فمن يملك من الله ؟

٥- 'যারা আপনার হাতে বাই'আত করছে', এখানে 'হাতে' শব্দটি যুক্ত করার যৌক্তিকতা কী

٦- المخلفون من الأعراب এর তরজমা পর্যালোচনা কর

(٧) ۞ لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ
فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ
لَكُمْ هَٰذِهِۦ وَكَفَّ أَيْدِىَ ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً
لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ
تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَٰتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوَلَّوُا۟ ٱلْأَدْبَٰرَ ثُمَّ لَا
يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى قَدْ خَلَتْ مِن
قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ (الفتح : ٤٨ : ١٨ – ٢٣)

بيان اللغة

أثابه : أعاده؛ أثابه شيئا : كافأه وجازاه؛ قال الإمام الراغب : أصل

الثوب الرجوع، فالثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله .

مغانم : غنم شيئا (س، غَنْمًا) : فاز به وناله بلا بدل ومشقة .

غنم (س، غُنْمًا، غَنَما، غَنِيمَةً) : أصاب غنيمة .

غُنْمٌ: الفوز بالشيء بلا مشقة؛ والغُنْم الغَنيمة، وجمعه غُنوم .

والغنيمة : ما يؤخذ من الأعداء قهرا، والجمع غَنائِم؛ و المَغْنَم الغنيمة، والجمع مَغانم .

سنة : سن الطريق (ن، سَنًّا) : سار فيها؛ سن سنة/ طريقة : وضعها، ابتدأ أمراً عمل به قوم من بعده ،

والسَّنَنُ الطريقة؛ يقال : استقام فلان على سنن واحد، أي على طريقة واحدة .

سنة : سيرة، طريقة، طبيعة، شريعة .

سنة الله : حُكْمه ونِظامه في خلقه .

سنة النبي صلى الله عليه وسلم : ما ينسب إليه من قول أو فعل أو تقرير؛ والسنة (من الأعمال) عمل دون الفرض و الواجب .

بيان الإعراب

إذ يبايعونك : إذ هنا ظرف لـ : رضي، ويبايعونك مضاف إليها الظرف؛ وكان المقام يقتضي الفعل الماضي، ولكن عدل عنه إلى المضارع لاستحضار الأمر.

فعلم : الجملة معطوفة على يبايعونك الذي هو بمعنى الماضي .

مغانم : معطوفة على : فتحا قريبا .

ولتكون آية للمؤمنين : الواو عاطفة عطف بها 'لتكون' على مقدر، أي لتشكروه ولتكون، والجار متعلق بـ : كف

وأخرى : معطوفة بالواو على 'هذه'، أي : فجعل لكم هـــذه المغـــانم

ومغانم أخرى؛ وجملة لم تقدروا عليها، صفة لـــ : أخرى .

وجملة قد أحاط الله بها استئنافية؛ ويجوز في أخرى الموصـــوفة أن

تكون مبتدأ، وجملة قد أحاط الله بها خبرا .

سنة الله : مفعول مطلق مؤكد ، أي سن الله غلبة أنبيائه سنة .

الترجمة

অতিঅবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন আল্লাহ মুমিনদের প্রতি যখন বাই'আত করছিল তারা আপনার হাতে বৃক্ষটির নীচে; অনন্তর জেনেছেন তিনি ঐ (অস্থিরতার) বিষয় যা ছিল তাদের অন্তরে; তাই নাযিল করেছেন তিনি সাকীনা তাদের উপর এবং পুরস্কার দিয়েছেন তাদেরকে একটি তাৎক্ষণিক বিজয়, এবং বহু গনীমতের মাল যা হস্তগত করছিল তারা; আর আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী, মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী।

আর ওয়াদা করেছেন তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ বহু গনীমতের, যা হস্তগত করবে তোমরা। অনন্তর তাড়াতাড়ি দান করেছেন তিনি তোমাদেরকে এটি; আর ফিরিয়ে রেখেছেন মানুষের হাত তোমাদের থেকে, (যাতে তোমরা শোকর কর), আর যেন এটা হয় মুমিনদের জন্য নিদর্শন; আর যেন পরিচালিত করেন তিনি তোমাদের, সরল পথে। এবং রয়েছে আরো একটি, যার উপর তোমরা (এখনো) দখল অর্জন করনি, তবে আল্লাহ তা বেষ্টন করেছেন। কারণ আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আর যদি লড়াই করত ঐ লোকেরা যারা কুফুরি করেছে তাহলে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। অতপর পেত না তারা কোন অভিভাবক এবং না কোন সাহায্যকারী।

এটাই আল্লাহর বিধান, যা প্রথম থেকে চলে আসছে, আর কিছুতেই পাবে না তুমি আল্লাহর বিধানে কোন রদবদল।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) تحت الشجرة (বৃক্ষটির নীচে); কোরআন যাদের সম্বোধন করছিল, যেহেতু বৃক্ষটি তাদের নিকট পরিচিত ছিল সেহেতু معرفة ব্যবহার করে تحت الشجرة বলা হয়েছে; একই কারণে

তরজমায় 'টি' ব্যবহার করা হয়েছে, বৃক্ষের নীচে বা বৃক্ষতলে দ্বারা নির্দিষ্টতা সাব্যস্ত হয়, তবে অনির্দিষ্টতারও সম্ভাবনা থাকে।

(খ) فعلم ما في قلوبهم (অনন্তর তিনি জেনেছেন ঐ [অস্থিরতার] বিষয় যা তাদের অন্তরে ছিল)

বন্ধনীতে ما এর উদ্দিষ্ট অর্থটি নির্দেশ করা হয়েছে, কোরায়শের শর্ত মেনে সন্ধি করার কারণে ছাহাবা কেরামের ঈমানি জোশের মধ্যে যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছিল সেটা বলা হয়েছে।

শায়খায়ন সাধারণ তরজমা করেছেন, 'তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল তা তিনি জেনেছেন।'

(গ) فتحا قريبا (তাৎক্ষণিক বিজয়) অর্থাৎ মক্কাবিজয়ের পূর্বে খায়বার -বিজয়, যা হোদায়বিয়ার সন্ধির পরপর অর্জিত হয়েছিল।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন 'নিকটবর্তী বিজয়'।

থানবী (রহ) যা লিখেছেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'নগদ বিজয়'।

একজন লিখেছেন, আসন্ন বিজয়, কিন্তু أثـاب দ্বারা বোঝা যায়, বিজয়টি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হয়ে গেছে। সুতরাং আসন্ন শব্দটি এখানে যথার্থ নয়।

একই কারণে مغانم كـثيرة এর তরজমা, 'বহু মালে গনীমত যা তারা অর্জন করবে', ঠিক নয়।

থানবী (রহ) লিখেছেন, ... যা তারা হস্তগত করেছে। আর تأخـذونها এর তরজমা করেছেন, যা তোমরা হস্তগত করবে। কারণ পূর্বের مغانم ছিল অর্জিত, আর পরবর্তীটি ছিল প্রতিশ্রুত।

(ঘ) وأخرى لم تقدروا عليهـا (এবং রয়েছে আরো একটি যার উপর অধিকার অর্জন করনি তোমরা এখনো)

এখানে মূলের إسناد টি অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে।

শায়খায়ন লিখেছেন, যা এখনো তোমাদের দখলে/অধিকারে আসেনি– এটা গ্রহণযোগ্য, তবে মূলের إسناد টি রক্ষিত হয়নি।

(ঙ) سنة الله التي قد خلت مـن قبـل (এটাই আল্লাহর বিধান, যা প্রথম থেকে চলে আসছে); এখানে তারকীব রক্ষা করা হয়নি। কেউ কেউ লিখেছেন, এটাই আল্লাহর শাশ্বত/চিরন্ত বিধান।

أسئلة

١- اشرح مغانم وأخواتها •

٢- اشرح معاني سنة •

٣- علام عطف قوله : ولتكون آية ؟

٤- أعرب قوله : سنة الله •

٥- تحت الشجرة এর তরজমা আলোচনা কর

٦- فتحا قريبا এর তরজমা 'আসন্ন বিজয়' করা ঠিক নয় কেন বল

(٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ ﴿٤﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا۟ حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ
خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن
جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا۟ أَن تُصِيبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍ
فَتُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَٰدِمِينَ ﴿٦﴾ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ فِيكُمْ
رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِى كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ
حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِى قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ
وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضْلًا
مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ (الحجرات : ٤٩ : ٤ - ٨)

بيان اللغة

تبين الشيءُ : ظهر واتضح؛ وتبين الشيءَ : تأمله وعرفه .

عنت : الشيءُ (س، عَنَتاً) : فسد؛ عَنِت فلان : وقع في مشقة وشدة .

أعنته : أوقعه في مشقة وشدة؛ قال تعالى : ولو شاء الله لأعنتكم .

رشد : (ن، رُشدا) : اهتدى، فهو راشد؛ ورشِد : (س، رشَدا ورَشادًا) بمعنى رشَد، فهو رشيد .

أرشده إلى كذا/ على كذا/ لكذا : هداه إليه .

أرشدك الله : جملة دعاء، أي هداك الله .

الرُّشْد : الاستقامة على طريق الحق؛ العقل والصلاح .

بيان الإعراب

أكثرهم لا يعقلون : هذه الجملة خبر إن ،

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ... : الجملة التي بعد أن مصدر مؤول بـ أن، وهو فاعل لفعل محذوف؛ والمضارع بعد حتى منصوب و مصدر مؤول بـ : أن المضمرة، وأصل العبارة : لو ثبت صبرهم حتى خروجك إليهم لكان خيرا لهم .

أن تصيبوا قوما بجهالة ... : مفعول لأجله على حذف مضاف، أي خشية إصابتكم قوما؛ وبجهالة متعلق بمحذوف حال، وأصل العبارة : خشية إصابتكم متلبسين بجهالة؛ أو الباء سببية، أي خشية إصابتكم بسبب الجهالة .

فضلا من الله ونعمة : مفعول لأجله، من حبّب .

الترجمة

নিঃসন্দেহে যারা ডাক দেয় আপনাকে হুজুরাগুলোর বাইরে থেকে, তাদের অধিকাংশ আকল রাখে না। যদি তারা ধৈর্য ধরত তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বের হওয়া পর্যন্ত তাহলে অবশ্যই তা কল্যাণকর হত তাদের জন্য। তবে আল্লাহ মহাক্ষমাশীল, মহাদয়াশীল।
হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি আনে তোমাদের কাছে কোন খবর, তাহলে যাচাই করে নাও, এ আশঙ্কার

কারণে যে, ক্ষতি করে বসবে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের, অজ্ঞতা-বশত, অনন্তর যা করেছ তার উপর লজ্জিত হয়ে পড়বে। আর জেনে রাখ তোমরা যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছেন আল্লাহর রাসূল। যদি বহু বিষয়ে মান্য করেন তিনি তোমাদের তাহলে কষ্টগ্রস্ত হবে তোমরাই, কিন্তু আল্লাহ্ প্রিয় করেছেন তোমাদের কাছে ঈমানকে এবং পছন্দনীয় করেছেন ঈমানকে তোমাদের অন্তরে এবং ঘৃণ্য করেছেন তোমাদের কাছে কুফুর, পাপাচার ও নাফরমানিকে, ঐ লোকেরাই হলো সৎপথ -প্রাপ্ত, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে, আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, মহাপ্রাজ্ঞ।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ينادونك (ডাক দেয় আপনাকে); আরবীতে দু'টি শব্দ রয়েছে। دعاء (সাধারণ ডাক) ও نداء (উচ্চস্বরে ডাক বা হাঁকডাক); তাই يدعونك মানে আপনাকে ডাকে, আর ينادونك মানে আপনাকে ডাক দেয়। সুতরাং 'উচ্চস্বরে ডাকে' বলার প্রয়োজন পড়ে না।

من وراء الحجرات থানবী (রহ) লিখেছেন, 'হুজরাগুলোর বাইরে থেকে'। শায়খুলহিন্দ (রহ), 'দেয়ালের পিছন থেকে'; حجرة অর্থ বাস করার দেয়ালঘেরা স্থান; তো তিনি حجرة এর শব্দগত দিকটি দেখেছেন।

'ঘরের বাইরে থেকে', এটি حجرات এর সঠিক প্রতিশব্দ নয়। তাছাড়া ঘর বলতে যা বোঝায় 'নবীগৃহ' তেমন ছিল না, বস্তুত সেগুলো কক্ষই ছিল। কোরআনে যেখানে যে শব্দ এসেছে, তরজমায় তার সঠিক প্রতিশব্দটি ব্যবহার করাই সঙ্গত।

(খ) حتى تخرج إليهم (তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বের হওয়া পর্যন্ত) একটি তরজমা, 'আপনি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত' এখানে অনাবশ্যক দীর্ঘতা সৃষ্টি হয়েছে।

থানবী (রহ), 'আপনি নিজে বাইরে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত', অর্থাৎ ডাকাডাকিতে বাধ্য হয়ে নয়, নিজের সুবিধামত নিজের উদ্যোগে, تخرج إليهم এর মধ্যে এই ভাবটি রয়েছে। সেটা তিনি শব্দে নিয়ে এসেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দ ও আবহ দু'টোই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কিতাবে তাঁকে অনুসরণ করা হয়েছে।

(খ) إذا جاءكم فاسق بنبأ (যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন খবর আনে); এখানে ব্যক্তি শব্দটি বাদ দেয়া যায়। অধিকাংশ বাংলা তরজমায় فاسق এর প্রতিশব্দরূপে পাপাচারী, ব্যবহৃত হয়েছে। সরাসরি 'ফাসিক' শব্দটিও এসেছে এবং তা গ্রহণযোগ্য। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'কোন দুষ্ট/মন্দ ব্যক্তি'। কারণ আয়াতে فاسق শব্দটি শিথিল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অনির্ভরযোগ্য যে কোন ব্যক্তি এখানে উদ্দেশ্য।

(গ) أن تصيبوا قوما *(এ আশঙ্কার কারণে যে ক্ষতি করে বসবে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের);* قوما এর তারকীব বহাল রেখে তরজমা হতে পারে, 'কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বসবে'।
'এই আশংকার কারণে' এটি উহ্য مضاف সহ مفعول لأجله এর তরজমা। 'করে বসবে' অনিচ্ছা ও অসতর্কতার ভাবটি উঠে এসেছে যা আয়াতের আবহে রয়েছে।
একটি তরজমা, 'পাছে তোমরা কোন সম্প্রদায়ের....'।
এখানে 'পাছে' শব্দটির ব্যবহার যথেষ্ট উপযোগী।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'যাতে কোন সম্প্রদায়ের উপর চড়াও না হয়ে বসো।'
'চড়াও হওয়া' এটি إصابة এর নিকটতম প্রতিশব্দ।

(ঘ) جهالة এর বিভিন্ন প্রতিশব্দ হতে পারে, অজ্ঞতা, মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি। শায়খায়ন 'নাদানি' শব্দটি লিখেছেন। এটি একই অর্থে বাংলায় এবং উর্দূতে ব্যবহৃত হয়।

أسئلة

١- اذكر ما تعرف عن 'عنت'.

٢- اذكر ما تعرف عن راشد و رشيد.

٣- أعرب قوله : بجهالة.

٤- علام عطف قوله : تصبحوا.

٥- ينادونك এর তরজমা সম্পর্কে আলোচনা কর

٦- আলোচ্য আয়াতে فاسق এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর

(٩) أَفَلَمْ يَنظُرُوٓاْ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَـٰهَا وَزَيَّنَّـٰهَا وَمَا
لَهَا مِن فُرُوجٍ ۝٦ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَـٰهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ
وَأَنۢبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ ۝٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ
عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝٨ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَـٰرَكًا فَأَنۢبَتْنَا بِهِۦ
جَنَّـٰتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۝٩ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَـٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ
نَّضِيدٌ ۝١٠ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۖ وَأَحْيَيْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ
ٱلْخُرُوجُ ۝١١ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَـٰبُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ
۝١٢ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَٰنُ لُوطٍ ۝١٣ وَأَصْحَـٰبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ
تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۝١٤ (ق : ٥٠ : ٦ — ١٤)

بيان اللغة

الفَرْج (الجمع فُروج) : الشق بين الشيئين ফাটল, ছিদ্র

الفُرجة : الشق، كفرجة الحائط، الفرجة بين جبلين
দুই পর্বতের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান।

فرج (ض، فَرْجا) : شق؛ قال تعالى : وإذا السماء فرجت .

فرج الله الغم : كشفه

الرواسي : الجبال الثوابت الرواسخ ، وهي في الأصل صفة للجبال .

زوج : كل واحد معه آخر من جنسه، فيقال : هما زوجان، وهو زوجه.

وعندي زوجا حمام، أي ذكر وأنثى .

واشتريت زوجي نعال، أي نعلين .

والزوج : الصنف من كل شيء .

والزوج : البَعْل স্বামী وكذلك الزوج امرأة الرجل স্ত্রী

بَهيج : ذو بهجة؛ والبَهْجة : حُسْن اللون؛ السرور، ظهور الفرح .

حدائق ذات بَهجة .

بهجه (ف، بَهْجًا) وأبهجه : أفرحه وسره.

بَهِج به (س، بَهَجًا) سُرَّ، فرح، فهو بَهِجٌ وبَهيج .

بَهُج (ك، بَهاجة) حَسُن ونَضُر .

حصيد : الذي من شأنه أن يحصد ، فهو الزرع؛ حب الحصيد শস্যদানা

باسقات : البُسوق الطول؛ بسقت النخلة (ض، بُسوقا) : ارتفعت أغصانه وطالت، فهي باسقة، والجمع باسقات وبواسق .

طلع : খেজুরগুচ্ছ نضيد : متراكب بعضه فوق بعض
একটার সঙ্গে একটা লেগেথাকা, অতিঘন।

بيان الإعراب

أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينها : الفاء استئنافية، أو هي عاطفة عطف بها على محذوف، أي : أغفلوا وعموا فلم ينظروا .

فوقهم : ظرف لـ : ينظروا أو لـ : محذوف هو حال من السماء

كيف : حال من بنينا، أي بنيناها متكيفا بأية كيفية .

والأرض : عطف على محل السماء؛ والنصب على المفعولية؛ والجملة مددناها حال من الأرض؛ ولك أن تنصب الأرض بفعل محذوف، أي مددنا الأرض؛ وحذف الفعل لدلالة الفعل الذي بعده عليه .

من كل زوج بهيج : متعلق بمحذوف، نعت لمفعول أنبتنا المحذوف، أي أنبتنا نباتا أنواعا كائنة من كل زوج .

تبصرة : مفعول لأجله ، والعامل فيه أنبتنا ، أو مفعول مطلق لفعل محذوف ، أي نبصركم تبصرة ونذكركم ذكرى .

رزقا : مصدر في موضع الحال ، أي مرزوقا .

الترجمة

তো তাকায়নি কি তারা তাদের উপরে আকাশের দিকে, কীভাবে বানিয়েছি আমি তা এবং সজ্জিত করেছি তা এমন অবস্থায় যে, নেই তাতে কোন 'ফাটলফুটল' পর্যন্ত, আর ভূমিকে, বিস্তৃত করেছি আমি তাকে, আর স্থাপন করেছি তাতে অটল পর্বতমালা, আর উদ্গত করেছি তাতে নয়নাভিরাম সর্বপ্রকার উদ্ভিদ হতে, প্রত্যেক নিবেদিত বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ। আর বর্ষণ করি আমি আকাশ থেকে কল্যাণকর বৃষ্টি এবং উদ্গত করি তা দ্বারা বাগবাগিচা ও কর্তনযোগ্য শস্যদানা। এবং লম্বা লম্বা খেজুরবৃক্ষ যার রয়েছে ভরাটগুচ্ছ। (এগুলো করেছি) বান্দাদের রিযিকস্বরূপ, আর সজীব করেছি আমি তা দ্বারা মৃত জনপদকে, আর এমনই হবে (ভূমি হতে) তোমাদের উত্থিত হওয়া।

ঝুটলিয়েছে তাদের পূর্বে নূহ-এর সম্প্রদায় এবং কূপের অধিবাসীগণ এবং ছামূদ (সম্প্রদায়) এবং আদ (সম্প্রদায়) এবং ফিরআউন এবং লূত-এর গোষ্ঠী এবং আয়কার অধিবাসীরা এবং তোব্বা সম্প্রদায়। প্রত্যেকে ঝুটলিয়েছে রাসূলদের। ফলে বাস্তব হয়েছে আমার হুঁশিয়ারি।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم (তো তাকায়নি কি তারা তাদের উপর আকাশের দিকে); এ তরজমার ভিত্তি এই যে, فوقهم হচ্ছে لم ينظروا এর ظرف

কেউ কেউ লিখেছেন, 'তাদের উপর স্থির আকাশের দিকে', এ তরজমার ভিত্তি এই যে, فوقهم হচ্ছে السماء থেকে حال , তবে তরজমা করা হয়েছে ছিফাতরূপে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'তারা কি তাকায় না', কিন্তু তাতে أفلا ينظروا এবং أفلم ينظروا এর মাঝে পার্থক্য থাকে না। بنيناها و زيناها এর মধ্যে যে শ্রুতিসৌন্দর্য আছে তা চিন্তা করে 'বানিয়েছি ও সাজিয়েছি' তরজমা করা হয়েছে।

কেউ কেউ লিখেছেন, নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি

(খ) وما لها من فروج (এমন অবস্থায় যে, নেই তাতে কোন ফাটলফুটল পর্যন্ত)

فــروج হচ্ছে বহুবচন, সেটা বিবেচনা করে 'ফাটলফুটল' লেখা হয়েছে। যেহেতু আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে খুঁত নেই একথা বলা সেহেতু থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'সামান্য ফাটল পর্যন্ত নেই।'

(গ) وألقينا فيها رواسي (আর স্থাপন করেছি তাতে.....)

শায়খুলহিন্দ (রহ) رواســي এর তরজমা করেছেন বোঝা ও ভার, তাই ألقينا এর শাব্দিকতা রক্ষা করে লিখেছেন ঢেলেছি, থানবী (রহ) লিখেছেন, পর্বতমালাকে জমিয়ে দিয়েছি।
অবিচল করেছি, অটল করেছি, স্থাপন করেছি– এসবই হলো ভাব তরজমা।

(ঘ) وحب الحصيد এর শাব্দিক তরজমা হল কর্তনযোগ্য ফসল, কেউ লিখেছেন পরিপক্ক শস্য। থানবী (রহ) লিখেছেন, ক্ষেতের ফসল/ শস্য।

(ঙ) والنخل باســقات এখানে باســقات হচ্ছে النخــل থেকে حــال, তরজমাগুলোতে সেটা ছিফাতরূপে এসেছে।

بلدة ميتا শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দ অনুসরণ করে লিখেছেন, মৃত দেশ। কিতাবে 'জনপদ' ব্যবহার করা হয়েছে; মূল উদ্দেশ্য হল ভূমি ও জমি। থানবী (রহ) সেটাই করেছেন।

وكذلك الخروج কিতাবে শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা করা হয়েছে এবং উহ্য অংশটুকু বন্ধনীতে আনা হয়েছে, 'তোমাদের' কথাটা যুক্ত হওয়ার কারণ এই যে, الخروج এর ال হচ্ছে مضاف এর স্থলবর্তী, অর্থাৎ خروجكم

وإخوان لوط (লূত-এর গোষ্ঠী); إخــوان শব্দটিতে আত্মীয়তার আভাস রয়েছে, তাই গোষ্ঠী শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে قوم এর জন্য সম্প্রদায় ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে একই শব্দ ব্যবহার করা সঠিক মনে হয় না।

فحــق وعيــد 'ওয়াঈদ' মানে আযাব নয়, আযাবের হুঁশিয়ারি। অর্থাৎ আযাবের যে হুঁশিয়ারি এখন সত্য হল। তো যেহেতু আযাবের হুঁশিয়ারিটি আযাবে পরিণত হয়েছে সেহেতু 'আমার আযাব সাব্যস্ত হল/কার্যকর হল'– এরূপ তরজমা গ্রহণযোগ্য।

أسئلة

(١) اشرح كلمة زوج .

(٢) ما معنى حب الحصيد؟

(٣) أعرب قوله من كل زوج بهيج .

(٤) ما إعراب قوله رزقا؟

(٥) বنينها وزينها এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) فحق وعيد এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٠﴾
وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ
لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ
بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَٰمٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿٣٤﴾
لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم
مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ هَلْ مِن
مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ
أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ (ق : ٥٠ : ٣٠ – ٣٧)

بيان اللغة

أزلفت : قربت، أزلفه : قرّبه؛ أزلف الأشياء : جمعها .

محيص : مهرب؛ حاص عنه (ض، حيصا، محيصا) عدل وحاد وانحرف .

نقّب : نَقَبَ في الأرض (ن، نَقْباً) : ذهب بعيدا .

نَقَبَ عن الأخبار : بحث عنها .

نَقَّبَ عن شيء : فحص عنه فحصا بليغا .

نَقَّبَ في الأرض : ذهب فيها طلبا للمهرب .

ببيان الإعراب

يوم نقول : منصوب بفعل مقدر، وهو اذكر.

من مزيد : حرف الجر هذا زائد، ومزيد مجرور لفظا، مرفوع على الابتداء محلا، وخبره محذوف، أي هل المزيد موجود .

والمزيد مصدر أو اسم مفعول .

غير بعيد : صفة للظرف المحذوف، أي : مكانا غير بعيد؛ أو هو منصوب على الحال وتذكيره على حذف الموصوف، أي : شيئا غير بعيد .

لكل أواب حفيظ : بدل من قوله للمتقين، و جملة هذا ما توعدون معترضة اعترضت بين البدل والمبدل منه .

من خشي الرحمن بالغيب :

خبر لمبتدأ محذوف، أي : هم من خشي ... والضمير عائد على كل أواب؛ أو مبتدأ خبره ادخلوها بسلم؛ وهذه الجملة مقول القول المحذوف، أي قيل لهم : ادخلوها ...

بالغيب : حال، لأنه في معنى غائبا، أي خشي الرحمن وهو غائب عنه، لايراه؛ ويجوز أن يتعلق بـ : خشي، أي خشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من عذاب .

بسلم : حال من فاعل ادخلوا، أي سالمين من كل مخافة .

كم أهلكنا قبلهم من قرن :

كم خبرية في محل نصب بما بعدها على المفعولية؛ ومن قرن تمييز كم الخبرية .

هم أشد منهم ... صفة لتمييز كم؛ وبطشا تمييز من النسبة .

فنقّبوا ... الفاء عاطفة والعطف على المعنى ، أي اشتد بطشهم فنقبوا .

الترجمة

(স্মরণ কর ঐ দিনকে) যেদিন বলবো আমি জাহান্নামকে, পূর্ণ হয়েছ কি? আর বলবে সে, আছে কি অতিরিক্ত?

আর কাছিয়ে আনা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য (এমন স্থানে) যা দূরবর্তী নয়, (আর বলা হবে,) এটা সেই জিনিস যার ওয়াদা তোমাদের করা হয়েছে (এটি) প্রত্যেক আল্লাহ-অভিমুখী, (নিজেকে গোনাহ্ থেকে) হেফাযতকারীর জন্য, যারা রহমানকে ভয় করে গায়ব অবস্থায়, এবং আসবে নিবেদিত হৃদয় নিয়ে। (তাদেরকে বলা হবে) প্রবেশ কর তোমরা এতে নিরাপদে, এটা চিরস্থায়িত্বের দিন। তাদের জন্য থাকবে সেখানে যা চাইবে তারা, আর আমার কাছে রয়েছে (তাদের চাহিদার চেয়ে) বেশী।

আর ধ্বংস করেছি আমি কত জাতিকে এদের পূর্বে, (ছিল) তারা প্রচণ্ড এদের চেয়ে ক্ষমতায়, ফলে চষে বেড়িয়েছে তারা ভূখণ্ডে (কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের) পালানোর কোন জায়গা কি ছিল?

অতিঅবশ্যই রয়েছে তাতে বড় উপদেশ ঐ ব্যক্তির জন্য, যার রয়েছে হৃদয়, কিংবা কান লাগিয়ে দেয় সে নিবিষ্টচিত্তে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) هل امتلأت (পূর্ণ হয়েছ কি?) একজন লিখেছেন, 'তোমার উদর কি পূর্ণ হয়েছে'? এরূপ শব্দসংযোজন ও কাঠামো পরিবর্তন অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া কালামুল্লাহর তরজমায় কাম্য নয়।

هل من مزيد (আছে কি অতিরিক্ত) থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আরো কিছু কি আছে? অতিরিক্ততার বিষয়টি অবশ্য এসেছে, কিন্তু مزيد এর প্রতিশব্দ আসেনি, কিতাবের সেটা এসেছে।

(খ) وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد (আর কাছিয়ে আনা হবে জান্নাতকে মুত্তাকীদের জন্য [এমন স্থানে] যা দূরবর্তী নয়)
মূল কথা হল জান্নাতকে মুত্তাকীদের অতি নিকটবর্তী করা হবে। غير بعيد দ্বারা নিকটবর্তিতার আধিক্য বোঝানোই উদ্দেশ্য। তাই

একজন লিখেছেন, *'জান্নাতকে মুত্তাকীদের কাছে/নিকটে আনা হবে, কোন দূরত্ব থাকবে না'*, এটি চলে, তবে অযথা পরিবর্তন ও শব্দস্ফীতি রয়েছে। সরল তরজমা এই, 'জান্নাতকে মুত্তাকী-দের কাছে আনা হবে, খুব কাছে'।

একজন লিখেছেন, 'জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে মুত্তাকীদের অদূরে' غير بعيد এর প্রতিশব্দরূপে 'অদূরে' বেশ ভাল, তবে তরজমাটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ إزلاف অর্থ উপস্থিত করা নয়, কাছে আনা; তাছাড়া অতি নৈকট্যের বিষয়টি আসেনি।

(গ) فنقبوا في البلاد (অনন্তর চষে বেড়িয়েছে তারা ভূখণ্ডে)

تفعيل এর ফেয়েলে যে অতিশয়তা রয়েছে তারা জন্য 'চষে বেড়ানো' ব্যবহার করা হয়েছে। শায়খায়নের অনুসরণে এ তরজমা করা হয়েছে।

في البلاد এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, 'সমস্ত শহরে/জনপদে'– এটি যথার্থ তরজমা। 'দেশে দেশে'ও ঠিক আছে, তবে 'ঘুরে বেড়াতো' সঠিক নয়। কারণ এতে বিনোদনের লঘুতা রয়েছে। অথচ বিষয়টি হল আরো বেশী ক্ষমতা এবং আরো সম্পদ ও রাজত্ব লাভের জন্য দৌড়ঝাঁপ, ও অভিযান করা।

বাংলা ব্যবহাররীতি অনুযায়ী 'ভূখণ্ড চষে বেড়িয়েছে' সঠিক; অর্থাৎ ভূখণ্ড হবে চষে বেড়ানর মাফঊল, তবে কিতাবের في কে বিবেচনায় রাখা হয়েছে।

أسئلة

١- اذكر معنى أزلف

٢- ما الفرق بين نقب في الأرض وبين نقب فيها؟

٣- أعرب قوله : هل من مزيد

٤- 'غير بعيد' ما مكانته في الإعراب ؟

٥- هل امتلأت এর তরজমা আলোচনা কর

٦- نقبوا في البلاد এর তরজমা পর্যালোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) وَٱلسَّمَآءَ بَنَيۡنَٰهَا بِأَيۡيْدٖ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧﴾ وَٱلۡأَرۡضَ
فَرَشۡنَٰهَا فَنِعۡمَ ٱلۡمَٰهِدُونَ ﴿٤٨﴾ وَمِن كُلِّ شَيۡءٍ خَلَقۡنَا
زَوۡجَيۡنِ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۖ إِنِّي لَكُم مِّنۡهُ
نَذِيرٞ مُّبِينٞ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجۡعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَۖ إِنِّي لَكُم
مِّنۡهُ نَذِيرٞ مُّبِينٞ ﴿٥١﴾ كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِم مِّن
رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوۡ مَجۡنُونٌ ﴿٥٢﴾ أَتَوَاصَوۡاْ بِهِۦۚ بَلۡ
هُمۡ قَوۡمٞ طَاغُونَ ﴿٥٣﴾ فَتَوَلَّ عَنۡهُمۡ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٖ ﴿٥٤﴾

بيان اللغة

أوسع : مَلَكَ قدرةً واسعة؛ صار ذا سَعَةٍ وغِنىً .

أوسع الله عليه/ عليه رزقَه وفي رزقه : بسطه وكَثَّره وأغناه .

أوسع شيئا : صيره واسعا؛ وجده واسعا

وسع شيئا (توسيعا و توسعة) : صيره واسعا .

وسع الله عليه/ عليه رزقه وفي رزقه : أوسع .

فرشنا : فرش الشيء (ض، ن، فَرْشًا وفِراشا) : بسطه .

فرش له فراشا/ بساطا : بسط له .

مهد الفراشَ (ف، مَهْدًا) : بسط؛ مهّد الفراش : مهد .

مَهَّد الأمرَ : سَهَّله و وَطَّأه؛ و تمهد له الأمرُ : تَوَطَّأ وتَسَهَّل .

بيان الإعراب

والسماء بنينها بأيد : أصل العبارة، بنينا السماء بنينٰها؛ والمراد بالأيدي القوة؛ والباء للسببية، يتعلق بـ : بنينا، أي بنينٰها بسبب قدرتنا؛ ويجوز أن يتعلق بحال محذوفة، أي متلبسة بقدرتنا .

وإنا لموسعون : الواو حالية .

فنعم المهدون : المخصوص بالمدح نحن المحذوف؛ وجملة المدح خبر له .

ومن كل شيء : يتعلق بـ : خلقنا أو بمحذوف، حال من زوجين، وهو في الأصل صفة له، أي خلقنا زوجين (معدودين) من كل شيء .

لا تجعلوا مع الله إلها آخر :

إلها آخر مفعول تجعلوا الأول؛ ومع الله ظرف مكان متعلق بمحذوف، في موضع المفعول الثاني .

كذلك : الكاف بمعنى مثل خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر والشأن مثل ذلك؛ والإشارة بـ :ذلك إلى البيان السابق .

من رسول : مرفوع محلا، لأنه فاعل أتى .

إلا قالوا : في محل نصب على الحال من : الذين من قبلهم، كأنه قيل : ما أتاهم رسول في حال من الأحوال إلا في حال قولهم هو ساحر ...

فتولّ عنهم : الفاء فصيحة، أي إن كان هذا شأهم فتول عنهم .

فمانت : الفاء تعليلية للأمر .

الترجمة

আর আসমান, বানিয়েছি আমি তাকে (আপন) ক্ষমতায়, আর অতিঅবশ্যই আমি ব্যাপক ক্ষমতাশালী। আর ভূমি, বিছিয়েছি আমি তাকে, তো কত না সুন্দর বিস্তারকারী (আমি)
আর প্রত্যেক বস্তু হতে সৃষ্টি করেছি আমি জোড়া জোড়া, যাতে উপদেশ গ্রহণ কর তোমরা। সুতরাং ধাবিত হও তোমরা আল্লাহর

দিকে। নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) সুস্পষ্ট সতর্ককারী। আর নির্ধারণ কর না তোমরা আল্লাহর সঙ্গে অপর কোন ইলাহ, আমি তো তোমাদের জন্য তাঁর পক্ষ হতে (প্রেরিত) সুস্পষ্ট সতর্ককারী।

(বিষয়টি) এমনই, আসেনি তাদের কাছে যারা এদের পূর্বে বিগত হয়েছে, কোন রাসূল, কিন্তু বলেছে তারা (ইনি) জাদুগর, বা পাগল। তারা কি অছিয়ত করে এসেছে একে অপরকে এ বিষয়ে! আসলে তারা অবাধ্য সম্প্রদায়। তো (এই যখন অবস্থা তখন) মুখ ফিরিয়ে নিন আপনি তাদের থেকে, কারণ (এজন্য) আপনি তিরস্কৃত হবেন না।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) والأرض فرشـــنها (আর ভূমি, বিছিয়েছি আমি তাকে); 'বিস্তার করেছি' হতে পারে। الأرض فرشـــنها ও فرشنا الأرض এর মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য তো অবশ্যই রয়েছে, তরজমায়ও সেটা থাকা দরকার। সাধারণ অবস্থায় بنينا السماء - فرشنا الأرض হতে পারে, কিন্তু এখানে স্রষ্টার ক্ষমতা ও কুদরত এবং প্রতাপ ও আভিজাত্য তুলে ধরা উদ্দেশ্য, তাই اسـلوب এর ক্ষেত্রে এই নতুনত্ব।

(খ) فنعم الماهـــدون (তো কত না উত্তম বিস্তারকারী [আমি]!) থানবী (রহ) লিখেছেন, 'তো আমি উত্তম বিছানেওয়ালা', এখানে فعل التعجب এর অভিব্যক্তি আসেনি। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, তো আমি কত সুন্দর বিছাতে জানি!

একজন লিখেছেন, আমি ভূমিকে বিছিয়েছি। আমি কত সুন্দর ভাবেই না বিছাতে সক্ষম!

প্রথমত ف এর প্রতিশব্দ আসেনি, দ্বিতীয়ত আয়াতে فرشـــنا ও ماهـــدون কাছাকাছি অর্থের হলেও দু'টি আলাদা শব্দ। সুতরাং তরজমায়ও শব্দ-ভিন্নতা রক্ষিত হওয়া সঙ্গত।

(গ) بأيـــد (আপন ক্ষমতায়) এটি يـــد এর বহুবচন, যার অর্থ হাত, রূপক অর্থ শক্তি, ক্ষমতা। এখানে রূপক অর্থ উদ্দেশ্য। শায়খুলহিন্দ (রহ) মূল শব্দটি অক্ষুণ্ন রেখে তরজমা করেছেন 'বাহুবলে'। ক্ষমতাবলে/বাহুবলে 'মানবীয়' শব্দ।

(ঘ) فنعم الماهدون (তো কত না সুন্দর বিস্তারকারী [আমি])
আমি শব্দটি বন্ধনীতে থাকা সঙ্গত, কারণ আয়াতে তা উহ্য রয়েছে।

(ঙ) ومن كل شيء خلقنا زوجين *(আর প্রত্যেক বস্তু হতে সৃষ্টি করেছি আমি জোড়া জোড়া)*; এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তারকীবানুগ তরজমা। থানবী (রহ) من কে অতিরিক্ত ধরে লিখেছেন, প্রতিটি বস্তুকে আমি দুই দুই প্রকার বানিয়েছি।

(চ) كذلك ما أتى الذين من قبلهم ...
كذلك([বিষয়টি] তেমনি) এটি আলাদা বাক্য, পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে এর সংযোগ নেই। তরজমায় তা প্রকাশ পাওয়া দরকার।
থানবী (রহ) লিখেছেন, 'এভাবেই যারা তাদের পূর্বে বিগত হয়েছে, তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন আসেনি যাকে তারা জাদুগর বা পাগল বলেনি।'
كذلك এখানে স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে।
বন্ধনীসহ যদি লেখা হয় (পূর্ববর্তী বিষয়টি যেমন বলা হয়েছে) তেমনি তাহলে বক্তব্যটি পরিষ্কার হয়।
ما أتى الذين ... এর إثباتي তরজমা হবে এই–
'এদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছে তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল এসেছেন (তাকে) তারা বলেছে জাদুগর বা পাগল।'
'জাদুগ্রস্ত' বলা ভুল, কারণ তারা তো রাসূলদের مسحور বলে অপবাদ দেয়নি।

أسئلة

١– اشرح أوسع و موسعون .

٢– ما معنى مهد و ماهدون؟

٣– أعرب قوله ومن كل شيء .

٤– ما إعراب قوله كذلك؟

٥– والسماء بنينها بأيد এর তরজমা আলোচনা কর

٦– ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا ... এর ইছবাতি তরজমা কর

(٢) وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ عَلَّمَهُۥ
شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴿٥﴾ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ﴿٦﴾ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ
ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ
﴿٩﴾ فَأَوْحَىٰٓ إِلَىٰ عَبْدِهِۦ مَآ أَوْحَىٰ ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا
رَأَىٰٓ ﴿١١﴾ أَفَتُمَٰرُونَهُۥ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً
أُخْرَىٰ ﴿١٣﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿١٤﴾ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ
﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا
طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ ءَايَٰتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰٓ ﴿١٨﴾

بيان اللغة

هوى (ض، هُوِيًّا) : سقط من عُلْوٍ إلى سُفْلٍ؛ والمراد هنا الغيبوبه عند الفجر . هَوِيَ فلان فلانا أو شيئا : أحبه (هَوًى)

مرة : قوة وشِدَّة؛ حَصافَة في العقل والرأي؛ والحَصافة السَّدادُ والرُّشْد والاستقامة .

تدلّى : نزل من عُلْوٍ؛ يقال : تدلى من الجبل؛ وتدلى : قرب من الشيء؛ وتدلى الثمر من الشجر : تعلق .

والمراد هنا القرب البالغ ونهاية الدنو .

القابُ : (أجوف واوي) : المقدار؛ ومن القوس ما بين المقبض وطرف القوس، فهنا قابان؛ يقال : بينهما قابُ قوسٍ؛ (وهذا كناية عن القرب)

قابُ قوسَيْنِ : أي مقدار وطول قوسين؛ أو أريد قابا قوس، فقلبه .

تُمارون : مارى (مماراة و مراء) حاج امترى (امتراء) বিতর্ক করল : حاج .

مرية : التردد في الأمر، وهو أخص من الشك؛ قال تعالى : ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم .

النزلة : المرة من النزول؛ ويراد بها المرة مطلقًا .

سدرة المنتهى :

السدرة : شجر النبق কুলবৃক্ষ واحدته سدرة .

سدرة المنتهى : شجرة في الجنة أو شجرة عن يمين العرش .

غشي الأمر فلانا (س، غشًا، غَشْيًا) غطّاه ঢেকে ফেলল, আচ্ছন্ন করে ফেলল

يقال غشيه النعاس/ الموج/ العذاب/ الموت .

بيان الإعراب

والنجم إذا هوى : النجم مجرور بـ : واو القسم، وهو متعلق بـ : أقسم المحذوف؛ وبه يتعلق الظرف، وأصل العبارة : أقسم بالنجم وقت هويه .

كان قاب قوسين أو أدنى : اسم كان يعود على مقدار القرب المفهوم من الفعل؛ وقاب قوسين خبر؛ وأدنى اسم تفضيل، والمفضل عليه محذوف، أي أو أدنى من قاب قوسين .

الترجمة

শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়। ভ্রষ্ট হননি তোমাদের সঙ্গী এবং বিভ্রান্ত হননি। আর (কোন কথা) বলেন না তিনি নফসের খাহেশ থেকে। তা তো নয় অহী ছাড়া অন্য কিছু যা তাকে প্রত্যাদেশ করা হয়। শিক্ষাদান করেন তাকে প্রবল বিক্রমী (ফিরেশতা), যিনি স্বভাব বিচক্ষণতার অধিকারী। তো তিনি স্বরূপে স্থির হলেন, এমন অবস্থায় যে তিনি ঊর্ধ্ব দিগন্তে। অতপর নিকটবর্তী হলেন তিনি, অনন্তর আরো নিকটবর্তী হলেন। ফলে তার নৈকট্যের পরিমাণ হলো দুই ধনুকের দূরত্ব, কিংবা আরো কম। তখন অহী করলেন আল্লাহ

তাঁর বান্দার প্রতি যা অহী করার। যা দেখেছেন তিনি তা অনুধাবনে ভুল করেনি (তাঁর) অন্তর ।
তো তোমরা কি বিতর্ক করবে তার সঙ্গে ঐ বিষয়ে যা দেখেছেন তিনি! অথচ সুনিশ্চিতভাবেই দেখেছেন তিনি তাকে আরেকবার সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। তার নিকটে রয়েছে জান্নাতুল মাওয়া। (তিনি তাকে দেখেছেন) যখন সিদরা (তুল মুনতাহা)কে আচ্ছাদিত করেছে ঐ জিনিস যা আচ্ছাদিত করার। (তাঁর) দৃষ্টি বিচ্যুত হয়নি এবং সীমালঙ্ঘন করেনি। অতিঅবশ্যই তিনি অবলোকন করেছেন তাঁর প্রতিপালকের বড় বড় নিদর্শন।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إذا هوى (যখন তা অস্তমিত হয়); থানবী (রহ) লিখেছেন, যখন তা অস্ত যেতে থাকে। শায়খুলহিন্দ (রহ) শাব্দিকতা রক্ষা করে লিখেছেন, যখন তা পড়ে যায়।
একজন তরজমা করেছেন, অস্তমিত তারকার শপথ। সাধারণ ক্ষেত্রে এরূপ তরজমা গ্রহণযোগ্য, এমনকি প্রশংসনীয় হলেও কালামুল্লাহর ক্ষেত্রে সঙ্গত নয়।

(খ) صاحبكم এর তরজমা থানবী (রহ) এভাবে করেছেন, তোমাদের সঙ্গে বসবাসকারী এই ব্যক্তি।
صاحبكم শব্দটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হল কোরায়শকে একথা বোঝানো যে, সুদীর্ঘ সঙ্গের কারণে তোমাদেরই তো ভালো জানার কথা যে, তিনি ভ্রষ্ট হওয়ার মত ব্যক্তি নন।
তো صحبة এর বিষয়টিকে বড় করে তুলে ধরার জন্য থানবী (রহ) صاحب এর প্রতিশব্দ ব্যবহার না করে ব্যাখ্যা-মূলক তরজমা করেছেন। কিন্তু এতে তরজমাটি দীর্ঘ হয়ে গেছে। শায়খুলহিন্দ (রহ) 'সঙ্গী' এই প্রতিশব্দটি ব্যবহার করেছেন।
ضل এর তরজমা থানবী (রহ) লিখেছেন, (সত্য) পথ থেকে ভ্রষ্ট হননি। অর্থাৎ তিনি ضل এর متعلق কেও উল্লেখ করেছেন, এতে আয়াতের সুসংক্ষিপ্ততা ক্ষুণ্ন হয়েছে।
غوى এর তরজমা তিনি করেছেন, 'ভুল পথ ধরেননি', এ সম্পর্কেও একই কথা।

(খ) عن الهوى *(নফসের খাহেশ থেকে)*; 'প্রবৃত্তির বশে' এ তরজমাও হতে পারে। কেউ কেউ লিখেছেন, 'তিনি মনগড়া কথা বলেন না', এটি নিখুঁত তরজমা নয়। কারণ মনগড়া কথা বলার মূলে যে রয়েছে নফসের খাহেশাত তা এখানে আসেনি।

(গ) ذو مــرة (যিনি স্বভাব বিচক্ষণতার অধিকারী); থানবী (রহ) লিখেছেন, 'জন্মগতভাবে শক্তিশালী'।

مــرة এর একটি অর্থ 'শক্তি', আরেকটি অর্থ বিচক্ষণতা, তো শক্তির কথা যেহেতু আগে বলা হয়েছে সেহেতু দ্বিতীয়বার বিচক্ষণতার উল্লেখই সঙ্গত।

(ঘ) ثم دنــا فتــدلى (অতপর তিনি নিকটবর্তী হলেন, অনন্তর আরো নিকটবর্তী হলেন); এটি থানবী (রহ) এর তরজমা।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'ঝুলে গেলেন।' এটি শাব্দিক তরজমা, প্রথমটি ভাব তরজমা। কেউ কেউ লিখেছেন, 'তিনি কাছে এলেন, আরো কাছে', এ তরজমা গ্রহণযোগ্য। কারণ দ্বিতীয় ফেয়েলটি মূলত নৈকট্যের অধিকতা বোঝানর জন্য এসেছে।

(ঙ) ما كذب الفــؤاد مــا رأى *(যা দেখেছেন তিনি তা অনুধাবনে ভুল করেনি [তাঁর] অন্তর)*; এ তরজমার ভিত্তি এই যে, এখানে في উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ في فهم ما رأى বা فيما رأى

থানবী (রহ) সুসংক্ষিপ্ত তরজমা করেছেন এভাবে–

'দেখা বিষয়ে (তার) অন্তর কোন ভুল করেনি।' তবে বক্তব্যের ভাবগাম্ভীর্য এতে কিছুটা হলেও হ্রাস পায়।

أسئلة

١– ما معنى مرة؟

٢– اشرح قوله : قاب قوسين .

٣– ما إعراب قوله ذو مرة؟

٤– أعرب قوله : ما أوحى .

٥– শায়খুলহিন্দ রহ. إذا هوى কি তরজমা করেছেন?

٦– فكان قاب قوسين এর তরজমা আলোচনা কর

(٣) وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ
أَسَٰٓـُٔوا۟ بِمَا عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١﴾
ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ
رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ
ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟
أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴿٣٢﴾

بيان اللغة

لممٌ : যা অভ্যাসবশত নিয়মিত করে না, বরং হঠাৎ করে ফেলে।

أجنة : এটি جنين এর বহুবচন। ভ্রূণ, গর্ভস্থ সন্তান।

بيان الإعراب

ليجزي الذين .... : يتعلق بمحذوف، أي خلق الخلق ليجزي الذين أساؤوا منهم ...؛ وبما عملوا يتعلق بـــ : يجزي .

الذين يجتنبون ....

في موضع نصب على أنه بدل من الذين أحسنوا ، أو هو في محل رفع خبر مبتدأ محذوف، أي : هم الذين ....

إذ أنشأكم : الظرف متعلق بـــ : أعلم؛ وإذ الثانية عطف على إذ الأولى

في بطون : متعلق بصفة محذوفة لـــ : أجنة

الترجمة

আর আল্লাহরই জন্য ঐ সবকিছু যা আসমানসমূহে রয়েছে এবং ঐ সবকিছু যা যমীনে রয়েছে। (মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন) যেন যারা মন্দ আমল করে তাদেরকে তাদের আমলের বদলা দেন

এবং যারা নেক আমল করে তাদেরকে নেক আমলের বদলা দেন। তারা ঐ লোক যারা পরিহার করে বড় বড় গোনাহ এবং অশ্লীল কথা ও কর্মসমূহ, তবে ছোট ছোট গোনাহের বিষয় আলাদা। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমার অধিকারী। তিনিই অধিক অবগত তোমাদের বিষয়ে যখন সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদের ভূমি থেকে এবং যখন তোমরা ভ্রূণ ছিলে তোমাদের মায়েদের গর্ভে। সুতরাং পবিত্র মনে কর না তোমরা নিজেদেরকে। তিনিই বেশী অবগত তার সম্পর্কে যে তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ولله ما في السموت وما في الأرض (এবং আল্লাহরই জন্য ঐ সবকিছু যা আসমানসমূহে রয়েছে এবং ঐ সবকিছু যা....)

ﷲ এর তরজমা থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আল্লাহরই ইখতিয়ারে রয়েছে', অর্থাৎ তিনি উহ্য شبه الفعل টি উল্লেখ করেছেন এবং تقدم যে تخصيص করে তা বিবেচনায় রেখেছেন। এখানে 'এখতিয়ারে/মালিকানায়/নিয়ন্ত্রণে' ইত্যাদি চলতে পারে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আল্লাহর, যা কিছু আছে আসমান -সমূহে এবং যমীনে। অর্থাৎ তিনি لـ এর متعلق উহ্যই রেখেছেন, আর تخصيص এর বিষয়টি তাতে আসেনি।

ما في السموت وما في الأرض শায়খায়ন লিখেছেন, যা কিছু আসমানসমূহে এবং যমীনে রয়েছে/আসমানসমূহ ও যমীনে রয়েছে, অর্থাৎ এক তরজমায় في এর تكرار বিবেচনায় এসেছে, এক তরজমায় আসেনি। কিন্তু اسم الموصول এর تكرار কোন তরজমায় আসেনি।

কোরআনে কোথাও আছে ما في السموت وما في الأرض কোথাও আছে ما في السموت والأرض আর কোথাও আছে ما في السماء والأرض, তরজমায় এই পার্থক্যগুলো বিবেচনায় থাকা কাম্য।

(খ) ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذي أحسنوا بالحسنى *(যেন যারা মন্দ আমল করে তাদেরকে তাদের আমলের বদলা দেন এবং যারা নেক আমল করে তাদেরকে নেক আমলের বদলা দেন।)*

ما عملوا এখানে আমল বলা হয়েছে, মন্দ আমল বলা হয়নি, যদিও উদ্দেশ্য সেটাই, পক্ষান্তরে নেককারদের ক্ষেত্রে بالحسنى বলা হয়েছে। তো শায়খায়নের অনুসরণে কিতাবের তরজমায় এ পার্থক্য রক্ষিত হয়েছে।

একটি বাংলা তরজমা, 'যাতে তিনি দুষ্কর্মকারীদেরকে তাদের দুষ্কর্মের প্রতিফল দেন.....

অন্য তরজমা, 'যাহারা মন্দ কর্ম করে তাহাদিগকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যাহারা সৎকর্ম করে তাহাদিগকে দেন উত্তম পুরস্কার'–

আয়াতে নেক ও বদ উভয় শ্রেণীকে শুধু جزاء বা প্রতিফল দেয়ার কথা বলা হয়েছে; প্রতিফলের স্বরূপ শব্দে উল্লেখ করা হয়নি। কালামুল্লায় যতটুকু আছে, তার চেয়ে পিছিয়ে থাকা, বা এগিয়ে যাওয়া কোনটাই সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়ত جزاء এর তরজমা উত্তম প্রতিফল করা গেলেও উত্তম পুরস্কার করা যায় না।

তৃতীয়ত তরজমা থেকে মনে হয় ما عملوا ও بالحسنى হচ্ছে প্রতিফল; আসলে তা নয়, বরং প্রতিফল বা جزاء হচ্ছে ما عملوا এবং الحسنى এর বিনিময়ে, ب অব্যয়টি এখানে عوض বা বিনিময়ের জন্য।

কেউ কেউ অবশ্য بالحسنى কে জান্নাত অর্থে প্রতিফল বলছেন, কিন্তু ما عملوا এর ক্ষেত্রে তারাও সেটা বলতে পারছেন না।

(গ) يجتنبون كبائر الإثم والفواحش *(পরিহার করে বড় বড় গোনাহ এবং অশ্লীল কথা ও কর্মসমূহ)*

থানবী (রহ) লিখেছেন, বড় গোনাহগুলো হতে এবং (বিশেষ করে) অশ্লীলতার বিষয়গুলো হতে বাঁচে।

বন্ধনী দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, এখানে عطف الخاص على العام হয়েছে এবং উদ্দেশ্য معطوف এর প্রতি আলাদা গুরুত্ব আরোপ করার। কিন্তু এক্ষেত্রে বন্ধনী ও এবং এর প্রয়োজন নেই, কারণ 'বড় গোনাহগুলো হতে, বিশেষত অশ্লীলতার বিষয়গুলো হতে বাঁচে', বাংলায় عطف الخاص على العام এর এটাই হল নিয়ম।

(ঘ) إن ربك واسع المغفـــرة (নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক ব্যাপক ক্ষমার অধিকারী)

শায়খায়ন (এবং তাদের অনুসরণে বাংলা মুতারজিমগণ) লিখেছেন, নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালকের ক্ষমা অতি প্রশস্ত / অপরিসীম/ সুদূরবিস্তৃত।

মূলের তারকীব থেকে এভাবে সরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিলো বলে মনে হয় না।

أسئلة

١- ما معنى الحسنى؟

٢- ما أصل اتقى؟

٣- ما إعراب قوله إذ أنشأكم؟

٤- ما هو محل الإعراب في قوله الذين يجتنبون؟

৫- থানবী রহ. كبائر الإثم والفواحش এর কি তরজমা করেছেন এবং কেন?

٦- إن ربك واسع المغفرة এর তরজমা আলোচনা কর

(٤) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا
عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ
ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ
﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَٰحِدًا
نَّتَّبِعُهُۥٓ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَٰلٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَءُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ
مِنۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ
ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ

فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ
كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا۟ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ
﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
صَيْحَةً وَٰحِدَةً فَكَانُوا۟ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾

بيان اللغة

صرصرا : الصرصر الريح الشديدة الهبوبِ، حتى يُسْمَعَ صوتها .

أعجاز نخل : جمع عَجُزٍ؛ وعَجُزُ كل شيءٍ مُؤَخَّره .

منقعر : أي منقلع من أصله

السعر : الجنون؛ ويجوز أن يكون جمع سعير، وهو النار .

أشر : الشديدُ البَطَرِ والمتكبر، فهي صيغة مبالغة .

شرب: الماء يشرب؛ نصيب من الماء؛ وقتُ الشُّرْبِ، قال تعالى : لها شرب ولكم شرب يوم معلوم .

محتضر : اسم مفعول من احتضر بمعنى حضر، لأن الماء كان مقسوما بينهم، لكل فريق يوم، والمعنى : كل نصيب من الماء يحضره صاحبه، ولا يحضر آخر معه .

تعاطى : أخذ، تناول؛ والمراد هنا تعاطي السيف .

عقر: عقرالبعيرَ (ض، عَقْراً) : قطع إِحْدَى قَوائِمِه ليسقط ويتمكن من ذبحه.

هشيم : الهَشْم كسر الشيء الرِّخْوِ كالنبات والخبز .

والهشيم : المتكسر والمتفتت .

محتظر : الذي يعمل الحظيرة؛ و الحظيرة ما يعمل للإبل والمَواشي لتقيها البردَ والريحَ .

بيان الإعراب

ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر : نعت لـــ : نحـــس أو يوم؛ و في يوم نحس، يتعلق بمحذوف صفة لـــ : ريحا .

تنزع الناس : الجملة صفة لـــ : ريحا .

منقعر : صفة لـــ : نخل على لفظه، لا على معناها .

أبشرا منا واحدا نتبعه : بشرا منصوب على الاشتغال، أي بفعل مضمر يفسره ما بعده (أي يفسره الفعل الآتي)؛ وهذا المفسر لا يعمـــل فيـــه لاشتغاله بضميره؛ وأصل العبارة : أ نتبع بشرا منا واحدا؟

واحدا : نعت لـــ : بشرا؛ نعم يكره عند البعض تقديم الصفة المؤولـــة على الصفة الصريحة، فيقولون : إن منا ليس وصفا، بل حال مـــن واحدا، قدم عليه .

من بيننا : حال من ضمير عليه على التأويل، أي منفردا؛ أو هو متعلـــق بمحذوف، حال، أي مخصوصا من بيننا .

فتنة لهم : أي اختبارا لهم .

أن الماء قسمة بينهم : أن وما في حيزها في موضع المفعول الثاني والثالث، لأن نبأ تنصب ثلاثة مفاعيل؛ وبينهم ظرف لمحذوف، أي قســـمة ثابتة بينهم؛ أو ظرف لـــ : قسمة، بمعنى مقسومة .

الترجمة

ঝুটলিয়েছে আদ, তো কেমন ছিল আমার আযাব ও হুঁশিয়ারি! নিঃসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝাবায়ু অব্যাহত দুর্ভাগ্যের এক দিনে। তা লোকদের এভাবে উপড়ে ফেলছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুরবৃক্ষের কাণ্ড। তো কেমন ছিল আমার আযাব ও হুঁশিয়ারি! আর অতিঅবশ্যই সহজ করেছি আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী।

ছামূদ ঝুটলিয়েছে সতর্ককারীদের, অনন্তর বলেছে তারা, আমরা কি আমাদেরই (সম্প্রদায়) হতে (গণ্য), একা একব্যক্তিকে অনুসরণ করবো! তাহলে তো আমরা ভ্রষ্টতা ও বিকারগ্রস্ততায় (লিপ্ত হব)। অহী প্রক্ষেপণ করা হল কি আমাদের মধ্য হতে তারই উপর! আসলে সে চরম মিথ্যাবাদী, বড়াইকারী।
জানতে পারবে তারা আগামীকালই, কে মিথ্যাবাদী, বড়াইকারী?
অবশ্যই আমি প্রেরণ করব উটনী পরীক্ষা করতে তাদেরকে, সুতরাং নজরে রাখুন আপনি তাদেরকে এবং (তাদের কষ্টদানের উপর) ছবর করুন। আর খবর দিন তাদেরকে যে, পানি বণ্টিত (হবে) তাদের মধ্যে । প্রতিটি 'পান-পালা' 'উপস্থিতি-সংরক্ষিত'।
অতপর ডাক দিল তারা তাদের সঙ্গীকে, আর নিল সে (তলোয়ার) এবং কেটে ফেলল (উটনীর পা)। তো কেমন ছিল আমার আযাব এবং আমার হুঁশিয়ারি। নিঃসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম আমি তাদের উপর একটি মাত্র 'গর্জন'; ফলে হয়ে গেল তারা খোয়াড়ীর শুষ্ক খণ্ডবিখণ্ড তৃণের ন্যায়।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) في يوم نحس مستمر (এক অব্যাহত দুর্ভাগ্যের এক দিনে)

অর্থাৎ ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত দুর্ভাগ্যের দিনটি অব্যাহত ছিল।

কেউ লিখেছেন, চিরাচরিত দুর্ভাগ্যের দিন–

এটি ভুল শব্দপ্রয়োগ, চিরাচরিত মানে সুদূর অতীত থেকে যা চলে আসছে। সম্ভবত 'চিরদুর্ভাগ্যের দিনে' বলার ইচ্ছা ছিল। সেটা অবশ্য হতে পারে এভাবে যে نحس এর ফল তো চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ নিরবচ্ছিন্ন ও লাগাতার শব্দদু'টি লিখেছেন, এটি ঠিক আছে।

বাংলা তরজমাগুলোতে يوم এর নাকিরাত্বের বিষয়টি খেয়াল করা হয়নি। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'এক দুর্ভাগ্যের দিনে যা বিগত হয়ে গেছে।

তিনি استمر কে مر এর সমার্থক ধরেছেন।

(খ) أبشر منا واحدا نتبعه

তাদের বক্তব্যটি কী, সেটি বুঝতে হবে। প্রথম কথা, তিনি আমাদেরই সম্প্রদায়ের একজন, আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য তো

নেই। দ্বিতীয়ত তিনি দলবলহীন একা, তো আমাদের বাদ দিয়ে তার কাছে অহী আসে কীভাবে!

'আমরা আমাদেরই এক ব্যক্তির অনুসরণ করিব?' এখানে বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশটি নেই। 'নিঃসঙ্গ' শব্দটি যোগ করলে কিছুটা ত্রুটিমুক্ত হয়।

(গ) إنا إذا لفي ضلال وسعر *'এটা তো হবে নিছক ভ্রান্তি ও পাগলামি'*, এ তরজমা আপাত সুন্দর হলেও ত্রুটি এই যে, আয়াতে تكلم এর ছীগা রয়েছে, যা তরজমায় নেই। তাছাড়া অপ্রয়োজনে মূলের তারকীব-কাঠামো পরিবর্তন করা হয়েছে।

(ঘ) سيعلمون غدا (আগামীকালই জানবে তারা) س এর জোরালোতা-টুকু 'ই' দ্বারা আনা হয়েছে।

غدا এর প্রতিশব্দ আগামীকাল, উদ্দেশ্য হচ্ছে অদূর ভবিষ্যত। থানবী (রহ) সেজন্যই লিখেছেন, 'অচিরেই তাদের জানা হয়ে যাবে', তবে فعل এর রূপপরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল না।

(ঙ) ألقــى এর তরজমা 'নাযিল হয়েছে' করা ঠিক নয়। নাযিল করা হয়েছে চলতে পারে। তবে إنزال ও إلقاء এর পার্থক্য তরজমায় থাকা উচিত।

(চ) إنا مرسلو الناقة (অবশ্যই আমি প্রেরণ করব উটনী)

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আমি পাঠাচ্ছি উটনী'। পাঠানোর ছুরতটি ছিল পাহাড় থেকে বের করে আনা। তো ঘটনার দিক সামনে আনার জন্য থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'আমি উটনী বের করব তাদের পরীক্ষার জন্য'।

(ছ) كل شرب محتضــر (প্রতিটি 'পান-পালা' 'উপস্থিতি-সংরক্ষিত') তারকীব-কাঠামোর কারণে এর সঠিক তরজমা করা সুকঠিন।

কেউ লিখেছেন, এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। একটি তরজমায় আছে, এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে উপস্থিত হবে পালাক্রমে।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'প্রত্যেক পালার উপর পৌঁছা উচিত'।

থানবী (রহ), প্রত্যেক পালায় ঐ পালাওয়া যেন হাজির হয়'– এটি সবচে সরল তরজমা। যাতে বক্তব্যটি পরিষ্কারভাবে এসেছে। কিতাবের তরজমাটি মূল তারকীবের অনুগামী।

মূল কথাটি হল, প্রত্যেক পক্ষের জলপানের পালা উপস্থিতির বিষয়ে সংরক্ষিত, অর্থাৎ একপক্ষের পালায় অন্যপক্ষ উপস্থিত হতে পারবে না।

(জ) إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة থানবী (রহ) লিখেছেন, 'একটি মাত্র' গর্জন। আয়াতের মূলভাব এটাই যে, সামান্যতেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল।

একটি গর্জন বললে এই ভাবটি উঠে আসে না। তাছাড়া واحدة এর অর্থ তো صيحة থেকেই এসে যায় واحدة যোগ করার কী প্রয়োজন?

একজন লিখেছেন, আমি তাদেরকে আঘাত হেনেছিলাম এক মহানাদ দ্বারা– এ তরজমা গ্রহণযোগ্য নয়।

أسئلة

١- اذكر معنى صرصرا.

٢- ماذا تعرف عن السعر؟

٣- أعرب قوله بشرا.

٤- 'من بيننا' ما هي مكانة إعراب هذه الكلمة في الآية ؟

٥- صيحة واحدة এর তরজমা আলোচনা কর

٦- سيعلمون غدا এর তরজমা আলোচনা কর

(٥) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ
وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْـَٔلُهُۥ مَن
فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ﴿٣١﴾
فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ

ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ
فَٱنفُذُواْ ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ
فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا
ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَن ذَنۢبِهِۦٓ إِنسٌ وَلَا
جَآنٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ
ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَٰصِى وَٱلْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ
ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾

بيان اللغة

ذو الجلال : قال الإمام الراغب : الجلالة عِظَمُ القدر، والجلال بغير الهاء التناهي في عظم القدر؛ وهو مخصوص بوصف الله تعالى ، ولم يستعمل في غيره .

سنفرغ : الفراغ الخلو من شيء؛ قال الزجاج : إن الفراغ في اللغة على ضربين، أحدهما الفراغ من الشغل، والآخر القصد للشيء والإقبال عليه، كما هنا؛ وهو تهديد و وعيد ،

وقال الزمخشري : هو مستعار من قول الرجل لمن يهدده : سأفرغ لك ، يريد سأتجرد للإيقاع بك من كل ما يشغلني عنك، حتى لا يكون لي شغل سواك .

الثقلان : الثَّقَل المتاع؛ الشيء النفيس الخطير، كل شيء له وزن وقَدْر

فهو ثَقَل والجمع أثقال، وسميت الإنس والجن ثقلين لِعِظَم خَطَرِهما، وجلالة شأهما .

والجن والإنس كل منهما اسم جنس، يفرق بينه وبين الواحد باليـــاء، فيقال للواحد جني وإنسي .

تنفذوا : نَفَذَ الأمرُ (ن، نُفوذا، نَفاذًا) : مضى، تحقق কার্যকর হল

نفذ من شيء/ في شيء : خرج منه إلى الجهة الآخرى .

نَفَّذ الحكم কার্যকর করল أخرجه إلى العمل .

أقطار : جمع قُطْر، الجانب .

سلطان : قوة، غلبة؛ دليل، برهان؛ صاحب سلطة وقوة وغلبة .

شواظ : الشواظ هو اللهب الذي لا دخان فيه، والنحاس هو الـــدخان الذي لا لهب فيه .

الدهان : جمع دُهن ، الزيت أو ما بقي في أسفل الزيت

بيان الإعراب

ذو الجلال ، صفة لـــ : وجه

كل يوم : ظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر هو، أي : مستقر في كل يوم .

فإذا انشقت : الفاء سببية، إذا ظرف للمستقبل متضمن معنى الشـــرط، خافض لشرطه بالإضافة، متعلق بجوابه .

فكانت وردة : أي صارت حمراء كوردة؛ الفاء عاطفة .

كالدهان : أي مثل الدهان، خبر ثان لـــ : كانت .

فيومئذ : الفاء رابطة، والجملة جواب الشرط؛ والتنوين في يومئذ عوض عن جملة، أي : فيوم انشقاق السماء لا يسأل ....

الترجمة

যমীনের উপর যারা আছে তাদের সবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর বাকি থাকবে শুধু আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমা ও মহত্বের অধিকারী। তো (হে মানব ও জ্বিন,) কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা? তাঁরই কাছে চায় যারা আছে আসমানসমূহে ও যমীনে। প্রতিদিন (প্রতি মুহূর্তে) তিনি কোন না কোন বিষয়ে ব্যাপৃত। তো (হে মানব ও ও জ্বিন,) কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা? হে গুরুভার প্রাণীদ্বয়, অতিসত্বর ফারেগ হতে চলেছি আমি তোমাদের জন্য। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়, যদি পার তোমরা আসমানসমূহ ও যমীনের সীমানাসমূহ থেকে বের হয়ে যেতে, তাহলে যাও। বের হয়ে যেতে পারবে না তোমরা শক্তিছাড়া। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা? প্রেরণ করা হবে তোমাদের উপর আগুনের ধোঁয়াহীন শিখা ও ধোঁয়া-আগুন, তখন রোধ করতে পারবে না তোমরা (তা)। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

বস্তুত যখন আসমান ফেটে যাবে, আর হয়ে যাবে লালবর্ণ, 'তেলগাদ' সদৃশ। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা? বস্তুত ঐ দিন জিজ্ঞাসা করা হবে না কোন মানুষকে এবং কোন জ্বিনকে তার অপরাধ সম্পর্কে। কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

(সেদিন) চেনা যাবে অপরাধীরা তাদের আলামত দ্বারা, তখন পাকড়াও করা হবে চুলের ঝুটি ও পা। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

ملاحظات حول الترجمة

(ক) كل من عليها فان *(যমীনের উপরে যারা আছে তারা সবে ধ্বংসশীল)*
فان ও يبقى একটি اسم الفاعل অন্যটি مضارع তথা مستقبل
থানবী (রহ) লিখেছেন, 'ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বাকী থাকবে'।
اسم فاعل অবশ্য مضارع অর্থে হয়, কিন্তু শায়খুলহিন্দ (রহ)

আয়াতের ছীগা-বৈচিত্র রক্ষা করে লিখেছেন, 'ধ্বংসশীল ও বাকী থাকবে'। কিতাবে সেটাই গ্রহণ করা হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) وجه এর শাব্দিক তরজমা করেছেন, 'মুখ', থানবী (রহ) جزء কে كل অর্থে গ্রহণ করে লিখেছেন, 'সত্তা', আয়াতে সেটাই উদ্দেশ্য। এখানে শাব্দিকতা ততটা সুন্দর নয়, তাই কিতাবে থানবী (রহ) এর তরজমা গ্রহণ করা হয়েছে।

কোন কোন বাংলা তরজমায় আছে 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব ধ্বংসশীল'।

من হচ্ছে عاقل এর শব্দ, তাই এ তরজমা ঠিক নয়, غير عاقل কে عاقل এর অনুগত করা যায়, এর বিপরীত করা যায় না।

(খ) كل يوم থানবী (রহ) লিখেছেন, প্রতি মুহূর্তে/ সবসময়/ সর্বদা, সেটাই এখানে উদ্দেশ্য।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, প্রতিদিন। কিতাবের তরজমায় উদ্দেশ্যটিকে বন্ধনীতে আনা হয়েছে।

هو في شأن এর তরজমা থানবী (রহ) লিখেছেন, তিনি কোন না কোন কাজে থাকেন।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তার একটি ধান্ধা/ কাজ আছে। এখানে একে তো তারকীব পরিবর্তন করা হয়েছে, তদুপরি 'ধান্ধা' শব্দটি সঙ্গত নয়।

কিতাবে থানবী (রহ) এর তরজমা গ্রহণ করা হয়েছে, তবে 'কাজে থাকেন' এর চেয়ে ব্যাপৃত শব্দটি ভাল মনে হয়েছে।

একটি বাংলা তরজমায়, 'প্রত্যহ তিনি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত'– স্রষ্টার কার্যকে গুরুত্বপূর্ণ-অগুরুত্বপূর্ণ বলে ভাগ করা অসঙ্গত, তাছাড়া কাজ বা কার্য-এর পরিবর্তে 'বিষয়' শব্দটি شأن এর অধিকতর নিকটবর্তী এবং স্রষ্টার ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী

(গ) أيها الثقلان থানবী (রহ) লিখেছেন, হে জ্বিন ও মানব।

পরবর্তী আয়াতে يا معشر الجن والإنس রয়েছে, কিন্তু الجن والإنس এর পরিবর্তে এখানে الثقلان বলার, নিশ্চয় কোন হেকমত রয়েছে। সম্ভবত সৃষ্টিজগতে এদু'টি সম্প্রদায়ের গুরুত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। এজন্য শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দানুগ তরজমা করে লিখেছেন, হে গুরুভার প্রাণীদ্বয়।

(ঘ) فيؤخذ بالنواصي والأقدام একজন লিখেছেন, 'তাদেরকে পাকড়াও করা হইবে মাথার ঝুঁটি ও পা ধরিয়া', মানে অপরাধীদেরকে, কিন্তু সমস্যা হল يؤخذ হচ্ছে واحد। মূলত ب অব্যয়টির কারণে বিভ্রান্তি ঘটেছে। يؤخذ এর نائب الفاعل কিন্তু المجرمون এর যমীর নয়, বরং النواصي ও الأقدام –আর ب অব্যয়টি অতিরিক্ত।

أسئلة

١– اشرح كلمة الجلال والجلالة .

٢– اشرح معنى الثقلان .

٣– أعرب قوله : كل يوم هو في شأن .

٤– أعرب قوله : فيومئذ لايسأل .

৫– ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব ধ্বংসশীল, এ তরজমায় সমস্যা কী?

٦– كل يوم هو في شأن এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾ وَلِمَنْ
خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ﴿٤٦﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
﴿٤٧﴾ ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٩﴾ فِيهِمَا
عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴿٥٠﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥١﴾ فِيهِمَا
مِن كُلِّ فَـٰكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿٥٢﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ
دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَىِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾

بيان اللغة

آن : أَنىٰ (ض، أَنْياً، وأَنىً، أَناة) : حان وقرب؛ قال تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله .

أَنىٰ السائلُ (الشيء الذي يسيل) : بلغ غايةَ الحرارة .

أفنان (جمع فَنٍ) : الأغصان المستقيمة من الشجرة؛ أو الأغصان الدقيقة التي تتفرع من فروع الشجر؛ وخصت بالذكر لأنها تُورِق وتُثمِر وتَمُدّ الظلّ .

بطائن (جمع بِطانة) : ما يجعل تحت الثوب، وهو ضد الظِّهارة؛ وتستعار البطانة للصديق الحميم الذي تُسِرّ إليه بباطن أمرك؛ قال تعالى : لا تتخذوا بطانة من دونكم .

استبرق : ديباج غليظ؛ والسندس ديباج رقيق .

الجنى : الثمر الذي قد أدرك على الشجرة . دان : قريب (يناله القائم والقاعد) .

بيان الإعراب

ولمن خاف مقام ربه جنتان : مقام هو اسم ظرف بمعنى مكان القيام؛ أو هو مصدر ميمي، فالمعنى : يخاف قيام الله على الخلائق، أو قيام الخلائق بين يديه تعالى .

جنتان : مبتدأ مؤخر، ولمن خبر مقدم؛ قال الزمخشري رح : فإن قلت : لم قال جنتان؟ قلت : الخطاب للثقلين، فكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان، جنة للخائف الإنسي، وجنة للخائف الجني ، ويجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات، وجنة لترك المعاصي .

ذواتا أفنان : صفة لـ : جنتان

من كل فاكهة : حال، لأنه كان في الأصل صفة لـ : زوجان .

متكئين : عامله محذوف، أي يتنعمون متكئين .

بطائنها من استبرق : مبتدأ وخبر؛ والجملة صفة لـــ : فرش .

وجنى الجنتين دان : أي وثمر الجنتين قريب يتناوله المرأ قائما وقاعدا .

الترجمة

এটা সেই জাহান্নাম যাকে ঝুটলাত অপরাধীরা। (এখন) ঘুরতে থাকবে তারা জাহান্নামের এবং টগবগানো পানির মাঝখানে। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা? আর যে ভয় করবে আপন প্রতিপালকের (সামনে) দাঁড়ানোকে তার জন্য রয়েছে দু'টি বাগান। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা? (এমন দুই বাগান) যা বহু শাখা -প্রশাখাবিশিষ্ট। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

ঐ দু'টিতে রয়েছে দু'টি ঝর্ণা যা বয়ে যেতে থাকবে। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

ঐদু'টিতে রয়েছে প্রত্যেক ফলের দু'টি প্রকার। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

(উপভোগ করবে তারা) তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এমন বিছানায় বসে যার 'বিতানা' হবে পুরু কালীনের, আর উভয় বাগানের ফল হবে খুব নিকটবর্তী। তো কোন্ কোন্ নেয়ামত তোমাদের প্রতিপালকের অস্বীকার করবে তোমরা?

ملاحظات حول الترجمة

(ক) يكذب بها المجرمون (যাকে ঝুটলাত অপরাধীরা); অর্থাৎ এখানে كان উহ্য রয়েছে। 'ঝুটলিয়েছে'ও হতে পারে।

يطوفون (ঘোরবে); একটি বাংলা তরজমায়, 'ছোটাছুটি করবে'। অন্য তরজমায়, 'প্রদক্ষিণ করবে'।

طواف এর প্রতিশব্দ হিসাবে এটি ঠিক আছে, কিন্তু দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। 'ছোটাছুটি করা' দৃশ্যের পূর্ণ উপযোগী শব্দ।

بينها এখানে ها এর مرجع হল جهنم তবে কোন কোন তরজমায় আছে, 'জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মাঝখানে'।

(খ) عينان تجريان বহমান দু'টি ঝর্ণা, দুটি বহতা ঝর্ণা, এটি ঠিক আছে, তবে বহতা শব্দটি নদীর সঙ্গে চলে, ঝর্ণার সঙ্গে নয়।

(গ) ... فيهما من كل فاكهة থানবী (রহ) লিখেছেন, 'প্রতিটি ফল হবে দুই দুই প্রকারের'।

শায়খুলহিন্দ (রহ), 'প্রতিটি ফল হবে কিসম কিসমের (নানা কিসিমের); অর্থাৎ তাঁর মতে ছন্দের প্রয়োজনে শব্দটি দ্বিবচনের হলেও তা বহুত্বজ্ঞাপক।

متكئين على فرش ([উপভোগ করবে তারা] তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এমন বিছানায় [বসে] যার....); এ তরজমার ভিত্তি এই যে, على فرش এর সম্পর্ক متكئين এর সঙ্গে নয়, বরং এর متعلق উহ্য রয়েছে। আর على فرش এর تعلق হচ্ছে উহ্য شبه الفعل এর সঙ্গে। সুসংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে এটা করা হয়েছে। শায়খায়ন এ তারকীব মান্য করেই তরজমা করেছেন। অনেক তরজমায় বিষয়টি রক্ষিত হয়নি।

(গ) وجنا الجنتين دان একটি তরজমা, 'উভয় উদ্যানের ফলই ঝুলে থাকবে'। সবগাছের সব ফলই ঝুলে থাকে। এখানে বলার উদ্দেশ্য হলো, খুব নীচু হয়ে ঝুলে থাকা। সুতরাং তরজমায় একটি শব্দ যুক্ত করা কর্তব্য। যেমন নীচু হয়ে ঝুলে থাকবে।

(ঘ) بطائنها من استبرق (যার 'বিতানা' হবে পুরু কালীনের) একটি তরজমায় আছে, 'যার ভিতরের অংশটি হবে ...', অন্য তরজমায়, 'যার আস্তর হবে...' কিন্তু 'বিতানা' শব্দটি তার শ্রুতিমাধুর্যের কারণে প্রচলনযোগ্য।

أسئلة

١- اشرح كلمة آن .

٢- ما معنى أفنان؟

٣- أعرب قوله : متكئين .

٤- أعرب قوله : من كل فاكهة .

٥- فيهما من كل فاكهة زوجان শায়খায়নের তরজমা আলোচনা কর

٦- يطوفون بينها وبين حميم آن এর তরজমা আলোচনা কর

(٧) وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾
وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ﴿٣٠﴾ وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣١﴾
وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُرُشٍ
مَّرْفُوعَةٍ ﴿٣٤﴾

بيان اللغة

مخضوض : مجرد من الأشواك .

طلح : الطلح شجر الموز .

منضود : (اسم مفعول من نضد المتاع : أي جعل بعضه فوق بعض ، من باب ضرب نَضْداً) থরে থরে সাজিয়ে রাখল।

سكب الماءُ ونحوه (ن، سَكْباً وسُكوباً) : انصبَّ وسال، فهو ساكب وسَكوب؛ سكب الماءَ ونحوه (سَكْباً، تَسْكابا) : صَبَّ، فهو ساكب، والماء مسكوب .

بيان الإعراب

ما أصحب اليمين :

ما اسم استفهام للتعظيم في محل رفع مبتدأ ، والباقي خبره ، والجملة خبر أصحب، والربط إعادة المبتدأ بلفظه .

في سدر ... خبر ثان لأصحب ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أي هم في سدر

الترجمة

আর ডান দিকের লোকেরা, কত ভাগ্যবান ডান দিকের লোকেরা! (তারা থাকবে) এমন উদ্যানে যেখানে আছে কণ্টকহীন কুলবৃক্ষ এবং থরে থরে সাজানো কলা এবং সুবিস্তৃত ছায়া এবং বইয়ে দেয়া পানি, এবং প্রচুর ফল, যা ফুরানো হবে না এবং নিষেধকৃত হবে না। এবং উঁচু উঁচু বিছানা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) أصحب اليمين একটি তরজমায় আছে, আর যারা ডান দিকে থাকবে তারা কত ভাগ্যবান– এটি গ্রহণযোগ্য, তবে আয়াতের তারকীব ও ভাব-আবেদন থেকে একটু দূরবর্তী।

(খ) ما أصحب اليمين এখানে যেহেতু প্রশ্ন উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রশংসা উদ্দেশ্য সেহেতু এ তরজমা করা হয়েছে।

(গ) في سدر শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দানুগ ও তারকীবানুগ তরজমা করে লিখেছেন, 'থাকবে তারা কুলবৃক্ষে, যাতে কাঁটা নেই'; (শেষ অংশটি অবশ্য তারকীবানুগ নয়।)

আসলে তারা থাকবে বাগানে, আর বাগানে থাকবে ঐ কুল-বৃক্ষ ও রকম-বেকরম নেয়ামত। তাই থানবী (রহ) একটু সম্প্রসারিত তরজমা করে লিখেছেন, '*তারা এমন বাগানে থাকবে যেখানে কাঁটাহীন কুল হবে, এবং থরে থরে কলা হবে এবং দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া হবে।*

(ঘ) ماء مسكوب সবাই তরজমা করেছেন প্রবহমান পানি, এমনকি শায়খায়নও 'চালতা হুয়া/বাহতা হুয়া পানি' লিখেছেন, কিন্তু مسكوب লাযিম নয় متعدي কিতাবের তরজমায় বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে, তবে لازم এর তরজমাও গ্রহণযোগ্য।

একই কারণে ظل ممدود এর তরজমা 'সুবিস্তৃত ছায়া'র পরিবর্তে করা উচিত সুবিস্তারিত ছায়া, কিন্তু শব্দটির প্রচলন কম। শায়খায়ন লিখেছে লম্বা ছায়া/লম্বা লম্বা ছায়া।

أسئلة

١- ما معنى مخضوض ومنضود؟

٢- اشرح سكب .

٣- أعرب قوله : ما أصحب اليمين .

٤- أعرب قوله : في سدر مخضوض .

٥- أصحب اليمين، ما أصحب اليمين এর তরজমা আলোচনা কর

٦- 'দীর্ঘ/সুবিস্তৃত ছায়া' এ তরজমায় সমস্যা কী?

(٨) وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ
﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا۟
قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ
ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا
وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ
إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ
مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَءَاكِلُونَ
مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٥٣﴾
فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴿٥٥﴾
هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿٥٦﴾

بيان اللغة

سموم : السموم الريح الحارة تهب في مناطقَ صحراوية؛ الحر الشديد النافذ في مَسامّ البدَن؛ و مسامّ البدن خُروقه ومنافذ العَرَقِ في البدن .

يحموم : دخان أسود بهيم

الحنث : الذنب؛ حنِث في يمينه (س، حِنْثاً) : نقَضَ اليمينَ وأَثِمَ؛ حنث الرجل، مال من الحق إلى باطل؛

ويعبر بالحِنْثِ عن البلوغ، فيقال : قد بلغ الحنثَ؛ وذلك لأن الإنسان عند بلوغه يؤاخذ بالحنث، أي الذنب .

الهيم : الإبل العِطاشُ التي لا تَرْوَى من الماء لداءٍ يصيبُها، والواحد أهيم، والأنثى هيماء؛ وأصل هيم هُيْمٌ (بضم الهاء بوزن حمر) لكن قلبت الضمة كسرة لمناسبة الياء .

بيان الإعراب

من يحموم : صفة لـــ : ظل؛ ومن حرف جر بياني .

لا بارد : صفة لـــ : ظل مجرورة مثلها، أي : ظل حار ضار، لا كسائر الظلال .

قبل ذلك : ظرف لخبر كان .

من شجر : يتعلق بـــ : آكلون ،

من زقوم : من بياني، أي لبيان نوع الشجر، وهو تمييز له، لأن الشـــجر مبهم، تبين نوعه بقوله : من زقوم؛ وهو شجر له ثمر كريه الطعم.

الترجمة

আর বাম দিকের লোকেরা, কত না মন্দ বাম দিকের লোকেরা! তারা থাকবে গরম হলকা ও টগবগে পানির মধ্যে এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ায় যা ঠাণ্ডাও নয়, আরামপূর্ণও নয়। তারা তো এর আগে বড় বিলাসী ছিল; আর অবিচল থাকত তারা গুরুতর গোনাহের উপর। আর বলত তারা, যখন আমরা মারা যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব তখন কি অবশ্যই আমরা পুনরুত্থিত হব? আমাদের আদি পূর্বপুরুষেরাও কি (পুনরুত্থিত হবে) বলুন আপনি, নিঃসন্দেহে সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একত্র করা হবে একটি নির্ধারিত দিনের সময়ে অবশ্যই।

তারপর অবশ্যই তোমরা হে গোমরাহ, ঝুটলানেওয়ালার দল, জরুর খাবে যাক্কুমের গাছ থেকে; অনন্তর তা দ্বারা বোঝাই করবে (নিজ নিজ) পেট; অনন্তর তার উপর পান করবে টগবগে পানি, আর পানও করবে পিপাসা-রোগের উটনীদের মত। এটাই তাদের মেহমানদারি বিচারের দিনে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) في سموم থানবী (রহ) আগুন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) تیز بھاپ (তীব্র তাপদাহ) ব্যবহার করেছেন। এটাকে ভুল অনুসরণ করে বাংলা মুতারজিম 'বাষ্প' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

আরেকটি বাংলা তরজমায় আছে, অত্যুষ্ণ বায়ু। سموم এর একটি অর্থ গরম বায়ু, আরেকটি অর্থ গরমের হলকা; এখানে দ্বিতীয়টি উদ্দেশ্য। একারণেই থানবী (রহ) আগুন শব্দ ব্যবহার করেছেন, যদিও প্রকৃত আগুন নয়।

(খ) حنث عظيم কেউ কেউ লিখেছেন, 'শিরক', حنث عظيم দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য, তবু 'শব্দ-অনুসরণ' উত্তম। প্রয়োজনে বন্ধনী ব্যবহার করা যায়।

(গ) فشاربون شرب الهيم *(আর পানও করবে পিপাসা-রোগের উটনীদের মত)* থানবী (রহ) লিখেছেন, 'পিপাসার্ত উটনী', هيم শুধু পিপাসার্ত উটনী নয়, বরং পিপাসা-রোগে আক্রান্ত উটনী। শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমায় সেটা এসেছে।

أسئلة

١- ما معنى سموم؟

٢- اشرح كلمة الحنث؟

٣- ما إعراب من يحموم .

٤- أعرب قوله : من زقوم .

٥- في سموم وحميم এর তরজমা আলোচনা কর

٦- فشاربون شرب الهيم এর তরজমা আলোচনা কর

(٩) مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ
وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ
يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ
جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتُ

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ
ٱرْجِعُوا۟ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُوا۟ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ
بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَلَـٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ
أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ ٱلْأَمَانِىُّ حَتَّىٰ جَآءَ
أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ
فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ ۖ هِىَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ
وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

بيان اللغة

انظرونا : النظر هو تقليب البصر لرؤية شيء، وتقليب البصيرة لإدراك شيء، وهو يتعدى بـ : إلى، ويحذف الجار، كما وقع هنا؛ ولهذا قال أبوحيان : إن النظر بمعنى الإبصار، لا يتعدى بنفسه، وإنما يتعدى بـ : إلى .

وقد يراد به التأويل ، وهو عادة لا يتعدى بالجار، مثلا اذهب فانظر زيدا أبو من هو ؟ وقد يحذف المفعول، فمن ذلك قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال .

وقد يتعدى هذا بـ : إلى؛ كقوله تعالى : أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت .

وقد يتعدى بفي، كقوله تعالى : أو لم ينظروا في ملكوت السموت والأرض ، أي أو لم يتأملوا فيه .

ونظر الله تعالى إلى عباده هو إحسانه إليهم؛ ومن ذلك قول الناس:
انظر إليّ نظر الله إليك، أي أحسن إليّ أحسن الله إليك .

والنظر الانتظار، كما قال تعالى : غير نـاظرين إنـاه، أي غير منتظرين إناه؛ وكما قال تعالى : وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة.

ويستعمل النظر في التحير في الأمور، كقوله تعـالى : فأخـذتكم الصعقة وأنتم تنظرون .

نقتبس : قبس النار (ض، قَبْسًا) أوقدها؛ طلبها؛ وقبس العلم : استفاده .
اقتبس نارا : قبسها؛ واقتبس فلانا : طلب منه نارا؛ واقتبس منـه علما : استفاده .
القَبَس : النار أو شعلة منها .

سور: كل ما يحيط بشيء من بناء أو غيره প্রাচীর, চারদেয়াল والجمع أسوار

تربص : تربص به (شيئا) : ينتظر به خيرا أو شرا يحل به .

بيان الإعراب

من ذا الذي : من استفامية في محل الرفع بالابتداء؛ و ذا اســم إشــارة خبره؛ والذي صفة له أو بدل منه .

قرضا : مفعول مطلق .

فيضاعف : الفاء سببية، وقعت بعد الاستفهام، فالمضارع بعدها منصوب بأن مضمرة .

يوم ترى : الظرف متعلق بـ : الاستقرار العامل في : لـه أجـر، أي : استقر له أجر يوم رؤيتك ...؛ أو منصوب بـ : اذكر، فيكـون مفعولا به .

بشراكم اليوم : الجملة مقولة قول محذوف ، أي : ويقال لهم ....

بشراكم مبتدأ، اليوم ظرف متعلق بـــ : بشراكم

جنات : خبر المبتدأ .

و خالدين : حال من الفاعل؛ والعامل فيها المضاف المحذوف، إذ الأصل:

بشراكم دخولكم جنات ....

بسور : الباء زائد في نائب الفاعل .

باطنه فيه الرحمة : باطنه مبتدأ ، وجملة فيه الرحمة خبره ،

و ظاهره من قبله العذاب : الواو عاطفة، وظاهره مبتدأ، وجملة من قبله العذاب خبره .

الترجمة

কে সে যে করয দেবে আল্লাহকে উত্তম করযদান করা, ফলে বাড়িয়ে দেবেন তিনি তা তার জন্য। তদুপরি তার জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। যেদিন দেখতে পাবে তুমি মুমিনীন ও মুমিনাতকে এমন অবস্থায় যে, ছুটতে থাকবে তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডানে (ও বাঁয়ে)

(আর বলা হবে তাদেরকে) তোমাদের সুসংবাদ আজ এমন বাগ-বাগিচার যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসূমহ; যাতে চিরকাল থাকবে তারা। সেটাই তো বিরাট সফলতা। যেদিন বলবে মুনাফিকীন ও মুনাফিকাত, তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে, আমাদের একটু সুযোগ দাও, কিছু আলো গ্রহণ করি তোমাদের জ্যোতি থেকে। (তখন তাদের বলা হবে) ফিরে যাও তোমাদের পিছনে, অনন্তর সন্ধান কর আলো। অনন্তর স্থাপন করা হবে তাদের মাঝখানে এক প্রাচীর, যাতে থাকবে একটি দরজা। তার অভ্যন্তরভাগে থাকবে রহমত, আর তার বহির্ভাগের দিক থেকে থাকবে আযাব।

ডাক দেবে এরা তাদেরকে যে, (দুনিয়াতে) ছিলাম না কি আমরা তোমাদের সঙ্গে? তারা বলবে, ছিলে তো ঠিক, কিন্তু তোমরা মোহগ্রস্ত করে রেখেছিলে নিজেরদের, আর (আমাদের অমঙ্গলের) প্রতীক্ষা করেছিলে, আর সন্দেহ পোষণ করতে, আর প্রতারিত

করেছিল তোমাদেরকে অলীক সবআকাঙ্ক্ষা। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ এসে গেল। আর ধোকা দিয়েছিল তোমাদেরকে আল্লাহর বিষয়ে মহাধোকাবাজ (শয়তান)। তো আজ গ্রহণ করা হবে না তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ, আর না (নেয়া হবে) তাদের থেকে যারা কুফুরি করেছে। তোমাদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম, জাহান্নামই তোমাদের বন্ধু। আর বড় মন্দ গন্তব্যস্থল (তা)

ملاحظات حول الترجمة

(ক) من ذا الذي (কে সে যে,); অন্য তরজমা, 'এমন কে আছে যে,' দু'টোই মূলানুগ তরজমা। দ্বিতীয়টি করেছেন শায়খুলহিন্দ (রহ)। থানবী (রহ) লিখেছেন, কেউ আছে যে, ...?
যদিও এটি আয়াতের বক্তব্যের ভাব ধারণ করছে, তবু বলতে হয়, মূল থেকে সরে আসার প্রয়োজন ছিল না। একজন লিখেছেন, কে দেবে করয আল্লাহকে ...? এটি মূলত من يقرض এর তরজমা।

(খ) قرضا حسنا (উত্তম করয দান করা) مفعول مطلق রূপে মাছদারের তরজমা করা হয়েছে। مفعول به রূপে তরজমা হতে পারে, 'কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম করয দান করবে?'

(গ) فيضعفه *(ফলে বাড়িয়ে দেবেন তিনি তা তার জন্য);* সরল তরজমা, 'তাহলে তিনি তাকে তা বাড়িয়ে দেবেন।'
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, *'দ্বিগুণ করে দেবেন'*, কিন্তু مضاعفة এর অর্থ যেমন দ্বিগুণ করা হয়, তেমনি বৃদ্ধি করাও হয়। সেটা দ্বিগুণ হতে পারে, আবার হতে পারে আরো বেশী এবং অনেক বেশী । তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, *'অনন্তর আল্লাহ তা'আলা সেটাকে তার জন্য বাড়াতে থাকবেন।* এ তরজমা থেকে মনে হতে পারে, ف অব্যয়টি আতফের জন্য।

(ঘ) وله أجر كريم এটি যেহেতু আলাদা একটি আজরের প্রতিশ্রুতি, সেহেতু واو এর তরজমা করা হয়েছে তদুপরি।
كريم এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, পছন্দনীয়।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, মর্যাদার ছাওয়াব (মর্যাদাপূর্ণ ছাওয়াব); একটি বাংলা তরজমায় আছে 'সম্মানজনক'।

মহান হচ্ছে كـريم এর নিকটতম প্রতিশব্দ এবং كـريم এর আভিজাত্যকে কিছুটা হলেও ধারণ করে।

(ঙ) يوم تـرى المـؤمنين والمؤمنـات *(যেদিন দেখবে তুমি মুমিনীন ও মুমিনাতকে)*; বাংলায় এ শব্দ-ব্যবহার নতুন হলেও কালামুল্লাহ্‌র তরজমায় গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

وبأيمانهم (তাদের ডানে (ও বাঁয়ে); বন্ধনীটি থানবী (রহ) এর। তিনি একটি রেওয়ায়াতের বরাত দিয়ে বন্ধনীটি যুক্ত করে লিখেছেন, ডান দিককে বিশিষ্ট করার কারণ সম্ভবত এই যে, ডান দিকে নূরের পরিমাণ বেশী হবে।

(চ) نقتبس من نـوركم যদি প্রশ্ন করা হয়, আয়াতে نـور এর কথা আছে একবার, তাহলে 'তোমাদের জ্যোতি থেকে একটু আলো গ্রহণ করি' এই তাকরার কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে?

আসলে اقتباس মানেই হলো আলো বা অগ্নিখণ্ড গ্রহণ করা।

মর্যাদার তারতম্য বোঝানোর জন্য মুমিনদের ক্ষেত্রে জ্যোতি আর মুনাফিকদের ক্ষেত্রে আলো ব্যবহার করেছেন শায়খায়ন

(ছ) هي مولـكم শায়খায়ন লিখেছেন, *'জাহান্নামই তোমাদের বন্ধু'*।

مـولكم কে أولى بكـم অর্থে গ্রহণ করে কেউ কেউ লিখেছেন, 'জাহান্নামই তোমাদের উপযুক্ত'।

হয়ত জাহান্নামকে বন্ধু বলা স্বাভাবিক নয় ভেবে এই বিকল্প তরজমা, কিন্তু উদ্দেশ্য যেহেতু কটাক্ষ করা, সেহেতু বন্ধু বলাটা অস্বাভাবিক নয়, সুতরাং مولكم এর বিকল্প অর্থ করার প্রয়োজন নেই। তদুপরি তাতে কটাক্ষের অর্থটি থাকে না।

أسئلة

١- اشرح كلمة 'النظر' شرحا بسيطا .

٢- ما معنى السور؟

٣- ما إعراب قوله : من ذا الذي يقرض الله .

٤- أعرب قوله : بسور .

٥- من ذا الذي يقرض الله এর তরজমা আলোচনা কর

٦- نقتبس من نوركم এর তরজমায় কী প্রশ্ন হয় এবং কী উত্তর?

(١٠) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ
وَٱلْكِتَٰبَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ
قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ
وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً
وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ
رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ
وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ
شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ
وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

بيان اللغة

قفينا : التقفية جعل شيء في أثر شيء؛

قفى على أثره بفلان : أتى بعده بفلان و اتبعه إياه .

الرهبانية : المبالغة والغلو في العبادة، والانقطاع عن الناس وعن أمور الحياة؛ والذي يتبع الرهبانية راهب، وجمعه رهبان .

كفلين : نصيبين

بيان الإعراب

برسلنا : الباء حرف جر زائد، و رسلنا مجرور لفظا مفعول به محلا .

رأفة : مفعول به أول لـــ : جعلنا، وفي متعلق بمحذوف مفعول به ثـــان لـــ : جعلنا؛ والتقدير : وجعلنا رأفة ورحمة ثابتتين في قلوب ....

ورهبانية : معطوف على رحمة؛ وجملة ابتدعوها نعت لـــ: رهبانية فقط، لأن الرحمة والرأفة أمر موهوب من الفطـــرة، لا تَكَسُّبَ فيـــه للإنسان، أما الرهبانية فللإنسان فيها تكسُّبٌ.

و يجوز أن يكون من باب الاشتغال، فجملة ابتدعوها حينئذ مفسر للفعل السابق المحذوف .

الا ابتغاء رضوان الله :

إلا أداة استثناء، والاستثناء منقطع، وتكون إلا بمعنى لكن؛ والمعنى : لم نفرضها عليهم ولكنهم ابتدعوها ابتغاء ...

أو هي أداة حصر والاستثناء متصل، وابتغاء مفعول من أجله لـــ : ما كتبنها، والمعنى : ما كتبنها عليهم لشيء من الأشياء إلا لابتغـــاء مرضاة الله، (ولكنهم أحدثوا فيها الْغُلُوَّ فما رعوها حق رعايتها) .

حق رعايتها : حق نائب عن المفعول المطلق الذي هو مضاف إليه هنا .

لئلا يعلم : أن حرف مصدري ناصب، ولا زائدة، أي : ليعلم أهل الكتاب

ألا يقدرون : أي : أنهم لا يقدرون ...؛ وليعلم متعلق بمحذوف، أي : ينعم عليكم هذه النعم ليعلم أهل الكتب أنـــهم لا يقـــدرون ... و لو قدروا عليه لمنعوه عنكم .

الترجمة

আর অতিঅবশ্যই আমি প্রেরণ করেছি নূহ ও ইবরাহীমকে, আর রেখেছি তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব, তো তাদের মধ্য হতে কেউ হিদায়াতপ্রাপ্ত, আর তাদের মধ্য হতে বহু (মানুষ) ফাসেক।

অতপর তাদের পরে একে একে প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের, আর (তাদের পর) প্রেরণ করেছি ঈসা ইবনে মারয়ামকে এবং দান

করেছি তাকে ইঞ্জিল। আর সৃষ্টি করেছি ঐ লোকদের অন্তরে যারা তাকে অনুসরণ করেছে (সৃষ্টি করেছি) দয়া ও মায়া, আর বৈরাগ্যকে উদ্ভাবন করেছিল তারা নিজেরা। আমি অবশ্য-সাব্যস্ত করিনি তাদের উপর তা, কিন্তু তারা তা গ্রহণ করেছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। অনন্তর তারা তা পালন করেনি, তা পালন করার হক অনুযায়ী। তো তাদের মধ্য হতে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি দান করলাম তাদের (প্রাপ্য) প্রতিদান, আর তাদের মধ্য হতে বহু লোক (ছিল) ফাসেক।

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, ভয় কর তোমরা আল্লাহকে, আর ঈমান আন তাঁর রাসূলের প্রতি, তাহলে দেবেন তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ (প্রতিদান) আপন অনুগ্রহের কারণে, আর নির্ধারণ করবেন তোমাদের জন্য এমন আলো, চলবে তোমরা যার সাহায্যে, আর ক্ষমা করবেন তিনি তোমাদেরকে। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(তিনি তোমাদেরকে এসকল নেয়ামত দান করবেন) যেন জানতে পারে আহলে কিতাব যে, নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তারা কোন কিছু আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে। আর (যেন জানে) যে, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে; তিনি দান করেন তা যাকে ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের অধিকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ثم قفينا على آثارهم *(অতপর তাদের পরে একে একে প্রেরণ করেছি আমার রাসূলদের)*; এর তারকীবানুগ তরজমা করেছেন একজন এভাবে, *'অতপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে।'*

এতে বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না, তাই প্রয়োজনের তাগিদে থানবী (রহ) সরল তরজমা করেছেন এবং কিতাবে সেটাই গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) يؤتكم كفلين من رحمته *(তিনি দেবেন তোমাদেরকে দ্বিগুণ ছাওয়াব তাঁর অনুগ্রহে)*; অর্থাৎ كفلين এর ছিফাত উহ্য রয়েছে। আর من رحمته এর من হচ্ছে হেতুবাচক। মূলরূপটি হলো–

يؤتكم كفلين من الثواب بسبب رحمته

একজন তরজমা করেছেন, 'তিনি তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন।' অর্থাৎ তিনি ভেবেছেন, من رحمته হচ্ছে كفلين এর সঙ্গে متعلق আর من হচ্ছে بيانية এটা সঠিক তারকীব নয়।

(গ) لا يقدرون على شيء من فضل الله *(নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তারা কোন কিছু আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে)*; সরল তরজমা হবে এমন- আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহকেও তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

لا يقدرون এর তরজমা হিসাবে '*(আল্লাহর কোন অনুগ্রহের উপর)* তাদের অধিকার নেই' চলতে পারে, তবে প্রথম কথা হল তারকীব পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত অধিকার ও ক্ষমতা এক বস্তু নয়, এখানে আলোচনা হল, আল্লাহর অনুগ্রহের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা কার, আহলে কিতাবের, না স্বয়ং আল্লাহর? এদিক থেকে لا يقدرون এর উত্তম তরজমা হলো, তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।

যুগপৎ তারকীবানুগ ও সরল তরজমা হবে এই-

যেন আহলে কিতাবীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর সামান্যতম অনুগ্রহের উপরও তারা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না।

أسئلة

١- اشرح كلمة 'الرهبانية' .

٢- ما هي معاني الفضل؟

٣- ما إعراب قوله : يؤتكم كفلين من رحمته .

٤- أعرب قوله : لئلا يعلم أهل الكتب ألا يقدرون .

٥- يؤتكم كفلين من رحمته এর তরজমা আলোচনা কর

٦- على شيء من فضل الله এর সরল তরজমা কী?

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ مَا
يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَٰثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا
هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ
أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُوا عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَٰجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ
وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ
ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ
حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَٰٓأَيُّهَا
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَٰجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَٰجَوْا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ
وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَٰجَوْا بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ
ٱلَّذِيٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ
لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا إِلَّا بِإِذْنِ
ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ (المجادلة : ٥٨ : ٧ - ١٠)

بيان اللغة

نجوى : إسرار الحديث؛ أصله المصدر، واسم المصدر من المناجاة؛ وقد يوصف به، فيقال : هو نجوى، أي المناجي، وهم نجوى، أي المناجون؛ ناجاه (مناجاة) : أظهر له ما في قلبه سرا .

তাকে চুপিসারে গোপন কথা বলল।

تناجى القوم : أظهر كل لغيره ما في قلبه سرا .

একে অপরকে কানে কানে গোপন কথা বলল।

ليحزن : لازم من باب سمع، والمصدر حزَنا (بفتحتين)، ومتعدٍ من باب نصر، والمصدر حُزْنا (بضم فسكون)

بيان الإعراب

أن الله يعلم : مصدر مؤول يقوم مقام مفعولي ترى، الذي هو من الرؤية القلبية، لا البصرية .

نجوى : مجرور لفظا، مرفوع محلا، لأنه فاعل يكون التام؛ و ذكر الفعل، لأن فاعله نجوى مؤنث غير حقيقي، ولأنه مفصول عنه بـ : من .
ومن حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي، أي ليعم النفي كل نجوى ثلاثة .

إلا أداة حصر بعد النفي، والمعنى : كل نجوى ثلاثة محصورة بكون الله رابعهم؛ والجملة هو رابعهم في محل نصب على الحال، لأن الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، أي : لا يكون نجوى ثلاثة في حال من الأحوال إلا حال كون الله رابعهم .

ولا خمسة إلا هو سادسهم : عطف على ثلاثة .

ولا أدنى من ذلك : عطف على خمسة، ومن ذلك يتعلق بـ : أدنى، أي أدنى من ثلاثة؛ ولا أكثر عطف على أدنى، أي أكثر من خمسة،

الترجمة

দেখেননি কি আপনি (অবগত হননি) যে, আল্লাহ জানেন যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমিনে। হয় না কোন তিন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ, তবে তিনি হন তাদের চতুর্থ এবং হয় না কোন পাঁচ ব্যক্তির (গোপন পরামর্শ), তবে তিনি হন তাদের ষষ্ঠ, এবং হয় না তার চেয়ে কম বা বেশী (কোন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ), তবে তিনি (থাকেন) তাদের সঙ্গে তাদের অবস্থান-স্থানে। তারপর অবহিত করবেন তিনি তাদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে কেয়ামতের দিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সকল বিষয়েই অবগত ।

লক্ষ্য করেননি কি আপনি তাদের প্রতি যাদের নিষেধ করা হয়েছে 'কানাকানি' করা থেকে। তারপরো ফিরে আসে তারা ঐ বিষয়ের দিকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকে, আর কানাকানি করে তারা পাপ-বিষয়ে এবং সীমালঙ্ঘন-(বিষয়ে) এবং রাসূলের অবাধ্যতা -(বিষয়ে)।

আর যখন আসে তারা আপনার কাছে আপনাকে সালাম করে এমন শব্দযোগে, সালাম করেননি যা দ্বারা আপনাকে আল্লাহ, আর বলে তারা মনে মনে, কেন সাজা দেন না আমাদেরকে আল্লাহ আমাদের কথা বলার কারণে? যথেষ্ট তাদের জন্য জাহান্নাম, ঝলসিত হবে তারা তাতে, সুতরাং কত না মন্দ গন্তব্যস্থান (তা)।

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, যখন তোমরা 'কানপরামর্শ' কর তখন তা কর না পাপ ও সীমালঙ্ঘন এবং রাসূলের নাফরমানি-বিষয়ে, বরং 'কানাকানি কর' সদাচার ও তাকওয়া-বিষয়ে; আর ভয় কর তোমরা আল্লাহকে, যারই কাছে একত্র করা হবে তোমাদের।

এরূপ কানাকানি শুধু শয়তানের পক্ষ থেকেই হয়, কষ্ট দেয়ার জন্য তাদের যারা ঈমান এনেছে, অথচ সে ক্ষতি করতে সক্ষম নয় তাদের, তবে আল্লাহর ইচ্ছায়। আর আল্লাহরই উপর যেন ভরসা করে মুমিনীন।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) (আপনি দেখেননি (অবগত হননি); 'জানেননি'ও হতে পারে। এখানে رؤية যে بصري নয়, বরং قلبي তা নির্দেশ করার জন্য বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে। قلبية এর বিষয়টি বিবেচনা করে কেউ কেউ লিখেছেন, আপনি কি ভেবে দেখেননি'– এটিও ঠিক

আছে, তবে (ভেবে) কথাটি বন্ধনীতে এলে ভাল। বন্ধনী ছাড়া শুধু দেখেননি হতে পারে, যেমন থানবী (রহ) করেছেন। কারণ رؤية যেমন দু'প্রকার, 'দেখা'ও তদ্রূপ দু'প্রকার।

(খ) যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে এবং যা কিছু রয়েছে যমীনে, আয়াতে السموات এসেছে বহুবচনে, আর الأرض এসেছে একবচনে, শায়খায়ন বিষয়টি বিবেচনায় রেখেছেন। সুতরাং যারা তরজমা করেছেন, আসমান-যমীনে/আসমানে ও যমীনে তারা ভুল করেছেন বহুবচনের দিকটি বিবেচনায় না রেখে, আর যারা লিখেছেন, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে তারা ভুল করেছেন একবচনের বিষয়টি বিবেচনায় না রেখে।

'*আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে*' এ তরজমা মোটামুটি ঠিক আছে, তবে ما في السموت وما في الأرض ও ما في السموت والأرض এর পার্থক্য এখানে লক্ষ্য রাখা হয়নি। শায়খায়ন সেটা লক্ষ্য করেছেন।

(গ) '*হয় না কোন তিন ব্যক্তির গোপন পরামর্শ, তবে তিনি হন তাদের চতুর্থ*। এখানে আয়াতে حرف النفي একটি সুতরাং তরজমায় দু'টি حرف النفي না আসা উচিত। দ্বিতীয়ত: نجوى এ نجوى ثلاثة এর নাকিরাত্ব এসেছে মূলত ثلاثة এর নাকিরাত্বের কারণে, সুতরাং তরজমায় নাকিরা-অব্যয়টি তিন-এর সঙ্গে যুক্ত হবে, গোপন পরামর্শ-এর সঙ্গে নয়।

'*তিন ব্যক্তির এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না হন*', (এটি থানবী তরজমার সফল অনুসরণ।)

'*তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাহাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি উপস্থিত না থাকেন*', (এটি থানবী তরজমার ব্যর্থ অনুসরণ, কারণ তাতে শব্দবাহুল্য ঘটেছে।)

'তাদের মধ্যে চতুর্থ' এটিও ঠিক নয়। কারণ এখানে বিনা প্রয়োজনে إضافة কে ظرف এ রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ولا أدنى من ذلك ولا أكثر (এবং হয় না তার চেয়ে কম বা বেশী) আরো মূলানুগ তরজমা– এবং তার চেয়ে কমও হয় না, বেশীও হয় না।

থানবী (রহ), '*আর না এর চেয়ে কম, না এর চেয়ে বেশী*'।

তিনি أكثـر এর উহ্য متعلـق উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে এটা বন্ধনীতে থাকা শ্রেয়।

أينما كانوا *(তাদের উপস্থিতির স্থানে/তাদের অবস্থানক্ষেত্রে)*; এটি তারকীবী তরজমা; সরল তরজমা এই, *'যেখানেই তারা থাকুক।'*

(ঘ) عـن النجـوى (কানাকানি করা থেকে) কানাঘুষা করা থেকে/ গোপন পরামর্শ /কানপরামর্শ করা থেকে।

(ঙ) ثم يعودون لما نهوا عنه *(তারপর ফিরে আসে তারা ঐ বিষয়ের দিকে যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তাদের)*; এটি পূর্ণ শব্দানুগ তরজমা এবং গ্রহণযোগ্য।

থানবী (রহ) লিখেছেন, *তারপর তারা ঐ কাজই করে যা থেকে তাদের নিষধ করা হয়েছিল।* এটি সরল তরজমা, তবে ماضي بعيد এর ব্যবহার জরুরি ছিল বলে মনে হয় না।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'তারপরো তারা সেটাই করে যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে'। এটিও গ্রহণযোগ্য, কারণ তারকীব রক্ষিত না হলেও বক্তব্য রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য সেক্ষেত্রে আরো সুন্দর তরজমা হবে 'তারপরো তারা সেই নিষিদ্ধ কাজ করে'।

(চ) لولا يعذبنا الله بما نقول এখানে بما نقول দ্বারা كلام مطلـق উদ্দেশ্য নয়, বরং রাসূলকে সালাম করা-বিষয়ে তাদের বক্র কথা উদ্দেশ্য। সেটা বিবেচনা করেই থানবী (রহ) লিখেছেন, 'কেন আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের এই কথার উপর সাজা দেন না'?

(ছ) ... إذا تناجيتم এখানে تناجي তিনবার এসেছে। আয়াতে সংক্ষিপ্ত ও স্বতন্ত্র শব্দকাঠামোর কারণে পুনরুক্তি দোষ ঘটেনি, কিন্তু তরজমায় তা ঘটেছে। তাই শায়খুলহিন্দ (রহ) এভাবে তরজমা করেছেন, *'তোমরা যখন কানে কানে কথা বল তখন পাপাচারণ এবং সীমা লঙ্ঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কথা বল না, বরং সদাচার ও ধর্মাচরণের কথা বল'*, (পরবর্তী দু'টি ক্ষেত্রে 'কানে কানে' কথাটি তিনি উহ্য রেখেছেন, কিতাবের তরজমায় এটা অনুসরণ করা হয়েছে।

(জ) يصلونها সবাই তরজমা করেছেন, দাখেল হবে বা প্রবেশ করবে; তাতে صـلي এর প্রকৃত অর্থটি উঠে আসে না, তাই কিতাবে তরজমা করা হয়েছে, 'তাতে ঝলসিত হবে'।

واتقوا الله الذي أنتم إليه تحشرون (আর ভয় কর আল্লাহকে যারই কাছে তোমাদের একত্র/ সমবেত করা হবে।

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'যার কাছে' অর্থাৎ إليه কে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্য তাঁর মতে حصر নয়।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, যার কাছে তোমাদের জমা হতে হবে। অর্থাৎ এখানে বাধ্যবাধকতার আড়ালে সমবেতকারী সত্তার আভাস রয়েছে। কিন্তু যার কাছে তোমরা একত্র হবে- এতে সেই আভাসটি নেই।

(ঝ) إنما النجوى من ... (এরূপ কানাকানি শুধু....)

অর্থাৎ এখানে النجوى এর ال দ্বারা বিশেষ نجوى বোঝানো হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হল মন্দ।

أسئلة

١- ما معنى النجوى؟

٢- اشرح كلمة العدوان .

٣- ما إعراب قوله : أن الله يعلم؟

٤- عرف كلمة 'ما' في أينما .

٥- إنما النجوى من الشيطن এর তরজমা আলোচনা কর

٦- لولا يعذبنا الله بما نقول এর আশরাফী তরজমা আলোচনা কর

(٢) سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ
ٱلْحَكِيمُ ۝ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ
ٱلْكِتَٰبِ مِن دِيَٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ۚ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا۟ ۖ
وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِنْ
حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا۟ ۖ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ ۚ يُخْرِبُونَ

بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُوا۟ يَـٰٓأُو۟لِى
ٱلْأَبْصَـٰرِ ﴿٢﴾ وَلَوْلَآ أَن كَتَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ
فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ﴿٣﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
شَآقُّوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ
ٱلْعِقَابِ ﴿٤﴾ (الحشر :٥٩ : ١ - ٤)

بيان اللغة

لأول الحشر : أي عند ملاقاتهم الأولى مع المسلمين .

قذف الحجر/بالحجر (ض، قَذْفاً) : رمى به بقوة .

يخربون : خرِب البيتُ/ الآلة/ الصحّةُ (س، خَرَبًا، خَرَابًا) নষ্ট হল, বিরান হল

خَرَبَ (ن، خَرْبا) وأَخْرَبَ : هدم، أفسد، صير خرابا .

الجلاء : الخروج أو الإخراج عن البلد؛

جَلا عن بلده ومنه (ن، جَلاءً) : خرج .

جلاه عن بلده : أخرجه .

شاقه (شقاقا ومُشاقّة) : خالفه .

بيان الإعراب

من أهل الكتاب : أي معدودين من أهل الكتاب، وهم بنو النضير .

من ديارهم : متعلق بـــ : أخرج

لأول الحشر : متعلق بأخرج؛ وهي لام التوقيت؛ والكلام من قبيل أضافة الصفة إلى الموصوف، أي عند الحشر الأول .

ظنوا : من أفعال القلوب، والمصدر المؤول يقوم مقام مفعولي ظنوا .

مانعتهم : إضافة اسم الفاعل إلى المفعول له ، وحصونهم فاعله

من الله : متعلق بـــ : مانعة، على حذف المضاف، أي من عذاب الله

أتاهم الله : أي أتاهم عذابه؛ و من حيث متعلق بـــ : أتاهم؛ والجملة في محل جر بإضافة الظرف إليها، وأصل العبارة : أتاهم عذاب الله من مكان عدم احتسابهم وحسبانهم .

لولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم : المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ محذوف الخبر، أي لولا هذا الأمر ثابت؛ ولام لعـــذبهم واقعـــة في جواب لولا.

ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله : أي ما سبق ذكره من العـــذاب ثابـــت بسبب شقاقهم الله ورسوله .

ومن يشاق الله : جواب الشرط محذوف، أي يعاقب؛ والفاء تعليلية .

الفائدة : بنو النضير رهط من اليهود نزلوا بيثرب انتظار النبي الذي سيبعث ويهاجر إلى يثرب كما عرفوا في كتابهم، ولكنهم غـــدروا بالنبي بعد أن عاهدوه، وصاروا عليه مع المشـــركين، فحاصـــرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء؛ وكانوا أول من أجلي من أهل الذمة من جزيرة العرب .

الترجمة

পবিত্রতা বর্ণনা করে আল্লাহর, যা কিছু (রয়েছে) আসমানসমূহে এবং যা কিছু (রয়েছে) যমীনে। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাবান। তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি বহিষ্কার করেছেন তাদেরকে যারা কুফুরি করেছে আহলে কিতাব হতে, তাদের বাড়ীঘর থেকে প্রথম মোকাবেলার সময়েই। ধারণা করনি তোমরা যে, বের হয়ে যাবে তারা, আর ভেবেছিল তারা যে, রক্ষা করবে তাদেরকে তাদের দুর্গসমূহ আল্লাহর আযাব থেকে, অনন্তর এসে পড়ল আল্লাহর আযাব তাদের কাছে এমন দিক থেকে যা কল্পনা করেনি তারা; আর প্রক্ষেপণ করলেন (আল্লাহ) তাদের অন্তরে ভীতি, (ফলে) তারা উজার করতে

লেগে যায় নিজেদের ঘর নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতে, সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ কর হে চক্ষুষ্মানগণ।

আর যদি (সাব্যস্ত) না হত (এই বিষয়) যে, ফায়সালা করে ফেলেছেন আল্লাহ তাদের উপর নির্বাসন, তাহলে অবশ্যই আযাব দিতেন তিনি তাদের, দুনিয়াতে; আর (রয়েছে) তাদের জন্য আখেরাতে আগুনের (জাহান্নামের) আযাব।

তা এই কারণে যে, তারা বিরুদ্ধাচরণ করেছে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের। আর যে কেউ আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে (সে আযাবগ্রস্ত হয়); কেননা আল্লাহ কঠিন সাজাদানকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) هو الذي أخرج الذين كفروا যেহেতু আরবী তারকীবটি জটিল সেহেতু থানবী (রহ) সুসংক্ষিপ্ত, সরল তরজমা করছেন এভাবে, *'তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি কিতাবী কাফিরদেরকে তাদের বাড়ীঘর হতে প্রথমবারেই একত্র করে বের করে দিয়েছেন'।*

(খ) ما ظننتم থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, 'তোমাদের ধারণাও ছিল না যে ...,' এই মূলবিমুখিতার প্রয়োজন ছিল না।
শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তোমরা আন্দাযও করতে পারছিলে না'

(গ) أتاهم الله শায়খায়ন লিখেছেন, 'তাদের উপর পৌঁছে গেলেন আল্লাহ'। এখানে উহ্য مضاف উল্লেখ করে তরজমা করা অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

يخربون ... (ফলে) বন্ধনী দ্বারা ইশারা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে অন্তরে ভীতি নিক্ষেপের ফল।

رعب এর তরজমা ভীতির স্থলে ত্রাস করেছে, কিন্তু 'সঞ্চার করা' বললে قذف এর দৃশ্য স্পষ্ট হয় না। প্রক্ষেপণ করা/ নিক্ষেপ করা/ ছুঁড়ে দেয়া হতে পারে।

يخربون এর তরজমা, ধ্বংস করা/বরবাদ করা/ ভাঙচুর করা/ তছনছ করা হতে পারে, তবে কিতাবের শব্দচয়ন অধিকতর উপযোগী।

(ঘ) ولولا أن كتب الله, কিতাবের তরজমায় মূল তারকীব লক্ষ্য রাখা হয়েছে। থানবী (রহ) সরল তরজমা করেছেন এভাবে– আর যদি আল্লাহ তাদের ভাগ্যে নির্বাসন না লিখে ফেলতেন....

أسئلة

١- اشرح كلمة الجلاء .

٢- ما معنى الشقاق؟

٣- ما إعراب قوله : مانعتهم وما فاعل شبه الفعل هذا؟

٤- ما هو أصل العبارة في قوله تعالى : أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا؟

٥- ما ظننتم أن يخرجوا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- يخربون এর প্রতিশব্দগুলো সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর

(٣) مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَىٰٓ أُصُولِهَا
فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِىَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿٥﴾ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ
رَسُولِهِۦ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُۥ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ
ٱلسَّبِيلِ كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةًۢ بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ
ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ
ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٧﴾ (الحشر : ٥٩ : ٥ — ٧)

بيان اللغة

لينة : نخلة ناعمة

أفاء شيئا : جعله غنيمة؛ وأصل الفيء والفيئة الرجوع إلى حالة محمودة، قال تعالى : فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ، أي تعود وترجع .

والفَيْءُ الظل (لرجوعه من جانب الشرق إلى جانب الغرب)؛ والفيء لا يقال إلا للراجع من الظل؛ ويقال للغنيمة التي تحصل بلا مشقة فَيْءٌ؛ وسميت الغنيمة بالفيء الذي هو الظل، تنبيها على أن أشرف أعراض الدنيا كظل زائل .

أوجف البعيرَ : حمله على الإسراع .

ركاب : الإبل وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، وواحدها راحلة ويجمع على ركب (كقفل) ورَكائب ورِكابات؛ والرِّكاب أيضا ما يُعلَّق في السَّرْج ، فيجعل الراكب فيه رِجلَه .

دُولة (بالضم والفتح) ما يدور بين الناس؛ المال، لأنه يدور بينهم؛ والغلبة، لأنها تدور بينهم .

بيان الإعراب

ما قطعتم من لينة .... : الموصول في محل رفع مبتدأ أي : ما قطعتموه، ومن بيانية تتعلق بحال محذوفة من العائد .

فبإذن الله .... : أي فقطعها بإذن الله، والجملة خبر، والفاء رابطة، لأن الموصول فيه رائحة الشرط؛ وليخزي الفاسقين؛ أي : أذن الله لكم في قطعها وتركها ليسر المؤمنين وليخزي الفاسقين .

ما أفاء الله على رسوله منهم : أي من أموالهم؛ ومن البيانية متعلقة بحال محذوفة .

فما أوجفتم عليه : أي على تحصيله؛ ما نافية، ومن حرف جر زائد، وخيل مجرور لفظا، منصوب محلا على أنه مفعول أوجفتم .

من أهل القرى : أي من أموالهم، وهم بنو قريظة والنظير وأهل خيبر .

كي لا : أي كي لا يكون (الفيء) دولة (دائرة) بين الأغنياء (معدودين) منكم

الترجمة

যে খেজুরবৃক্ষ কেটে ফেলেছ তোমরা, কিংবা রেখে দিয়েছ যেগুলোকে খাড়া অবস্থায় তাদের মূলের উপর, তো (সেটা হয়েছে) আল্লাহর হুকুমেই; *(এই কর্তন-অকর্তন উভয় অনুমতি দিয়েছেন যাতে মুমিনদের তিনি আনন্দিত করেন,)* আর অপদস্থ করেন পাপাচারীদের।

আর যা কিছু 'ফায়' দান করেছেন আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে তাদের (মাল) হতে, তো না ঘোড়া দৌড়িয়েছ তোমরা সেগুলোর উপর, না উট, তবে আল্লাহ্ আধিপত্য দান করেন তাঁর রাসূলদেরকে যার উপর ইচ্ছা করেন, আর আল্লাহ্ সকল কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

যা কিছু 'ফায়' দান করেন আল্লাহ্ তার রাসূলকে জনপদসমূহের অধিবাসীদের (সম্পদ) হতে তা আল্লাহর জন্য এবং রাসূলের জন্য এবং (তাঁর) আত্মীয়স্বজনের জন্য এবং এতীমদের এবং মিসকীন-দের এবং মুসাফিরদের (জন্য), (এই বণ্টন-নির্দেশ দেয়া হল) যেন উক্ত ফায় তোমাদে মধ্য হতে ধনীদের মাঝে (আবর্তিত) মাল না হয়।

আর যা কিছু দান করেন রাসূল তোমাদেরকে গ্রহণ কর তা, আর যা কিছু থেকে বিরত রাখেন (তা থেকে) বিরত থাক। আর ভয় কর আল্লাহকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কঠিন সাজাদানকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) قطعتم বিভিন্ন বাংলা তরজমায় আছে, কর্তন করেছ/কেটেছো। এটি স্বাভাবিক কর্তন বোঝায়, 'কর্তন-অভিযান' বোঝায় না। এজন্য শায়খায়ন ylö ৬ও (কেটে ফেলেছ) লিখেছেন।

أو تركتموها قائمة على.... *(কিংবা রেখে দিয়েছ যেগুলোকে খাড়া অবস্থায় নিজ নিজ মূলের/ কাণ্ডের উপর)*; 'খাড়া অবস্থায়' এটি তারকীবানুগ তরজমা। অন্য তরজমায় আছে, *'এবং যেগুলো কাণ্ডের উপর স্থির রেখে দিয়েছ'*।

এটিও তারকীবানুগ তরজমা, তবে حرف العطف এর ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটেছে, যামীরের তরজমা বাদ যাওয়াটা তেমন দোষণীয় নয়। 'আর যেগুলো অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছ' এ তরজমা মূলানুগ না হলেও বক্তব্যের দিক থেকে গ্রহণযোগ্য।

একটি তরজমায় আছে, 'এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ' এটি মূলবিমুখ অসঙ্গত তরজমা। কোরআনের তরজমায় এরূপ শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়।

فبإذن الله তো (সেটা হয়েছে) আল্লাহর হুকুমেই। বন্ধনীতে উহ্য মুবতাদা ও উহ্য খবর স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) فما أوجفتم عليه .. *(তো না ঘোড়া দৌড়িয়েছ তোমরা সেগুলোর উপর, না উট)*; কিতাবের তরজমা পূর্ণ মূলানুগ, শায়খায়নও এ তরজমা করেছেন। *'সেজন্য তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করোনি'*– এটি অপ্রয়োজনীয় সম্প্রসারিত তরজমা।

(গ) وليخزي বন্ধনীতে ব্যাকরণগত প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া বক্তব্য সহজবোদ্ধ হয় না।

একটি তরজমায় আছে, 'তা তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে এবং এজন্য যে, পাপাচারীদেরকে তিনি লাঞ্ছিত করবেন।'

এটি পূর্ণব্যাকরণসম্মত না হলেও বক্তব্যটি মোটামুটি স্পষ্ট।

থানবী (রহ) فسق এর তরজমা كفر দ্বারা করেছেন, এখানে সেটাই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ চূড়ান্ত পাপাচারী।

(ঘ) من أهل القرى 'জনপদবাসীদের', এতে জনপদের বহুবচনত্ব নেই

(ঙ) وابن السبيل একটি তরজমায় আছে, এবং 'পথচারীদের'– পথচারী বলা হয়, যে পথ চলছে, তদুপরি পথের দূরত্বের কোন বিষয় এখানে নেই, অথচ শব্দটির প্রয়োগ ক্ষেত্র হল সফরের দূরত্বে গমনকারী মুসাফির, এ তরজমায় গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে।

أسئلة

١– ما معنى أوجف؟

٢– اشرح كلمة الفيء .

٣– اشرح فاء فبإذن الله .

٤– أعرب قوله : كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم .

٥– فما أوجفتم عليه من خيل ... এর তরজমা আলোচনা কর

٦– قطعتم এর তরজমা 'কর্তন করেছ' করলে কী সমস্যা?

(٤) لَا يُقَـٰتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِى قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ
جُدُرٍۭ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ
شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ
مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُوا۟ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
﴿١٥﴾ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَـٰنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَـٰنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ
قَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴿١٦﴾
فَكَانَ عَـٰقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا فِى ٱلنَّارِ خَـٰلِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَٰٓؤُا۟
ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٧﴾ (الحشر : ٥٩ : ١٤ - ١٧)

بيان اللغة

محصنة : محفوظة بالأسوار والخنادق .

حَصَّنَ المكانَ : جعله حصينا، أي منيعا، أي محفوظا

شتى : متفرقة؛ جمع شتيت (كمريض ومرضى) .

وهو في الأصل مصدر، وصف به، وكذلك شَتات جمعه أشتات، وصف بالمصدر .

شَتَّ الأمرُ (ض، شَتًّا، شَتاتًا، شَتِيتًا) : تفرق .

وشَتَّتَ : فرق؛ وتَشَتَّتَ : تفرق .

بيان الإعراب

لايقاتلونكم جميعا : أي مجتمعين، حال من فاعل المقاتلة؛ وهو في تحسبهم جميعا، مفعول به ثان .

بينهم : ظرف يتعلق بـــ : شديد .

كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا :

الكاف اسم للتشبيه، خبر مبتدأ محذوف، أي مثل هؤلاء اليهود كمثل كفار مكة؛ ويجوز أن يكون الكاف زائدة .

من قبلهم : متعلق بفعل الاستقرار، أي الذين استقروا من قبلهم، وقريبا ظرف متعلق بالاستقرار، أو ظرف لـ : ذاقوا .

كمثل الشيطان : خبر لمبتدأ محذوف، أي مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال كمثل الشيطان .

إذ : ظرف يتعلق بمعنى الخبر، أي مثل المنافقين يماثل الشيطان حين قوله..

الترجمة

তারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না সকলে মিলেও, তবে সুরক্ষিত বিভিন্ন জনপদে (অবস্থান করে) কিংবা বিভিন্ন (দুর্গের) দেয়াল-প্রাচীরের পিছন থেকে। তাদের পরস্পরের যুদ্ধ (হয়) প্রচণ্ড। ভাববে তুমি তাদেরকে একতাবদ্ধ, অথচ অন্তর তাদের বিক্ষিপ্ত। তা এই কারণে যে, তারা এমন সম্প্রদায় যারা বুদ্ধি রাখে না।

(তাদের উদাহরণ) ঐ লোকদের মত যারা ছিল তাদের মাত্র কিছু পূর্বে, (যারা) আস্বাদন করেছে তাদের কর্মের সাজা, আর (রয়েছে) তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক আযাব।

(তাদের উদাহরণ) শয়তানের অনুরূপ যখন বলে সে মানুষকে, কুফুরি কর তুমি, অনন্তর যখন কুফুরি করে (তখন) বলে সে, আমি তো দায়-মুক্ত তোমার থেকে, আমি তো ভয় করি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-কে। তো তাদের (উভয়ের) পরিণাম এই যে, তারা (যাবে) জাহান্নামে, এমন অবস্থায় যে, চিরস্থায়ী হবে সেখানে, আর সেটাই (হল) যালিমদের প্রতিদান।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) لا يقاتلونكم جميعا (লড়াই করবে না তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে মিলেও); লড়াই করবে না, অর্থাৎ লড়াই করার সাহস পাবে না। সম্মিলিতভাবেও/সঙ্ঘবদ্ধভাবেও/ জোট বেঁধেও। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'কিংবা দেয়ালের আড়ালে।'

কেউ কেউ লিখেছেন, 'দুর্গ-প্রাচীরের আড়াল থেকে।'
কিতাবের তরজমায় দুর্গ শব্দটি বন্ধনীতে রাখা হয়েছে, আর বহুবচনত্ব প্রকাশ করা হয়েছে 'সমার্থক' শব্দযোগে।
একটি তরজমায় আছে, 'তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবেও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না, তারা যুদ্ধ করবে কেবল....'
এখানে শব্দবাহুল্য ঘটেছে।

(খ) قوم لا يعقلون 'তারা নির্বোধ/কাণ্ডজ্ঞান-হীন/ মূর্খ সম্প্রদায়।'
এগুলো গ্রহণযোগ্য।

(গ) وقلوبهم شتى *(অথচ তাদের অন্তর বিক্ষিপ্ত)* থানবী (রহ), '*তাদের অন্তর অনৈক্যবদ্ধ*'; শায়খুলহিন্দ (রহ), '*তাদের অন্তর আলাদা আলাদা*'। দ্বিতীয় তরজমাটি شتى এর অধিকতর নিকটবর্তী, তবে বিক্ষিপ্ত شتى এর উপযুক্ত প্রতিশব্দ।
একটি তরজমায় আছে, তুমি মনে কর, উহারা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু উহাদের মনের মিল নাই- এটি মূলবিমুখ তরজমা, যার কোন প্রয়োজন নেই।
কেউ লিখেছেন, তাদের অন্তর 'শতধাবিচ্ছিন্ন'- এটি شتى এর কাছাকাছি প্রতিশব্দ, তবে যথাপ্রতিশব্দ নয়।

(গ) كمثل الذين من ... (ঐ লোকদের মত যারা [ছিল] তাদের মাত্র কিছু পূর্বে, [যারা] আস্বাদন করেছে তাদের কর্মের সাজা); এটি তারকীবানুগ তরজমা।
থানবী (রহ) লিখেছেন, '*যারা তাদের কর্মের স্বাদ চেখে সেরেছে,*' অর্থাৎ তিনি ذاقوا এর প্রেক্ষিতে وبال এর ক্ষেত্রে শব্দ পরিবর্তন করেছেন। এটা গ্রহণযোগ্য, তবে প্রয়োজনীয় নয়।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'ইহারা ঐ লোকদের মত যাহারা ইহাদের অব্যবহিত পূর্বে নিজেদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করেছে।'
এ তরজমায় শব্দচয়ন উত্তম, তবে তারকীবে বিচ্যুতি রয়েছে, কারণ من قبلهم এর সম্পর্ক কোনভাবেই ذاقوا এর সঙ্গে নয়।
নীচের তরজমাটি গ্রহণযোগ্য-
'ঐ লোকদের মত যাহারা ইহাদের পূর্বে ছিল, যাহারা সম্প্রতি (বদরে) তাদের কর্মের...'

أسئلة

١- ما معنى بأس .

٢- اشرح كلمة شتى شرحا وافيا .

٣- أعرب 'جميعا' في قوله : لا يقاتلون، وفي قوله : تحسبهم .

٤- بم يتعلق الظرف إذ في قوله إذ قال للإنسان اكفر؟

٥- كمثل الذين من ... এর তরজমায় বন্ধনী যোগ করার প্রয়োজন কী?

٦- এখানে لايقاتلونكم جميعا এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর جميعا

(٥) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ
يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم
بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١﴾ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءً
وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ
﴿٢﴾ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَفْصِلُ
بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ (الممتحنة : ٦٠ : ١ — ٣)

بيان اللغة

ثقفه (س، ثقفا، بفتح فسكون) : أدركه وظفر به তাকে পকড়াও করল

رحم ، رِحْم (بفتح الراء وكسرها، وكسر الحاء وسكونها، مؤنثة) والجمع أرحام،
وعاء الجنين বাচ্চাদানি

القرابة আত্মীয়তা وقد يوصف به بمعنى القريب আত্মীয়

بيان الإعراب

يايها الذين آمنوا ... : أي : منادى نكرة مقصودة، مبني على الضم والهاء للتنبيه، والذين بدل من أيها .

أولياء : مفعول به ثان للاتخاذ بمعنى جعل .

تلقون اليهم بالمودة : الجملة حال من فاعل الاتخاذ؛ أو في موضع نصب صفة لـ : أولياء؛ والباء سببية تتعلق بالإلقاء؛ أو هي للملابسة، تتعلق بحال من فاعل الإلقاء؛ ومفعول الإلقاء محذوف على الحالين، أي : تلقون إليهم أخبار الرسول بسبب مودهم أو متلبسين بمودهم.

ويجوز أن تكون الباء زائدة؛ وحينئذ فالمودة هي المفعول به .

أن تؤمنوا : مصدر مؤول في محل نصب مفعول لأجله، أي لإيمانكم بالله.

إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي :

جهادا : أي لأجل الجهاد ، أو مجاهدين؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة السابقة لا تتخذوا، أي فلا تتخذوا ...؛ وابتغاء مرضاتي عطف على قوله جهادا .

تسرون إليهم : جملة مستأنفة؛ وإعراب 'بالمودة' نفس الإعراب السابق .

وأعلم : اسم تفضيل، والباء تتعلق به؛ أو هو مضارع، والباء زائدة .

بالسوء : أي متلبسين بالسوء .

لو تكفرون : لو مصدرية، والمصدر المؤول مفعول ودوا .

الترجمة

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছ, বানিয়ো না তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু, এভাবে যে, নিবেদন কর তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্ব, অথচ অস্বীকার করেছে তারা ঐ সত্য যা তোমাদের কাছে এসেছে। বের করে দেয় তারা রাসূলকে এবং

তোমাদেরকে এজন্য যে, ঈমান আন তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি। যদি বের হয়ে থাক তোমরা জিহাদ করার জন্য আমার রাস্তায় এবং সন্ধান করার জন্য আমার সন্তুষ্টি (তাহলে তাদের বন্ধু বানিয়ো না) এমন অবস্থায় যে, গোপনে নিবেদন করছ তাদের প্রতি বন্ধুত্ব, অথচ আমি পূর্ণ অবগত তোমাদের গোপন করা বিষয়ে এবং তোমাদের প্রকাশ করা বিষয়ে।

আর যে করবে তা তোমাদের মধ্য হতে, বিচ্যুত হবে সে সরল পথ হতে। যদি কাবু করে তারা তোমাদেরকে হয়ে যাবে তারা তোমাদের জন্য শত্রু, আর প্রসারিত করবে তোমাদের দিকে তাদের হাত এবং তাদের জিহ্বা মন্দ উদ্দেশ্যে, আর খুব কামনা করে তারা তোমাদের কাফের হয়ে যাওয়া।

কিছুতেই উপকার করবে না তোমাদেরকে তোমাদের আত্মীয়স্বজন আর না তোমাদের সন্তানসন্ততি কেয়ামতের দিন, (ঐ সময়) ফায়ছালা করবেন তিনি তোমাদের মাঝে। আর আল্লাহ্ তোমাদের আমল সম্পর্কে পূর্ণ অবলোকনকারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) تلقون إليهم بالمودة থানবী (রহ) লিখেছেন, *তাদের প্রতি তোমরা বন্ধুত্বের প্রকাশ করছ।* إلقاء এর প্রতিশব্দরূপে 'প্রকাশ করা'র চেয়ে নিবেদন করা বেশী উপযোগী, কারণ তাতে প্রক্ষেপণ বা নিক্ষেপের অর্থ রয়েছে।

একটি বাংলা তরজমা, *তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ...*'; এখানে বাক্যটি স্বতন্ত্র ধরা হয়েছে, আর إلى এর কারণে تضمين রূপে إلقاء কে إرسال এর অর্থে নেয়া হয়েছে। অন্য তরজমা, 'তোমরা কি তাদের প্রতি....'; এখানে همزة الاستفهام الإنكاري কে উহ্য ধরা হয়েছে।

(খ) ... يخرجون শহরছাড়া করেছে, এটি থানবী (রহ) এর তরজমা, অর্থাৎ من دياركم অংশটি বিবেচনায় রেখেছেন।

(গ) إن كنتم خرجتم বন্ধনীতে উহ্য جواب الشرط এর তরজমা উল্লেখ না করলে বক্তব্য সুস্পষ্ট হয় না, বিষয়টি বুঝতে না পেরে কেউ কেউ লিখেছেন, '*যদি তোমরা.... তবে কেন তোমরা তাদের সঙ্গে*

গোপনে বন্ধুত্ব করছ'; এটি গুরুতর বিচ্যুতিপূর্ণ তরজমা।

(ঘ) فقد ضل কেউ লিখেছেন, *'তাহলে সে তো সরল পথ হাতছাড়া করল'*, তিনি ضل কে فقد অর্থে নিয়েছেন, যা متعدي ফলে سواء السبيل হয়েছে তার مفعول به আর কিতাবের তরজমায় ضل হচ্ছে لازم অর্থে আর سواء السبيل হচ্ছে منصوب بنزع الخافض مال

(ঙ) يكونون لكم أعداء থানবী (রহ) তরজমা করেছেন, তাহলে তারা শত্রুতা প্রকাশ করতে লেগে যাবে।

এতে لكم এর তরজমা বিনা কারণে বাদ পড়েছে, তিনি يكونوا কে يظهروا এর সমার্থক فعل تام ধরেছেন।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'যদি তোমরা তাদের হাতে/ নাগালে/ হাতের নাগালে এসে পড় তাহলে তারা তোমাদের উপর তাদের হাত ও মুখ চালাবে মন্দভাবে'।

এটি ভাবতরজমা।

بسط এর মধ্যে প্রসারিত করা, লম্বা করা, বাড়িয়ে দেয়া-এর অর্থ রয়েছে, (আর উর্দূতে দস্তদরাজি, যবানদরাজি-এর সুপ্রচলন রয়েছে, তাই তিনি লিখেছেন, *'এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের বিরুদ্ধে দস্তদরাজি ও যবান দরাজি করবে'*। এটি নিখুঁত তরজমা, তবে তিনি إليكم কে عليكم দ্বারা বদল করেছেন।

ودوا (খুব কামনা করে তারা); অতিশয়তা এসেছে মুযারে-এর স্থলে মাযী আনার মাধ্যমে।

أسئلة

١- ما معنى تثقف؟

٢- اشرح كلمة ود .

٣- ما إعراب يايها الذين آمنوا؟

٤- فيم استعمل باء بالمودة؟

٥- تلقون إليهم بالمودة এর তরজমা আলোচনা কর

٦- يخرجون الرسول থানবী রহ এর কী তরজমা করেছেন এবং কেন

(٦) ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم
مَّوَدَّةً ۚ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ
عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن
دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓاْ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ
ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمْ فِى
ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ
إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ
ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٩﴾ (الممتحنة : ٦٠ : ٧ – ٩)

بيان اللغة

بَرَّ والديه وبر فلانا (س، بِرًّا) : أكثر الإحسانَ إليهما، فهو بارٌّ، والجمع أبرار، وهو بَرٌّ والجمع بَرَرَة؛ قال الإمام الراغب رحمه الله :

قال تعالى (في عباده الصالحين) : إن الأبرار لفي نعيم، وقال في صفة الملائكة : كرام بررة؛ فبررة خص بها الملائكة في القرآن من حيث إنه أبلغ من أبرار، فإنه جمع بر، وأبرار جمع بار، وبر أبلغ من بار، كما أن عدلا أبلغ من عادل .

بيان الإعراب

عاديتم : أي عاديتموهم ، فالمفعول محذوف ، وهو العائد ، ومنهم متعلق بحال من مفعول عادي .

أن تبروهم : بدل من الذين لم يقاتلوكم بدل اشتمال، أي لا ينهاكم عن أن تبروا الذين ....؛ و أن تولوهم مثل أن تبروهم .

الترجمة

আশা এই যে, আল্লাহ্ স্থাপন করে দেবেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে, যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, বন্ধুত্ব। আর, আল্লাহ্ অতিক্ষমতাবান, আর আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াশীল।

নিষেধ করেন না আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঐ লোকদের বিষয়ে যারা লড়াই করেনি তোমাদের সঙ্গে দ্বীনের বিষয়ে এবং বের করেনি তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে, তাদের প্রতি সদাচার করা থেকে এবং তাদের প্রতি ইনছাফ করা থেকে; অবশ্যই আল্লাহ্ ভালোবাসেন ইনছাফকারীদের। শুধু নিষেধ করেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাদের বিষয়ে যারা লড়াই করেছে তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের বিষয়ে এবং বের করেছে তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে, আর মদদ দিয়েছে তোমাদের বের করার কাজে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা থেকে, আর যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে তো ওরাই হবে যালিম।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) عسى এর তরজমা শায়খায়ন করেছেন, 'আশা এই যে,' কারণ عسى হচ্ছে من أفعال الرجاء এবং তাতে তাকীদ ও জোরালোতা রয়েছে, সুতরাং 'সম্ভবত' এর মত দুর্বল শব্দ দ্বারা এর তরজমা হয় না, তবে 'খুবসম্ভব' চলতে পারে।

عسى الله ان يجعل এখানে এর তারকীবানুগ তরজমা জটিল। সরল তরজমা হল, 'আশা এই যে, আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দেবেন যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে।

عاديتم অর্থ তোমরা শত্রুতা কর/পোষণ কর, তাতে মনে হতে পারে, শত্রুতা মুমিনদের দিক থেকে হয়েছে, অথচ তা সত্য নয়, তাই তরজমা করতে হবে, 'তোমাদের শত্রুতা রয়েছে।' الذين عاديتم منهم এর অর্থ, তাদের মধ্য হতে যাদের সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে। এখানে منهم সহ بينكم وبين الذين عاديتم منهم এর তারকীবানুগ তরজমা করা কঠিন। তাই منهم অংশটি বাদ দিয়েই তরজমা করা হয়।

(খ) لا ينهاكم الله عن... কিতাবের তরজমাটি পূর্ণ তারকীবানুগ হওয়ায় জটিল হয়ে পড়েছে। থানবী (রহ) এভাবে সরল তরজমা করেছেন– আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ঐ লোকদের সঙ্গে সাদাচার ও ন্যায় আচরণ করা থেকে নিষেধ করেন না যারা দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ীঘর থেকে বের করেনি।

অর্থাৎ বদল ও মুবদাল মিনহু একত্র করে তরজমা করেছেন।

(গ) ... إنما ينهاكم الله সরল তরজমা, 'আল্লাহ্ তো শুধু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন যারা দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তোমাদের বাড়ীঘর থেকে তোমাদের বের করেছে, বা বের করার বিষয়ে মদদ দিয়েছে।'

(ঘ) ومن يتولهم فأولئك هم الظلمون *(আর যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, তো ওরাই হবে যালিম)*; পূর্ণ অনুসরণের দাবী হল প্রথম অংশে একবচনের শব্দ ব্যবহার করা, যেমন শায়খায়ন করেছেন, তবে শায়খুলহিন্দ (রহ) 'যে কেউ' বলে বহুবচনের একটা ছাপ রেখেছেন।

বাংলা তরজমা অবশ্য বচন-অভিন্নতা দ্বারাই সাবলীল হয়।

শায়খায়ন ظلم এর তরজমা এখানে 'গোনাহ্' করেছেন, বাংলায় বিভিন্নজন লিখেছেন, 'যালিম/অবিচারী/সীমালঙ্ঘন-কারী/অন্যায়কারী/পাপাচারী। এগুলোর মর্ম মোটামুটি অভিন্ন।

أسئلة

١- ماذا تعرف عن عسى؟

٢- اشرح كلمة البر .

٣- أعرب قوله أن تبروا، وما هو أصل العبارة؟

٤- ما إعراب كلمة مودة؟

٥- أن تقسطوا إليهم তুমি নিজের থেকে এর একটি তরজমা কর

٦- 'তোমাদের বাড়ীঘর থেকে তোমাদের বের করেছে', তুমি নিজের থেকে এর আরেকটি তরজমা কর

(٧) ۞ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ
لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ
هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ
يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿٥﴾ (المنافقون : ٦٣ : ٤ – ٥)

بيان اللغة

خَشَب (ج) أَخشاب، خُشُب والقطعة الواحدة خشَبة (ج) কাঠ, কাষ্ঠ। خَشَبات؛ وخشِب (س، خَشَباً) : غلظ وخشن : يقال خشب العيش، و عيش خَشِبٌ .

مسند নিষ্প্রয়োজনীয় লাকড়ি যা দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে

لَوٰى (ض، لَيًّا) বাঁকালো, মুড়ল, মোড় খাওয়াল, মোচড় দিল, মটকাল

لوّى بمعنى لَوٰى مع المبالغة ،.

بيان الإعراب

تسمع لقولهم: لا بد من تضمين تسمع معنى تصغي، وذلك لتعدينه باللام

يحسبون كل صيحة عليهم :

كل صيحة : مفعول أول، و(كائنة) عليهم مفعول به ثان ليحسب .

الترجمة

আর যখন দেখেন আপনি তাদের (তখন) মুগ্ধ করে আপনাকে তাদের দেহ/দেহাকৃতি। আর যদি কথা বলে তারা (তো অলঙ্কারমণ্ডিত হওয়ার কারণে) শোনেন আপনি সাগ্রহে তাদের কথা, (অথচ) যেন তারা দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা (বে-ফায়দা) কাঠ। ধারণা করে তারা প্রতিটি চিৎকারকে (উচ্চারিত) তাদের বিরুদ্ধে। তারাই হল শত্রু, সুতরাং

সতর্ক থাকুন আপনি তাদের সম্পর্কে; নিপাত করুন তাদের, আল্লাহ; কোথায় কোথায় ঘুরে মরছে তারা! আর যখন বলা হয় তাদেরকে, এস তোমরা, ইসতিগফার করবেন তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (তখন) বাঁকিয়ে নেয় তারা তাদের মাথা। আর দেখবেন তাদের এমন অবস্থায় যে, মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অহঙ্কার প্রদর্শন করে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) تعجبك (মুগ্ধ করে আপনাকে); এটি শব্দানুগ তরজমা। থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আপনার কাছে প্রীতিকর/ দৃষ্টিনন্দন মনে হয় তাদের দেহাবয়ব'। শায়খুলহিন্দ রহ লিখেছেন, 'আপনার ভালো লাগে'।
কেউ কেউ লিখেছেন, 'তাদের দেহকান্তি', অর্থাৎ দেহের সৌন্দর্য; উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এটি ঠিক আছে। আরেকটি তরজমা, 'তাদের সুঠাম দেহ দেখে আপনি মুগ্ধ হয়ে যান/ আপনার চোখ জুড়িয়ে যায়।' কালামুল্লাহর তরজমার ক্ষেত্রে এরূপ মূলবিমুখতা অসঙ্গত।

(খ) تسمع لقولهم (শোনেন সাগ্রহে আপনি তাদের কথা); ل এর কারণে تضمين এর নিয়মে تسمع এর মধ্যে تصغي এর অর্থ এসেছে, তাই তরজমায় 'সাগ্রহে' যুক্ত হয়েছে।
একটি তরজমা, 'আর যখন তারা কথা বলে তখন শুনে আপনার মনে হবে, যেন দেয়ালে যুক্ত চকচকে কাঠ।' এটি ভুল তরজমা। কারণ এখানে جواب الشرط শুধু تسمع لقولهم অংশটি। পক্ষান্তরে كأنهم خشب مسندة হচ্ছে স্বতন্ত্র বাক্য, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেখতে শুনতে তাদের যে জৌলুস সেটার বেকারতা উপমা দ্বারা বোঝানো। পক্ষান্তরে বাক্যটি যদি لقولهم এর যামীর থেকে হাল হয় তখন উপমাটি সীমিত হবে তাদের অর্থহীন বাকচাতুর্যের বিষয়ে।

(গ) صيحة থানবী (রহ) এর তরজমায় এর প্রতিশব্দ হচ্ছে غل پکار (ডাকচিৎকার); কেউ কেউ 'শোরগোল' লিখেছেন। কিন্তু صيحة এর মধ্যে وحدة এর অর্থ রয়েছে, যা ঐ শব্দদু'টিতে নেই।
শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, '*যে কেউ চিৎকার করে, মনে করে*

এরা, আমাদেরই উপর বালা এসেছে', এটি বক্তব্যের দিক থেকে ঠিক আছে, তবে মূল থেকে যথেষ্ট দূরবর্তী। অন্য তরজমা, 'যখনই কোন চিৎকার শোনে, ভাবে, তাদেরই বিরুদ্ধে বুঝি হল্লা হচ্ছে।'

(ঘ) لووا رءوسهم (বাঁকিয়ে নেয় তারা তাদের মাথা); একটি তরজমা, 'তখন তারা ঘাড় বাঁকিয়ে চলে যায়'; মাথার পরিবর্তে ঘাড়, এটা ঠিক আছে, কিন্তু চলে যাওয়া, না যাওয়ার কথা আয়াতে নেই। হতে পারে, ঘাড় বাঁকিয়ে ওখানেই বসে থাকত, বা কেউ কেউ চলে যেত। আয়াতে শুধু তাদের দম্ভ প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

(ঘ) قاتلهم الله সবাই তরজমা করেছেন, ধ্বংস করা, কিন্তু যথা প্রতিশব্দ হল নিপাত করা; আর আসল উদ্দেশ্য হল তাদের অবস্থার উপর বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করা। সেহিসাবে কেউ কেউ লিখেছেন, ধিক তাদেরকে/কী আশ্চর্য/আফসোস যাচ্ছে কোথায় তারা!

أسئلة

١- اشرح كلمة لوى .

٢- اشرح كلمة صد .

٣- ما محل إعراب الجملة 'كأنهم خشب مسندة'؟

٤- بم يتعلق عليهم؟

٥- 'ঘাড় বাঁকিয়ে চলে যায়' এ তরজমার ত্রুটি আলোচনা কর

٦- قاتلهم الله এর বিভিন্ন তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য কর

(٨) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ
عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ
وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ
وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُوا۟ وَأَطِيعُوا۟ وَأَنفِقُوا۟ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ (التغابن : ٦٤ : ١٤ – ١٦)

بيان اللغة

صفح عنه (ف، صَفْحًا) : عفا عنه .

يوقَ (مجزوم بحذف اللام) : صيغة مجهول المضارع من وقى يقي .

شح : هو بخل مع حِرْصٍ؛ شحيح (ج) أَشِحَّة : بخيل أشدَّ البُخْل، وحريص أشدَّ الحرص؛ ويستعمل في الخير أيضا .

بيان الإعراب

إن من أزواجكم و أولادكم عدوا لكم : عدوا اسم إن، و لكم متعلق بـ : عدوا .

ومن أزواجكم متعلق بخبر إن المحذوف .

ما استطعتم : ما مصدرية ظرفية، أي مدة استطاعتكم؛ فالظرف في محل نصب بـ : اتقوا؛ والمصدر المؤول في محل جر بالإضافة .

خيرا لأنفسكم : مفعول به لفعل محذوف ، أي اعملوا خيرا ..

أو هو خبر يكن المقدر مع اسمه، اي أنفقوا يكن الإنفاق خيرا لأنفسكم؛ أو ناب عن المفعول المطلق، أي أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم .

ومن يوق شح نفسه : جميع المعربين ذهبوا إلى أن شح نفسه مفعول به ثان لـ : يوق المجهول، ولكن عجز الذهن عن فهمه، ولو قيل منصوب بنزع الخافض، أي من شح نفسه، لسهل على الذهن.

الترجمة

হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের কতিপয় শত্রু তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের মধ্য হতে (গণ্য) সুতরাং তাদের বিষয়ে সতর্ক থাক, আর যদি তোমরা মাফ কর এবং ক্ষমা কর এবং মার্জনা কর (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম)। কেননা আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

তোমাদের ধনসম্পদ এবং তোমাদের সন্তানসন্ততি তো শুধু পরীক্ষার বিষয়। আর আল্লাহ, (রয়ছে) তার নিকট বিরাট প্রতিদান। সুতরাং ভয় কর তোমরা আল্লাহকে যতক্ষণ পার, আর শোনো এবং মান্য কর এবং খরচ কর। (আর কর্ম কর এমন কর্ম যা) উত্তম তোমাদের জন্য। আর যাকে রক্ষা করা হয় তার নফসের লোভ-কার্পণ্য থেকে, তো ওরাই হল সফলকাম।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إن من أزواجكم কিতাবের তরজমাটি মূল তারকীবের অনুগামী। থানবী (রহ) সরল তরজমার উদ্দেশ্যে بعض من أزواجكم কে أزواجكم অর্থে إن এর اسم এবং عدوا কে খবর সাব্যস্ত করে তরজমা করেছেন, 'তোমাদের কতিপয় স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের (দ্বীনের) শত্রু'। বন্ধনী দ্বারা তিনি শত্রুতার ধরণটি পরিষ্কার করেছেন। অর্থাৎ স্ত্রী-সন্তানের প্রভাব অনেক সময় দ্বীন থেকে দূরে সরার কারণ হয়।

শত্রু শব্দটি মনঃপুত না হওয়ায় কেউ কেউ তরজমা করেছেন, '*(দ্বীনের পথে) তোমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে*'। এ পরিবর্তন সঙ্গত নয়। তাছাড়া শত্রুতার বিষয়টি অসম্ভবও তো নয়!

(খ) ... إن تعفوا বন্ধনীতে جواب الشرط উল্লেখিত হয়েছে। فإن এর ف হচ্ছে হেতুবাচক। অবশ্য থানবী (রহ) فإن الله غفور رحيم কে جواب الشرط হিসাবে লিখেছেন, (যদি এই কর) তাহলে আল্লাহ (তোমাদের পাপসমূহের জন্য) ক্ষমাশীল এবং (তোমাদের অবস্থার প্রতি) দয়াশীল (অর্থাৎ হবেন)

(গ) فتنة এর তরজমা 'ফেতনা' নয়, কারণ বাংলায় ফেতনা অর্থ ফাসাদ, আর আরবীতে فتنة মানে পরীক্ষা বা পরীক্ষার বিষয়।

(ঘ) وأنفقوا خيرا لأنفسكم কেউ কেউ তরজমা করেছেন خيرا لأنفسكم আর তোমরা ব্যয় কর তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য। বক্তব্যটি সঠিক, তবে এটি আয়াতের সঠিক তরজমা নয়। কারণ। خيرا শব্দটি أنفقوا এর مفعول لأجله নয়।

(ঙ) ومن يوق شح نفسه *(আর যাকে নফসের লোভ-কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়)* شح এর মধ্যে যেহেতু লোভ ও কার্পণ্য দু'টি বিষয়ই রয়েছে সেহেতু শুধু লোভ বা শুধু কার্পণ্য ব্যবহার করা ঠিক নয়। একজন লিখেছেন, যারা অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত। এটি يوق এর সঠিক অনুবাদ নয়। কারণ يوق দ্বারা বোঝা যায়, মানুষ আসলে নিজে নিজে নফসের কার্পণ্য থেকে মুক্ত থাকতে পারে না, যদি গায়েব থেকে সাহায্য না করা হয়।

أسئلة

١- ما معنى فتنة؟

٢- اشرح كلمة شح .

٣- أعرب قوله 'خيرا لأنفسكم' .

٤- ما إعراب شح نفسه؟

٥- إن من أزواجكم و ... এর আশরাফী তরজমাটি আলোচনা কর

٦- إنما أموالكم وأولادكم فتنة এর তরজমা সম্পর্কে মন্তব্য কর

(৯) وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِۦ فَحَاسَبْنَٰهَا
حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ﴿٨﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ
أَمْرِهَا وَكَانَ عَٰقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿٩﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
شَدِيدًا ۖ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ قَدْ
أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿١٠﴾ رَّسُولًا يَتْلُوا۟ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ

مُبَيِّنَٰتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَمَن يُؤْمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَٰلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزْقًا ﴿١١﴾ (الطلاق : ٦٥ : ٨ – ١١)

بيان اللغة

عتا (ن، عُتُوًّا، عُتِيًّا) : استكبر، وجاوز الحد .

عتا عن شيء : অহঙ্কারবশত কোন কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল

نكر : أمر شديد؛ أمر منكر غير مقبول؛ والمنكر : عمل أو قول قبيح ليس فيه رضى الله ، والجمع منكرات و مناكر .

بيان الإعراب

كأين : اسم كناية مركب من كاف التشبيه و أي المنونة؛ ويكتب بالنون الأصلية؛ وتفيد التكثير غالبا ككم الخبرية؛ ويكون تمييزها مجرورا بـ : من؛ وهو هنا في محل رفع مبتدأ، والجملة التي بعده خبره .

ويكون مفعولا به إذا جاء بعده فعل متعد يقتضي المفعول، نحو : كأين من رجل كريم لقيت .

ويكون مفعول مطلقا إذا كان تمييزه مصدرا من لفظ الفعل أو معناه نحو : كأين من إنفاق أنفقت في سبيل العلم .

وهكذا يختلف محل إعرابه باختلاف تمييزه .

عن أمر ربها : متعلق بـ : عتت على طريقة التضمين .

الذين آمنوا : نعت لأولي الألباب، أو بدل منه .

رسولا يتلو عليكم : رسولا منصوب، لأنه بدل من ذكرا؛ وجعل

الرسول نفس الذكر مبالغة، أو لأنه مفعول به لفعل محذوف، أي : أرسل رسولا، ويدل على الحذف الكلام السابق؛ وفيه أوجه أخرى

الترجمة

কত না জনপদ দম্ভভরে ফিরে গেছে আপন প্রতিপালকের আদেশ থেকে এবং তাঁর রাসূলদের থেকে, অনন্তর হিসাব নিয়েছি আমি তাদের কঠিন হিসাব, এবং আযাব দিয়েছি তাদের কঠিন আযাব, ফলে আস্বাদন করেছে তারা তাদের কর্মের পরিণাম। আর তাদের কর্মের পরিণতি ছিল বিরাট খেসারত। প্রস্তুত করে রেখেছেন আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন সাজা। সুতরাং ভয় কর আল্লাহকে হে জ্ঞানের অধিকারীগণ, যারা ঈমান এনেছ।

অবশ্যই নাযিল করেছেন আল্লাহ তোমাদের প্রতি এক উপদেশ। (পাঠিয়েছেন) এমন রাসূল যিনি পড়ে শোনান তোমাদেরকে আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ, যেন বের করে আনতে পারেন তিনি তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে সকল অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

আর যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি এবং নেক আমল করে দাখেল করবেন তিনি তাদের এমন বাগবাগানে, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহর-নালা প্রবাহিত হয়, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের উত্তম রিযিক দান করেছেন।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) وكأين من قرية عتت عن أمر ربها *(আর কত না জনপদ দম্ভভরে ফিরে গেছে আপন প্রতিপালকের আদেশ থেকে)*; এখানে জনপদ দ্বারা জনপদগুলোর অধিবাসীরা উদ্দেশ্য। সুতরাং এভাবে তরজমা করা যায়, *'আর কত না জনপদের অধিবাসীসকল ...'*।

عن অব্যয়টির মাধ্যমে অতিসূক্ষ্মভাবে عتت এর অর্থে যে নতুন মাত্রা যোগ করা হয়েছে, তরজমায় তা বিবেচিত হওয়া উচিত। তাই শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, *'বের হয়ে গেছে আপন প্রতিপালকের এবং রাসূলদের আদেশ থেকে'*।

এখানে অর্থের নতুন মাত্রাটি এসেছে, কিন্তু মূল অর্থটি অর্থাৎ দম্ভ, সেটা চাপা পড়ে গেছে।

থানবী (রহ) মাঝামাঝি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে দম্ভ ও

মুখ ফিরিয়ে নেয়া দু'টোই আসে। তিনি লিখেছেন سرتابی کی (মাথা সরিয়ে নিয়েছে, অর্থাৎ অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছে।) কিতাবের তরজমায় উভয় অর্থকে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

رسله এটি যদি أمر ربها এর উপর عطف হয় তাহলে অর্থ হবে, প্রতিপালকের আদেশ থেকে এবং তার রাসূলদের থেকে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, যেমন থানবী (রহ) লিখেছেন, আর যদি ربها এর উপর عطف হয় তাহলে অর্থ হবে প্রতিপালকের আদেশ থেকে তাঁর রাসূলদের আদেশ থেকে, যেমন শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন।

'কত' এটি كم استفهامية ও كم خبرية উভয়ের প্রতিশব্দ, পক্ষান্তরে 'কত না' হল শুধু خبرية এর প্রতিশব্দ।

(খ) عذابا نكرا *(কঠিন আযাব)* এটি থানবী তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, অদেখা আযাব, (যে আযাবের সঙ্গে পূর্বপরিচয় ছিল না)। তিনি نكرا শব্দটির 'অর্থমূল' বিবেচনা করেছেন।

(গ) وكان عاقبة أمرها خسرا এখানে تقديم ও تأخير অবলম্বন করে কেউ কেউ তরজমা করেছেন, *'আর খেসারতই ছিল তাদের আমলের আখেরি আঞ্জাম'*।

(ঘ) ذكرا رسولا থানবী (রহ) লিখেছেন, খোদা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এক উপদেশনামা, এক এমন রাসূল যিনি...

তিনি بدل এর তারকীব অনুসারে তরজমা করেছেন, আর أنزل কে তাযমীনের নিয়মে أرسل এর অর্থে গ্রহণ করেছেন যাতে رسول ও ذكر উভয়ের ক্ষেত্রে তা প্রযুক্ত হতে পারে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, *অবতারণ করেছেন উপদেশ, রাসূল আছেন যিনি....*

তাঁর তরজমা তারকীব থেকে দূরে সরে গিয়েছে।

কিতাবের তরজমায় কোন তারকীব অনুসরণ করা হয়েছে চিন্তা করে দেখ।

(ঙ) آيه مبينت আয়াতের بينت হচ্ছে হাল, কিন্তু সরলায়নের জন্য ছিফাতরূপে তরজমা করা হয়েছে।

(চ) (এমন বাগ-বাগানে) পরিচিত শব্দ হলো বাগবাগিচা, কিতাবের শব্দযুগলে নতুনত্ব এসেছে।

أسئلة

١- اشرح كلمة خسرا .

٢- ما معنى نكرا؟

٣- أعرب 'رسولا' .

٤- أشرح كلمة كأين شرحا وافيا.

٥- عتت عن أمر ربها এর তরজমা আলোচনা কর

٦- ورسله এর কখন কী তরজমা হবে?

(١٠) ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبۡعَ سَمَٰوَٰتٍ وَمِنَ ٱلۡأَرۡضِ مِثۡلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلۡأَمۡرُ بَيۡنَهُنَّ لِتَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىۡءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدۡ أَحَاطَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عِلۡمَۢا ﴿١٢﴾ (الطلاق : ٦٥ : ١٢)

بيان اللغة

يتنزل : النزول في الأصل انحطاط من عُلْوٍ؛ والنزول من نفسه، والإنزال من غيره .

ونزل به وأنزله بمعنى واحد؛ وإنزال الله تعالى على الخلق إعطاؤه إياهم؛ وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن، وإما بإنزال أسبابه والهداية إليه، كإنزال الحديد واللباس؛ والفرق بين الإنزال والتنزيل أن التنزيل هو الإنزال مفرَّقا وشيئا فشيئا مرة بعد مرة حَسَب الضرورة .

والإنزال عام ، قال تعالى : إنا نحن أنزلنا الذكر ، وقال تعالى : إنا أنزلناه في ليلة القدر، و لم يقل نزلنا ، لما روي أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ، ثم نُزِّل شيئا فشيئا .

وأما التنـــزل فهو كالنـــزول به، يقال : نزل الملك بكذا، وتنـــزل
ولا يقال نزل الله بكذا ولا تنـــزل .
قال : نزل به الروح الأمين وقال : وما نتنـــزل إلا بأمر ربك؛ ولا
يقال في الشيطان وأموره إلا التنـــزل .

بيان الإعراب

الله الذي : مبتدأ وخبر ،
و مثلهن : معطوف على سبع سموت؛ أو منصوب بفعل مقدر بعد الواو،
أي وخلق مثلهن من الأرض .
ومن الأرض متعلق بمحذوف، حال مقدمة من : مثلهن ،
علما : تمييز محول عن الفاعل، لأن الأصل أحاط علمه بكل شيء .

الترجمة

আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন সাতটি আসমান এবং ঐগুলোর অনুরূপ যমীন। ঐগুলোর মধ্যে নেমে আসতে থাকে বিধান, যাতে তোমরা জানতে পার যে আল্লাহ্ সবকিছুরই উপর ক্ষমতাবান, আর সকল কিছু বেষ্টন করে আছেন জ্ঞানের দিক থেকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) يتنـــزل এর মধ্যে অব্যাহততার অর্থ রয়েছে, তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, নাযিল হতে থাকে। কারণ এখানে الأمـــر (বা বিধান দ্বারা উদ্দেশ্য হল আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনা-গত বিধান। অহী বা শরীয়তের বিধান উদ্দেশ্য নয়।
অন্যরা তরজমা করেছেন, নাযিল/ অবতীর্ণ হয়।

(খ) ومـــن الأرض مثلـــهن শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, যমীন ঐ পরিমাণ রয়েছে, একটি ক্বিরাতে مثلهن রফার হালতে এসেছে, তখন এটি মুবতাদা হবে, আর من الأرض হবে অগ্রবর্তী খবর, সম্ভবত তিনি এই ক্বিরাত অনুসারে তরজমা করেছেন।

(গ) قد أحاط ... কিতাবের তরজমাটি হল তারকীবানুগ।

থানবী (রহ) অতি উচ্চাঙ্গের তরজমা করে লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুকে 'জ্ঞান বেষ্টনি' দ্বারা ধারণ করে আছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আর আল্লাহর জ্ঞানের মধ্যে অবস্থান রয়েছে সকল কিছুর।'

أسئلة

١- ما الفرق بين أنزل ونزل؟

٢- ما الفرق بين نزل به وبين وتنزل؟

٣- أعرب ومثلهن .

٤- ما إعراب علما في قوله أحاط بكل شيء علما .

٥- হযরত থানবী রহ أحاط بكل شيء علما এর কী তরজমা করেছেন

٦- يتنزل الأمر بينهن এর তরজমা আলোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا
وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنتُم مَّن فِى ٱلسَّمَآءِ
أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن
فِى ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
﴿١٧﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿١٨﴾
أَوَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَٰٓفَّٰتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَىْءٍۭ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ
هَٰذَا ٱلَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ
ٱلْكَٰفِرُونَ إِلَّا فِى غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمْ إِنْ
أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَّجُّواْ فِى عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِى
مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ (الملك : ٦٧ : ١٥ – ٢٢)

بيان اللغة

ذلول : لَيِّنة، سَهْلة، يسهُل للناس أن يسلُكوا في أطرافها .

مناكبها : (أي أطرافها وجوانبها) جمع مَنْكِب، وأصل المنكِب الجانب، ومنه مَنكِبُ الرجل ومنكباه، و على منكبيــه .

أن يخسف : خَسَف المكانُ (ض، خُسوفًا) : ذهب في الأرض وغرق .

خسَف فلان في الأرضِ : غاب في باطن الأرض ،

خَسَفت الأرض : ধ্বসে তলিয়ে গেল।

خسف الله الأرضَ : غيَّبها بما عليها । যমীনের সবকিছুসহ ধ্বসিয়ে দিলেন।

خسف الله الأرضَ بهم আল্লাহ তাদেরসহ যমীনকে ধ্বসিয়ে দিলেন।

تمور : مار البحر (ن، مَوْرًا) : ماج واضطرب .

مار الشيءُ : تحرك كثيرا، واضطرب بشدة، قال تعالى : يوم تمــور السماء مورا .

حاصب : ريح شديدة تحمل الحَصْباءَ ؛ الحَصَبُ والحَصْــباءُ : صــغار الحجارة، الحصى، والواحدة حَصَبة (والجمع حَصَبات) .

لَجّ : (ض، س، لَجاجًا، لَجَاجَةً) : جاوزَ الحد في شَيْءٍ أو أمر، و عاند عِنادا شديدًا إلى الفعل المنهي عنه؛ يقال : لَجَّ في الظلم؛ ولج عليــه السائلون في المسألة ، أَلَحَّ وأَصَرَّ عليه، وطلب السرعة في قضائها .

نفور : كُرْهٌ وإعراض وتباعد وانقباض .

أَكَبَّ على وجهه : انصرع উপুড় হয়ে পড়ল

كَبَّ الإناءَ (ن، كَبًّا) : قلَبه على رَأْسِه উপুড় করে ফেলল

وأَكَبَّ : لازم و متعد .

صافات : أي باسِطاتٍ أجنحتَهن؛ ويقبِضن : أي يَضْمُمْنَ أجنحتَهن .

بيان الإعراب

أ أمنتم من في السماء أن يخسف : الموصول في محل نصب على المفعولية،

أن يخسف : أي من أن يخسف ،

ويجوز أن يكون المصدر المؤول بدل اشتمال من مَن في السماء ،

فإذا : الفاء استئنافية وإذا فجائية، لا عمل لها، ولا محل لها من الإعراب.

ذلولا : مفعول به ثان إن كان جعل بمعنى صير، وإن كان بمعنى خلق يعرب حالا .

فامشوا : الفاء فصيحة : أي إن عرفتم ذلك فامشوا في مناكبها .

إلى الطير فوقهم : أي موجودة فوقهم، أو ظرف متعلق بـ : صافات؛ ومفعول صافات ويقبضن محذوف؛ يقبضن معطوف على صافات؛ لأنه بمعنى قابضات، أو هو من عطف الفعل على الاسم لشبهه بالفعل .

و لم يقل قابضات، لأن الطيران كالسباحة في الماء، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها؛ فكذلك الأصل في الطيران هو صف الأجنحة؛ أما القبض فطارئ، فذكر ما هوطارئ غير أصل بلفظ الفعل؛ والمعنى أهن صافات أجنحتهن، ويكون منهن قبض أجنحتهن بين حين وأخرى .

أمن هذا : مبتدأ وخبر، والذي بدل من اسم الإشارة ونعت له؛ ولكم متعلق بصفة محذوفة لـ : جند؛ وينصركم نعت ثان لـ : جند، أو حال منه؛ ومن دون الرحمن متعلق بمحذوف، حال من فاعل ينصر؛ أو يتعلق بـ : ينصر بمعنى يمنع على التضمين .

الترجمة

তিনিই তো ঐ সত্তা যিনি করেছেন তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম। সুতরাং বিচরণ কর তোমরা তার বিভিন্ন দিকে। আর আহার কর তাঁর (দেয়া) রিযিক থেকে। পুনরুত্থান তো (হবে) তারই দিকে ।

নির্ভয় হয়ে গেছ তোমরা কি ঐ সত্তা সম্পর্কে যিনি (রয়েছেন) আসমানে, যে ধ্বসিয়ে দেবেন তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে? অনন্তর ঐ ভূমি ভীষণভাবে আন্দোলিত হতে থাকবে।

কিংবা নির্ভয় হয়ে গেছ তোমরা কি ঐ সত্তা সম্পর্কে যিনি (রয়েছেন) আসমানে যে, প্রেরণ করবেন তিনি তোমাদের উপর প্রবল বায়ু। অনন্তর অবশ্যই জানতে পারবে তোমরা কেমন আমার ভীতিপ্রদর্শন /সতর্কীকরণ।

আর অতিঅবশ্যই ঝুটলিয়েছে ঐ লোকেরা যারা (বিগত হয়েছে) তাদের পূর্বে; তো কেমন ছিল আমার রুষ্টতা!

আচ্ছা, দেখেনি তারা কি পাখীদের, তাদের উপরে ছড়িয়ে রেখেছে (ডানা), আবার গুটিয়ে নিচ্ছে (তাদের ডানা)। ধরে রাখেনি সেগুলো (কেউ) দয়াময় ছাড়া। নিঃসন্দেহে সর্ববিষয়ে তিনি সম্যক দ্রষ্টা

কিংবা কে সে যে (হবে) তোমাদের জন্য (সাহায্যকারী) সৈন্যবাহিনী, সাহায্য করবে তোমাদেরকে রহমানের পরিবর্তে, কাফিররা তো আছে নিছক ধোকায়।

কিংবা কে সে, যে রিযিক দেবে তোমাদের, যদি ধরে রাখেন তিনি তার রিযিক, আসলে গোঁ ধরে আছে তারা অবাধ্যতায় ও বিমুখতায়।

আচ্ছা, তো যে ব্যক্তি হাঁটে উপুড় হয়ে পড়া অবস্থায় নিজের মুখের উপর (সেই) অধিক গন্তব্যস্থলপ্রাপ্ত না কি ঐ ব্যক্তি যে হাঁটে ঋজু হয়ে সরল পথের উপর।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ذلول কিতাবে এর তরজমা হল 'সুগম'। থানবী (রহ) লিখেছন, 'বশীভূত', দুটোই ذلول এর গ্রহণযোগ্য প্রতিশব্দ।
'বিচরণোপযোগী' সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

(খ) في مناكبها শায়খুলহিন্দ (রহ) অতিশাব্দিকতা হিসাবে লিখেছেন, اس کے کندھوں پر উর্দূতে হয়ত এর যথার্থতা রয়েছে, বিশেষত বহুবচনের সহজতার কারণে, 'তোমরা তার কাঁধে/কাঁধসমূহে বিচরণ কর' মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।
থানবী (রহ), 'সুতরাং তোমরা তার পথে পথে চল। 'পথে ঘাটে' ঠিক নয়; এটি নিছক বাংলা বাগ্‌ধারা।

(গ) أأمنتم من কিতাবের তরজমায় ও অন্যান্য তরজমায় 'ইছবাতী উসলূব' গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু 'মানফী উসলূব' অধিকতর

বোধগম্য মনে হয়। যেমন 'যিনি আসমানে রয়েছেন তার বিষয়ে তোমরা কি নির্ভয়/ নিশ্চিন্ত হয়ে গেছ যে, তিনি তোমাদেরসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেবেন না?'

শায়খুলহিন্দ (রহ) সরলায়নের জন্য তারকীব বদল করে লিখেছেন, 'তোমাদের ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেবেন?' 'ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন' হতে পারে, তবে 'ধ্বস' অধিক উপযুক্ত।

(ঘ) تمور এর তরজমা শুধু 'কাঁপতে থাকবে' যথেষ্ট নয়, 'থরথর করে কাঁপবে' কিছুটা সঙ্গত, 'প্রবলভাবে আন্দোলিত হবে' হচ্ছে সবচে উপযুক্ত শব্দ।

(ঙ) حاصبا থানবী (রহ), '*তোমাদের উপর পাঠিয়ে দেবেন প্রবল বায়ু*'। শায়খুলহিন্দ (রহ), *তোমাদের উপর বর্ষণ করবেন পাথরের বৃষ্টি*। শব্দটিতে উভয় তরজমার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন কি 'শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করবেন'ও হতে পারে।

(চ) صفات ويقبضن এর তরজমায় ছীগাগত পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে, আর বন্ধনীতে উহ্য مفعول به উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এছাড়া কথাটি বাংলায় অপূর্ণ বোধ হয়।

(ছ) ما يمسكهن إلا الرحمن (ধরে রাখেনি সেগুলো [কেউ] রহমান ছাড়া); এটি শায়খুলহিন্দ (রহ) এর তরজমা।

থানবী (রহ) এর তরজমা এর কাছাকাছি 'রহমান ছাড়া কেউ সেগুলোকে ধরে নেই'।

ইছবাতী উসলূবের তরজমা, 'একমাত্র রহমানই সেগুলো ধরে রেখেছেন/ স্থির রেখেছেন'।

(জ) نكير এর সঠিক প্রতিশব্দ রুষ্টতা/প্রত্যাখ্যান, আর তার প্রকাশ হল আযাব ও সাজা। এ হিসাবে থানবী (রহ) সাজা তরজমা করেছেন, আর শায়খুলহিন্দ (রহ) প্রথমটি গ্রহণ করেছেন।

(ঝ) إنه بكل شيء بصير শায়খুলহিন্দ (রহ), 'তার নযরে/দৃষ্টিতে আছে সবকিছু', এটি সরল তরজমা, তবে তারকীবানুগ নয়। অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া তারকীবী তরজমাই কাম্য। একজন 'নযরদারি' ব্যবহার করেছেন, সেটা ঠিক হয় رقيب এর ক্ষেত্রে, بصير এর ক্ষেত্রে নয়।

(এও) أمن هذا الذي هو جند থানবী (রহ) এর সরল তরজমা, *'আচ্ছা, রহমান ছাড়া কে সে, যে তোমাদের লশকর/ফৌজ হয়ে তোমাদের হেফাজত করতে পারে?'*

তাযমীনের নিয়মে তরজমা হতে পারে, *'...তোমাদেরকে রহমান থেকে রক্ষা করবে?'*

أسئلة

١- ما معنى لج؟

٢- ما هو المراد هنا بـ صافات؟

٣- بم يتعلق الظرف في قوله : ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات؟

٤- ما إعراب أن يرسل عليكم حاصبا ؟

٥- هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا এর কী কীতরজমা হতে পারে?

٦- ما يمسكهن إلا الرحمن এর তরজমা আলোচনা কর

(٢) ٱلْحَآقَّةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَّةُ ﴿٣﴾
كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌۢ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا۟
بِٱلطَّاغِيَةِ ﴿٥﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
﴿٦﴾ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا
فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾
فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ (الحاقة : ٦٩ : ١ - ٨)

بيان اللغة

الحاقة : القيامة، سميت حاقة، لأنها حق، لا شك في وقوعها .

ما أدراك : هذا فعل التعجب، أتي به لقصد إظهار هول القيامة .

القارعة : القيامة، لأنها بأهوالها تقرع (باب فتح ، أي تضرب) القلوب .

الطاغية : من طغى أي جاوز الحد؛ سميت صيحة ثمود بالطاغية، لأنها جاوزت الحد في الشدة .

صرصر : شديدة الصوت والبرد .

عاتية (من عتا يعتو عتوا) : اشتدت وتجاوزت الحد في الهبوب والبرودة، كأنها عتت على الملائكة الذين يتولون أمرها، فلم يتمكنوا من ضبطها .

سخرها عليهم : أي سَلَّطها عليهم، (وهذا المعنى على سبيل التضمين) .

حسوما : أي متتابعة، مستمرة، لا تنقطع؛ وأصل الحسم إزالة أثر الشيء؛ يقال : قطعه فحسمه، أي أزال مادته؛ والسيف حُسَام؛ لأنه يزيل أثر العدو؛ وفي قوله تعالى : حسوما، أي حاسما أثرهم أو خبرهم .

أعجاز : جمع عجُز : أعجاز النخل أصولها، والمراد هنا سيقانها .

خاوية : أي خالية في أجوافها .

بيان الإعراب

الحاقة : مبتدأ، والخبر محذوف، أي آتية لاريب فيها؛ ويجوز أن تكون جملة 'ما الحاقة' هي الخبر؛ وما الاستفهامية هنا للتعجب؛ مبتدأ، والحاقة خبر؛ ووضع الظاهر موضع الضمير لبيان الهول؛ والخبر بلفظ المبتدأ هو الرابط مقام الضمير .

ما أدراك ما الحاقة : من أفعال التعجب، قصد به تهويل أمر القيامة في ذهن السامع؛ وما هذه بمعنى أي شيء، مبتدأ، وجملة أدراك خبر؛ وما الحاقة سدت مسد مفعولي أدراك الثاني والثالث .

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية : فاء فأما لتفصيل الأمر السابق وبيان نتيجته؛ وأما حرف شرط وتفصيل؛ وثمود في محل رفع مبتدأ؛ وفاء فإهلكوا رابطة لجواب أما؛ وأهلكوا خبر المبتدأ ثمود؛ فالمبتدأ هنا في مقام

الشرط، والخبر في مقام جواب الشرط؛ هذا في الظاهر؛ والأصل في هذه الجملة : مهما يكن من أمر فثمود أهلكوا بالطاغية؛ ففي الواقع يكن هو الشرط المجزوم، و ثمود أهلكوا جواب الشرط .

سخرها عليهم : على يتعلق بـ : سخر، لأنه بمعنى سلط على التضمين؛ وحسوما نعت لـ : سبع و ثمانية، أي متتابعة؛ أو نحسات حسمت كل خير؛ فهو جمع حاسم، كشاهد وشهود؛ وإذا كان الحسوم مصدرا (كشكور، بضم الشين)، كان مفعولا مطلقا، أي تحسم حسوما (وتقطع قطعا) .

الترجمة

অনিবার্য! কী সেই অনিবার্য! আছে কি জানা আপনার, কী সেই অনিবার্য?

ঝুটলিয়েছে ছামূদ ও 'আদ সেই খটখটকারীকে। অনন্তর ছামূদ, তো ধ্বংস করা হয়েছে তাদের জোরদার আওয়ায দ্বারা, আর 'আদ, তো ধ্বংস করা হয়েছে তাদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রচণ্ড শীতল বায়ু দ্বারা, যা চাপিয়ে দিয়েছিলেন (আল্লাহ্) তাদের উপর সাত রাত ও আট দিন লাগাতার। তো দেখতে তুমি লোকদের সেখানে ভূপাতিত, যেন খেজুরের 'খোকলা' সবকাণ্ড। তো আপনি কি দেখছেন তাদের কোন অবশিষ্ট!

ملاحظات حول الترجمة

(ক) الحاقة এর অর্থ সাধারণতঃ করা হয়, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা/ বিষয়। কিন্তু একক শব্দরূপে الحاقـة এর যে চমক, যে অভিঘাত, তা দুর্বল হয়ে যায়, কিতাবের তরজমায় এজন্য এক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'অবশ্যম্ভাবী' শব্দটিও হতে পারে।

(খ) مـا أدراك এর তরজমা থানবী (রহ) করেছেন, 'আপনার কিছু খবর আছে যে,...', বাংলায় এক্ষেত্রে 'খবর' শব্দটি ঠিক ততটা সুশীল নয়, তাই কিতাবে শব্দটি বদল করা হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, আপনি কি চিন্তা করেছেন, কী সেই অনিবার্য বস্তুটি?

উভয় তরজমায় 'বিস্ময়' অক্ষুণ্ণ রয়েছে, কিন্তু বাংলা তরজমাগুলো এরূপ– আপনি কি জানেন...

এখানে প্রশ্নের আবহ প্রধান, বিস্ময়ের নয়।

(গ) بالقارعة শায়খায়ন শব্দানুগ তরজমা করেছেন, উদ্দেশ্য হচ্ছে কিয়ামত। বাংলায় 'মহাপ্রলয়' তরজমা করা হয়, উদ্দেশ্য ও মর্ম দু'টো দিকই তাতে আসে , সুতরাং এটি সঠিক তরজমা।

(ঘ) الطاغية জোর, স্ফীতি, উচ্ছ্বাস- এসব বিষয় শব্দটিতে রয়েছে, তাই থানবী (রহ) 'জোরদার আওয়ায' লিখেছেন, যদিও তাতে আওয়াযের অর্থ নেই, সেটা সেটা নেয়া হয়েছে বাস্তব থেকে। এ হিসাবে *'প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় দ্বারা'* তরজমাটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ আযাবের স্বরূপটি তাতে উঠে আসেনি।

(ঙ) بريح صرصر عاتية এখানে দু'টি ছিফাত আনা হয়েছে, সুতরাং তরজমায় তা বিবেচনা করতে হবে। থানবী (রহ), 'প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু দ্বারা'; প্রবলতার দিকটি এখানে এসেছে, তবে শৈত্য-প্রবাহের দিকটি আসেনি। শায়খুলহিন্দ (রহ) 'শীতল, ভীতিকর ও নিয়ন্ত্রণহীন বায়ু দ্বারা'।

أسئلة

١- ما معنى حسوما؟

٢- اشرح كلمة الصرعى .

٣- ما إعراب كلمة حسوما؟

٤- ما محل إعراب كأنهم أعجاز نخل خاوية .

٥- الحاقة এর তরজমা আলোচনা কর

٦- ما أدراك এর আশরাফী তরজমা আলোচনা কর

(٣) سَأَلَ سَآئِلُۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝١ لِّلْكَـٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ
۝٢ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ۝٣ تَعْرُجُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ
إِلَيْهِ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۝٤ فَٱصْبِرْ
صَبْرًا جَمِيلًا ۝٥ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُۥ بَعِيدًا ۝٦ وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا ۝٧
يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ۝٨ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ۝٩
وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۝١٠ يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ
يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيهِ ۝١١ وَصَـٰحِبَتِهِۦ وَأَخِيهِ
۝١٢ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِى تُـْٔوِيهِ ۝١٣ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
يُنجِيهِ ۝١٤ كَلَّآ ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ ۝١٥ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ۝١٦ تَدْعُوا۟
مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ۝١٧ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰٓ ۝١٨ (المعارج : ٧٠ : ١ — ١٨)

بيان اللغة

المعارج (جمع مِعْرَج، مَعْرَج) : ما يتم به العروجُ وهو السلم أو نحوه .

عرج في السلم (ن، ض، عُروجا) : ارتقى وصعد؛ عرج على شيء، وفي شيء : صعد .

مهل : গলিত তামা, তেলের গাদ

عهن : صوف ملون مصبوغ بشتى الألوان؛ وشبه الجبال بالصوف الملون المصبوغ، لأن الجبال ألوانها مختلفة .

وفصيلة الرجل : عشيرته التي فصل عنهم وتولد منهم .

تؤوي: من الإيواء আশ্রয় দেয়া

لظى : اسم لجهنم، لأن نيرانها تتلظى أي تلتهب فلظى معناها نار ملتهبة

شَوى : جمع شَواةٍ : جِلدة الرأس

أوعى : خَزَن সংরক্ষণ করেছে

بيان الإعراب

سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله : جاء الباء لأن السؤال هنا يتضمن معنى الدعاء، فالمعنى دعا داع بعذاب واقع .

وقيل الباء بمعنى عن، فالسؤال في معناه، أي طلب العلم عن شيء .

وقال أبوعلي الفارسي : وإذا كان السؤال بمعنى طلب شيء، فأصله أن يتعدى إلى مفعولين، ويجوز الاقتصار على أحدهما؛ وإذا اقتصر على أحدهما جاز أن يتعدى بحرف جر، فيكون أصل الكلام : سأل سائل الله أو النبي بعذاب، أي عن عذاب، انتهى .

ويجوز أن يكون الباء على المفعول به للتوكيد، والمعنى : سأل سائل عذابا واقعا .

وللكفرين يتعلق بـ : سأل المتضمن معنى الدعاء؛ أو يتعلق بـ : واقع، واللام بمعنى على؛ وجملة ليس له نعت ثان لـ : عذاب، أو حال منه؛ ومن الله يتعلق بـ : دافع أو بفعل محذوف .

الروح : عطف على الملائكة، وهو جبريل، (فهذا من عطف الخاص على العام) .

في يوم : متعلق بمحذوف دل عليه 'واقع' ، أي يقع العذاب بهم في يوم القيامة .

يوم تكون ... : أي يقع العذاب يوم تكون ....

حميما : أي عن حميم ، فهو منصوب بنزع الخافض؛ أو هو مفعول يسأل الأول، والثاني محذوف، أي نصره .

يبصروهم (مضارع مجهول من التفعيل متعد إلى مفعولين وقام الأول مقام الفاعل) : جمع الضميران والأصل يقتضي إفرادهما ليرجعا إلى حميم وحميما، لاعتبار معنى العموم، لأن النكرة تحت النفي تفيد العموم؛ والمعنى : يبصّر الأحماءُ الأحماءَ (من عند الله)، فيبصر الأحماء بعضهم بعضا ويتعارفون، ولكنهم لايتبادلون الكلام لتشاغلهم بأنفسهم .

نزاعة : حال من لظى، والعامل فيها ما دلت عليه لظى من معنى الفعل، أي أنها نار تتلظى نزاعة للشوى .

الفائدة :

السائل هو النضر بن الحارث، من رؤساء قريش؛ لما خوفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاب الله قال عدوالله هذا استهزاء : اللهم إن كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؛ فأهلكه الله يوم بدر ونزلت هذه الآية بذمه .

والمعنى : دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب واقع لا دافع له من جهة الله، أي لايدفع الله عنهم العذاب حينما يجيء .

الترجمة

প্রার্থনা করেছে এক প্রার্থী ঐ শাস্তির যা আপতিত হবে কাফিরদের উপর, (সময় হওয়ার পর) যে শাস্তির কোন রোধকারী নেই। (আসবে তা) আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি (আকাশের) আরোহণসোপানগুলোর অধিকারী।

আরোহণ করে ফিরেশতাগণ এবং জিবরীল তাঁর দিকে; (এ আযাব আপতিত হবে) এমন একদিনে যার পরিমাণ (দুনিয়ার হিসাবে) পঞ্চাশ হাজার বছর, সুতরাং আপনি ছবর করুন সুন্দর ছবর।

দেখছে এরা ঐ দিনটিকে দূরবর্তী, আর দেখছি আমি তা নিকটবর্তী।

(আসবে আযাব) আসমান গলিত তামার মত হওয়ার এবং পাহাড়-পর্বত রঞ্জিত পশমের মত (বিক্ষিপ্ত) হওয়ার দিন। জিজ্ঞাসা করবে না কোন বন্ধু কোন বন্ধুকে, অথচ দৃষ্টিগোচর করা হবে তাদেরকে একে অপরের।

আকাঙ্ক্ষা করবে অপরাধী, হায় যদি ঐ দিনের শাস্তির বদলে মুক্তিপণ -রূপে দিতে পারত নিজের পুত্রদেরকে এবং স্ত্রী এবং ভাই এবং আপন গোষ্ঠীকে, যা তাকে আশ্রয় দিত; এমনকি তাদেরকে যারা (রয়েছে) পৃথিবীতে, সকলকে (মুক্তিপণরূপে দিতে পারত), অতপর তা তাকে রক্ষা করত!

কিছুতেই না, সে তো এক লেলিহান আগুন, যা চামড়া খসিয়ে ছাড়বে, (আর) ডাকবে ঐ ব্যক্তিকে যে (সত্য থেকে) সরে গিয়েছিল, আর (সম্পদ) একত্র করেছিল এবং সংরক্ষিত করেছিল।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) سأل سائل একটি বাংলা তরজমা, 'এক ব্যক্তি চাহিল, সংঘটিত হউক শাস্তি যাহা অবধারিত'।

এখানে প্রথম ত্রুটি এই যে, আয়াতে رجل বা شخص নেই, যার প্রতিশব্দ হল লোক বা ব্যক্তি; রয়েছে سائل এর اسم فاعل যার অর্থ প্রার্থনাকারী। এ শব্দচয়ন সুর-সৌন্দর্যের দিক থেকে যেমন তেমনি অর্থগত দিক থেকেও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে ছুয়ালকারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য। বাংলায়ও এর প্রচলন আছে, যেমন, '*কে বলেছে এমন জঘন্য কথা?*' উত্তরে বলা হয়, '*বলেছে এক বলনেওয়ালা*'। শায়খায়ন বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, مانگا ہے ایك مانگنے والے نے عذاب (*'চেয়েছে এক চানেওয়ালা, আযাব...';*) তবে এটা কালামে এলাহীর শায়ানে শান নয়।

'*সঙ্ঘটিত হউক শাস্তি*'; এটি মূল তারকীব থেকে অযথা বিচ্যুত।

(খ) من الله (আসবে তা) আল্লাহর পক্ষ হতে। বন্ধনীতে তারকীবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ذي المعارج কিতাবের তরজমাটি শায়খায়নকে অনুসরণ করে।

একটি বাংলা তরজমায়, 'যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী', অর্থাৎ সোপানকে রূপক অর্থে মর্যাদার সোপান ধরা হয়েছে।

(গ) صبرا جميلا এর তরজমা করা হয়, পরম ধৈর্য/ উত্তম ধৈর্য। থানবী (রহ), *'তো আপনি ছবর করুন, আর ছবরও এমন যাতে অনুযোগের লেশমাত্র নেই'*; অর্থাৎ তিনি 'জামালে ছবর'-এর হাকীকত বয়ান করেছেন, এটি ব্যাখ্যামূলক তরজমা।

(ঘ) يوم تكون السماء বিকল্প তরজমা- (আসবে আযাব) যেদিন আসমান হবে গলিত তামার মত, আর পাহাড় হবে রঞ্জিত পশমের মত।

(ঙ) حميم (বন্ধু) কেউ লিখেছেন 'সুহৃদ', এটি উপযুক্ত প্রতিশব্দ। থানবী (রহ) دوست লিখেছেন, কিন্তু শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, دوست دار যাতে অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতার প্রকাশ রয়েছে। একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'কোন সুহৃদ কোন সুহৃদের তত্ত্ব লইবে না'।

কিতাবের তরজমায় জিজ্ঞাসার সঙ্গে কুশল যোগ করা যায়।

(চ) التي تؤويه থানবী (রহ) লিখেছেন, যাদের মধ্যে সে বাস করত। মূল তারকীব থেকে এই সরে আসার প্রয়োজন ছিলো না।

أسئلة

١- اشرح عرج والمعارج؟

٢- ما معنى العهن؟ و لم شبه الجبال بالعهن؟

٣- اشرح حرف الجر الباء في قوله تعالى : سأل سائل بعذاب واقع؟

٤- أعرب نزاعة .

٥- 'এক ব্যক্তি চাহিল, সজ্ঘটিত হউক শাস্তি...' এ তরজমায় ত্রুটি কী?

٦- فاصبر صبرا جميلا এর আশরাফী তরজমা আলোচনা কর

(٤) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ
ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ
جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّا خَلَقْنَٰهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ
أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَٰرِقِ وَٱلْمَغَٰرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ ﴿٤٠﴾ عَلَىٰٓ أَن
نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا۟
وَيَلْعَبُوا۟ حَتَّىٰ يُلَٰقُوا۟ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ
يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ
﴿٤٣﴾ خَٰشِعَةً أَبْصَٰرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى
كَانُوا۟ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾ (المعارج : ٧٠ : ٣٦ – ٤٤)

بيان اللغة

أهطع في السير : أسرع وأقبل مسرعا خائفا .

مهطعين : (مسرعين نحوك، مادين أعناقهم إليك، مقبلين بأبصارهم عليك)

عزين : عِزَةٌ (ج) عِزًى، عِزون : عُصْبة من الناس وجماعة منهم .

جَدَث (ج) أجداث : قبر .

سراعا : جمع سريع وسريعة، أي مسرعين .

إلى نصب : نَصِيب حجارة تُنصَب على شيء ، وجمعه نَصائب و نُصُب،
وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها ،
وقيل الواحد نصب (ضم النون، وسكون الصاد وضمها) والجمع أنصاب .

يوفضون : يسرعون، أوفض البعيرُ : أسرع السير، والمعنى : كأنهم
يسرعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها ليعبدوها؛

(شبه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنيا إلى أصنامهم المنصوبة للعبادة ، وفي هذا التشبيه سَخَرٌ منهم) .

خشع بصره : انكسر وانخفض إلى الأرض خجَلا، (ف، خُشوعًا)

رهق فلانا (شيء/ أمر) : غشيه و ركبه ولحقه (س، رَهَقًا)

ঢেকে ফেলল, আচ্ছন্ন করে ফেলল ।

يقال : رهقه الدين؛ ورهق الشر/الظلم/الإثم/المآثم : ركبه وارتكبه؛ قال تعالى : فزادوهم رهقا، أي إثما .

بيان الإعراب

فما لِ الذين كفروا قبلك مهطعين : (كتب حرف الجر في المصحف هكذا منفصلا) .

ما في محل رفع مبتدأ، وللذين خبر ما، أي فأي شيء ثبت لهم؛ وقبلك ظرف مقدم لـ : مهطعين؛ وبه يتعلق عن اليمين وعن الشمال؛ ومهطعين وعزين حالان من : الذين .

والمعنى : ما لهؤلاء الكفرة المجرمين يسرعون إليك مادين أعناقهم، مقبلين بأبصارهم عليك؛ ويجلسون عن يمينك وعن شمالك فرقا فرقا، يتحدثون عنك ويتعجبون! ما لهم يفعلون هذا ! أي لم يفعلون هذا وهو لاينفعهم شيئا؟!

الفائدة : كان المشركون يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم يستهزئون به وبأصحابه ويقولون : إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد، فلندخلنها قبلهم، فنزلت هذه الآية ردا على زعمهم وكبرهم .

أن يدخل : في محل نصب بنزع الخافض، والخافض متعلق بـ : يطمع، أي يطمع في الدخول .

فذرهم : الفاء فصيحة : أي إذا تبين أنهم لا يعجزوننا عن إنزال ما نريده بهم، فذرهم ...

يوم يخرجون : بدل من : يومهم الذي ...

كأنهم إلى نصب يوفضون : حال ثانية من فاعل الخروج؛ وإلى نصب يتعلق بــ : يوفضون؛ وخاشعة حال منه، وترهقهم حال ثانية .

الترجمة

তো হল কি তাদের যারা কুফুরি করেছে যে, আপনার দিকে দৌড়ে আসছে (চোখ তুলে গলা বাড়িয়ে) ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে দলে দলে!

আশা করে কি প্রত্যেকে তাদের মধ্য হতে যে, দাখেল করা হবে তাকে নেয়ামতের জান্নাতে! কিছুতেই না, আমি তো সৃষ্টি করেছি তাদের এমন জিনিস দ্বারা যা জানে তারা ।

তো জোরদার কসম করছি আমি মাশরিকসমূহ ও মাগরিবসমূহের রবের, অবশ্যই আমি পূর্ণ সক্ষম বদল করার উপর (তাদেরকে) তাদের চেয়ে উত্তম দ্বারা। আর আমরা (তাদের দ্বারা) পরাস্ত হব না, সুতরাং ছেড়ে দিন আপনি তাদের, মেতে থাকুক তারা এবং খেলায় মজে থাকুক, সম্মুখীন হওয়া পর্যন্ত ঐ দিনের, যার ওয়াদা করা হচ্ছে তাদেরকে; যেদিন বের হবে তারা কবর থেকে এত দ্রুত যেন কোন প্রতীমার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। (ঐ সময়) হবে অবনত তাদের দৃষ্টি। (আর) আচ্ছন্ন করে রাখবে তাদেরকে কঠিন লাঞ্ছনা। এটা হল সেই দিন যার ওয়াদা করা হত তাদেরকে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) (চোখ তুলে গলা বাড়িয়ে) مهطعين এর সমগ্র অর্থ তুলে আনার জন্য বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) جنة نعيم (প্রাচুর্যের জান্নাত) কালামুল্লাহর তারকীব বদল করে প্রাচুর্যময় জান্নাতে, বলা ঠিক নয়। শায়খায়ন ইযাফাতের তারকীব রক্ষা করেছেন। অবশ্য অফুরন্ত শব্দটিও প্রসঙ্গের আবহ থেকে যোগ করা যায়।

(গ) إنا خلقنهم مما ... একটি তরজমা, তারা তো জানে কী দ্বারা আমি তাদের সৃষ্টি করেছি।

এখানে موصولة এর স্থলে استفهامية ব্যবহার করা হয়েছে। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও তরজমাটি গ্রহণযোগ্য, কারণ তাচ্ছিল্যের ভাব তাতে পূর্ণ পুরোপুরি এসেছে।

থানবী (রহ) লিখেছেন, *'আমি তাদেরকে এমন জিনিস দ্বারা পয়দা করেছি যার খবর তাদেরও আছে।'* খবর শব্দটি বাংলায় পূর্ণ সুশীল নয়, তাই বাংলায় বলা ভাল, *'তা তাদেরও জানা আছে।'* অবশ্য তিরস্কার বা কটাক্ষের স্থান হিসাবে চলতে পারে।

(ঘ) فلا أقسم (তো) জোরদার কসম করছি আমি)

অতিরিক্ত لا এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বক্তব্যটি জোরালো করা, তাই জোরদার শব্দটির সংযোজন।

برب المشارق والمغارب একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'উদয়াচলসমূহ এবং অস্তাচলসমহের অধিপতির শপথ।'

এটি সুন্দর তরজমা,

আরবী শব্দ বহাল রেখেও এভাবে তরজমা হতে পারে, 'রাব্বে মাশারিক ও রাব্বে মাগারিবের নামে জোরদার কসম'– অবশ্য এখানে رب এর পুনরুক্তি ঘটছে যা আয়াতে নেই।

'নাম' শব্দটি কসম ও শপথ উভয় ক্ষেত্রে সুপ্রচলিত, সুতরাং এই সংযোজন দোষের নয়।

(ঙ) وما نحن بمسبوقين (আর আমরা (তাদের দ্বারা) পরাস্ত হব না); এটি শব্দানুগ তরজমা, থানবী (রহ) লিখেছেন,*'আর আমরা অপারগ নই'*। শায়খুলহিন্দ (রহ), *'আর তারা আমাদের কব্জা/ নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যাবে না/যেতে পারবে না'*।

এগুলো ভাব তরজমা।

(চ) كانوا يوعدون একটি তরজমায়, 'যার বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হতো।' অর্থাৎ ফেয়েলটিকে وعد এর পরিবর্তে وعيد মাছদার থেকে নির্গত বলে ধরা হয়েছে। এরও অবকাশ রয়েছে।

(ছ) نصب এর তরজমা থানবী (রহ) মন্দির বা উপসনালয় করেছেন।

শায়খুলহিন্দ (রহ) বিষয়টিকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখেছেন, তার মতে نصب মানে দৌড়প্রতিযোগিতার শেষ মাথায় স্থাপিত নিশান, তাই তিনি লিখেছেন, যেন তারা কোন (দৌড়) নিশানের দিকে দৌড়ে/ ছুটে যাচ্ছে।

(জ) خاشعة ... আয়াতের তারকীবে এটি হাল, কারো মতে يوفضون থেকে, কারো মতে يخرجون থেকে (এবং এটাই অগ্রাধিকারযোগ্য); তবে দীর্ঘতা পরিহারের জন্য এটিকে স্বতন্ত্র বাক্যরূপে তরজমা করা উত্তম। যেমন থানবী (রহ) করেছেন। তিনি অবশ্য এটিকে يخرجون থেকেই হাল ধরেছেন।

أسئلة

١- ما معنى يوفضون؟

٢- اشرح كلمة مهطعين .

٣- ما إعراب قوله : مهطعين؟

٤- اشرح فاء فذرهم .

٥- مهطعين এর তরজমায় বন্ধনীতে কী যুক্ত হয়েছে এবং কেন?

٦- فلا أقسم برب المشارق والمغارب এর তরজমা আলোচনা কর

(٥) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝٥ فَلَمْ يَزِدْهُمْ
دُعَاءِيٓ إِلَّا فِرَارًا ۝٦ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ
جَعَلُوٓاْ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ
وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ۝٧ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝٨ ثُمَّ
إِنِّيٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝٩ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ
رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ۝١٠ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم
مِّدْرَارًا ۝١١ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ
وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ۝١٢ (نوح : ٧١ : ٥ — ١٢)

بيان اللغة

استغشوا : استغشى : طلب الغِشاء؛ استغشى ثوبه : طلب من ثوبه أن يكون غشاء له؛ جعل ثوبه غشاء؛ والمعنى : غَطّوا رؤوسهم و وجوههم بثيابهم، كي لا يسمعوا كلامي ولا يروني .

ويجوز أن يكون ذلك حقيقة؛ تَغَطَّوا بثيابهم كراهةً من سماع النصح ورؤية الناصح؛ أو هو كناية عن المبالغة في إعراضهم عما يدعوهم إليه.

مدرارا : بمقدار كثير و بتتابع মুষলধারে

بيان الإعراب

إلا فرارا : إلا أداة حصر ، وفرارا مفعول به ثان ، والاستثنا مفرغ، أي : لم يزد دعائي شيئا إلا فرارا .

كلما : مركبة من كل وما المصدرية، وهي تفيد الظرفية الزمانية وتكرار الفعلين بعدهما؛ وفيه رائحة الشرط، مثلا :

كلما جاءك زيد فأكرمه؛ (هذا في المستقبل) .

وكلما جاءني زيد أكرمته؛ (هذا في الماضي) .

دعوتهم : هذه الجملة بتأويل مصدر عن طريق ما المصدرية، في محل جر بالإضافة؛ وجملة جعلوا شبه جواب الشرط، وبها يتعلق الظرف الزماني كلما؛ وأصل العبارة : جعلوا أصابعهم في آذانهم عند كل دعوة، أي دعوتي إياهم .

جهارا : مصدر منصوب بفعل سابق، لاتحاد المعنى، لأن الجهار دعوة، أو لأنه أراد بـ : دعوتهم جاهرتهم؛ أو هو بمعنى مجاهرا .

مدرارا (متتابعا) : حال من السماء؛ (ويستوي فيه المذكر والمؤنث) .

الترجمة

বললেন তিনি (নূহ), হে (আমার) প্রতিপালক নিঃসন্দেহে ডেকেছি আমি আমার সম্প্রদায়কে রাতে ও দিনে, কিন্তু আমার দাওয়াত শুধু তাদের পলায়নপরতাই বৃদ্ধি করেছে।

আর আমি যখনই না ডেকেছি তাদের, যেন ক্ষমা করেন আপনি তাদের, আঙুল দিয়েছে তারা তাদের কানে, আর আচ্ছাদিত করেছে তারা নিজেদেরকে নিজেদের বস্ত্র দ্বারা, আর (উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যানের উপর) অবিচল থেকেছে, আর চরম অহঙ্কার করেছে।

তারপর আমি ডেকেছি তাদের উচ্চস্বরে; তারপর আমি প্রকাশ্যে বুঝিয়েছি তাদের এবং অতি একান্তে বুঝিয়েছি তাদের, আর বলেছি, ক্ষমা চাও তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে, নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল, তাহলে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন তিনি তোমাদের উপর মোষলধারে, আর সাহায্য করবেন তোমাদেরকে ধনসম্পদ দ্বারা এবং পুত্রাদি (দ্বারা) এবং স্থাপন করবেন তোমাদের জন্য বাগ-বাগান এবং প্রবাহিত করবেন তোমাদের জন্য নদী-নালা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) رب إني دعوت বিকল্প তরজমা, *'হে রব! আমার সম্প্রদায়কে আমি দিন-রাত ডেকেছি, কিন্তু আমি যত ডেকেছি তারা তত পালিয়েছে।'*
(এখানে তারকীবানুগ তরজমা দুর্বোদ্ধতা সৃষ্টি করবে, তাই সকলেই বিভিন্নভাবে মূল তারকীব থেকে সরে এসে তরজমা করেছেন।)

(খ) يرسل السماء এখানে سماء কে রূপকভাবে বৃষ্টি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, আর বৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণের চেয়ে বর্ষণ উত্তম। মেঘের ক্ষেত্রে অবশ্য প্রেরণ উত্তম।

(গ) ويمدكم ... তিনি সাহায্য করবেন তোমাদেরকে–

(১) ধনসম্পদ ও পুত্রাদি দ্বারা।

(২) ধনসম্পদ দ্বারা এবং পুত্রাদি দ্বারা

(৩) ধনসম্পদ দ্বারা এবং পুত্রাদি [দ্বারা])

এখানে তিনটি তরজমা হয়েছে মূলত ب অব্যয়টির কথা চিন্তা করে। প্রথমত চিন্তা করা হয়েছে, ب একবার এসেছে এবং তা

أموال এর সঙ্গে, সুতরাং 'দ্বারা' অব্যয়টি একবারই আসবে, তবে বাংলার নিয়মে সেটি শেষে আনা আবশ্যক।

দ্বিতীয়ত চিন্তা করা হয়েছে, حرف العطف يدل على تكرار العامـــل এই নিয়মে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে أموال ও بنين উভয়ের সঙ্গে ب রয়েছে। সুতরাং দ্বারা অব্যয়টির তাকরার হওয়া উচিত।

এ যুক্তি মেনে নিয়ে তৃতীয়ত চিন্তা করা হয়েছে যে, তরজমায়ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-এর পার্থক্যটি বিবেচনায় রাখা দরকার। بأموال وبنين ও بأموال وبنين এর তরজমা এক হতে পারে না।

থানবী (রহ) লিখেছেন, তোমাদের ধনে সন্তানে সমৃদ্ধি দান করেছেন। এটি পরিবর্তিত তারকীবে সুন্দর ভাবতরজমা।

আয়াতে بـــنين বা পুত্রাদি বলার কারণ এই যে, কন্যা সন্তানে তাদের আগ্রহ কম ছিলো, সুতরাং তরজমায় শুধু সন্তান এর পরিবর্তে পুত্রসন্তান ব্যবহার করাই সঙ্গত। শায়খুলহিন্দ (রহ) বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

(ঘ) ويجعل لكـــم جنـــت (এবং স্থাপন করবেন তোমাদের জন্য বাগ-বাগান); স্থাপন শব্দটি এখানে সুপ্রযুক্ত নয়, তৈরী করবেন/ সাজিয়ে দেবেন হতে পারে। جعـــل হচ্ছে একটি বহুমুখী ফেয়েল। সুতরা স্থানোপযোগী যে কোন প্রতিশব্দ নেয়া যায়।

(ঙ) فلم يـــزدهم دعـــائي إلا فـــرارا থানবী (রহ)-এর সরল তরজমা, 'আমার ডাকে তারা আরো বেশী দূরে ভেগেছে।'

أسئلة

١ – ما معنى استغشى؟

٢ – اشرح كلمة جهارا شرحا وافيا .

٣ – اشرح كلمة كلما؟

٤ – أعرب قوله تعالى : كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم .

٥ – فلم يزدهم دعائي إلا فرارا এর তরজমা আলোচনা কর

٦ – يرسل السماء এর তরজমা আলোচনা কর

(٦) قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا۟ إِنَّا سَمِعْنَا
قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ
بِرَبِّنَآ أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُۥ تَعَٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَٰحِبَةً
وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾ وَأَنَّهُۥ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا
﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا
﴿٥﴾ (الجن : ٧٢ : ١ — ٥)

بيان اللغة

نفر (ج) أنفار : الجماعة من الرجال من ثلاثة إلى عشرة؛ يقال ثلاثة نفر أو أنفار أي ثلاثة أشخاص .

الجد : العَظَمة والجلال؛ والجد أيضا الحظ؛ تبارك اسمك وتعالى جدك .

شططا : الشطط في الأصل الإفراط في البعد، ومن هنا جاء الشطط بمعنى الجَوْر، لبعده عن الحق؛ والشطط القول البعيد عن الحق .

شَطَّ (ن، شُطوطًا وشَطَطًا) : بعد؛ شط عليه في حكمه : جار .

بيان الإعراب

قرآنا عجبا : أي عجيبا كامل العجب؛ وصف بالمصدر للمبالغة .

شططا : نعت لمصدر محذوف ، أي قولا شططا

أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن : اسم أن هو هنا ضمير الشأن، والجملة خبر أن؛ وأن مع اسمها وخبرها بتأويل مصدر في محل رفع نائب الفاعل لـ : أوحي .

وأنه تعالى جد ربنا : عطف على محل الجار والمجرور في آمنا به، وهو النصب على المفعولية، لأن آمنا به معناه صدقناه؛ أي صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا؛ فاسم أن هنا أيضا ضمير الشأن .

الفائدة : قال المفسرون : استمع الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر، ولم يشعر بهم ولاباستماعهم، وإنما أخبره الله سبحانه وتعالى به بالوحي .

والغرض من الإخبار عن استماع الجن توبيخ قريش والعرب في إعراضهم عن الإيمان، إذ كانت الجن خيرا منهم، فإنهم حينما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به، بل ورجعوا إلى قومهم منذرين؛ بخلاف قريش و العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإنهم كذبوه واستهزؤا به وهم يعلمون أنه كلام معجز، وأن محمدا أمي لايقرأ ولايكتب؛ فشتان ما بين موقف الإنس والجن!

الترجمة

বলুন আপনি, অহী প্রেরণ করা হয়েছে আমার প্রতি এ মর্মে যে, জ্বিন সম্প্রদায়ের একটি দল সমনোযোগে শ্রবণ করেছে, অনন্তর বলেছে, নিঃসন্দেহে শুনেছি আমরা এক আশ্চর্য কোরআন, যা পথ প্রদর্শন করে কল্যাণের দিকে। ফলে ঈমান এনেছি আমরা তার প্রতি। আর কিছুতেই শরীক করব না আমরা আমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে কাউকে। আর (বিশ্বাস করেছি) এই যে, সমুচ্চ হয়েছে মর্যাদা আমাদের প্রতিপালকের। গ্রহণ করেননি তিনি কোন স্ত্রী এবং না কোন সন্তান; আর এই যে, আমাদের নির্বোধ ব্যক্তিটি বলত আল্লাহর নামে অপবাদমূলক কথা, অথচ আমরা ভেবেছিলাম যে, কিছুতেই বলবে না মানব ও জ্বিন আল্লাহর নামে মিথ্যা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) نفر من الجن শায়খায়ন তরজমা করেছেন, 'জ্বিনদের একটি দল'; উদ্দ্যশগত দিক থেকে এ তরজমা ঠিক আছে, তবে শব্দ

-গতভাবে এটি বহুবচন নয়, বরং জাতিবাচক শব্দ, তাই সঠিক তরজমা হবে 'জ্বিন সম্প্রদায়ের একটি দল'। 'একদল জ্বিন' মোটামুটি চলতে পারে।

(খ) سفيهنا থানবী (রহ) এটিকে বহুবচনে তরজমা করেছেন, অবশ্য এর অবকাশ রয়েছে। কিতাবের তরজমা অনুসারে, এখানে ইবলিস উদ্দেশ্য। শায়খুলহিন্দ (রহ)ও এহিসাবেই একবচনের তরজমা করেছেন।

(গ) شـــطط (অপবাদমূলক কথা); থানবী (রহ) লিখেছেন, '*সীমালঙ্ঘনমূলক কথা*'। 'সত্য থেকে বিচ্যুত/সত্য থেকে দূরবর্তী কথা', হতে পারে। এগুলো শব্দগত দিক থেকে কাছাকাছি। তবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে কিতাবের শব্দটি অধিক উপযুক্ত। علـى অব্যয়টিও তা সমর্থন করে।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'অতি অবাস্তব কথা'- এতে কথাটির ঘৃণ্যতা ও জঘন্যতা স্পষ্ট হয় না।

أسئلة

١- ما معنى جد في قوله : تعالى جد ربنا؟

٢- اشرح كلمة شطط .

٣- ما إعراب قوله : أنه استمع نفر من الجن؟

٤- اشرح إعراب شططا .

৫- نفر من الجن এর তরজমা আলোচনা কর

٦- كان يقول سفيهنا على الله شططا এর তরজমা আলোচনা কর

(৭) يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ
مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا
سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِىَ أَشَدُّ
وَطْـًٔا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ إِنَّ لَكَ فِى ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ (المزمل : ٧٣ : ١ - ٨)

بيان اللغة

المزمل (المتلفف بثيابه) বস্ত্র দ্বারা নিজেকে আচ্ছাদনকারী

رَتِّلْ : قرأ بتمهل وبإخراج الحروف واضحة .

ناشئة الليل : أي القيام بعد النوم في الليل .

وَطْـأ : চাপ ও প্রভাব

والمعنى : أن القيام في ساعات الليل بعد النوم أشد على المصلي وأثقل (من صلاة النهار)، ولكنه يؤثر في نفس المصلي أشد تأثير .

أقوم قيلا : أي أثبت وأبين قولا، لأن الليل تهدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات فتكون النفس أصفى والذهن أجمع، فهو أعون للنفس على التدبر والتأمل .

سبحا طويلا : أصل السبح العوم على وجه الماء، واستعير للاشتغال بشؤون الحياة، لأن السابح يحرك أطرافه على الدوام ويجتهد متتابعا للوصول إلى الشاطئ الآخر، وكذلك المشتغل في شؤون الحياة .

والمعنى : إن لك في النهار إشتغالا طويلا بشؤونك الدعوية، فاجعل ناشئة الليل لتهجدك وعبادتك ،

تبتل إليه : أي انقطع إليه .

بيان الإعراب

نصفه : بدل من قليل ، يعني أن المراد من قليل الليل نصفه ، فالمعنى قم الليل إلا نصفه ، أو انقص من نصف الليل قليلا ، أو زد على نصف الليل قليلا ،

تبتيلا : هذا مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق لـ : تبتل ، وجاز هذا ، لأن تَبتّل معناه بتّل نفسك .

الترجمة

হে বস্ত্রাবৃত! কিয়াম করুন রাত্রে, কিছু সময় ছাড়া, অর্থাৎ রাত্রের অর্ধেক, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করুন, কিংবা কিছু বাড়িয়ে দিন তার উপর। আর পূর্ণ তারতীলের সঙ্গে পড়ুন কোরআনকে। অবশ্যই অর্পণ করব আমি আপনার উপর গুরুভার কালাম। নিঃসন্দেহে রাত্রে নিদ্রাপরবর্তী জাগরণ (আত্মাকে) দলনের ক্ষেত্রে অধিকতর কঠিন এবং বচনের ক্ষেত্রে অধিকতর সুষ্ঠু।
নিঃসন্দেহে আপনার জন্য রয়েছে দিবাভাগে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।
আর স্মরণ করুন আপন প্রতিপালকের নাম এবং নিমগ্ন হোন তার প্রতি পরিপূর্ণরূপে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) (হে বস্ত্রাবৃত); আরেকটি তরজমা, 'হে বস্ত্রের আচ্ছাদন গ্রহণ-কারী', কেউ কেউ লিখেছেন, 'হে চাঁদর মুড়ি দেয়া ব্যক্তি।'

(খ) و رتل القرآن ترتيلا *(আর পড়ুন কোরআন পূর্ণ তারতীলের সঙ্গে)*; থানবী (রহ), *'আর কোরআনকে খুব ছাফ ছাফ (পষ্ট পষ্ট) পড়ুন'*। একটি বাংলা তরজমায়, *'আর কোরআনকে আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে'*; তারতীলের পূর্ণ রূপটি এখানে এসেছে। তবে যেহেতু তারতীল শব্দটি এখন পারিভাষিক ছাপ গ্রহণ করেছে সেহেতু এর প্রতিশব্দ ব্যবহার না করাই সঙ্গত।

(গ) سنلقي *(অতিসত্বর অর্পণ করবো)*; বিকল্প শব্দ, *'অবতীর্ণ করব'*, শব্দানুগ তরজমা এখানে উপযোগী নয়; উর্দূতে শায়খায়ন অবশ্য (ঢালা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।
قولا ثقيلا শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, ওজনদার। থানবী (রহ) লিখেছেন, ভারী। বাংলায় গুরুভার শব্দটি বেশী উপযোগী।

(ঘ) سبحا طويلا এর শব্দানুগ তরজমা, 'দীর্ঘ সন্তরণ'। জীবন যেন একটি নদী, তাতে মানুষ দিনভর সন্তরণ করে। উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। 'বহু দায়দায়িত্ব'- এটিও হতে পারে।
থানবী (রহ) সাধারণ শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'দিনে আপনার অনেক কাজ থাকে।'

(ঙ) تبتل إليه (তাঁর প্রতি নিমগ্ন হও)

تبتـل এর মূল অর্থ হল বিচ্ছিন্ন হওয়া إلى অব্যয়টির কারণে تضـمين এর নিয়মে তাতে অভিমুখী হওয়ার অর্থ যুক্ত হয়েছে। শায়খায়ন উভয় দিক বিবেচনা করে লিখেছেন, 'সবার থেকে আলগ হয়ে/ বিচ্ছিন্ন হয়ে তার অভিমুখী হও'।

أسئلة

١- ما معنى رتل؟

٢- اشرح كلمة وطأ .

٣- ما إعراب قوله : نصفه؟

٤- اشرح إعراب تبتيلا .

৫- المزمل এর তরজমা আলোচনা কর

৬- سبحا طويلا এর আশরাফী তরজমা আলোচনা কর

(٨) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُۥ مَالًا مَّمْدُودًا
﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدتُّ لَهُۥ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ
يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّآ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ لِأَيَـٰتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾
سَأُرْهِقُهُۥ صَعُودًا ﴿١٧﴾ إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ
قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ
وَبَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ
يُؤْثَرُ ﴿٢٤﴾ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿٢٥﴾ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾ (المدثر : ٧٤ : ١١ — ٣٠)

بيان اللغة

شهود : جمع شاهد، من يشهد شيئا ويحضر ويرى؛ من يؤدي الشهادة .

مَهَّدَ : প্রস্তুত/তৈরী করল; উপযোগী/অনুকূল করল

يقال :مهّدَ الفراش/ الطريق / الأرض/ له الأمر

تَمَهَّدَ : উপযোগী/ অনুকূল হল

مَهْدٌ (ج) مُهود দোলনা; সমতল

جعل لكم الأرض مهدا؛ كلم في المهد .

مَهْدُ الحَضارَةِ সভ্যতার লালনভূমি/লালনক্ষেত্র

مِهادًا (ج) أَمْهِدَةٌ : مهد বিছানা; সমতল ও নিম্নভূমি

ألم نجعل الأرض مِهادا

عنيد (ج) عُنُد : مُسْتَبِدٌّ برأيه، متصَلِّب، شديد التمسك بأفكاره، لا يَحيد عنها؛ مجاوز الحد في العصيان .

নিজের মতের উপর অটল; হঠকারী, জেদী; স্বেচ্ছাচারী, দুর্বিনীত,

رهق (س، رَهَقًا) : سفه وحمق وجهل؛ يقال : رهق الفتى

মূর্খ, নির্বোধ, অর্বাচীন হল।

رهقه الدين/الهم : لحقه؛ غشيه চেপে বসল; আচ্ছন্ন করে ফেলল

راهق الصبي : قارب الحلم/ البلوغ .

أرهقه : أهلك، أتعب جدا؛ حمّل شخصا ما لا يُطيق .

أرهقه السير الطويل؛ أرهقه الدين/ الهم .

أرهق الشعب بالضرائب، أرهق العمالَ .

أرهقه صعودا : ألجأه إلى عذاب صَعْب شاقٌ لا يطاق، فَتَضْعف عنه قوتّه كما تضعُف قوةُ مَنْ تصعَد في الجبل .

والصعود : الذهاب في المكان العالي .

والصُّعود والحُدور : مكان الصعود والانحدار؛ وهما بالذات واحد، وإنما يختلفان باعتبارِ مَنْ يَمُرُّ فمتى كان المارّ صاعدا يقال لمكانه صعود، وإذا كان منحدرا يقال لمكانه حدور .

والصَّعَد والصَّعود العقبة : প্রতিবন্ধক (ويستعار لكل شاق)، قال تعالى : ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي يلجئه إلى عذاب شاق .

وسأرهقه صعودا : سألجأه إلى أمر شاقّ .

قال القرطبي : الصعود صخرة ملساء يُكَلَّفُ صعودَها، فإذا صار في أعلاها حَدر في جهنم، فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارَها .

قدّر : আন্দায/ অনুমান করল, আন্দাযে অনুমানে কিছু নির্ধারণ করল

قُتل : أي قاتله الله وأخزاه على تقديره .

كيف قدر : الاستفهام للعتجب؛ والمعنى : ما أعجب وأغرب تقديره .

عبس (ض، عَبْسًا، عُبوسا) অসন্তোষ, বা দুশ্চিন্তায় চেহারা কুঞ্চিত করল

يقال : رجل عابس، وجه عابس، ويقال على وجه المبالغة عَبُوسٌ.

بَسَر (ن، بَسْرًا، بُسورًا) : أظهر العُبوس الشديد؛ (فالبسور أشد من العبوس) .

يؤثر : أثر الحديثَ (ن، ض، أَثْرًا) : نقله خلَف عن سلَف، فالحديث مأثور، أي منقول قرنا بعد قرن .

بيان الإعراب

ومن خلقت وحيدا : الواو للمعية، ومن مفعول معه؛ أو هي عاطفة، عطفت بها 'من' على مفعول ذر، والعائد محذوف، أي خلقته؛ ووحيدا، حال من العائد المحذوف، أو من مفعول ذر، أو من تاء خلقت، أي خلقته وحيدا، فأنا أهلكه وحيدا لا أحتاج إلى نصير.

صعودا : مفعول به ثان، لأن أرهقه متضمن معنى أكلف؛ وإذا لم يتضمن هذا المعنى كان صعودا منصوب بنزع الخافض، أي سألجأه إلى عذاب شاق وأهلكه بعذا شاق .

الفائدة : نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة من أكابر قريش؛ قد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال والبنين، فكفر بأنعم الله، وكذب بآيات الله واستهزأ برسوله؛ فهدده الله بقوله، وهو أسلوب بليغ في التهديد : (**ذرني ومن خلقت وحيدا**)، أي دعني يا محمد وهذا الشقي الذي خلقته في بطن أمه وحيدا لا مال له ولد، ولا حول ولا مدد .

(**وجعلت له مالا ممدودا**)، أي مالا مبسوطا كثيرا . (كان له الزرع والضرع والتجارة، وكان له بستان في الطائف لاينقطع ثمره صيفا ولاشتاء) (**وبنين شهودا**) أي أولادا مقيمين معه في بلده، لايفارقونه سفرا ولا حضرا؛ يحضرون معه المحافل والمجامع، وكانوا له قوة .

(**ومهدت له تمهيدا**)، أي يسرت له كل شيء من أسباب الحياة، ومظاهر الجاه والعز والسيادة؛ فكان في عيش رغيد؛ وكان في قريش عزيزا منيعا وسيدا مطاعا .

(**ثم يطمع أن أزيد**)، أي ثم بعد هذا العطاء الكثير وهذا الكفران الشنيع يطمع أن أزيد له في ماله وولده .

(**كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا**)، كلا كلمة ردع وزجر، أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد؛ فلنردن عليه طمعه؛ وكيف يطمع هذا الشقي وقد عاند الحق وجحد بآيات الله وكذب رسول الله .

(**سأرهقه صعودا**)، أي سألجئه إلى عذاب صعب شاق لايطاق .

ولما تحيرت قريش في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضاقت عليهم الحيل في إسكاته ذهبوا إلى الوليد؛ فقال الوليد : أفكر في الأمر ثم أهديكم إلى الرشد .

وبعد صمت طويل، كأنه فكر كثيرا، قال : قولوا إنه ساحر، وإن ما يقوله سحر .

(**إنه فكر وقدر**)، أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن، ماذا يقول في القرآن؟ وبماذا يطعن في صاحبه؟ فكر في الأمر وقدر الأمر؛ فقال تعالى دعاء عليه :

(**فقتل كيف قدر**)، أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة الحمقاء التي هداها إليه تفكيره وتقديره

(**ثم قتل كيف قدر**)، كرر العبارة تأكيدا لذمه . واستمر القرآن يستهزء في أمر تفكيره وتقديره، فقال :

(**ثم نظر، ثم عبس وبسر**)، أي أجال النظر مرة أخرى متظاهرا بالتفكر، ثم عبس أي بدا أثر التفكير في وجهه، حتى اشتد عبوسه .

(**ثم أدبر واستكبر**)، أي ثم تولى عن الإيمان وتكبر عن الإقرار بالحق.

(**فقال إن هذا إلا سحر يؤثر**)، أي ما هذا الذي يقوله محمد إلا سحر ينقله ويرويه عن السحرة . (**إن هذا إلا قول البشر**) أي ليس

هذا كلام الله، بل كلام المخلوقين، وهذه الجملة تأكيدا لمضمون الجملة الأولى، وهو نفي كون القرآن من كلام الله؛ ولذلك لم يعطف عليها بالواو .

(**سأصليه سقر**)، أي سألقيه في نار جهنم يتلظى حرها، ويذوق عذابها . (**وما أدراك ماسقر**)؟ أي وما أعلمك أي شيء هي سقر؟!

(**لاتبقي ولا تذر**)، أي لاتبقي حيا، إلا أهلكته ولا تذر ميتا إلا جددت عذابه بعد أن جدد خلقه .

(**لواحة للبشر**)، أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها . (**عليها تسعة عشر**)، أي وكل الله على سقر تسعة عشر من الملائكة الشداد، فلا مهرب منها لأحد .

الترجمة

ছেড়ে দাও আমাকে এবং তাকে, যাকে সৃষ্টি করেছি একা, এবং যাকে দিয়েছি বিস্তৃত (ছড়ানো) সম্পদ এবং (সঙ্গে) উপস্থিত পুত্রগণ এবং যার জন্য ব্যবস্থা করেছি (সবকিছু) পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। তারপর সে আশা করে যে, বাড়িয়ে দেব আমি (তাকে আরো) কিছুতেই না। সে তো আমার আয়াতসমূহের উদ্ধত বিরোধী। অচিরেই বিপর্যস্ত করব আমি তাকে কঠিন শাস্তি দ্বারা।

সে তো বেশ চিন্তা করেছে এবং (একটা কিছু) আন্দায করেছে; তো নিপাত যাক সে, কেমন আন্দায করল! আবারও নিপাত যাক সে, কেমন আন্দায করল! আবার (যেন) সে ভেবে দেখল, তারপর চেহারা কুঞ্চিত করল, আর ভীষণ কুঞ্চিত করল; তারপর পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল, অনন্তর বললো, নয় এটা (কিছু) চলে আসা জাদু ছাড়া, নয় এটা (কিছু) মানুষের কথা ছাড়া।

অতিসত্বর ঝলসাব আমি তাকে 'সাকার'-এ, জান কি সাকার কী? না (অক্ষত) রাখবে, না (শেষ করে) ছাড়বে। ভস্মকারী তা মানুষকে, (আছে) এর তত্ত্বধানে উনিশ (প্রহরী ফিরেশতা)।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ذرني ومن (ছেড়ে দাও আমাকে এবং তাকে যাকে.....)

এমন তরজমাও হতে পারে, 'ছেড়ে দাও আমাকে তার সঙ্গে একা', (অর্থাৎ আমি একাই তাকে শায়েস্তা করতে পারব) এর ভিত্তি এই যে واو المعية আর وحيدا হচ্ছে مفعول ذر থেকে হাল। আরেকটি তরজমা হতে পারে, 'ছেড়ে দাও আমাকে ও তাকে, যাকে সৃষ্টি করেছি আমি অনন্যরূপে। (সামনে সেই অনন্যতার বিবরণ রয়েছে।)

(খ) وجعلت له مالا ممدودا (এবং যাকে দিয়েছি বিস্তৃত সম্পদ)

যেহেতু এটির عطف হয়েছে خلقت এর উপর সেহেতু ছিলাহ-এর অনুরূপ তরজমা হবে, অর্থাৎ 'তাকে' নয়, বরং 'যাকে'। ওয়ালীদের সম্পদ মক্কায় তায়েফে এবং অন্যত্র ছড়ান ছিল এবং বিপুল পরিমাণে ছিল; তো ممدود এর তরজমা 'বিপুল' বললে অবস্থার অন্য দিকটি পরিষ্কার হয় না। পক্ষান্তরে বিস্তৃত বললে বিপুলতার বিষয়টিও এসে যায়, তাই কোরআনে ممدود বলা হয়েছে। 'বিপুল-বিস্তৃত সম্পদ' হতে পারে। মামদূদ-এর মূল অর্থ ছড়ান।

(গ) ومهدت له تمهيدا, সবকিছু/ সর্ব-উপকরণ স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ/সর্বপ্রকার সাজ-সামান, ইত্যাদি যাই বলা হোক সেটা হবে مهدت এর مفعول بــه , মাফউলে মুতলাকের তরজমা বাদ থেকেই যাবে। তাই কিতাবের তরজমায় 'পরিপূর্ণ ব্যবস্থা'-এর সংযোজন করা হয়েছে।

এ তরজমাও হতে পারে, 'যার জন্য সবকিছু পূর্ণ অনুকূল করে দিয়েছি।'

(ঘ) عنيد এর তরজমা শায়খায়ন শুধু 'বিরোধী' করেছেন, অথচ عناد এ ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা রয়েছে। একটি বাংলা তরজমায় 'উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী' রয়েছে। কিতাবের তরজমায় সেটা অনুসৃত হয়েছে।

(ঙ) سأرهقه صعودا থানবী (রহ) লিখেছেন, 'অচিরেই তাকে আমি দোযখের পাহাড়ে চড়াব'। এ তরজমার ভিত্তি হল তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হাদীস। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'এখন

তাকে দিয়েই চড়াই করাব কঠিন চড়াই'। অর্থাৎ তিনি صــعود এর আভিধানিক প্রকৃত অর্থটি গ্রহণ করেছেন।

একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'চড়াব শাস্তির পাহাড়ে'।

(চ) لواحة للبشر এখানে لاح (ن، لوحا) ও بشر এর অর্থভিন্নতার কারণে তরজমায়ও বিভিন্নতা এসেছে। যেমন, لاح فلانا العطش أو السـفر দেহকাঠামো বিকৃত করে দিয়েছে। আর দোযখের বিপর্যস্ত করা তো হবে জ্বালানর মাধ্যমে, তাই শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'লোকদের ভস্ম করে ফেলবে'।

থানবী (রহ) লিখেছেন, দেহের অবস্থা বিগড়ে দেবে।

بشر হচ্ছে بشرة এর বহুবচন, অর্থ ত্বক, চামড়া, মানুষের চামড়া যেহেতু দৃষ্টিগোচর তাই মানুষকে بشر বলা হয়। এই বিবেচনায় একটি বাংলা তরজমায় আছে, 'ইহা তো গাত্রচর্ম দগ্ধকারী'।

لاح এর একটি অর্থ হলো ظهر তা থেকে তরজমা করা হয় 'তা বহু দূর থেকে মানুষের দৃষ্টিগোচর'।

أسئلة

١- اذكر معاني مهد مع الأمثلة؟

٢- اشرح كلمة صعود .

٣- ما إعراب قوله : وحيدا؟

٤- أعرب قوله سأرهقه صعودا .

٥- ومهدت له تمهيدا এর তরজমা আলোচনা কর

٦- إنه كان لآياتنا عنيدا এখানে عنيدا এর তরজমা আলোচনা কর

(৯) لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴿١﴾ وَلَآ أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ
﴿٢﴾ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ ﴿٣﴾ بَلَىٰ قَـٰدِرِينَ
عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّىَ بَنَانَهُۥ ﴿٤﴾ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَـٰنُ لِيَفْجُرَ

أَمَامَهُۥ ﴿٥﴾ يَسْـَٔلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَـٰمَةِ ﴿٦﴾ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ
﴿٧﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿٨﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿٩﴾ يَقُولُ
ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ ﴿١٠﴾ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿١١﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ
يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ ﴿١٢﴾ يُنَبَّؤُا۟ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ
﴿١٣﴾ (القيامة : ٧٥ : ١ – ١٣)

بيان اللغة

البنان : الأصابع ، أو رؤوس الأصابع .

برق البصر : (س، بَرَقًا) ভয়ে চক্ষু স্থির হয়ে গেল, কিছু দেখতে পেল না

برق الرجل : ভয়ে দিশেহারা হলো এবং তার চক্ষু স্থির হল

وزر : ملجأ يتخلص به، وكل ما ألتجأت إليه من جبل أو غيره فهو وزرك .

بيان الإعراب

لا أقسم : إدخال لا الزائدة على فعل القسم شائع في كلام العرب، وفائدتها توكيد القسم .

وقيل : لا هذه لنفي كلام ورد قبل القسم؛ كأنهم أنكروا البعث، فردّ عليهم بقوله لا، ثم قال : أقسم بيوم القيمة .

النفس اللوامة : أي النفس التي تلوم صاحبها في يوم القيامة، أو لا تزال تلوم في الدنيا؛ وطوبى لمن يتنبه على ملامة نفسه .

وجواب القسم محذوف، أي لتبعثن، دل عليه ما بعده .

ألّن نجمع : أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن المحذوف؛ وجملة لن نجمع خبر أن .

قادرين : حال من فاعل الفعل المقدر الذي يدل عليه حرف الجواب، أي بلى نجمعها قادرين .

يريد الإنسان ليفجر أمامه : مفعول يريد محذوف، أي بل يريد الإنسان الثبات والدوام على الشرك والكفر والبعد عن الإيمان، ليستمر على فجوره في المستقبل؛ ولام التعليل متعلق بـــ : يريد؛ أواللام زائدة، والمصدر المؤول بـــ : أن المضمرة مفعول يريد .

يقول الإنسان يومئذ : جواب شرط غير جازم؛ والظرف الثاني زائد جاء ليقبل التنوين الذي هو عوض عن جملة؛ وأصل العبارة : يـــوم إذ برق البصر ....

إلى ربك يومئذ المستقر : أي المستقر (ثابت) إلى ربك يوم إذ برق... . ولا يجوز تعليق إلى بالمستقر، لأنه إن كان مصدرا ميميا فلا يتقدم على المصدر معموله، وإن كان اسم مكان فلا عمل له .

الترجمة

জোরদার কসম করছি আমি কেয়ামতের দিনের, আরো জোরদার কসম করছি তিরস্কারকারী নফসের (অবশ্য তোমরা পুনরুত্থিত হবে)।
ভাবে কি মানুষ যে, কিছুতেই একত্র করতে পারব না আমি তার 'হাড়-অস্থি'। অবশ্যই (একত্র করতে পারবো) এমন অবস্থায় যে আমি তো তার আঙ্গুলের অগ্রভাগগুলো পর্যন্ত সমান করতে সক্ষম।
বরং কিছু মানুষ তো চায় যে, সামনেও পাপাচার চালিয়ে যাবে, জানতে চায় সে, কখন (আসবে) কেয়ামতের দিন? তো যখন স্থির হয়ে যাবে চক্ষু এবং আলোহীন হয়ে যাবে চাঁদ এবং এক অবস্থার করে ফেলা হবে সূর্য ও চাঁদকে, বলবে মানুষ সেদিন, কোথায় পালানো যায়!

কিছুতেই না, কোন আশ্রয়স্থান নেই; আপনার প্রতিপালকের নিকটেই শুধু সেদিন ঠিকানা হবে। জানিয়ে দেয়া হবে মানুষকে সেদিন যা সে অগ্রবর্তী করেছে এবং পশ্চাদবর্তী করেছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) لا أقسم *(জোরদার কসম করছি)*; লামে যাইদার তাকীদের জন্য 'জোরদার' শব্দটি এসেছে। *'নির্দ্বিধ শপথ করছি'* বলা যায়।

(খ) أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه (ভাবে কি মানুষ যে, কিছুতেই একত্র করতে পারব না আমি তার 'হাড়-অস্থি'!); এখানে বহুবচনের জন্য 'সমূহ' এর পরিবর্তে সমার্থক শব্দযুগল ব্যবহার করা উত্তম। কেউ কেউ 'হাড়গোড়' লিখেছেন, যেহেতু এখানে কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্য উদ্দেশ্য সেহেতু এটা গ্রহণযোগ্য।

একজন লিখেছেন, 'মানুষ কি ভেবে বসে আছে', এ তরজমা শোভন নয়।

بلى قادرين أن نسوي بنانه সমান করার পরিবর্তে কেউ লিখেছেন পূর্ণবিন্যস্ত করা। শায়খায়ন লিখেছেন ঠিক করে দেয়া। تسوية এর মূল অর্থ (সমান করা) অবশ্য সবক'টিতেই প্রকাশ পায়।

(গ) أمامه এখানে যমীরের তরজমা বাদ যাবে। 'ভবিষ্যতে/ভবিষ্যত জীবনে/আগামী জীবনে', এগুলো হতে পারে।

থানবী (রহ) যমীরসহ লিখেছেন, নিজের ভবিষ্যত জীবনে। তবে কিতাবের তরজমায় অসন্তোষের ভাবটি স্পষ্ট হয়।

(ঘ) أيان ও متى এর পার্থক্য রক্ষা করার জন্য বলা যায়, *'কোন্ সময়, কোন্ কালে!?'*।

(ঙ) وجمع الشمس والقمر শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'একত্র হবে'; এতে স্থানগত একত্রতা বোঝায়, অবস্থাগত একত্রতা নয়, তাছাড়া فعل مجهول এর মধ্যে فاعل এবং পরোক্ষ অবস্থানটি এখানে নেই।

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'এক অবস্থা হয়ে যাবে'। এতে অবশ্য অবস্থাগত অভিন্নতা বোঝা গেছে।

(চ) أيـن المفـر অধিকাংশ বাংলা তরজমা হল, পলায়নের স্থান কোথায়? অথচ এটি اسم الظرف নয়, বরং مصدر ميمـي কারণ, هذا المصدر بفتح العين ، واسم الظرف من هذا الباب بكسر العين শায়খায়ন বিষয়টি বিবেচনায় এনে লিখেছেন, (ক) এখন কোথায় পালাবে? (খ) এখন পালিয়ে কোথায় যাবে?

أسئلة

١- ما معنى وزر؟

٢- اشرح برق .

٣- عرف لام لأقسم .

٤- لم لايجوز تعليق إلى بـ : المستقر .

٥- أيان يوم القيامة এর তরজমা আলোচনা কর

٦- أين المفر এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) وَٱلْمُرْسَلَٰتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَٱلْعَٰصِفَٰتِ عَصْفًا ﴿٢﴾
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ نَشْرًا ﴿٣﴾ فَٱلْفَٰرِقَٰتِ فَرْقًا ﴿٤﴾ فَٱلْمُلْقِيَٰتِ ذِكْرًا
﴿٥﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَٰقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا
ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿٨﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتْ ﴿٩﴾ وَإِذَا
ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ﴿١١﴾ لِأَىِّ يَوْمٍ
أُجِّلَتْ ﴿١٢﴾ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿١٣﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ
ٱلْفَصْلِ ﴿١٤﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نُهْلِكِ

ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٩﴾ (المرسلات ١-١٩)

بيان اللغة

مرسلة (ج) مرسلات : المراد الريح والرياح ،

عرف : هذا بمعنى المصدر، أي الإحسان .

العاصفات : أي الرياح التي تعصف عَصْفًا (ض) : أي تهب وتشتد هبوبها

الناشرات : يعني الملائكة التي تنشر الخير؛ أو الرياح التي تنشر الخير .

الفارقات : الملائكة التي تفرق بين الحق والباطل؛ أو الرياح التي تفرق بين السحب .

ملقيات ذكرا : الملائكة التي تلقي إلى الرسل ذكرا؛ أو الرياح التي تلقي في قلوب الناس ذكر الآخرة .

طمس الشيء (ن، طُموسا) تغيرت صورته آকৃতির বিকৃতি ঘটল

طمس القمر/ النجم/ البصر أو نحوه : ذهب ضوءه .

الشيءَ / على الشيء (ض، ن، طَمْسًا)

মুছে ফেলল, বিকৃত করল, জ্যোতিহীন করে দিল

فرج بين شيئين (ض، فَرْجا) ফাঁক সৃষ্টি করল, ফাড়ল, ফাটল সৃষ্টি করল

فَرَجَ الله الغم আল্লাহ দুশ্চিন্তা দূর করলেন وفَرَّجَ

فرج الشيء উন্মুক্ত করল, প্রশস্ত করল, ফাটল সৃষ্টি করল

نسف شيئا (ض، نَسْفًا) নির্মূল করল, ধ্বংস করল।

اقتت : وَقَتَ الأمر (ض، وَقْتًا)

বিষয়টির জন্য সময় নির্ধারণ করে দিল/ বেঁধে দিল

وَقَّتَ الأمر = وَقَتَ (الهمزة هنا بدل الواو)

أجل : أخر   মূলতবি/স্থগিত করা হয়েছে

بيان الإعراب

المقسم به هنا موصوفات قد حذفت وأقيمت الصفات مقامها، فوقع الخلاف في تعيين تلك الموصوفات، فقال قائل : الموصوفات واحدة، وهي الرياح؛ وذهب آخر إلى أن المراد بالثلاثة الأولى الرياح، وبالأخيرين الملائكة .

والراجح أن المقسم به هنا شيئان، ولذلك جاء العطف بينهما بالواو، الذي يدل على التغاير، أما العطف بالفاء في الصفات فيدل على اتحاد الموصوف؛ فالظاهر أنه أقسم أولا بالرياح في المرسلات والعاصفات فجاء العطف بالفاء ثم اختلف المقسم فجاء العطف بالواو، وأقسم هنا في الناشرات والفارقات والملقيات بالملائكة ، فجاء العطف بالفاء .

عذرا أو نذرا : هما مصدران من عذر، ومن أنذر، منصوبان على أنهما مفعول لأجله ، أو على البدلية من ذكرا .

النجوم طمست : النجوم نائب فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده ، وجملة طمست مفسرة لا محل لها، وجواب إذا محذوف، أي وقع ما توعدون، لدلالة قوله : إنما توعدون لواقع ، أو هو 'لأي يوم أجلت' على إضمار القول، أي قيل : ...

عرفا : مصدر منصوب على أنه مفعول لأجله ، أي أرسلت للإحسان والمعروف .

الترجمة

কসম ঐ বাতাসের যেগুলোকে কল্যাণার্থে পাঠান হয়; অনন্তর (কসম) ঐ বাতাসের যেগুলো ভীষণ প্রলয় সৃষ্টি করে।

এবং (কসম) ঐ সকল ফিরেশতার যারা পূর্ণরূপে কল্যাণ বিস্তার করে, অনন্তর (কসম) ঐ সকল ফিরেশতার যারা (সত্য-মিথ্যার মাঝে) পার্থক্য নির্ধারণ করে, অনন্তর (কসম) ঐ সকল ফিরেশতার যারা (রাসূলদের প্রতি) উপদেশ/অহী অবতীর্ণ করে, এমন অবস্থায় যে তারা ওযর সম্পন্নকারী এবং সতর্ককারী।

যা ওয়াদা করা হচ্ছে তোমাদেরকে তা অবশ্যই ঘটবে। সুতরাং যখন তারকারাজিকে নিষ্প্রভ করে দেয়া হবে এবং যখন আসমানকে ফাটিয়ে দেয়া হবে এবং যখন পাহাড়-পর্বতকে উৎপাটিত করা হবে এবং যখন রাসূলদেরকে নির্ধারিত সময়ে একত্র করা হবে (তখন জিজ্ঞাসা করা হবে) কোন দিবসের জন্য (রাসূলকে উপস্থিতকরণকে) স্থগিত রাখা হয়েছিল। (উত্তর আসবে, স্থগিত রাখা হয়েছিল) ফায়ছালার দিবসের জন্য। আর জান কি তুমি ফায়ছালার দিন কেমন? বরবাদি হবে ঐ দিন তাদের জন্য যারা ঝুটলিয়েছে। হালাক করিনি কি আমি পূর্ববর্তীদের, তারপর তাদের অনুগামী করব পরবর্তীদেরকে, এমনই করি আমি অপরাধীদের সঙ্গে। বরবাদি হবে সেদিন তাদের জন্য যারা ঝুটলিয়েছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) ... والمرسلات عرفا এখানে প্রথম দু'টি مقسم به এর মধ্যে حرف العطف হল فاء তারপর حرف العطف হচ্ছে واو পরের তিনটিতে حرف العطف হচ্ছে فاء এর কারণ সম্ভবত এই যে, প্রথম দু'টি مقسم بــه হচ্ছে অভিন্ন, অর্থাৎ বায়ু, এরপর مقسم بــه বদল হয়েছে এবং পরপর তিনটি مقسم به অভিন্ন অর্থাৎ ফিরেশতা। তো অভিন্ন مقسم به এর ক্ষেত্রে হচ্ছে فاء আর ভিন্ন مقسم به এর ক্ষেত্রে হচ্ছে واو

থানবী (রহ) প্রতিটি ক্ষেত্রে বায়ুকে مقسم به সাব্যস্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, والنشــرت نشــرا ঐ সকল বায়ুর কসম, যারা মেঘপুঞ্জকে উত্তমরূপে সঞ্চালন করে, অনন্তর ঐ সকল বায়ুর কসম যারা মেঘপুঞ্জকে বিক্ষিপ্ত করে, অনন্তর ঐ সকল বায়ুর

কসম যারা আল্লাহর স্মরণ (অন্তরে) নিক্ষেপ করে, অর্থাৎ তাওবা করা বা সতর্ক হওয়ার অনুভূতি সঞ্চার করে।

থানবী (রহ) عذرا أو نذرا কে ذكرا থেকে বদল ধরেছেন।

কিতাবের তরজমায় ملقيات এর যামীর থেকে হাল ধরা হয়েছে। অর্থাৎ যিক্‌র নিক্ষেপের মাধ্যমে ফিরেশতাগণ ওযর সম্পন্ন করে দিয়েছেন এবং সতর্ক করার কাজও আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ) مفعول لأجله ধরে তরজমা করেছেন, 'কসম ফিরেশতাদের যারা ওহী অবতারণ করেছেন দায় রহিত করার জন্য, বা ভয় প্রদর্শন করার জন্য।' (অর্থাৎ এরপর আর কেউ ফিরেশতাদের উপর দায় আরোপ করতে পারবে না।)

একটি বাংলা তরজামায়, 'রযর-আপত্তি রহিতকরণের জন্য'।

أسئلة

١- ما معنى الفارقات؟

٢- اشرح أقتت .

٣- ما إعراب قوله : عصفا؟

٤- عذرا أو نذرا .

٥- إنما النجوى من الشيطن এর তরজমা আলোচনা কর

٦- لولا يعذبنا الله بما نقول এর আশরাফী তরজমা আলোচনা কর

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ
هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى
ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾
يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن
ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن
يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ
ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾ (النزعت : ٧٩ : ٣٧ - ٤٦)

بيان اللغة

مرساها : المرسى مصدر ومكان وزمان ومفعول من أرسى بمعنى ثبت وأثبت؛ أيان مرساها : متى زمان ثبوتها .

ضحى : الضّحى انبساط الشمس وامتداد النهار، وسمي ذلك الوقت به .

بيان الإعراب

فيم : خبر مقدم، وأنت مبتدأ مؤخر، ومن ذكراها يتعلق بما يتعلق به الخبر، والمعنى : أنت ثابت في أي شيء من ذكراها .

والجملة لا محل لها، كأنها إنكار و رد لسؤالهم عن الساعة .

وقيل : أصل الكلام، فيم هذا السؤال؛ مبتدأ وخبر؛ وهذا إنكار لسؤالهم، وما بعده تعليل لهذا الإنكار؛ و أنت من ذكراها، أي من علاماتها ومذكراتها .

المعنى : (فأما من طغى) أي جاوز الحد في الكفر والعصيان (وآثر الحياة الدنيا) أي وفضل متاع الحياة الدنيا الفانية على نعيم الآخرة الباقية، وانغمس في الشهوات وترك الصالحات (فإن الجحيم هي المأوى) أي فإن جهنم ونارها هي مترله ومأواه، لامترل له سواها (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى) أي من خشي ربه وعرف عظمته وجلاله، ولم يزل يذكر قيامه أمام ربه يوم الحساب، فاستعد لأخرته باجتناب المعاصي وكف النفس عن الشهوات المحرمة أو وكف نفسه عما تهواه من المحرمات (فإن الجنة هي المأوى) أي فإن الله يدخله الجنة ويكرمه بنعيمها، فتكون الجنة هي مترله ومأواه للأبد، فلا يخرج منها أبدا .

كان مشركو مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ساعة القيامة، فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى تقوم يا محمد هذه الساعة التي تذكرها كثيرا وتخوفنا بهولها؟! متى تقع وما هو وقت ظهورها؟! فترلت الآية (يسألونك عن الساعة أيان مرساها) أي لم يسألك هؤلاء المشركون عن القيامة وعن وقت ظهورها؟! ألا فليعلموا أنك لاتعلمها (فيم أنت من ذكراها) أي كيف تذكرها هم وأنت لاعلم لك بها (إلى ربك منتهاها) أي ينتهي العلم بظهور الساعة إلى ربك، لا إلى أحد غيره (إنما أنت منذر من يخشاها) أي وما رسالتك إلا أن تنذر من يخاف القيامة وهولها والحساب فيها؛

خص الإنذار بأهل الخشية، لأهم هم الذين ينتفعون هذا الإنـــذار، أما الذين لاخشية في قلوبهم، فهم يسمعون بأذن ويخرجون مـــن الأخرى، ثم يستهزؤن . (**كأهم يوم يروها لم يلبثوا إلا عشـــية أو ضحاها**) ألا فلينتهوا عن السؤال عن موعد الســـاعة، وليـــدركوا أهوالها عند وقوعها؛ فإهم يوم يشاهدون القيامة وما فيهـــا مـــن الأهوال يظنون من شدة الهول أهم لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار، مقدار عشية أومقدار ضحى، وضمير ضحاها يعود علـــى عشية، على اعتبار أن الضحى تقابل العشية . قال ابـــن كـــثير : يستقصرون مدة الحياة الدنيا، حتى كأها عندهم عشـــية يـــوم أو ضحى يوم .

الترجمة

আর যে 'সারকাশি' (অবাধ্যতা ও সীমা লঙ্ঘন) করেছে এবং অগ্রাধিকার দিয়েছে পার্থিব জীবনকে, জাহান্নামই হবে (তার) ঠিকানা; পক্ষান্তরে যে ভয় করেছে আপন প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোকে এবং বিরত রেখেছে নফসকে প্রবৃত্তি হতে, জান্নাতই হবে (তার) ঠিকানা।

জিজ্ঞাসা করে তারা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে, কবে তা ঘটার সময়? এর আলোচনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার প্রতিপালকেরই নিকট। আপনি তো শুধু ঐ ব্যক্তিকে সতর্ককারী যে ভয় করে কেয়ামতকে। যেদিন দেখবে তারা তা, (মনে হবে) যেন (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছে তারা এক সন্ধ্যা, বা এক সকাল।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) طغـــى এর বাংলা প্রতিশব্দ হল অবাধ্যতা/সীমালঙ্ঘন/বিদ্রোহ, ইত্যাদি। উর্দূতে উপযুক্ততম প্রতিশব্দ হল سرکشی বাংলায় এ শব্দটি প্রচলনযোগ্য। তাই শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটিতে অবাধ্যতার নিজস্ব একটি চূড়ান্ততার অভিপ্রকাশ রয়েছে, যা বাংলায় নেই। তবে একেবারে নতুন বলে কোট করা হয়েছে।

(খ) فإن الجنة هي المأوى বন্ধনীতে 'তার' যমীর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, عائد إلى الموصول উহ্য রয়েছে, আর المأوى এর ال হচ্ছে হচ্ছে তার স্থলবর্তী।

(গ) فيم أنت من ذكراها (এ আলোচনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?) এর তারকীবানুগ তরজমা–
'এর আলোচনা থেকে আপনি কোথায় (অবস্থান করছেন)?' কিন্তু তাতে বক্তেব্যের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয় না, তাই তারকীব থেকে সরে এসে তরজমা করতে হয়েছে। শায়খুলহিন্দ রহ লিখেছেন, 'তার আলোচনায় আপনার কী কাজ'? কিতাবের তরজমাটি থানবী রহ.-এর। আয়াতে প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুশরিকদের প্রশ্নের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে নিষেধ করা। তো উদ্দেশ্য বিবেচনায় তরজমা করা যায়, 'সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আপনার কাজ নয়'।

(ঘ) إلى ربك منتهاها *(এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো আপনার প্রতিপালকেরই নিকট)* এখানে إلى অব্যয়টিকে منتهى এর সঙ্গে متعلق ধরা হয়নি। منتهى অর্থ চূড়ান্ত স্তর, বা مكان النهاية তো বাক্যটির মূল -রূপ হল منتهى علم الساعة متوجه إلى ربك
একটি মর্মসমৃদ্ধ তরজমা হল, 'জিজ্ঞাসা করতে করতে আপনার প্রতিপালক পর্যন্ত পৌঁছতে হবে।' অন্য তরজমা, 'এর নির্ধারিত সময় তো জানেন শুধু আল্লাহ', তারকীবী তরজমাকে জটিল মনে করে এই সরল তরজমা করা হয়েছে।

(ঙ) إنما أنت منذر من (আপনি তো ঐ ব্যক্তিকে সতর্ককারী)
অর্থগত দিক থেকে من হচ্ছে منذر এর مفعول بــه সেজন্য এ তরজমা, বিদ্যমান তারকীবে তা হচ্ছে منذر এর مضاف إليه
সরল তরজমার জন্য একটি ل অব্যয় ধরে নিয়ে বলতে হবে, আপনি তো শুধু ঐ ব্যক্তির জন্য সতর্ককারী....
অথবা اسم الفاعل এর স্থলে مستقبل স্থাপন করে বলতে হবে আপনি তো শুধু ঐ ব্যক্তিকে সতর্ক করবেন যে,....

(ঙ) الهوى এর প্রতিশব্দ *'প্রবৃত্তি/প্রবৃত্তির চাহিদাপূর্ণ কাজ'* দু'টোই হয়।

أسئلة

١– ما معنى المرسى؟

٢– ما معنى عشية وضحى؟

٣– أعرب قوله : فيم أنت من ذكراها

٤– ما إعراب عشية وضحى ؟

٥– طغى এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর

٦– فيم أنت من ذكراها এর তরজমা আলোচনা কর

(٢) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾
وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ ضَاحِكَةٌ
مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ
﴿٤١﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾ (عبس : ٨٠ : ٣٤ – ٤٢)

بيان اللغة

الصاخة : صخ الحديد بالحديد (ن، صَخًّا) : ضربه به

صخ الصوتُ الأذنَ বিকট শব্দ শ্রবণশক্তিকে বধির করে ফেলল

الصاخة : الصيحة الشديدة تُصِمُّ لشدتها؛ الداهية؛ القيامة

أسفر الصبح : أضاء؛ وأسفر الوجهُ : حسن وأشرق .

وجه مسفر : مشرق উদ্ভাসিত মুখ

غبرة : غبار و دخان؛ قال الإمام الراغب : اشتق الغبرة من الغبار، والغبرة ما يعلق بالشيء من الغبار، وما كان على لون الغبار؛ قال تعالى : ووجوه يومئذ عليها غبرة، كناية عن تغير الوجه لشدة الغم.

قترة : شبهُ دخانٍ يغشى الوجه وترهقه من الكذب؛

السواد والظلمة কালো ছায়া

بيان الإعراب

إذا جاءت الصاخة : جواب الشرط محذوف، مفهوم من قوله لكل أمرئ منهم ... أي إذا جاء الصاخة .... اشتغل كل واحد بنفسه .

يوم يفر : بدل من إذا، وأصل العبارة : يشتغل كل واحد بنفسه حين مجيء الصاخة، ويوم فرار المرأ عن أخيه ....

لكل امرئ منهم يومئذ شأن : شأن مبتدأ مؤخر، ويغنيه (عن سائر الشؤون) نعت لـ : شأن؛ ويومئذ: يتعلق بـ : يغني، أي يغنيه يوم إذ حصلت هذه الأمور؛ ولكل امرئ منهم خبر مقدم .

الترجمة

অনন্তর যখন বধিরকারী বিকট শোরগোল (কিয়ামত) উপস্থিত হবে; যেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই হতে এবং তার মা হতে এবং তার বাবা হতে এবং তার সঙ্গিনী হতে এবং তার পুত্রদের হতে। যেদিন এসব কিছু ঘটবে সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন শোগল থাকবে যে (অন্য সব শোগল হতে) তাকে নিস্পৃহ করে দেবে। বহু চেহারা হবে সেদিন উজ্জ্বল হাস্যময় ও প্রফুল্ল, আর বহু চেহারা হবে সেদিন ধুলিমলিন, সেগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে কালিমা। ওরাই হল কাফির পাপাচারী।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) الصاخة এর তরজমা কেয়ামত হতে পারে, কারণ صاخة দ্বারা সেটাই উদ্দেশ্য, কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কেয়ামত শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি কেন? আর আমরা তরজমায় তা ব্যবহার করলাম কেন? সুতরাং তরজমায় শব্দের গুণবাচক দিকটি যথা সম্ভব ধারণ করা উচিত। এ তরজমা হতে পারে, 'কর্ণবিদীর্ণকারী/কর্ণবিদারী মহানাদের কেয়ামত যখন উপস্থিত হবে'।

صاحبته সম্পর্কে একই কথা, বাংলায় তরজমা করা হয়েছে 'স্ত্রী' যার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে زوج বা زوجة তার পরিবর্তে صاحبته কেন ব্যবহার হল? সম্ভবত এজন্য যে, 'সঙ্গ' বিবেচনায় সবচে গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক দুনিয়াতে স্ত্রীর সঙ্গে ছিল, তাই সঙ্গিনী শব্দটি দ্বারা ইশারা করা হচ্ছে যে, এমন সম্পর্কও মানুষ সেদিন অবলীলায় বিস্মৃত হবে।

শুধু সঙ্গিনী এর পরিবর্তে জীবনসঙ্গিনী শব্দটি হতে পারে।

(খ) بنيه কোরআনে 'পুত্র' শব্দটি এসেছে, কিন্তু অধিকাংশ উর্দূ ও বাংলা তরজমায় أولاد বা সন্তান ব্যবহৃত হয়েছে, কিতাবেও তাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোরআনে أولاده এর স্থলে بنيه কেন বলা হয়েছে? কারণ সম্ভবত একথা বোঝান যে, দুনিয়াতে সারাটা জীবন বেটা বেটা আর ছেলে ছেলে করেই মরেছ, তাদেরও ভুলে যাবে; মেয়েদের তো দুনিয়াতেই অবজ্ঞা করা হয়েছে; তাদের ভুলে যাওয়া তো অস্বাভাবিক কিছুই নয়, بنيه শব্দটিতে এই সূক্ষ্ম কটাক্ষ রয়েছে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) কে আল্লাহ তা'আলা উত্তম বিনিময় দান করুন, কিন্তু 'বেটা' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

(গ) يوم يفر المرء من أخيه (যেদিন পলায়ন করবে তার ভাই হতে) 'পালিয়ে যাবে' এতে পেরেশানি ও ত্রস্ততার ভাব বেশী মাত্রায় রয়েছে। 'পালাবে তার ভাইকে দেখে', এটাও হতে পারে।

(ঘ) যেদিন এসব কিছু ঘটবে, এটা হল يومئذ তানবীনের তরজমা।

أسئلة

١- ما معنى الصاخة؟

٢- ما معنى غبرة وقترة؟

٣- ما رأيك في جواب إذا في قوله : إذا جاءت الصاخة؟

٤- ما إعراب شأن ؟

٥- الصاخة এর প্রতিশব্দ সম্পর্কে আলোচনা কর

٦- يوم يفر المرء من أخيه এর তরজমা আলোচনা কর

(٣) إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ۝٢ وَإِذَا
ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَإِذَا
ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَإِذَا
ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِأَىِّ
ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ
كُشِطَتْ ۝١١ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ
۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝١٤ (التكوير : ٨١ : ١ – ١٤)

بيان اللغة

كَوَّرَ العِمامةَ : لَفَّها وأدارها على رأسه মাথায় পাগড়ী পেঁচালো

ومنه إذا الشمس كورت ، أي جمع ضوءها ولف كما تلف العمامة؛ والمعنى ذهب ضوؤها واضمحل .

انكدرت : أن تناثرت من السماء و تساقطت على الأرض

الكَدَر ضد الصفاء، ماء كدِر، عيش كدِر؛ والكُدْرَة في اللون خاصة، والكُدورَة في الماء وفي العيش، لا في اللون .

والانكدار تغير من الانتثار বিক্ষিপ্ততাজনিত পরিবর্তন

ناقة عشراء (بضم ففتح)، والجمع عِشار: التي مرت من حملها عشرة أشهر؛ وهي أنفس أموال الناس.

عطّلت : أي أهملت فتركت من شدة الهول বেকার ফেলে রাখল

سجرت : أصل السجر تهييج النار আগুন উস্কে দেয়া

سجَر التنور (من نصر) وسجر (من تفعيل) : ملأه وقودا وأحماه .

سجر الماء النهر (مجردا ومزيدا) : ملأه وجعله يفيض .

سجر الماء : فجر ۔ উৎসারিত/ প্রস্রবিত করল।

سجر البحر (نصر) : فاض؛ وسجر (مجهول تفعيل) : هاج وارتفع أمواجه.

وإذا البحار سجرت : أي أشعلت فصارت نارا، وقيل غيضت مياهها، وإنما يكون كذلك لتسجير النار فيها؛ وقيل : هاجت وارتفعت .

زوجت : (أي جمعت ، أي جمعت كل نفس مع جنسها في الصلاح والفساد) .

كشطت : أي نزعت و كشفت

سعرت : سعر النار (ف، سعرا) : أشعلها وسعّرها .

تسعرت النار : اشتعلت

وأد ابنته (ض، وَأْداً) : دفنها في التراب وهي حية، فالابنة وئيد، وئيدة، موؤودة .

بيان الإعراب

جميع إذا في هذه الآيات تتضمن معنى الشرط، والفعل المحذوف بعدها شرط، يفسره الفعل الذي بعد فاعل المحذوف .

و علمت نفس ما أحضرت جواب إذا، و هي تتعلق بهذا الجواب .

الترجمة

যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে/ পেঁচিয়ে ফেলা হবে, আর যখন তারকারাজি খসে খসে পড়বে, আর যখন পাহাড়-পর্বতকে চালিত করা হবে, আর যখন দশমাসি গাভিনকে উপেক্ষা করা হবে, আর যখন অন্য পশুদের জড়ো করা হবে, আর যখন সাগর-মহাসাগরকে উদ্দীপ্ত করা হবে, আর যখন একেক প্রকার মানুষ (আলাদা) একত্র করা হবে, আর যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। আর যখন সব আমলনামা খোলা হবে, আর যখন আসমান খুলে দেয়া হবে, আর যখন জাহান্নামকে উসকে দেয়া হবে, আর যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে, (তখন) জানবে প্রত্যেক ব্যক্তি যা সে উপস্থিত করেছে।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) إذا الشمس كـــورت (যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেয়া হবে বা পেঁচিয়ে ফেলা হবে)– এটা হল শব্দানুগ তরজমা, আর নিষ্প্রভ হওয়া বা আলোহীন হওয়া হচ্ছে এর পরিণতি।
শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দানুগ তরজমা করেছেন, আর থানবী (রহ) পরিণতি ভিত্তিক তরজমা করেছেন।
তবে صـــيغة المجهـــول এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন পরম সত্তার উপস্থিতি তাদের তরজমায় আসেনি। তাদের তরজমা হলো, ভাঁজ/ আলোহীন হয়ে যাবে।

(খ) انكدرت এখানে অবশ্য লাযিম ফেয়েল ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং 'খসে খসে পড়বে' তরজমা ঠিক আছে।

(গ) العشـــار শব্দানুগ তরজমা– দশ মাসের গাভিন উটনী, ভাব তরজমা পূর্ণগর্ভা উটনী।

(ঘ) وإذا النفوس زوجت (আর যখন একেক প্রকার মানুষ (আলাদা) একত্র করা হবে)
زوج এর সঠিক প্রতিশব্দ হল যুগল করা, এখন যুগল করার স্বরূপটি কী হবে, সে সম্পর্কে তাফসীরে যা কিছু এসেছে সে হিসাবে বিভিন্ন তরজমা করা হয়েছে।
শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দানুগ তরজমা করেছেন, একটি বাংলা তরজমায় আছে, যখন রূহকে দেহের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হবে, এটিও তাফসীরি তরজমা।

أسئلة

١- ما معنى الكدرة والكدورة، وما الفرق بينهما؟

٢- ما معنى وأد ومن أي باب هو؟

٣- أعرب قوله : وإذا العشار عطلت

٤- ما إعراب قوله ما أحضرت ؟

٥- وإذا النفوس زوجت এর তরজমা আলোচনা কর

٦- تنكير نفس এর লক্ষ্য রেখে তরজমা কর

(٤) إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى ٱلۡأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾
تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسۡقَوۡنَ مِن
رَّحِيقٖ مَّخۡتُومٍ ﴿٢٥﴾ خِتَٰمُهُۥ مِسۡكٞۚ وَفِي ذَٰلِكَ
فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسۡنِيمٍ ﴿٢٧﴾
عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ (المطففين : ٨٣ : ٢٢ – ٢٨)

بيان اللغة

أريكة (ج) أرائك — সুসজ্জিত আসন, আসনের উপর স্থাপিত সজ্জা

رحيق : الخمر — শরাব مختوم মোহর করা, খাঁটি

ختام (ج) ختُم : ما يختم به، وكذلك الخَتْم — যা দ্বারা মোহর করা হয়

بيان الإعراب

على الأرائك ينظرون :

حرف الجر في محل رفع خبر ثان لـ : إن؛ أو في محل نصب حال من فاعل ينظر؛ وجملة ينظرون حال من ضمير خبر إن؛ وأصل العبارة : إن الأبرار مستقرون في نعيم، ينظرون إلى مناظر الجنة جالسين على الأرائك .

ويجوز أن يكون ينظرون خبرا ثانيا لـ : إن، أو هي استئنافية بيانية، فلامحل لها من الإعراب .

ختامه مسك : الجملة نعت ثان لـ : رحيق .

في الصحاح : الختام الطين الذي يختم به ، وختم هذا الإناء بالمسك بدل الطين .

ومزاجه من تسنيم : أي ما يمزج به الرحيق يأتي أو آت من تسنيم؛ وهوعلم عين في الجنة، و أرفع شراب فيها؛ والجملة معطوفة على الاسمية السابقة؛ اعترضت بينهما الجملة الشرطية .

عينا : منصوب على المدح بفعل محذوف، أي أمدح عينا ، والجملة بعدها نعت لها ، وبها أي منها، على طريق التضمين في الحرف؛ ويحتمل أن يكون الباء في معناها والتضمين في الفعل، أي يلتذ بها .

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون : أي إذا أراد الناس أن يتنافسوا في الأشياء فليتنافسوا في ذلك النعيم الأبدي .

الترجمة

নিঃসন্দেহে নেককারগণ (থাকবে) আরাম আয়েশে। (বসে) সুসজ্জিত আসনে তাকাবে (জান্নাতের মনোরম সব দৃশ্যের দিকে)।
অনুভব করবে তুমি তাদের মুখমণ্ডলে প্রাচুর্যের দীপ্তি। পান করান হবে তাদের মোহর করা বিশুদ্ধ শরাব হতে। তার মোহর হবে 'মিশক'। তো একে নিয়েই প্রতিযোগিতা করুক না প্রতিযোগিতাকারীরা।
আর তার মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে, তা এমন এক ঝর্না যা দ্বারা আস্বাদন করবে নৈকট্যপ্রাপ্তরা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) نعيم এর নাকিরাত্ব হচ্ছে تعظيم এর জন্য, তাই থানবী (রহ) লিখেছেন, '*বড় আয়েশের মধ্যে থাকবে*'। কিতাবের তরজমায়ও বিষয়টি অন্যভাবে রক্ষিত হয়েছে।
একটি বাংলা তরজমায় আছে, '*পরম স্বাচ্ছন্দ্যে/প্রাচুর্যে থাকবে*'।

(খ) تعرف একটি বাংলা তরজমায়, '*দেখতে পাবে*'; শায়খায়ন, '*চিনতে পারবে*'। একটি তরজমায় আছে '*চোখেমুখে*' প্রথমত এটি যথেষ্ট সুশীল শব্দ নয়, তদুপরি 'চোখ' শব্দটি অতিরিক্ত। তবে যেহেতু উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছে, আর বাংলায় এর প্রচলন রয়েছে সেহেতু তা গ্রহণযোগ্য। তবে জান্নাতের আলোচনার ক্ষেত্রে 'মুখমণ্ডল'ই হচ্ছে অভিজাত শব্দ।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'মুঁহ প্যর', এখানে স্বচ্ছন্দ্যে 'চেহরোঁ প্যর' লেখা যেত, যেমন থানবী (রহ) লিখেছেন।

نضـــرة النعـــيم এর তরজমা শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'আরামের সজীবতা', এখানে 'আয়েশ' শব্দটিও হতে পারে, আবার হতে পারে 'প্রাচুর্যের সজীবতা', কেউ লিখেছেন, 'নাযনেয়মতের চিহ্ন'; নাযমেয়ামত তো গ্রহণযোগ্য, কিন্তু চিহ্ন শব্দটি সঠিক প্রতিশব্দ নয়; ছাপ শব্দটি সম্পর্কেও একই কথা। থানবী (রহ) একশব্দে লিখেছেন, 'হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তুমি তাদের চেহারায় آســـائش চিনতে পারবে'। সম্ভবত এর অর্থ হচ্ছে 'শোভা'। যথার্থতা বোঝা না গেলেও এ শব্দচয়নে নিশ্চয় কোন চিন্তা কাজ করেছে। তবে ইযাফাতের তরজমা একশব্দে করাটা প্রশ্নসাপেক্ষ।

(গ) وفي ذلـــك فليتنـــافس المتنافســـون থানবী (রহ) লিখেছেন, 'আর লোভকারিদের এমন জিনিসেরই লোভ করা উচিত'। এখানে تنـــافس বা প্রতিযোগিতার বিষয়টি আসেনি এবং في ذلـــك এর অগ্রবর্তিতার উদ্দেশ্যটিও আসেনি। একজন তরজমা করেছেন, 'এটাই এমন জিনিস, লুব্ধজনদের যার প্রতি অগ্রগামী হয়ে লোভ দেখান উচিত', এটাও মূল থেকে অনেক দূরবর্তী।

(গ) يشرب بها (যা দ্বারা আস্বাদন করবে); এখানে তাযমীনের নিয়মে يشرب কে يلتـــذ এর স্থলবর্তী ধরে তরজমা করা হয়েছে। কেউ কেউ তাযমীনের নিয়মে ب কে مـــن এর স্থলবর্তী ধরে তরজমা করেছেন, '*তা থেকে পান করবে*'।

أسئلة

١- ما معنى تسنيم؟

٢- ما معنى ختام؟

٣- أعرب قوله : عينا

٤- ما هي فاء فليتنافس ؟

٥- نضرة এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর

٦- وفي ذلك فليتنافس المتنافسون এর তরজমা আলোচনা কর

(٥) هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَـٰشِيَةِ ﴿١﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَـٰشِعَةٌ ﴿٢﴾
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ
ءَانِيَةٍ ﴿٥﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿٦﴾ لَّا يُسْمِنُ وَلَا
يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴿٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ
﴿٩﴾ فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَـٰغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ
جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِىُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ (الغاشية : ٨٨ : ١ — ١٦)

بيان اللغة

الغاشية : القيامة، لأنها تغشى الخلائق بأهوالها .

آنية : أي بالغة حرارتها درجة النهاية؛ (وقد مر في قوله تعالى : حميم آن) .

عاملة ناصبة : أي دائمة في عمل يتعبها؛ (نصبه الأمر : أتعبه وأنهكه، نصبا، ض) .

ضريع : نبات خبيث لا تقربه دابة لخبثه .

لا يسمن : لا يجعله سمينا قويا .

ناعمة : ذات بهجة وحسن وإشراق ونضارة .

لاغية : كلام لغو فاحش .

نمارق : جمع نمرُقة، الوسائد الصغيرة .

زرابي (جمع زربية) : بسُط فاخرة .

بيان الإعراب

يومئذ : يتعلق بـــ : خاشعة؛ والتنوين فيه عوض عن جملة، أي إذ غشيت الغاشية .

خاشعة : خبر، وبعد هذا الخبر أخبار .

إلا من ضريع : إلا أداة حصر، ومن ضريع صفة لـ : طعام .

لا يسمن ولا .. : الجملتان صفتان لضريع لا لطعام، لأن الضريع هـو المثبت، وقد نفي عنه الإسمان والإغناء من الجوع .

الترجمة

এসেছে কি তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের খবর/কথা? বহু চেহারা সেদিন হবে অবনত, ক্লিষ্ট, ক্লান্ত; ঝলসিত হবে জ্বলন্ত আগুনে, পান করান হবে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে।
তাদের জন্য কোন খাদ্য থাকবে না কন্টক-গুল্ম ছাড়া, যা পুষ্টও করবে না, ক্ষুধা থেকেও পরিত্রাণ করবে না।
বহু মুখমণ্ডল সেদিন হবে প্রদীপ্ত, নিজেদের পরিশ্রম-সাফল্যে সন্তুষ্ট। (থাকবে তারা) সমুচ্চ জান্নাতে। শোনবে না সেখানে কোন কটুকথা। (থাকবে) সেখানে বহমান ঝর্না; (থাকবে) সেখানে সুউচ্চ বহু সজ্জা ও স্থাপিত বহু পানপাত্র এবং সারি সারি উপাধান ও ছড়ানো (বিছানো) বহু গালিচা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) حـديث الغاشـية শুধু কেয়ামত না বলে শব্দগত অর্থটিও ধারণ করা হয়েছে। এজাতীয় প্রায় সকল শব্দের ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসৃত হয়েছে।

(খ) لاغيـة অসার বাক্য, বেহুদা কথা ইত্যাদি তরজমা হতে পারে, মূল অর্থ হলো, অর্থহীন/নিরর্থক কথা। 'ফালতু কথা' জান্নাতের আলোচনায় ব্যবহার করার জন্য শব্দটি যথেষ্ট সুশীল নয়। এখানে উদ্দেশ্য হল যে কোন দিক থেকে অসন্তুষ্টির কারণ হয়, এমন কথা। এক্ষেত্রে 'কটু' শব্দটি সবচে' উপযোগী মনে হয়। থানবী (রহ) লিখেছেন, لغو بات শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, بكواس প্রথমটিতে অর্থগত দিকটি স্পষ্ট, দ্বিতীয়টিতে তা নয়।

(গ) لايسمن ولا يغني من جـوع থানবী (রহ) লিখেছেন, 'যা না মোটা করবে, না ক্ষুধা রোধ/দূর করবে'। শব্দানুগ হলেও এবং مـن

অব্যয় বাদ পড়লেও এ তরজমা গ্রহণযোগ্য এবং সাধারণভাবে অনুসৃত তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আর না কাজে আসবে ক্ষুধায়।' অর্থাৎ তিনি لاينفع في جوع এর মত করে তরজমা করেছেন। এটিও গ্রহণযোগ্য। কিতাবের তরজমায় যা চিন্তা করা হয়েছে তা হল, মোটাত্ব সর্বাংশে কাঙ্ক্ষিত নয়, পক্ষান্তরে পুষ্টি সর্বাংশে কাঙ্ক্ষিত। দ্বিতীয়ত من অব্যয়টি বিবেচনায় নিয়ে তাযমীনের নিয়মে لايغني কে لايحي এর অর্থে গ্রহণ করা ভাল। একটি বাংলা তরজমায় আছে, পুষ্টি যোগানো এবং ক্ষুধা মিটানো, এটা চলতে পারে।

إلا من ضريع এখানে من কে ধর্তব্যে বলা যায়, 'সামান্য কাঁটাগুল্ম/ঝাড়কাঁটা ছাড়া'। অর্থাৎ খুব সামান্যই খাওয়া সম্ভব হবে। অতিরিক্ত অব্যয়টি মূলত আয়াতে এ আবহ সৃষ্টি করেছে।

(ঘ) فيها عين جارية থানবী (রহ) 'বিভিন্ন ঝর্ণা' অর্থাৎ বহুবচনের তরজমা করেছেন। যামাখশারী (রহ) বলেছেন, عين এর তানবীন كثرة বোঝানোর জন্য এসেছে।

(ঙ) سرر مرفوعة কেউ কেউ তরজমা করেছেন, উন্নত মর্যাদা-সম্পন্ন শয্যা।

পালঙ্কের উচ্চতাকে দুনিয়াতেও মর্যাদা ও আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করা হয়, সুতরাং এখানে উঁচু উঁচু পালঙ্ক/ শয্যা তরজমা করাই সঙ্গত।

أسئلة

١- ما معنى ضريع؟

٢- ما معنى نمارق؟

٣- اشرح إعراب لايسمن ولا يغني من جوع .

٤- ما إعراب يومئذ في قوله تعالى : قلوب يومئذ خاشعة ؟

৫- فيها عين جارية এখানে বহুবচনের তরজমার ভিত্তি কী?

٦- لايغني من جوع এর তরজমা আলোচনা কর ।

(٦) وَٱلْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا
يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِى حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ
رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿٧﴾ ٱلَّتِى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِى
ٱلْبِلَٰدِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا۟ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ
ذِى ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ ٱلَّذِينَ طَغَوْا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا۟ فِيهَا
ٱلْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ
لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ (والفجر : ٨٩ : ١ – ١٤)

بيان اللغة

حجر : عقل ولُبٌّ، ذو حجر: ذو عقل، و الحجر المنع؛ (وسمي العقل حجرا لأنه يمنع عن السفه، وكذلك سمي العقل عقلا لأنه يعقل أي ينهى عن القبيح) .

الشفع والوتر : জোড় ও বেজোড়

(هذا قسم بالخلق والخالق، فإن الله تعالى واحد، وتر؛ والمخلوقات ذكر وأنثى، شفع .)

يسر : (ض، سريانا) : يمضي؛ الليل يسري بحركة الكون العجيبة .

إرَم : عاد اسم رجل ينسب إليه هذا القوم، وكذلك اسم أحدهم إرم، ينسبون إليه، كما ينسبون إلى نبيهم هود .

عماد (جمع عَمَد وعُمُد) : ما يُسنَد به؛ طويل العماد، (أي منـزله مرفوع يرى من بعيد، فيقصده المسافرون لأخذ ضيافته)، و رفيع العماد أي شريف .

جاب الصخر : قطعه، جاب البلاد : قطعها ومضى فيها (ن، جوبا)

وتد (ج) أوتاد কীলক ذو الأوتاد : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في غزوهم للبلاد .

بيان الإعراب

والفجر : الواو للقسم يتعلق بـــ : أقسم المحذوف .

وليال عشر : عطف على الفجر؛ (والمراد بها أيام ذي الحجة لفضلها وعلو مرتبتها)

إذا يسرِ : يتعلق بفعل القسم المحذوف؛ والفعل في الأصل يسري، حذف الياء لتتشابه رؤوس الآيات؛ وجواب القسم محذوف، أي ورب هذه الأشياء لنجازين كل أحد بما عمل .

قسم : مبتدأ مؤخر، وفي ذلك خبر مقدم؛ (وهل هنا للتاكيد لا للاستفهام؛ كأنه قيل : إن هذا لقسم عظيم عند ذوي العقول) .

كيف فعل ربك : قال ابن هشام : كيف اسم استفهام، وهو هنا في موضع نصب بـ : فعل على أنه في معنى مصدر، والمعنى : فعل ربك فعله؛ أو هو حال من فاعل فعل .

ارم : بدل من عاد أو عطف بيان؛ ومنع من الصرف للعلمية والتأنيث.

الترجمة

কসম ভোরের এবং দশ রাতের এবং জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের যখন তা গত হতে থাকে, আছে কি এর মধ্যে যথেষ্ট কসম কোন জ্ঞানবানের জন্য? দেখনি কি তুমি, কেমন করেছেন তোমার প্রতিপালক আদবংশের, অর্থাৎ ইরামবংশের প্রতি, যারা ছিল বিশাল -দেহী, সৃষ্টি করা হয়নি যে দেহের অনুরূপ অন্যান্য জনপদে।
এবং ছামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা কর্তন করেছে প্রস্তর উপত্যকায় (গৃহনির্মাণের জন্য); এবং বহু লোকলস্করের অধিকারী ফিরআউনের প্রতি; যারা স্বেচ্ছাচার করেছিল শহরে জনপদে, অনন্তর অতিমাত্রায় করেছিল সেখানে ফাসাদ, তখন হানলেন তাদের উপর তোমার প্রতিপালক আযাবের কষাঘাত। নিঃসন্দেহে আপনার প্রতিপালক ওত পেতে আছেন।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) هل في ذلك قسم (আছে কি এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কসম কোন জ্ঞানবানের জন্য); এখানে نكرة ব্যবহার করার উদ্দেশ্য সম্ভবত একথা বোঝানো যে, একজনও যদি জ্ঞানবান পাওয়া যায় এসব কসমের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য তাহলেও যথেষ্ট।

অনেক তরজমায় لذي حجر এর নাকিরাত্ব-এর বিষয়টি আসেনি। শায়খুলহিন্দ (রহ) বহুবচনরূপে লিখেছেন, 'জ্ঞানীদের জন্য'।

(খ) ذات العماد এর তরজমা অনেকেই করেছেন, সুউচ্চ ইমারতের/প্রাসাদের অধিকারী; এটি ঠিক আছে। এটি كناية বা প্রতীক-নির্ভর তরজমা। শায়খুলহিন্দ (রহ) শব্দানুগ তরজমা লিখেছেন, 'বড় বড় খুঁটিওয়ালা'

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'বিশাল দেহের অধিকারী' (অর্থাৎ বড় বড় খুঁটির মত) তিনি এরূপ অর্থ করেছেন, পরের خلق শব্দটির কারণে, যা ইমারতের চেয়ে দেহের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত।

(গ) ذي الأوتاد শব্দানুগ তরজমা হল, বহু কীলকের অধিকারী। প্রতীক-অর্থ হল বহু লোকলস্করের অধিকারী।

অর্থাৎ কেউ তরজমা করেছেন, ভীষণ নিপীড়ক, কারণ সে কীলক ও পেরেক ঢুকিয়ে নির্যাতন করত।

'বহুকীলকওয়ালা' এটি লিখেছেন শায়খুলহিন্দ ও থানবী (রহ), তবে কিতাবের তরজমার পক্ষে সমর্থন আসে الذين طغوا থেকে যা অভিযান ও জনপদ বিরান করার দিকে ইঙ্গিত করে।

(ঘ) صب عليهم ربك سوط عذاب (হানলেন আযাবের কষাঘাত); থানবী (রহ), 'আযাবের চাবুক বর্ষণ করলেন'। শায়খুলহিন্দ, 'নিক্ষেপ করলেন আযাবের কোড়া'। অর্থাৎ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন সবাই করেছেন। এর মধ্যে 'হানলেন'ই অধিক উপযোগী। অবশ্য শাস্তির কষাঘাত/আযাবের চাবুক বলা সঙ্গত

أسئلة

١- ما معنى الحجر، ولم سمي العقل حجرا؟

٢- اشرح كلمة عماد .

٣- أعرب قوله : هل في ذلك قسم لذي حجر .

٤- ما هو جواب القسم هنا ؟

٥- وفرعون ذي الأوتاد এর তরজমা আলোচনা কর

٦- لذي حجر এর তরজমা আলোচনা কর

(٧) وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ
وَٱلْأُنثَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ
﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ
بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ
﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ﴿١١﴾ (الليل: ٩٢ : ١ — ١١)

بيان اللغة

الحسنى : الكلمة الحسنى، وهي كلمة التوحيد

اليسرى : الخصلة المؤدية إلى اليسر والراحة، وهي الجنة، فالعسرى هي الخصلة المؤدية إلى العسر والشدة، وهي جهنم .

تردى في بئر: وقع فيها، ومن جبل أو من عال : سقط؛ (يتردى، ترديا)

بيان الإعراب

والليل إذا يغشى : واو القسم متعلق بفعل القسم المحذوف، وإذا يتعلق به، وهو هنا ظرف مجرد من معنى الشرط؛ وجملة يغشى في محل جر بإضافة الظرف إليها، وحذف المفعول به اختصارا، لأنه معلوم، أي يغطي الشمس أو النهار أو كل شيء بظلامه .

وما خلق الذكر والأنثى : أي وأقسم بخلق الذكر والأنثى؛ أو هي موصولة، والجملة صلة والعائد محذوف؛ والذكر والأنثى منصوبان بنزع الخافض، أي وما خلقه من الذكر والأنثى .

إن سعيكم : جواب القسم .

فأما من أعطى ... : الفاء هنا استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل لا عمل له؛ من موصول في محل رفع مبتدأ، وأعطى صلة الموصول، واتقى معطوف على : أعطى، وكذلك صدق معطوف على : اتقى؛ وفاء فسنيسر رابطة لجواب الشرط، وجواب الشرط هو الخبر .

وحذف مفعول أعطى اختصارا، أي أعطى حقوق ماله للفقراء؛ واتقى، أي واتقى الله؛ وبالحسنى يتعلق بـ : صدق؛ وبالحسنى، أي بالخصلة الحسنى، على حذف الموصوف؛ والخصلة الحسنى هي الإيمان بالله .

وما يغني عنه ماله إذا تردى : ما هذه استفهامية إنكارية، أو نافية؛ والظرف متعلق بـ : يغني .

الترجمة

কসম রাতের যখন তা আচ্ছন্ন করে এবং (কসম) দিনের যখন তা উদ্ভাসিত হয় এবং (কসম) নর ও নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন, অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা বিভিন্ন প্রকার। তো যে দান করে এবং ভয় করে এবং উত্তম বাক্যকে সত্য বলে গ্রহণ করে, তো সহজ উপায় দেব আমি তাকে আরামের স্থলের (জান্নাতের) জন্য; আর যে কৃপণতা করে এবং বেপরোয়া হয় এবং উত্তম বাক্যকে ঝুটলায়, তো সহজ উপায় দেব আমি তাকে কষ্টের স্থলের (জাহান্নামের) জন্য। আর কী কাজে আসবে তার মাল তার যখন সে পতিত হবে (জাহান্নামে)?!

ملاحظات حول الترجمة

(ক) والليل إذا يغشى কেউ তরজমা করেছেন, আচ্ছন্নকারী রাতের কসম এবং উদ্ভাসিত দিনের কসম। ظرف কে তিনি ছিফাতে রূপান্তরিত করেছেন, ভাষা-সৌন্দর্যের দিক থেকে ঠিক আছে, কিন্তু কালামুল্লাহ-এর তরজমায় অনিবার্য প্রয়োজন ছাড়া মূল শব্দ, তারকীব ও বিন্যাস থেকে সরে যাওয়া কাম্য নয়।

(খ) وما خلق الذكر... (এবং [কসম] নর ও নারীর যা তিনি সৃষ্টি করেছেন) এ তরজমা হয়েছে ما কে موصولة এবং الذكر والأنثى কে তার বয়ান ধরে। ما المصدرية রূপে তরজমা হতে পারে, 'এবং [কসম] নর ও নারীর সৃষ্টির'। অনেকে এখানে ما দ্বারা আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা বুঝেছেন, যদিও এটি غير ذي عقل এর জন্য।

তারা তরজমা করেছেন, এবং কসম ঐ সত্তার যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

(গ) سعيكم থানবী (রহ) এর প্রতিশব্দরূপে 'চেষ্টা' শব্দটি গ্রহণ করেছেন, একটি বাংলা তরজমায় আছে 'কর্মপ্রচেষ্টা' এটি গ্রহণযোগ্য। কারণ এখানে 'কর্ম' বা আমল শব্দটি প্রচেষ্টা-এর ব্যাখ্যারূপে এসেছে।

(ঘ) فسنيسره لليسرى (তো সহজ উপায় দেব আমি তাকে আরামের স্থলের [জান্নাতের] জন্য); কেউ কেউ তরজমা করেছেন, আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ।

সুগম করার বিষয়টি সহজ পথের ক্ষেত্রে হয় না, কঠিন পথের ক্ষেত্রে হয়, তাছাড়া এখানে তারকীব-বিমুখতা এসেছে।

কিতাবে থানবী (রহ) এর তরজমা অনুসরণ করা হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, সহজে সহজে পৌঁছে দেব তাকে আমি আরামের/ কষ্টের মধ্যে।

এ তরজমাটি খুব সুন্দর। কারণ তাতে তারকীবানুগতা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে ফেয়েলটির মূল অর্থের প্রতি বিবেচনা।

أسئلة

١- اشرح كلمة يغشى .

٢- ما معنى الحسنى؟ وما هو المراد به هنا؟

٣- ما هو جواب القسم في والليل إذا يغشى؟

٤- أعرب قوله : الذكر والأنثى .

٥- وما خلق الذكر والأنثى এর তরজমা আলোচনা কর

٦- فسنيسره لليسرى এর তরজমা আলোচনা কর

(٨) ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ
﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ
ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾ أَن
رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ﴿٨﴾ (العلق : ٩٦ : ١ – ٨)

بيان اللغة

علق : جمع عَلَقة، وهي الدم الجامد في بداية خِلقة الإنسان في بطن أمه .

بيان الإعراب

باسم ربك : الباء متعلق بحال : أي مستعينا باسم ربك، أو مفتتحا باسم ربك، أو (الباء) زائدة .

أن راه استغنى : هذا المصدر المؤول مفعول لأجله، يبين علة طغيانه؛ وجملة استغنى في محل المفعول به الثاني ، لأن الرؤية ظنية .

الترجمة

পড়ুন আপনি (কোরআন) আপন প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।
পড়ুন, আর আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত/অতি মহানুভব, যিনি শিক্ষা দান করেছেন কলম দ্বারা, শিক্ষা দান করেছেন মানুষকে যা সে জানত না।
সত্যি মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে। কারণ নিজেকে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালকের নিকটই হবে (তোমাদের) প্রত্যাবর্তন।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) এখানে اقرأ এর আদেশটি কোরআনের সঙ্গে খাছ, তাই থানবী (রহ) 'পড়ুন আপনি কোরআন' লিখেছেন। মুক্তবুদ্ধির নামে মানুষ আয়াতটির ভুল ব্যবহার করে এবং এর দ্বারা সর্বপ্রকার

পড়ার আদেশ প্রমাণ করতে চায়। হাকীমুল উম্মত ভুল পথে যাওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন।

তবে مفعول টি যেহেতু আয়াতে উল্লেখিত হয়নি সেহেতু কিতাবের তরজমায় সেটাকে বন্ধনীতে রাখা হয়েছে।

শায়খুলহিন্দ (রহ) অতিরিক্ত সংযোজন থেকে বিরত থেকে শুধু 'পড়' লিখেছেন। الذي خلق এখানে অবশ্য তিনি خلق এর مفعول উল্লেখ করে লিখেছেন, *'যিনি সকলের স্রষ্টা'*। خلق এর স্থলে তিনি خالق এর তরজমা করেছেন। থানবী (রহ) خلق এর مفعول উল্লেখ করেননি, আর ফেয়েলের তরজমাও বদল করেননি।

(খ) من علق 'আলাক' শব্দটির পরিচিত অর্থ জমাট রক্ত, শায়খায়ন এ তরজমাই করেছেন, কিন্তু একটি বাংলা তরজমায় রয়েছে, 'আলাক থেকে', কারণ 'আলাক'-এর বিভিন্ন অর্থ হতে পারে এবং এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত, তাই তিনি সতর্কতা অবলম্ব করেছেন। অবশ্য علق এর অর্থ সম্পর্কে তিনি একটি টীকা যোগ করেছেন।

(গ) ... كلا এটি মূলত তিরস্কার ও ভর্ৎসনাবাচক শব্দ حرف ردع কিন্তু এখানে পূর্বে ভর্ৎসনা করার মত কোন বিষয়ের উল্লেখ নেই; সুতরাং এটি حقا সমার্থক হবে। অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য হল সামনের বক্তব্যকে সমর্থন যোগানো। থানবী (রহ) শুধু 'সাচ'-এর পরিবর্তে 'সাচমুচ' (সত্যি সত্যি) লিখে তাকীদের মধ্যে প্রগাঢ়তা এনেছেন। শায়খুলহিন্দ (রহ), 'আর কিছু না, মানুষ মাথায় চড়ে বসে'।

كلا إن الإنسان ليطغى (সত্যি মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে); এখানে তিনটি তাকীদ-অব্যয় রয়েছে, তরজমায়ও তাকীদের তিনটি প্রতিশব্দ আনা হয়েছে।

একটি বাংলা তরজমায় 'বস্তুত মানুষ প্রকাশ্য অবাধ্যতা করছে'। 'বস্তুত' দ্বারা তাকীদ হয়, তবে তাতে كلا এর জোরালোতা নেই। 'প্রকাশ্য' শব্দটিরও এখানে যথার্থতা নেই। 'করছে' শুধু বর্তমান বোঝায়, করে বা করে থাকে দ্বারা স্বভাব বোঝায়, এখানে সেটাই উদ্দেশ্য। শায়খায়ন সেটা বিবেচনা করেছেন।

একটি তরজমায় আছে, 'মানুষ বড় বেশী অবাধ্যতা/ সীমালঙ্ঘন /বাড়াবাড়ি করে। বাড়াবাড়ি শব্দটি طغيـان এর তুলনায় লঘু। তাছাড়া 'বড় বেশী' এ উসলূবটিও যথেষ্ট অভিজাত নয়।

أن رآه استغنى (কারণ নিজেকে সে স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাবে) استغناء শব্দটি যে ভাব ধারণ করে, স্বয়ংসম্পূর্ণতার মধ্যে তা নেই। উর্দূওয়ালারা সেজন্য হামযাটুকু বাদ দিয়ে স্বয়ং استغنا শব্দটিই গ্রহণ করে নিয়েছে। উর্দূভাষার সমৃদ্ধির এটি বড় একটি কারণ। বাংলায় এ কাজটা আমরা করি না কেন?

থানবী (রহ) লিখেছেন, 'কারণ নিজেকে সে 'মুসতাগনি' দেখতে পায়। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, কারণ নিজেকে সে বেপরোয়া দেখতে পায়।

বাংলায় 'নিজেকে সে লাপরোয়া ভাবে' হতে পারে। আরেকটি সুন্দর শব্দ হল, 'নিজেকে সে বড় নিরঙ্কুশ ভাবে/মনে করে'। একটি উর্দূ তরজমায় আছে, 'নিজেকে বে-নেয়ায মনে করে'। এ শব্দটি বাংলায়ও চলতে পারে।

أسئلة

١- ما معنى العلق؟

٢- ما معنى استغنى؟

٣- أعرب قوله : فيم أنت من ذكراها؟

٤- ما إعراب عشية وضحى ؟

৫- ১৫ এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর

৬- اقرأ باسم ربك الذي خلق এর আশরাফী তরজমা আলোচনা কর

(৯) إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝١ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٢ وَقَالَ ٱلْإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝٣ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٤ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝٥ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ

ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ ۝٦ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ
ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨

بيان اللغة

زلزل الله الأرض (زلزلة ، زلزالا) প্রকম্পিত করলেন

بيان الإعراب

إذا زلزلت : إذا ظرف متضمن معنى الشرط؛ وجملة زلزلت في محل جر بإضافة الظرف إليها، وهو شرط والظرف متعلق بجوابه، وهو تحدث .

زلزالها : مفعول مطلق ، مضاف إلى الضمير الراجع إلى نائب الفاعل، والإضافة لبيان هول زلزال الأرض .

ويجوز أن يكون إذا لمجرد الظرف، والعامل محذوف قبله، أي يحشرون حين زلزال الأرض زلزالا شديدا .

يومئذ تحدث أخبارها : هذا كلام مستأنف على الإعراب الثاني؛ ويومئذ أي تحدث الأرض أخبارها يوم زلزال الأرض، وإخراجها أثقالها؛ وتنوين إذ هنا عوض هذه الجملة .

الترجمة

যখন প্রকম্পিত করা হবে পৃথিবীকে তার নিজ প্রকম্পন দ্বারা, আর পৃথিবী নিজের বোঝাগুলো বের করে দেবে। আর বলবে মানুষ, হলো কি পৃথিবীর! সেদিন পৃথিবী তার সব খবর বলবে, কারণ আপনার প্রতিপালক আদেশ করবেন তার উদ্দেশ্যে। সেদিন (কবর থেকে) ফিরে আসবে মানুষ দলে দলে, দেখার জন্য নিজেদের আমল। তো যে (ব্যক্তি) আমল করেছে কণা পরিমাণ নেক আমল, দেখতে পাবে সে তা, আর যে আমল করেছে কণা পরিমাণ মন্দ আমল দেখতে পাবে সে তা।

ملاحظات حول الترجمة

(ক) زلزلت একজন লিখেছেন, যখন আপন কম্পনে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে, صيغة المجهول এর তরজমার ত্রুটি এখানে বেশী প্রকট হয়েছে, 'আপন কম্পনে' কথাটির উপস্থিতির কারণে। থানবী (রহ) অন্য অনেক ক্ষেত্রে না করলেও এখানে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন, তাঁর তরজমা হলো, 'যখন যমীনকে তার কঠিন প্রকম্পন দ্বারা কাঁপিয়ে দেয়া হবে'।

কেউ কেউ লিখেছেন, 'যখন ভূমিকম্প দ্বারা পৃথিবী প্রকম্পিত হবে। زلزالها এর তরজমাটি ঠিক আছে'। আরেকটি তরজমা, 'যেদিন ভূমি থরথর করে কাঁপতে থাকবে'; মতলব ঠিক আছে, তবে আয়াতের তরজমা হিসাবে মূল থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে।

(খ) يصدر মানে শুধু বের হওয়া নয়, বরং ঘাটে অবতরণকারীর ঘাট থেকে প্রত্যাবর্তন, মৃত্যু ও কবরের অতিসূক্ষ্ম একটি তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য এখানে يخرج এর পরিবর্তে يصدر ব্যবহার করা হয়েছে।

থানবী (রহ) এর মতে হিসাবের অবস্থানক্ষেত্র বা মীযান থেকে মানুষ শাস্তি ও পুরস্কার হিসাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ফিরে আসবে। তিনি 'ফিরে আসবে' লিখেছেন, তবে কবর থেকে নয়, মীযান থেকে।

مثقال ذرة (কণা পরিমাণ), 'যার্‌রা/রত্তি / বিন্দু পরিমাণ, এটাও হতে পারে। 'সামান্য পরিমাণ' এটি সঠিক প্রতিশব্দ নয়।

أسئلة

١- ما معنى زلزال؟

٢- ما معنى مثقال؟

٣- أعرب قوله : زلزالها .

٤- ما هو جواب الشرط في قوله تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها؟

٥- ذرة এর প্রতিশব্দ আলোচনা কর

٦- إذا زلزلت الأرض زلزالها এর তরজমা আলোচনা কর

(١٠) ٱلۡقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡقَارِعَةُ ﴿٣﴾
يَوۡمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلۡفَرَاشِ ٱلۡمَبۡثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ
ٱلۡجِبَالُ كَٱلۡعِهۡنِ ٱلۡمَنفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ
مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ
مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ﴿١٠﴾
نَارٌ حَامِيَةُۢ ﴿١١﴾ (القارعة : ١٠١ : ١ – ١١)

بيان اللغة

القارعة : اسم من أسماء القيامة، سميت بها لأنها تقرع الخلائق بأهوالها وأفزاعها؛ وأصل القرع الضرب بشدة وقوة .

المنفوش : نفش القطن أو الصوف (ن، نَفْشًا) : فرقه .

ধুনলো, আলাদা আলাদা করল

الهاوية : اسم من أسماء النار، سميت بها لبعد عمقها، من هوى (ض، هُوِيًّا)

أمه هاوية : أي مأواه هاوية، كما أن الأم مأوى الولد .

بيان الإعراب

يوم يكون الناس : الظرف منصوب بمضمر دلت عليه القارعة، أي تقرع القيامة قلوب الناس بأهوالها يوم كون الناس كالفراش المبثوث؛ يكون ناقص أم تام؛ كالفراش المبثوث خبر في الإعراب الأول، وحال في الإعراب الثاني، أي : يحشرون حال كونهم كالفراش .

الترجمة

অভিঘাত সৃষ্টিকারী! কী সেই অভিঘাত সৃষ্টিকারী!! জানেন কি আপনি কী সেই অভিঘাত সৃষ্টিকারী!!! যেদিন হয়ে যাবে মানুষ বিক্ষিপ্ত 'পরওয়ানা'-এর মত, আর হয়ে যাবে পাহাড়গুলো ধুনিত পশমের মত।
তো যার 'মীযান-পাল্লা' ভারী হবে সে তো সন্তোষজনক আরামের মধ্যে থাকবে।
আর যার মীযান-পাল্লা হালকা হবে তার আদরের ঠিকানা হবে হাবিয়া; আর জানেন কি আপনি হাবিয়া কী? অতি উত্তপ্ত আগুন।

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار)

ملاحظات حول الترجمة

(ক) كالفراش المبثوث শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন, 'বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত'; থানবী (রহ) লিখেছেন 'বিক্ষিপ্ত পরওয়ানার মত' পতঙ্গ ও পরওয়ানা দু'টোই উর্দূতে ব্যবহৃত শব্দ। বাংলায় পতঙ্গ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পরওয়ানা এই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। তবে پروانه শব্দটি শ্রুতিমধুর, তাই পতঙ্গ-এর পরিবর্তে শব্দটি নেয়া হয়েছে। একজন লিখেছেন 'ছড়ান/ছিটান পতঙ্গের মত', এটি مبثوث এর সঠিক প্রতিশব্দ।

(খ) موازين আয়াতে বহুবচন এসেছে তাই তরজমায় সেটা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে 'মিযান-পাল্লা' এই যুগ্মশব্দ দ্বারা। কেউ লিখেছেন, 'আমলের পাল্লা', কেউ লিখেছেন, হিসাবের পাল্লা। এগুলো চলতে পারে।

(গ) أمه هاوية (তার আদরের ঠিকানা হবে হাবিয়া); আল্লাহ যে এখানে أمه শব্দটি ব্যবহার করেছেন ঠিকানা অর্থে, উদ্দেশ্য হচ্ছে কাফিরদের পরিহাস করা। তরজমায় সেটা রক্ষা করার জন্য শুধু ঠিকানা-এর পরিবর্তে 'আদরের ঠিকানা' বলা হয়েছে। هاوية জাহান্নামের একটি নাম, তাই তরজমায় নামরূপেই আনা হয়েছে, থানবী (রহ) এর অনুকরণে। শায়খুলহিন্দ (রহ) লিখেছেন তার ঠিকানা হবে একগর্ত, কেউ লিখেছেন, একগভীর গর্ত।

أسئلة

١- ما معنى القارعة؟

٢- ما العهن المنفوش؟

٣- أعرب قوله : يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟

٤- ما إعراب قوله فهو في عيشة راضية ؟

٥- كالفراش المبثوث এর তরজমা আলোচনা কর

٦- امــه هاويــة এর তরজমা আলোচনা কর

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصلحت .